জাতির পিতার ভালোবাসায় মৌল অবস্থানে ছিল বাংলার জনগণ ও তাদের উন্নয়ন। সমবায় ছিল এই উন্নয়ন দর্শনের চালিকা শক্তি। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'ইগালেটোরিয়ান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে পাকিস্তানের মতো অভিজাতশ্রেণি গড়ে উঠবে না। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সব মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সবার জন্য সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা হয়। সমবায় হচ্ছে এ মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়নের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshphy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make hository) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্তাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। তাই জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ার 'সমবায়' আন্দোলনকে বঙ্গবন্ধু আজীবন ধারণ করেছেন-লালন করেছেন-পালন করেছেন।

সমবায় হচ্ছে এর সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত প্ল্যাটফর্ম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে একটি সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন। এ ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণাকর্ম যা মুজিববর্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে নতুন অবয়বে তুলে ধরার একটি ঐকান্তিক প্রয়াস। ঐতিহাসিক এ গ্রন্থের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও কর্মযজ্ঞের সুলুকসন্ধান করা হয়েছে এবং এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক বলে আমরা মনে করি।

প্রকাশক

দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের

প্রচ্ছদ ▮ অরূপ মান্দী

১৯৬৪

২০২০

ISBN: 978-984-35-0838-6
9 789843 508386

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

ISBN: 978-984-35-0838-6

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন

প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

হরিদাস ঠাকুর
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা
খাদিজা তুল কোবরা

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক-এটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য বঙ্গবন্ধুর জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন ভাবনা। বঙ্গবন্ধুর এই জনগণমুখি উন্নয়ন ভাবনায় সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে জনগণকে সম্মিলিতভাবে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা যায়।

বঙ্গবন্ধু সমবায় শক্তি সম্পর্কে ছিলেন আশাবাদী। তাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে: "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।...

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি। আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'।...

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গতে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন! জয় বাংলা!!"

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

হরিদাস ঠাকুর উপসচিব
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন যুগ্মনিবন্ধক
মোঃ আবদুল ওয়াহেদ উপনিবন্ধক
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম উপনিবন্ধক
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা উপনিবন্ধক
খাদিজা তুল কোবরা সহকারি নিবন্ধক

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা'
[মুজিববর্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা গ্রন্থ]

উপদেষ্টা : ড. মোঃ হারুন-অর রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রকাশক : অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
টেলিফোন : ০০-৮৮-০৮১-৭৬০১৭
ফ্যাক্স : ০০-৮৮-০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল : bcacomilla@gmail.com
প্রচ্ছদ : অরূপ মান্দী
অক্ষরবিন্যাস : হরিদাস ঠাকুর ও পারভেজ বিপ্লব
মুদ্রণ : গতিয়া প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন
প্রকাশকাল : জুন, ২০২১
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-০৮৩৮-৬
মূল্য : ৮০০/- (আটশত টাকা) মাত্র

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

Bangabandhur Samobaya Darshon: Proyog Arjan Prasongikota [Cooperative philosophy of Bangabandhu:Implementation, Achievement and Significanc : a research book on the cooperative philosophy of Bangabandhu conducted by the Researcher pannel of Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla; published on June, 2021. Cover Design: Arup Mandi. Copyright : Principal, Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla. Price : Taka 800/- (Eight Hundred) only.

ISBN : 978-984-35-0838-6

বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন

মুজিববর্ষের প্রত্যয় এগিয়ে যাবে সমবায়

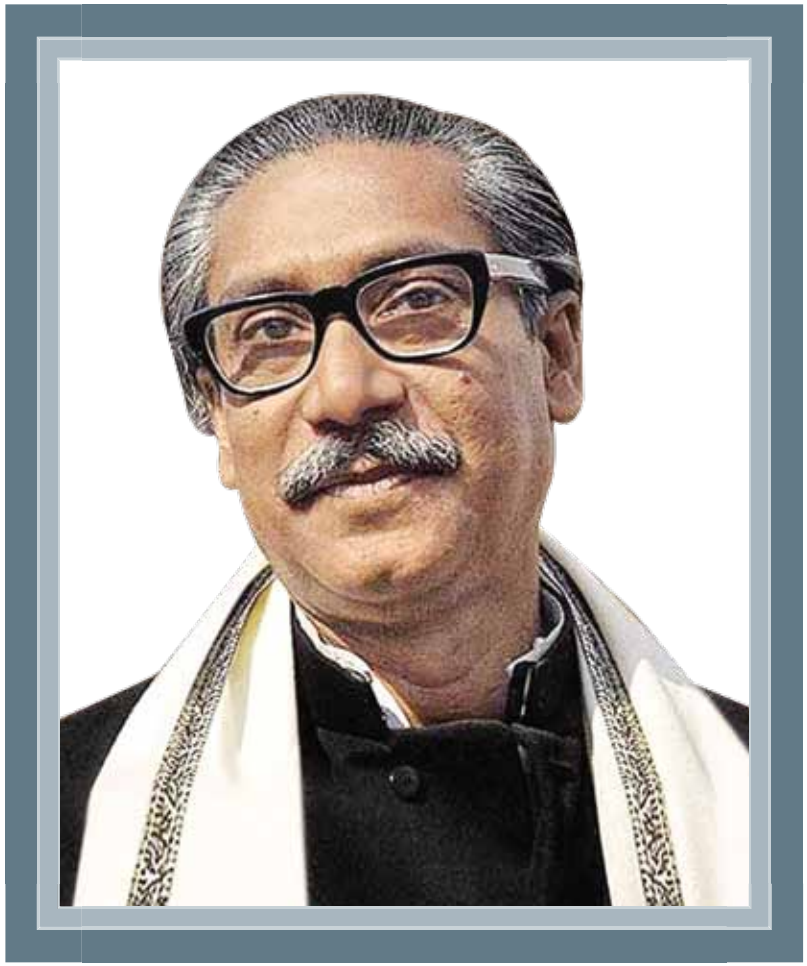

ওই মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে...

স্বাধীনতার মহান স্থপতি মুক্তির মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক বক্তব্য

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ–সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না।

সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে, গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে নায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অতীতের সমবায় ছিল শোষক-গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভূঁয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়- মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পূনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আমরা পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নুতন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।

বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরী হয়েছে। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।
জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন!
জয় বাংলা!!

[১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাণী।]

উৎসর্গ

বঙ্গবন্ধু যাঁদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির
জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন
বাংলার সেইসব সংগ্রামী মানুষদের উদ্দেশে...

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রচ্ছদের উপরে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো স্বাধীনতার মহান স্থপতি মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিরঞ্জীব সংগ্রামের অনুপম আদর্শকে প্রতিবিম্বিত করে। প্রচ্ছদের মাঝের বৃত্তের মধ্যিখানে সমবায় চেতনাকে ধারণ করে মোট পনেরটি সেক্টরে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগক্ষেত্র আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বহুমাত্রিক দ্যোতনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যাক কভারে ১৯৬৪ সালে নরসিংদীর মাধবদীতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা কটন সমবায় মিলস লিঃ পরিদর্শনের ছবি এবং ২০২০ সালে সমবায়ী কৃষক মোঃ আব্দুল কাদিরের শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর ছবি বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাংলার মানুষের ভালোবাসাকে তুলে ধরেছে এবং বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিপাদন করছে।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক, গবেষণা পরিচালক অথবা গ্রন্থস্বত্ব অধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যমে, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোন ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লংঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে যথাযথ উৎস নির্দেশসহ গবেষণাকাজে এ বইয়ের তথ্য ব্যবহার করা যাবে।

Disclaimer:

[All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Publisher, Research Director or copywright owner. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. Information of this book can be used for Research purpose only by citing proper reference.]

সূচি বিন্যাস

বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক বক্তব্য ০৫
প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাণী ১৪
সচিব মহোদয়ের বাণী ১৬
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের মুখবন্ধ ১৭
অধ্যক্ষ-বাসএ-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য ১৯
গবেষণা পরিচালকের বক্তব্য ২১
কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও আমাদের কৈফিয়ত ২৪
সারণীর তালিকা ২৯
ছক-এর তালিকা ৩০
লেখচিত্রের তালিকা ৩০
চিত্র বিবরণী ৩১
শব্দসংক্ষেপের তালিকা ৩২
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ৩৩

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.০১ প্রারম্ভিকা ৪৬
১.০২ গবেষণার প্রেক্ষাপট/পটভূমি ৪৮
১.০৩ গবেষণার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন ৫০
১.০৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ৫২
১.০৫ গবেষণা বিষয়ের উপর সমবায় অধিদপ্তরের ফোকাস ৫৬
১.০৬ গবেষণা বিষয়ের উপর ন্যূণতম কার্যসম্পাদন ৫৭
১.০৭ বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণা ৫৭
১.০৮ গবেষণার বিষয়ের ওপর কতিপয় প্রশ্ন ৫৮
১.০৯ গবেষণার কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫৮
১.১০ ‘বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন’ চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক ৫৯
১.১১ গবেষণার অনুকল্প ৬০
১.১২ গবেষণার পরিধি ৬০
১.১৩ গবেষণার গুরুত্ব ৬১
১.১৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৬২
১.১৫ উপসংহার ৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

২.০১ প্রারম্ভিকা ৬৪
২.০২ গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যমান সাহিত্য ৬৫
২.০৩ গবেষণার গ্যাপ ৭৮
২.০৪ গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ ৭৯
২.০৫ উপসংহার ৮০

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণার পদ্ধতি

৩.০১ প্রারম্ভিকা ৮১
৩.০২ গবেষণা ৮১
৩.০৩ গবেষণা এপ্রোচসমূহ ৮১
৩.০৪ গবেষণার জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ ৮২
৩.০৫ গবেষণা নকশা ৮৩
৩.০৬ উত্তরদাতাদের নমুনায়ন ৮৪
৩.০৭ জরিপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি ৮৪
৩.০৮ গবেষণার ক্ষেত্র, তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৮৫
৩.০৯ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন ৮৫
৩.১০ সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ ৮৭
৩.১১ গবেষণার বাস্তবায়ন দল ৮৭
৩.১২ উপসংহার ৮৮

চতুর্থ অধ্যায় : তথ্য বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৪.০১ প্রারম্ভিকা ৮৯
৪.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন চিহ্নিকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়কসমূহ ৮৯
৪.০৩ সমিতির সংখ্যা ও নমুনা সাইজ নির্ধারণ এবং তথ্য সংগ্রহ ৯০
৪.০৪ জরিপ প্রশ্নমালা-০০১ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা ৯১
৪.০৫ জরিপ প্রশ্নমালা-০০২ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা ১০৭
৪.০৬ জরিপ প্রশ্নমালা-০০৩ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা ১২৫
৪.০৭ উপসংহার ১৪৩

পঞ্চম অধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততা: একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

৫.০১ প্রারম্ভিকা ১৪৪
৫.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় সদস্যপদ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান ১৪৪
৫.০৩ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের সমবায় সম্পৃক্ততা ১৪৮
৫.০৪ তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ১৫০
৫.০৫ তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল ১৫১
৫.০৬ বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা/অবদান/উদ্যোগ ১৫১
৫.০৭ বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় ভালোবাসা: ১৫৭
৫.০৮ বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততার প্রায়োগিকতা: কতিপয় সম্ভাবনা ১৫৯
৫.০৯ উপসংহার ১৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে দেশের অভিজ্ঞ সমবায় চিন্তক/গবেষক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দের সাক্ষাৎকার

৬.০১ প্রারম্ভিকা ১৬২
৬.০২ সাক্ষাৎকারের যৌক্তিকতা ১৬৩
৬.০৩ সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য ১৬৩
৬.০৪ উপসংহার ১৭৩

সপ্তম অধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিকতা (বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প)

৭.০১ প্রকল্পের পটভূমি ১৭৪
৭.০২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১৭৬
৭.০৩ প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাদি ১৭৬
৭.০৪ প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম ১৭৭
৭.০৫ প্রকল্পের ফলাফল ১৮১
৭.০৬ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামের প্রত্যাশিত পরিবর্তন ১৮১
৭.০৭ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)- ২০৩০ অর্জনে প্রকল্পটির ভূমিকা ১৮২
৭.০৮ উপসংহার ১৮৪

অষ্টম অধ্যায়: সমবায়ীদের বঙ্গবন্ধু: আবেগে ও প্রয়োগে

৮.০১ প্রারম্ভিকা ১৮৫
৮.০২ একজন সমবায়ী কৃষক মোঃ আব্দুল কাদিরের শস্যচিত্রে মুজিবশতবর্ষ পালন ১৮৫

৮.০৩ একজন সমবায়ী মোঃ এনাজুর রহমানের বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা স্মারক ১৯১
৮.০৪ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমবায়ীর মোঃ আব্দুর রশিদ চৌধুরীর ছবি ১৯৪
৮.০৫ উপসংহার ১৯৪

নবম অধ্যায় : প্রাতঃস্মরণীয় সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী

৯.০১ প্রারম্ভিকা ১৯৫
৯.০২ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ১৯৫
৯.০৩ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) ২১৪
৯.০৪ কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ২২৩
৯.০৫ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ২২৬
৯.০৬ গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) ২৩১
৯.০৭ আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) ২৩৫
৯.০৮ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ২৪১
৯.০৯ ড. আখতার হামিদ খান (১৯১৪-১৯৯৯) ২৪৫
৯.১০ গোলাম সামদানী কোরায়শী (১৯২৯-১৯৯১) ২৫০
৯.১১ উপসংহার ২৫৩

দশম অধ্যায়: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উত্তরাধিকার

১০.০১ প্রাচীন ভারতের সমবায় সংঘ ২৫৪
১০.০২ সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ (উপমহাদেশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ) ২৫৮
১০.০৩ সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালা এবং সমবায় নীতির ক্রমবিকাশ ২৬৩
১০.০৪ পবিত্র সংবিধান এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো-নীতি ও পরিকল্পনা দলিলসমূহে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি ২৬৭

একাদশ অধ্যায়: সমবায় সংগীতের সুলুকসন্ধান

১১.০১ প্রারম্ভিকা ২৯২
১১.০২ কাজী নজরুল ইসলামের সমবায় সংগীত ২৯২
১১.০৩ শাহ আবদুল করিমের সমবায় সংগীতের সন্ধান লাভ ২৯৩
১১.০৪ মরমিকবি তুষ্টুচরণ বাগচীর সমবায় সংগীতের সন্ধান লাভ ২৯৫
১১.০৫ উপসংহার ২৯৭

দ্বাদশ অধ্যায়: বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক ভাষণ ও বাণী

১২.০১ প্রারম্ভিকা ২৯৮
১২.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক ভাষণ ও বাণী ২৯৯
১২.০৩ উপসংহার ৩০৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বক্তব্য ও নির্দেশনা

১৩.০১ প্রারম্ভিকা ৩০৯
১৩.০২ জাতির পিতার সমবায় দর্শনের আলোকে শেখ হাসিনার সমবায় ভাবনা ৩০৯
১৩.০৩ উপসংহার ৩১৭

চতুর্দশ অধ্যায়: গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালা

১৪.০১ কর্মশালার পটভূমি ৩১৮
১৪.০২ কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ, অভিমত ও সুপারিশ ৩১৮
১৪.০৩ উপসংহার ৩২১

পঞ্চদশ অধ্যায় : উপসংহার ও সুপারিশমালা

১৫.০১ প্রারম্ভিকা ৩২২
১৫.০২ জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরদাতা ও অংশীজনের কাছ থেকে মতামত এবং মূল্যয়ন ৩২২
১৫.০৩ সমবায় চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ ৩৩৩
১৫.০৪ কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ ৩৩৪
১৫.০৫ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফল ৩৩৪
১৫.০৬ সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ ৩৩৫
১৫.০৭ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ৩৩৬
১৫.০৮ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা ৩৩৬
১৫.০৯ গবেষণার সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশমালা ৩৩৭
১৫.১০ উপসংহার ৩৩৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৩৩৮
পরিশিষ্টসমূহ ৩৪১

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। তিনি একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, ইতিহাসের মহানায়ক। তিনি শুধু বাঙালি জাতির মহান নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত, মুক্তিকামী মানুষের মহানায়ক। এই মহানায়ক ছিলেন সমবায় দর্শনকে ধারণকারী, লালনকারী এবং প্রয়োগকারী একজন কর্মবীর।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে সুদীর্ঘকাল। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন এ প্রতিষ্ঠান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে **'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা'** শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে যা নিঃসন্দেহে সমবায় অধিদপ্তরেরে জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক ও আকরগ্রন্থ।

বাংলদেশের পবিত্র সংবিধান জাতির পিতার সুদীর্ঘ লালিত স্বপ্ন ও দর্শনের প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দর্শনে সমবায়কে অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় ও সুষম উন্নয়নে অন্যতম অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন। সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায় মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ বহুমুখী সমবায়ের সদস্য হবে। যার যার জমি সে-ই চাষ করবে, কিন্তু ফসল ভাগ হবে তিন ভাগে কৃষক, সমবায় ও সরকার।'

স্বাধীনতার পরে জাতির পিতার নির্দেশে সারাদেশে সমবায়ভিত্তিক নানান কার্যক্রম চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধু মিল্কভিটার মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। মিল্কভিটা আজ দেশের দুধের ক্রমসম্প্রসারণশীল শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এবং গভীর নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। একইভাবে শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এনে সমবায়কে গতিশীল করেন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনভিত্তিক স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর চলমান বছরে বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ করছে। এটি একটি পাইলট প্রকল্প।

দেশের ৮টি বিভাগের নির্বাচিত ১০টি গ্রামে জাতিগঠনমূলক সকল বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা হবে। এসকল গ্রামে শহরের যাবতীয় সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ের উন্নয়ন'-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করে চলেছে। মুজিব শতবর্ষে এ গবেষণায় আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততা ও প্রাসঙ্গিকতার উপর অনেক অজানা তথ্য পেয়েছি। গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশমালার আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমি আশা করি। এর ফলে সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠন গবেষণা রিপোর্ট থেকে উপকৃত হবে। আমি গবেষণা কাজে নিয়োজিত গবেষণা পরিচালকসহ গবেষক দলের অন্যান্য সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্বপন ভট্টাচার্য এমপি)

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি, শান্তি ও সহাবস্থানের আদর্শ রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রামের নির্যাস নিহিত রয়েছে সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনায়। আর এই সাধারণ কল্যাণ কামনায় বঙ্গবন্ধু সমবায়কে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই জনগণবান্ধব সমবায় আদর্শকে অনুসন্ধানের জন্যই মুজিববর্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি **'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনঃ প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা'** শীর্ষক গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এদেশে সমবায় প্রশিক্ষণের একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টির লগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান এদেশের সমবায়ী জনগণের প্রশিক্ষণ সেবায় নিয়োজিত থেকে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এবং এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ এ প্রতিষ্ঠান গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবছরও **'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনঃ প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা'** শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে যা নি:সন্দেহে সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দর্শনে সমবায়কে অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় ও সুষম উন্নয়নের অন্যতম উন্নয়ন মডেল হিসেবে দেখেছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিবর্ষে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের স্বরূপ উদঘাটন, বর্তমান প্রায়োগিক অবস্থার বাস্তবতা ও কর্মপরিকল্পনা নিরুপণ করে ভবিষ্যতে সমবায় আন্দলনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনঃ প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' সংক্রান্ত গবেষণা কর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালানো একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে গবেষক দল জনাব হরিদাস ঠাকুর, উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি) এর নেতৃত্বে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করে একে চূড়ান্তরূপ প্রদানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমরা আশা করি জাতির পিতার সমবায় দর্শন সম্পৃক্ত এ গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে সমবায় সংশ্লিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণে বিশেষ সহায়ক হবে।
আমি এ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ রেজাউল আহসান)

ড. মোঃ হারুন-অর রশিদ বিশ্বাস
(অতিরিক্ত সচিব)
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

সমবায় হচ্ছে এর সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত প্ল্যাটফর্ম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সত্যটিকে মনেপ্রাণে ধারণ করতেন ও পালন করতেন। তাই তিনি সমবায়ের মাধ্যমে একটি সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই সমবায় দর্শনকে নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি থেকে 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো লাভ করেছে একটি আধুনিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র–বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ হবে অনাহার থেকে মুক্ত, শোষণ থেকে মুক্ত একটি সাম্যবাদী দেশ, মোটাদাগে এটিই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সমবায় পদ্ধতিকে। তিনি ছিলেন সমবায়-প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের গভীর অনুরাগী। বঙ্গবন্ধু তাঁর সংগ্রামী জীবনের শুরুতেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, পরিবেশ ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রী হয়েই তিনি সমবায়কে ভালেবেসে ফেলেন গভীরভাবে। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।'

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু দুটি মহৎ কাজ করেন: সমবায়-সংগীত রচয়িতা বিদ্রোহী কবিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির সম্মানে সযত্নে রাখার ব্যবস্থা এবং সমবায়কে পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে গ্রহণ। তিনি সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক

স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনেও একজন সমবায়ী ছিলেন। তিনি গোপালগঞ্জের 'পাটগাতি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ' এর সদস্য ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি থাকাকালেও বিভিন্ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেন এবং অনুদান প্রদান করেন। কুমিল্লার 'বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লি.', কুমিল্লার 'কোতয়ালী থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এসোসিয়েশন', যশোরের মোমিন নগর সমবায় সমিতি, নরসিংদীর সোনার বাংলা কটন মিল সমবায় সমিতি লি., এবং এমন আরও বহু সমবায় সমিতিতে তিনি পরিদর্শন করেছিলেন এবং অবদান রেখেছিলেন। বর্তমান গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বহুমাত্রিক এসব আঙ্গিক আমরা দেখতে পাই।

পরিশেষে ঐতিহাসিক গবেষণাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষক দল ও অন্যদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. মোঃ হারুন-অর রশিদ)

অঞ্জন কুমার সরকার
অধ্যক্ষ-অতিরিক্ত নিবন্ধক
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা বক্তব্য

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এদেশে সমবায় প্রশিক্ষণ-এর একটি অগ্রগণ্য ও শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান এদেশের সমবায়ী জনগনের প্রশিক্ষণ সেবায় নিয়োজিত থেকে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এবং এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রেখে চলছে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বর্তমান অর্থবছরসহ বিগত ২০১৫ সাল হতে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও **'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনঃ প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা'** শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে একটি সময় ও চাহিদা উপযোগী গবেষণাকর্ম। কারণ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও সমবায় আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন এর আগে গবেষণার নিরিখে করা হয়নি। তাই সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য দলিল। আশা করছি এ গবেষণা কার্যক্রমের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা সূচিত হবে। সমবায় অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ গবেষণাকর্মের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে আমরা প্রত্যাশা করি।

বর্তমানে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে বিশ্ব। বৈরি করোনার ভয়াবহ প্রতিকূলতা ও নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়সহ সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং অন্যান্য সকলে নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধিকাংশ প্রথম শ্রেণির পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও বিগত ছয় বছরে গবেষণা, কর্মশালা, সেমিনার, ইনোভেশন কার্যক্রম নিয়মিত সম্পাদন করা হয়েছে। এটি আমার নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের একাগ্রতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার ফসল বলে আমি মনে করি।

আমি এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে গবেষক দলের প্রতিটি সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে একটি অতি আবশ্যক কাজকে মলাটবদ্ধ করে সমবায় আন্দোলনের বিকাশে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই গবেষক দলের প্রধান বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (বর্তমানে উপসচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ) জনাব হরিদাস ঠাকুরের কথা। তিনি একনিষ্ঠ একাগ্রতায় মননশীলতা নিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করে এই দুরূহ চ্যালেঞ্জটিকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে ব্রতী থেকেছেন। গবেষণা দলের সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি এক বৃত্তে এনে জাতির পিতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মারক এই Monumentous গবেষণাকর্মটিকে আলোর মুখ দেখতে সাহায্য করেছেন।

আমি মনে করি এ বছরের গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত লাগসই ও যুগোপযোগী যা আমাদেরকে তথা এদেশের সকল মানুষকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কর্মমূল্যায়নপূর্বক সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনায় নতুন দিগন্ত প্রসারিত করবে। আমার বিশ্বাস এই গবেষণাগ্রন্থটি এদেশের সমবায় আন্দোলনে জাগরণ সৃষ্টি করবে যা শিক্ষাবিদ, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক, সফল সমবায়ী, সমবায় চিন্তাবিদ ও সমবায় নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে।

আমি গবেষণা কাজে নিয়োজিত গবেষক দল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের তাঁদের অক্লান্ত ও নিরন্তর প্রচেষ্টার জন্য অভিবাদন জানাই। তদুপরি এই স্মরণীয় গ্রন্থটির জন্য যাঁরা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(অঞ্জন কুমার সরকার)

হরিদাস ঠাকুর
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
এবং
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

গবেষণা পরিচালকের বক্তব্য

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশ-প্রিয় মাতৃভুমিকে স্বাধীন করেছি। পেয়েছি অনেক স্বপ্নের-অনেক আকাঙ্খার বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত স্বাধীন Bangladesh সংজ্ঞায়িত হয়েছে শত শহীদের রক্তের আঁখরে–"Blood Achieved National Golden Land Applauded Democratic Evergreen Sanctity Habitation-রক্তে অর্জিত জাতীয় সোনালী ভূমি প্রশংসিত গণতান্ত্রিক চিরসুবজ পবিত্র আবাসস্থল" হিসেবে। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রায় দেশকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায়-উন্নতির শিখরে নেওয়া যায় সে বিষয়ে জাতির জনক -ইতিহাসের বরপুত্র-ইতিহাসের মাহানয়ক- হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু কার্যকর উদ্যোগ নিলেন ।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা খুজে বের করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত চাইলেন। এগিয়ে এলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Maredona. তিনি দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে অবস্থান করে এদেশের পথে প্রান্তরে ঘুরলেন–গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন দেশের মাটি ও মানুষকে-জল ও বৃক্ষকে-পরিবেশ ও প্রকৃতিকে। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে দেখলেন অমিত সম্ভাবনাময় একটি বাংলাদেশকে । তাঁর সুপারিশপত্রে তিনি বাংলাদেশের তিনটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করে এর যথাযথ পরিকল্পনামাফিক ব্যবহারের কথা বললেন বঙ্গবন্ধুকে। উক্ত তিনটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হলো-

(ক) কৃষি ক্ষেত্র (Agriculture)
(খ) মৎস্য ক্ষেত্র (Fisheries);
(গ) বনায়ন (Forest).

(Source: Bangladesh Observer-1974)

এ তিনিটি ক্ষেত্র সামনে রেখে মা-মাটি ও মানুষের সন্তান বঙ্গবন্ধু অনুভব করলেন Bangladesh is a gold mine with a great promise. Its potentiality lies in its soil and people. All that we need to do is to dig its earth and explore its people.-NILG.. মাটি ও মানুষের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের জন্যই বঙ্গবন্ধু তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সমবায় চিন্তাকে শাণিত করলেন একান্ত আপন করে দেশজ কাঁদা-মাটি-জল সিক্ত মানুষের জন্য সোনার বাংলা গড়তে ।

যে কোনো অর্থেই এবং সকল অর্থেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমবায়ী মানুষ, সমবায় পরিবারের সদস্য, সমবায়-প্রেমিক রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রনেতা। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি সমবায়-অনুরাগী ছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দুগ্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার স্বপ্নে তিনিই ছিলেন আজকের মিল্কভিটার রূপকার। তিনি ড.আখতার হামিদ খানের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি তথা কুমিল্লা মডেলকে দেশব্যাপী বিস্তৃত করার নির্দেশনা প্রদান ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন যা আশির দশকে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটিয়ে দেশকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছিল। আমরা অনেকেই জানি না অথবা ভুলে যেতে বসেছি যে আজকের বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নের মূলে রয়েছে সমবায় পদ্ধতি ।

বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা-ভিত্তিক স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। চলমান বছরে বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে। দেশের ৮টি বিভাগের নির্বাচিত ১০টি গ্রামে জাতি গঠনমূলক সকল বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণে বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে উক্ত ১০টি গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা হবে। এসকল গ্রামে শহরের যাবতীয় সুবিধা পৌঁছে যাবে। তবে ফোকাস থাকবে-গ্রামের মানুষের সুপ্ত সমষ্টিগত ক্ষমতার উদ্বোধনের দিকে-- যে ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে যাবেন। সকল প্রকার ভেদনীতিবিহীন একতা, উদার ভালোবাসা এবং অরাজনৈতিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হবে এই উন্নয়ন-প্রচেষ্টার চালিকা শক্তি ।

বঙ্গবন্ধু ভারতের 'আমুল' এর আদলে মিল্কভিটার মাধ্যমে দেশকে উৎপাদিত দুগ্ধশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। মিল্কভিটার সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা কাটিয়ে উঠে একে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে এগিয়ে নিতে। দেশে দুধের ক্রমসম্প্রসারণশীল বিশাল মার্কেট আছে, আছে আগ্রহী খামারী ও গবাদিপশু পালনকারী অসংখ্য মানুষ, তাই মিল্কভিটাকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সময়ের দাবী। ড. আখতার হামিদ খানের দ্বিস্তর সমবায় সমিতি এখন মৃতপ্রায়। একে নতুন বেগে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার পথ খুঁজ পেতে হবে। নারীদের আরও বেশি করে সমবায় সমিতি গঠনে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বাড়তি প্রাণে ও পরিশ্রমে এগিয়ে আসতে হবে সমবায় বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। আমাদের মানতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে বঙ্গবন্ধুর গভীর দেশপ্রেমভিত্তিক আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে ।

বিশ্বজুড়ে সম্পদের নয়া মেরুকরণ ঘটছে। পুঁজিবাদ ধারণ করছে ভয়ংকর চেহারা। শ্রমিক শোষণ নির্ভর পুঁজিবাদ-সামন্তবাদের হাত থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা সাধারণ ও অসংগঠিত শ্রেণির মানুষের অস্তিত্বের সুরক্ষা ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে আধুনিক সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন করে ২০৪১ সালে দেশকে উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে ।

বঙ্গবন্ধু সমবায় শক্তি সম্পর্কে ছিলেন আশাবাদী। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা মুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি। আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক

হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।"

বিগত ৭ নভেম্বর ২০২০ খ্রি., ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা... যাকে আমরা সমবায় কন্যা বলে দাবি করতে পারি, প্রধান অতিথির বক্তৃতায় যে সকল অবজারভেশন তুলে ধরেছিলেন এবং যে ৬/৭ টি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে অতীতের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর সে সকল কাজ শুরু করেছে। সে সবই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার সম্প্রসারিত রূপ। সে সব ভাবনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তাবয়নই হবে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি একটি ঐতিহাসিক চাহিদা পূরণে নিরিখে করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমবায় হতে পারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। মুজিববর্ষকে সার্থকভাবে উযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে উদ্যোগী হয়। আমরা এ গবেষণা শুরুতে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রাক্তন অধ্যক্ষ মরহুম মোঃ ইকবাল হোসেন স্যারকে। স্যারের নির্দেশনা ও পরামর্শকে আমাদের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। করোনা মহামারীর এই দুঃসময়ে আমাদের সহকর্মীবৃন্দ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কাঠামো বিনর্মিাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাদের সকলের নিকট আনত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি মনে করি এ বছরের গবেষণার বিষয়টি যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। সমবায় অধিদপ্তর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন উন্নয়নের দর্শন হিসেবে সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করা সহজ হবে। সমবায়ে নিবেদিত সমবায়ী, সফল সমবায়, সমবায় চিন্তক, শিক্ষক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ইচ্ছুক ব্যক্তি ও সংগঠন সর্বোপরি সমবায় অধিদপ্তরেরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে। আমি গবেষণা কাজে নিয়োজিত গবেষক দলকে তাদের অক্লান্ত ও নিরন্তর প্রচেষ্টার জন্য অভিবাদন জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের গবেষণা রিপোর্টটি যদি সমবায় অঙ্গনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সফল হয় তাহলেই আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল হবে। আমার বিশ্বাস এই প্রতিবেদন সমবায় দপ্তরের কাজের গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক হবে যা বস্তুতপক্ষে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং এটি হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের মুজিববর্ষের এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর হৃদয়াঞ্জলি।

মুজিব আদর্শ আমাদের চিরঞ্জীব পাথেয় হোক।

(হরিদাস ঠাকুর)

কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও আমাদের কৈফিয়ত

পরম করুণাময় মহান স্রষ্টার আশিসে আমরা 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শিরোনামের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এই গবেষণা কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদানের জন্য আমরা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে আমাদের গবেষণাগ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নিকট আমাদের আনত শ্রদ্ধাঞ্জলি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান প্রথম থেকেই আমাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন। সমবায় অধিদপ্তরের বর্তমান নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ড. হারুন-অর রশিদ বিশ্বাস মহোদয় গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন সহৃদয়তার সঙ্গে। আমরা গবেষণা দলের পক্ষ থেকে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সমবায় অধিদপ্তরের প্রাক্তন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মুজিববর্ষে **'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা'** নিয়ে গবেষণা করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং গবেষণাকর্মের শিরোনামটি নির্ধারণ করে আমাদের গবেষণাকাজে উৎসাহিত করেছেন। তিনি সমবায়কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন এভাবে: 'সমবায় হচ্ছে ভালোবাসা-নির্ভর ভালোবাসা-কেন্দ্রিক ভালোবাসা-চালিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পারিক উদার ও নিঃশর্ত ভালোবাসা নেই, সেখানে আর যাই থাক, সমবায় অনুপস্থিত। সমবায়ের বন্ধন মানেই ভালোবাসার বন্ধন। সমবায়ের মূল পুঁজি সমবেত ভালোবাসা।' আমরা 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' গ্রন্থটি প্রকাশের চ্যালেঞ্জসমূহ গ্রহণ করেছিলাম জাতির পিতার সমবায় দর্শনের আবেগ সিক্ত ভালোবাসা নিয়ে। আমাদের এই ভালোবাসাই আমাদের শক্তি, প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছে। ভালোবাসার এই সমবায় দর্শন প্রদানের জন্য আমরা তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রাক্তন অধ্যক্ষ মরহুম মোঃ ইকবাল হোসেন মহোদয়ের প্রতি। বস্তুত তিনি অত্র একাডেমিতে যোগদান করার পর থেকেই সমবায়বান্ধব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অবয়ব ও প্রশিক্ষণে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন এসেছে। বলা চলে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি একটি নান্দনিক ক্যাম্পাসের ব্রান্ডে পরিণত হয়েছে তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

বর্তমান অধ্যক্ষ অঞ্জন কুমার সরকারের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর সার্বিক নির্দেশনা ও বন্ধুসুলভ সহযোগিতা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদানের জন্য। তিনি এ গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত দুটি ঐতিহাসিক চিত্র সংগ্রহে আমাদের সহায়তা করেছেন। এছাড়াও তিনি গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদানসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও

সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের বাণী সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর এ গবেষণাবান্ধব সহায়তা আমাদের গবেষণাকে ঋদ্ধ করেছে।

জেলা সমবায় অফিসারগণ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির তথ্য দিয়ে আমাদের গবেষণা কাজকে সহজ করেছেন, এজন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। তথ্য সংগ্রহকারী তথা বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের ও অন্যান্য অফিসের পরিদর্শক, প্রশিক্ষক, তাঁত তত্ত্বাবধায়ক ও সরেজমিনে তদন্তকারীগণকে আমরা এই কাজে সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের যারা আমাদেরকে প্রাথমিক ডাটা তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

বিগত ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ১৮ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় অফিসে অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সমবায়ীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততার ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানী মতবিনিময় করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ সমবায়ী: (ক) জনাব রেজাউল হক শিকদার (বয়স ৮০ বছর), সদস্য: গোবরা ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: গ্রাম: সোনাকুড়, পো: গোবরা, থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ; (খ) জনাব মুন্সী রফিকুল ইসলাম (৬৬ বছর), সদস্য: পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম: পাটগাতী, পো: পাটগাতী, থানা: টুঙ্গীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ; (গ) জনাব অমল কৃষ্ণ বিশ্বাস (৭৮ বছর), সদস্য: গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ; রাকিলাবাড়ী গাজনা খোটগোপালপুর, জলকর মৎসজীবী সমবায় সমিতি লি: পুরাতন বাজার রোড, শিকদার পাড়া, উপজেলা:, গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ; (ঘ) জনাব শেখ মাসুদুর রহমান (৬২ বছর), সহ সভাপতি: গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, সভাপতি: জেলা সমবায় ইউনিয়ন, গোপালগঞ্জ, প্রাথমিক সমিতি: বেদগ্রাম সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লি: বেদগ্রাম, গোপালগঞ্জ। এসব বঙ্গবন্ধুপ্রাণ সমবায়ী অকাতরে ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে আমাদের গবেষণাকে ঋদ্ধ করেছেন অনেকাংশে। তাঁদের সহায়তা ছাড়া এ কঠিন কাজটি অসম্ভব ছিল। আমরা তাঁদেরকে আনত কৃতজ্ঞতায় সিক্ত করছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্য জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু (১ নং টুঙ্গিপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য এবং ১৯৯৬ সাল থেকে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সভাপতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) এবং জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন-এরও সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত) এবং মেয়র টুঙ্গীপাড়া পৌরসভা জনাব শেখ তোজাম্মেল হক টুটুলও আমাদের গবেষণার অনেক তথ্যের সঠিকতা বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু মহোদয় বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্তা বিষয়ক অধ্যায়টির তথ্যের সঠিকতা ও আঙ্গিক বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততার ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানে খুলনা বিভাগের যুগ্মনিবন্ধক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, খুলনা জেলা সমবায় অফিসার জনাব জয়ন্তী অধিকারী, যশোর জেলা সমবায় অফিসার জনাব মঞ্জুরুল হক, গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় অফিসার জনাব ফায়েকউজ্জামান, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা সমবায় অফিসার জনাব শেখ আমিরুল বশীর

এবং গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর স্টোর কীপার আবুল বশার গাজীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তথ্যানুসন্ধানে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য।

কুমিল্লা কেটিসিসিএ লিঃ এ বঙ্গবন্ধুর পরিদর্শন সংক্রান্ত অনারবোর্ডের তথ্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৯৮৯ সালে দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন জেলা সমবায় অফিসার কুমিল্লা জনাব মোঃ আল আমিন ও উপজেলা সদর অফিসার জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম। বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এ বঙ্গবন্ধুর সহযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করেছেন সমিতি কর্তৃপক্ষ। আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি: এ বঙ্গবন্ধুর ছবি ও অন্যান্য ঐতিহাসিক দলিল প্রদান করেছেন সমিতির সদস্য বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহচর মোঃ এনাজুর রহমান। মিল্কভিটার টেকেরহাঁট প্ল্যান্ট অনুমোদন সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরিত নোটশীটটি আমরা পেয়েছি মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপুর সৌজন্যে। অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা) জনাব অঞ্জন কুমার সরকার-এর উদ্যোগে এবং যশোহর জেলার সমবায় অফিসার জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হক এর সৌজন্যে আমরা যশোরের সংসদ সদস্য মোঃ রওশন আলীর নিকট বঙ্গবন্ধুর সমবায় ঋণের চেক তুলে দেওয়ার ছবিটি পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমবায়ী মো: আব্দুর রশিদ চৌধুরীর ছবি ও তথ্য পেয়েছি রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার সমবায় অফিসার শারমিন আক্তার ও জেলা সমবায় অফিস, রংপুরের সরেজমিনে তদন্তকারী জনাব বেনজির আহমেদ এর সৌজন্যে। আমরা তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও চিন্তকবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তাঁরা হলেন: (ক) অধ্যাপক যতীন সরকার-বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী (টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার); (খ) জনাব আবুল বারাকাত-বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জনতার ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান (গ্রন্থ থেকে অনুলিখন); (গ) অধ্যাপক এম এম আকাশ–চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (ঘ) ড. আতিউর রহমান–অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (লিখিত সাক্ষাৎকার); (ঙ) ড. কাজী রেজাউল ইসলাম– ডিরেক্টর, এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনস্যালট্যান্টস (প্রা:) লিঃ (লিখিত সাক্ষাৎকার); (চ) জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান–প্রাক্তন অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর (লিখিত সাক্ষাৎকার); (ছ) মোঃ আব্দুর রশীদ–সমবায়ী ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:; (ছ) জনাব সমীর কুমার বিশ্বাস–উপসচিব , বস্ত্র মন্ত্রণালয় (টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার)। তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের গবেষণাকে অধিকতর সুন্দর ও তথ্যবহুল করতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের আনত কৃতজ্ঞতা। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন গবেষণা দলের সদস্য যুগ্মনিবন্ধক মোঃ হেলাল উদ্দিন ও সহকারি নিবন্ধক খাদিজা তুল কোবরা। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু অধ্যায়ের চিত্র ও তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন ময়মনসিংহ সমবায় বিভাগের যুগ্মনিবন্ধক মোঃ মশিউর রহমান, মুক্তাগাছা আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, বিভাগীয় উপনিবন্ধক (প্রশাসন) মোঃ তোফায়েল আহমদ এবং ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা সমবায় অফিসার নিবেদিতা কর। সার্বিক সহায়তার জন্য তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রাতঃস্মরণীয় সমবায়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কৃষি সমবায় ব্যাংকের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করতে সহযোগিতা করেছেন রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রাহক ও গবেষক এম মতিউর রহমান মামুন। এ অনুসন্ধান কাজে সার্বক্ষণিক পাশে ছিলেন নওগাঁ আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সেলিমুল আলম শাহীন ও সিরাজগঞ্জ জেলার সমবায় অফিসার জনাব মোঃ সামিউল ইসলাম। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সমবায় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন বরিশাল শেরে বাংলা আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ মোঃ গোলাম মোস্তফা, বানারীপাড়া উপজেলা সমবায় অফিসার আফসানা শাকী ও সমিতির সদস্য মোঃ সাত্তার। বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত রাড়ুলী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য ও ছবি প্রদান করেছেন উপজেলা সমবায় অফিসার জনাব মোঃ বেনজীর আহমেদ, খুলনা জেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মোঃ এখলাস উদ্দিন, সমিতির সদস্য জনাব মোহাম্মদ আলী মোড়ল, সন্তোষ কুমার সরদার ও সুশীল কুমার সানা। ফরিদুপর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ-এ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের আগমন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেছেন সমিতির সভাপতি মোঃ ফয়েজ আহমদ। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রতি, যারা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে মূল্যবান মতামত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও বার্ড-এর প্রাক্তন উপ-পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান পলের নিকট; যিনি এই গবেষণা কর্মের সকল পর্যায়ে আমাদেরকে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন। বার্ড, বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বিশিষ্ট সমবায়ীবৃন্দ আমাদেরকে তাঁদের মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করেছেন, যা ছিল সত্যিই আমাদের কাছে অনন্য প্রাপ্তি।

আমরা গবেষণা কমিটির সদস্যদেরকে তাঁদের আন্তরিক ও সময়নিষ্ঠ প্রচেষ্টার জন্য নিরন্তর অভিবাদন জানাই। এখানে উল্লেখ্য যে, গবেষণা কমিটির সদস্যদের আন্তরিক ও শ্রমসাধ্য সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ করা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। বিশেষত গবেষকদলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও খসড়া তৈরিতে সাহায্য করেছেন, এজন্য শুধু ধন্যবাদ দেয়াই যথেষ্ট নয়; এধরনের সৃজনশীল কাজে তাঁদের উত্তরোত্তর সাফল্যও কামনা করছি।

আন্তরিকতার সাথে গবেষণা প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ এঁকে দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অরূপ মান্দীর নিকট। এছাড়াও গবেষণাকর্মের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজে আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেছেন গবেষণা দলের সদস্য মোঃ হেলালউদ্দিন,

মোঃ আবদুল ওয়াহেদ, মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা এবং খাদিজা তুল কোবরা। গবেষণা পরিচালক হিসেবে আমার সকল প্রয়াসকে সার্থক করতে তাঁরা নিরলস কাজ করেছেন। তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা একাডেমির উপ পরিচালক ড. তপন কুমার বাগচীর নিকট। তিনি এ গবেষণাগ্রন্থের বিষয়ে প্রথম থেকেই আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি প্রাক্তন জেলা সমবায় অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) তুষ্টচরণ বাগচীর পুত্র হিসেবে সমবায়কে ধারণ ও লালন করেন। তিনি তুষ্টচরণ বাগচীর সমবায় সংগীত সংগ্রহ করে এ গ্রন্থের জন্য একটি ঐতিহাসিক তথ্য সংযোজনে সহায়তা করেছেন। এ ছাড়াও গবেষণা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রুফ যত্নসহকারে আন্তরিকতার সংগে দেখে দিয়েছেন। এর ফলে মূদ্রণ প্রমাদসহ গ্রন্থের কাঠামোগত অনেক ত্রুটি আমরা দুর করতে পেরেছি। যা গ্রন্থের সামগ্রীক উৎকর্ষসাধন করেছে।

বর্তমান গবেষণা সম্পাদনে আমাদেরকে নানবিধ চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। এ কাজটিকে সঠিকভাবে সুন্দর ও প্রমাদহীন করতে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। আমাদের আন্তরিকতা সত্বেও মুদ্রণ প্রমাদসহ অন্যান্য ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এটা আমাদের একান্তই অনিচ্ছাকৃত মানবিক ভুল। আমরা এর জন্য সহৃদয় মুজিবভক্ত পাঠকদের সুবিবেচনা কামনা করছি।

সবশেষে আমি এই মহৎ কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি সেই নেপথ্যের কারিগরদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

(হরিদাস ঠাকুর)
গবেষণা পরিচালক

সারণির তালিকা

সারণি-০১ : মুজিববর্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম-এর কর্মপরিকল্পনা ৪৮
সারণি -০২ : মুজিববর্ষে সমবায় অধিদপ্তরের গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম-এর কর্মপরিকল্পনা ৪৯
সারণি -০৩ : গবেষণার নমুনায়ন ৮৪
সারণি -০৪ : গবেষক দলের সদস্যবৃন্দ ৮৭
সারণি -০৫ : সমিতিতে অবস্থানের ধরণ ৯২
সারণি -০৬ : ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সম্পর্কে মতামত ৯৩
সারণি -০৭ : ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে মতামত ৯৪
সারণি -০৮ : সমিতির বর্তমান অবস্থার কারণ সম্পর্কে মতামত ৯৫
সারণি -০৯ : সমিতির সক্রিয়তার কারণ সম্পর্কে মতামত ৯৬
সারণি -১০ : ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত ৯৭
সারণি -১১ : সমিতির বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত ৯৮
সারণি -১২ : শুরুর দিকে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত ৯৯
সারণি -১৩ : সমিতি গঠনের প্রথম দিকের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে মতামত ৯৯
সারণি -১৪ : সমিতি গঠনের ফলে এলাকায় প্রভাব সম্পর্কে মতামত ১০০
সারণি -১৫ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে মতামত ১০১
সারণি -১৬ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে সমিতির/ সদস্যদের অর্জন সম্পর্কে মতামত ১০২
সারণি -১৭ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মতামত ১০৩
সারণি -১৮ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত ১০৪
সারণি -১৯ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে মতামত ১০৫
সারণি -২০ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত ১০৬
সারণি -২১ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনার বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতামত ১০৭
সারণি -২২ : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে মতামত ১০৯
সারণি -২৩ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে ধারণার স্বরূপ নিয়ে মতামত ১১১
সারণি -২৪ : বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে মূল্যায়ন নিয়ে মতামত ১১৩
সারণি -২৫ : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গ্রাম উন্নয়নের জন্য সমবায়কে আশ্রয় করার পথ পরবর্তী সময়ে বাধাগ্রস্ততা সম্পর্কে মতামত ১১৪
সারণি -২৬ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে মতামত ১১৫
সারণি -২৭ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের ফলে প্রভাব সম্পর্কে মতামত ১১৭
সারণি -২৮ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে মতামত ১১৮
সারণি -২৯ : বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের অর্জনগুলো সম্পর্কে মতামত ১১৯
সারণি -৩০ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত ১২১
সারণি -৩১ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে মতামত ১২২
সারণি -৩২ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত ১২৩

সারণি -৩৩ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনার বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতামত ১২৪
সারণি -৩৪ : সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত ১২৫
সারণি -৩৫ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন কীভাবে ও কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে মতামত ১২৭
সারণি -৩৬ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ইতিবাচক দিক বা অর্জন সম্পর্কে মতামত ১২৮
সারণি -৩৭ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের সময় বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে মতামত ১২৯
সারণি -৩৮ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বোঝা সম্পর্কে মতামত ১৩০
সারণি -৩৯ : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে মতামত ১৩১
সারণি -৪০ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরকতা সম্পর্কে মতামত ১৩২
সারণি -৪১ : বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে মূল্যায়ন নিয়ে মতামত ১৩৩
সারণি -৪২ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে মতামত ১৩৪
সারণি -৪৩ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের ফলে প্রভাব সম্পর্কে মতামত ১৩৬
সারণি -৪৪ : ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রয়োগের অর্জন সম্পর্কে মতামত ১৩৭
সারণি -৪৫ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে মতামত ১৩৮
সারণি -৪৬ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত ১৩৯
সারণি -৪৭ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে মতামত ১৪০
সারণি -৪৮ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত ১৪১
সারণি -৪৯ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনার বাস্তবায়ন সম্পর্কে অধিকতর মতামত ১৪২
সারণি -৫০ : বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভিলেজের প্রকল্প এলাকা ১৭৬
সারণি -৫১ : ধানীখোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ২৩৯
সারণি -৫২ : উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের তথ্য ২৫৯
সারণি -৫৩ : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল ২৭৩
সারণি -৫৪ : অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল ২৭৫

ছক-এর তালিকা

ছক-০১ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিশ্লেষণের মানদণ্ড ৫৯
ছক-০২ : গবেষণা ডিজাইনের ধাপসমূহ ৮৩
ছক-০৩ : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল ২৭৪

লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র-০১ : সমিতির সদস্যদের পেশার উপর মতামত ৯১
লেখচিত্র-০২ : সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত ৯১
লেখচিত্র-০৩ : সমিতির ক্যাটাগরি সম্পর্কে মতামত ৯২
লেখচিত্র-০৪ : সমিতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত ৯৫
লেখচিত্র-০৫ : সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার পেশার উপর মতামত ১০৮

লেখচিত্র-০৬ : সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত ১০৮
লেখচিত্র-০৭ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনা দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগীতা সম্পর্কে মতামত ১১০
লেখচিত্র-০৮ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরকতা সম্পর্কে মতামত ১১২
লেখচিত্র-০৯ : বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে মতামত ১১৬
লেখচিত্র-১০ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মতামত ১২০
লেখচিত্র-১১ : উত্তরদাতার পেশার উপর মতামত ১২৫
লেখচিত্র-১২ : বঙ্গবন্ধুর সমবায়ে সম্পৃক্তির ধরন সম্পর্কে মতামত ১২৬
লেখচিত্র-১৩ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ সম্পর্কে মতামত ১২৬
লেখচিত্র-১৪ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনা দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগীতা সম্পর্কে মতামত ১৩১
লেখচিত্র-১৫ : বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে মতামত ১৩৫
লেখচিত্র-১৬ : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মতামত ১৩৮

চিত্র বিবরণী

চিত্র-০১ জেলা সমবায় কার্যালয় খুলনা ও যশোর-এর অনার বোর্ডে এসএম আমিনুল ইসলাম-এর নাম ১৪৯
চিত্র-০২ অনার বোর্ডের ১০ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নাম। ১৫১
চিত্র-০৩ সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি: এ রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর ছবি ১৫২
চিত্র-০৪ বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কিত ব্যানার ১৫৩
চিত্র-০৫ ১৯৭৩ সালে টেকেরহাটে দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত নথি। ১৫৬
চিত্র-০৬ যশোহর সার্কিট হাউজে যশোহর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোহর সেন্ট্রাল কো–অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলীর নিকট যশোহর জেলার সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু। ১৫৭
চিত্র-০৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করছেন পাশে আছেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব মো. ইয়াছিন ১৫৮
চিত্র-০৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তক দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন মন্তব্য ১৫৯
চিত্র-০৯ গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের উদ্বোধনী ফলক ১৬১
চিত্র-১০ গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতিগণের নাম ও কার্যকাল ১৬১
চিত্র-১১ বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভবন ১৭৭
চিত্র-১২ সমবায়ী কৃষক আব্দুল কাদিরের অনন্য সৃষ্টি 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু' ১৮৭
চিত্র-১৩ বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক সমবায়ী কৃষক মোঃ আবদুল কাদির ১৮৯
চিত্র-১৪ বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত এনাজুর রহমান চৌধুরী গংদের মানপত্র ১৯৩
চিত্র-১৫ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমবায়ী মো: আব্দুর রশিদ চৌধুরীর ছবি (ডান দিক থেকে প্রথম) ১৯৪
চিত্র-১৬ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের' হিসাবের মহামূল্যবান লেজার-এর হিসাব লেখা পাতা ২০৬

চিত্র-১৭ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ' পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের ' হিসাবের মহামূল্যবান লেজার বইটি ২১০
চিত্র-১৮ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ' পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের ' হিসাবের মহামূল্যবান লেজার-এর শেষ পাতা ২১২
চিত্র-১৯ পিসি রায় কর্তৃক রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর উদ্বোধনী ফলক ২১৬
চিত্র-২০ রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর অনারবোর্ড ২২১
চিত্র-২১ পিসি রায় কর্তৃক বাগের হাঁট জেলার ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নের উদ্বোধনী ফলক ২২৩
চিত্র-২২ শেরে বাংলা প্রতিষ্ঠিত চাখার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ-এর বাই-ল-এর প্রথম পাতা ২২৯
চিত্র-২৩ শেরে বাংলা প্রতিষ্ঠিত চাখার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ-এর বাই-ল-এর শেষাংশের পাতায় শেরে বাংলার স্বাক্ষর ২৩০
চিত্র-২৪ 'ধানী খোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লিঃ'-এ আবুল মনসুর আহমদ সদস্যপদ সংক্রান্ত রেজিস্টার ২৩৭
চিত্র-২৫ ড. আখতার হামিদ খান কে প্রদত্ত র‍্যামোন ম্যাগসেসে পুরস্কারের মেডেল ২৪৩
চিত্র-২৬ কাজী নজরুলের ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি: পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ২৪৪
চিত্র-২৭ ড. আখতার হামিদ খান দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ২৪৮
চিত্র-২৮ মরমিকবি তুষ্টচরণ বাগচীর নিজ হাতে লেখা সমবায় সংগীতের ফটোগ্রাফ ২৯৭
চিত্র-২৯ সংবাদপত্রের পাতায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন। ৩৭৩

সংক্ষিপ্তকরণ/শব্দসংক্ষেপের তালিকা

এজিএম	অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
বাসএ	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
আসপ্রই	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
এসডিজি	সাসটেইনঅ্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস
জিইডি	জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন
আইসিএ	ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স
সিবি	সেন্ট্রাল ব্যাংক

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৬ জুন ২০১৮ তারিখে ঘোষণা করেন: ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মতারিখ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষ পালিত হবে। এখানে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীও থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যেসব জাতীয় দিবস পড়বে সেগুলোকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হবে। দেশের ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পর্যন্ত এই বর্ষ পালন করা হবে। মুজিববর্ষ সরকারিভাবেও পালিত হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের পূর্ণ হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সাল হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ১৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। এই ৩১ দফার প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় মুজিববর্ষ সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন: (১) ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যন্ত উদযাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু মানে "একজন মহৎ স্বপ্নদ্রষ্টার সম্মিলিত ঐকতানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের গৌরবগাথার উৎসারণ"। বঙ্গবন্ধু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন-একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, একটি আন্দোলন, জাতি নির্মাণের কারিগর, ঠিকানা প্রদানের সংগ্রাম, একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান, একটি ইতিহাস, বাঙালি জাতির ধ্রুবতারা, জাতির উত্থান-রাজনীতির কবি, জনগণের বন্ধু, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার প্রতীক, ইতিহাসের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু বাংলার-বাঙালির। তিনি বাঙালির জীবনে হিরন্ময় জ্যোতি। ইতিহাসের পাতায় তাঁর অবস্থান বঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা। তিনি শুধু বাঙালি জাতিরই মহান নেতা ছিলেন না, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন।

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ-এই শব্দ তিনটি সমার্থক। সার্থকভাবেই তাই আমরা বলতে পারি- (ক) বঙ্গবন্ধু: (১) একটি নাম-বাঙালির আবেগের রসে সিক্ত; (২) একটি আবেগ- বাঙালির প্রাণের ভেতর থেকে উত্থিত; (৩) একটি শব্দ- বাঙালির হাজার বাক্যের

ভাবপ্রকাশক; (৪) একটি দর্শন-বাঙালি জাতির মানসলোকের উদগাতা; (৫) একটি ধর্ম-বাঙালির জীবনচলার পাথেয়; (৬) একটি সঙ্গীত- বাঙালিকে একসূত্রে গাঁথার তাল-লয় ও ছন্দ; (৭) একটি আন্দোলন-বাঙালিকে প্রত্যয়দীপ্ত শক্তিতে আবেষ্টনকারী; (৮) একটি অমিতজয়ী তেজ/শক্তি-বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের চালিকাশক্তি এবং (৯) একটি দেশ- সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে অর্জিত। (খ) বঙ্গবন্ধু এ নামটি: (১) মুক্তিসংগ্রামের স্মারক; (২) মানবতার উন্মেষের পরিচায়ক; (৩) সম্প্রীতির ধারক; (৪) অসাম্প্রদায়িক চেতনার উদগাতা; (৫) শাসন-শোষণ-নির্যাতন-উৎপীড়ন-অবহেলার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা; (৬) শোষিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার হুঙ্কার এবং (৭) সাম্য-মৈত্রী-জাগরণ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের আবাস গড়ার এক উজ্জ্বল কর্মযজ্ঞ/মর্মযুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু এই একটিমাত্র নাম দ্বারাই বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম-চেতনা-আবেগমথিত ভাবধারা-সম্মিলিত প্রয়াসের মহত্তম অর্জনের নির্যাস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট প্রত্যয়/চেতনার অধিকাংশের প্রকাশ করা সম্ভব। অতীত থেকে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যত অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু আমাদের হিরন্ময় জ্যোতিষ্ক।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমবায় একটি আন্দোলন ও চেতনার নাম–একটি আদর্শ ও সংগ্রামের নাম। ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হলেও সমবায় সমিতি কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যা যৌথ মালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে সমবায় হচ্ছে তিনটি বল বা শক্তির সমষ্টি। এগুলো হলো-জনবল, অর্থবল ও মনোবল। জাতির পিতা এই তিন বলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। আর তাইতো বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তর সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে এবং নিম্নোক্ত সমবায় প্রত্যয় ঘোষণা করতে হবে: সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের

এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক-এটি যেমন সত্য; তেমনি সত্য বঙ্গবন্ধুর জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন ভাবনা। বঙ্গবন্ধুর এই জনগণমুখি উন্নয়ন ভাবনায় আমরা সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই। আগামী বছর জাতীয় পর্যায়ে সাড়ম্বরে পালিত হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ:২০২০-২০২১। আলোকিত মুজিববর্ষের প্রাক্কালে ২০১৯ সালের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন'। আমরা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে সমবায় ও এর প্রাসঙ্গিকতা, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের দ্যোতনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কার্যকর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে 'সমবায় আন্দোলন'কে জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' দর্শনকে 'জাতির পিতার সমবায় বাংলা'য় কার্যকর করতে পারি। আর তাহলেই বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাযজ্ঞে 'সমবায়কে আন্দোলন'কে সম্পৃক্ত করে জাতির পিতার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে।

প্রচলিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়- 'সমবায় হচ্ছে সমমনা লোকদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন'। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুপদী সংজ্ঞা মতে, 'সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্ঠা।' সমবায়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে COOPERATIVE. COOPERATIVE শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'COOPERARI' থেকে। এখানে 'co' এর অর্থ 'সাথে' ('with') এবং 'operari' শব্দের অর্থ 'কাজ করা' ('to work') সুতরাং 'COOPERARI শব্দের অর্থ দাড়ায় একসাথে কাজ করা। ("working together.")। ভাষা শাস্ত্রীদের মতে, ভাষার প্রথম উত্তম পুরুষের বহুবচনান্ত পদের ('আমরা') সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই 'আমরা' শব্দের প্রত্যয় ও দ্যোতনাই 'সমবায়' নামক সমষ্টিগত কর্মপ্রয়াসের নির্যাস বলে অভিহিত। সমবায় 'আমি' কে 'আমরা'য় পরিণত করে শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটায়। ব্যাকরণগতভাবে বলা যায়, 'আমি' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'I' অপর দিকে 'আমরা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'We'। 'আমি এর চেয়ে 'আমরা' অনেক বেশি শক্তিশালী কারণ আমি দএকক ব্যক্তি' কিন্তু আমরা হচ্ছে 'ব্যক্তির সমষ্টি'। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা জানি,'আমিত্ব' ত্যাগ করতে বলা হয়েছে প্রতিটি ধর্মে।

কারণ 'আমি' থেকে 'আমরা'য় পরিণত হলে কঠিন কাজও সহজে সম্পাদন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: Illness মানে অসুস্থতা। কিন্তু এই Illness শব্দের I কে (আমি) We (আমরা) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হলে হয়ে যায় Wellness যার অর্থ সুস্থতা।

এভাবেই সমবায় সমাজে একক ব্যক্তিকে সমষ্টিতে পরিণত করে সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটায়। এটাই সমবায়ের মৌল চেতনা।

সমবায় হচ্ছে মূলত একটি বল বা শক্তি। এই বল তিনটি বলের সমষ্টি। জনবল-মনোবল-অর্থবল। জনবল, মনোবল ও অর্থবলের সমষ্টি মানুষকে উন্নতির পথে ধাবিত করে। সমবায় এই তিনটি বলকে একত্রিত করে শক্তির সম্মিলন ঘটায়। আবার বলা হয়ে থাকে, সমবায় হচ্ছে এর সদস্যদের ২৪ ঘন্টার নিজস্ব ব্যাংক। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের পর এর আমানতকারী বা গ্রাহককে অর্থ দেওয়া হয় না। কিন্তু সমবায় সমিতি সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন হওয়ায় দিন রাত ২৪ ঘন্টায়ই এর দরজা সদস্যদের জন্য খোলা থাকে। কারণ সমবায় হচ্ছে দু:খ কমানোর মন্ত্র এবং আনন্দ বাড়ানোর যন্ত্র। সদস্য বিপদে পড়লে সমবায় সমিতি রাত দুপুরেও সদস্যদের বিপদে এগিয়ে আসে।

শতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে কংকালসার অবস্থায় বিরাজমান বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন একান্তই সময় ও চাহিদার দাবীতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে সমবায় আন্দোলনের বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর বহুল কথিত একটি উক্তির কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৯১৭ সালে বলেছিলেন- "we will not measure the success of the Movement by the number of cooperative societies formed, but by the moral condition of the cooperators." আমরা সংখ্যা দিয়ে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচার করবো না-বিচার করবো সমবায়ীদের নৈতিক অবস্থান দ্বারা।" মহাত্মা গান্ধীর উক্তিটির সারবত্তা নিয়েই সমবায় আন্দোলনের বর্তমান দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখতে হলে সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে ও দ্যোতনায় ভাবতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি সমবায় রূপকল্প বা সংজ্ঞার প্রস্তাবনা করতে চাই। রূপকল্পটি হতে পারে এরূপ: বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় সমিতি সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় সমিতিরসমূহ স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে।

সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় রূপকল্প বাস্তবায়নের একটি ধাপ হতে পারে সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ। উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞানুসারে প্রাতিষ্ঠানীকিরণ বা Instituionalization হলো : Making part of a structured and usually well-established system.

অন্যভাবে বলা যায় প্রাতিষ্ঠানীকিরণ হলো এমন একটি ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি যেখানে একটি প্রাতিষ্ঠান তার দীর্ঘমেয়াদের কাজের জন্য একটি আদর্শ মানদ- অর্জন করে থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অপরিহার্য একটি উপাদান। মুলত: প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘমেয়াদে চলতে পারে না। সমবায় সমিতির জন্যও বিষয়টি সমধিক প্রযোজ্য। বাংলাদেশে আমরা শত বছরের প্রাচীন সমবায় প্রতিষ্ঠান যেমন পাই, তেমনি প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছরের মধ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বিলুপ্ত হওয়ার মত সমবায় প্রতিষ্ঠানও দেখতে পাই। এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করেই আমাদের সমবায় সমিতিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমবায় সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষদের মনে ''আমি পারি-আমরাও পারি'' সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার (১)Economic Capital;(২) Human Capital; (৩) Social Capital; (৪) Natural Capital এবং (৫) Physical Capital. সমবায় আন্দোলন এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করতে পারে। এ জন্যই বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় । সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে-(১) গণতন্ত্র ; (২) অর্থনীতি; (৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা; (৪) উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ; (৫) সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি (৬) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।'' আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা'। আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।''

এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

[১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ঃ (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা ; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।]

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন-

> আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।...
>
> বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা। তিনি বলেন 'ক্ষুদ্রায়তান ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুষ্টি হয়।' বাংলাদেশেরর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রামীণ আয়ের সুষম বিতরণের কৌশলস্বরূপ সমবায়কে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন-

The co-operative institution will assist by organizing landless labourers and involving them in decision making. Such organized labour-force will facilitate implementation of Rural Works Programme schemes and help the workers to systematically migrate towards new jobs seasonally. Rural industries will be located in a dispersed manner. This will be done specially in regions outside the intensive agricultural areas, perhaps somewhat more than would be justifies in terms of costs and benefits. Many of the rural industries will be co-operative based do as to ensure benefits to a large number of rural families.

উক্ত পরিকল্পনায় কো-অপারেটিভ ডেইরি কমপ্লেক্স এর কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। সার বিতরণের ক্ষেত্রে বিএডিসি এর পাশাপাশি সমবায় সমিতির উল্লেখ রয়েছে। আবার গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ঋণদান ব্যাংকের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সমবায়ের কার্যকারিতা ও সফলতার উপকরণকে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে-

The effectiveness and success of the co-operative development programme will basically depend on a number of supportive government policies and action. First the government and the party in power shall have to mobilize the whole political machinery and the mass media of communication in favour of the movement. Second, the distribution of all modern inputs should be treated preferentially in this regard.

Similarly in procurement and marketing the co-operatives should be given perference. Third, the co-operative laws/acts should be modified and the regulatory functions (audit, registration, etc) should be strengthened and made more effective in a positive sense so that acts and regulations help in the healthy growth of co-operatives. Fourth land reform programmes should be closely related to development of co-operative organization. The programme of distribution of land to landless cultiva tors should be promoted. On the other hand, the cooperative organizations should be encouraged and given responsibilities of implementating land reform and related programmes. Thus such programmes as reclamation and productive use of derelict tanks, improvement of hats and bazars, etc., can be implemented throught co-operatives."

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না ও সংশিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত হয়না। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বন্টন ও সরবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দূর্নীতির কথা জানতেন-দূর্নীতিবাজদের কথা জানতেন-সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্বতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন:

...সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছ, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে -তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি প্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ...আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না।...আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই। ... আমি এ কথা জানতে চাই, আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, একটা কথা। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম, এই যে আমি কো-অপারেটিভ করব, থানা কাউন্সিল করব, সাব-ডিভিশনাল কাউন্সিল হবে, আর আমি যে আপনাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ ফসল চেয়েছি জমিতে যে ফসল হয় তার ডবল...।

বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত পাই। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভ-এ আসতে চাচ্ছি। দিস ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড বৃটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেওয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিসট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা। বঙ্গভবনের ঐ বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন-

> ...বিপ্লবের ডাক। ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেটিভে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করবার মানুষ নই। আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি, এদের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না। আমি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের-নাজের মেনে কাজ করি। চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি। সব কিছু নিয়ে সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি, ৬০ টা থেকে ৭৫ কি ১০০ টা কো-অপারেটিভ করব। এই কো-অপারেটিভ-এ যদি দরকার হয় সেন্ট্রাল কমিটির এক একজন মেম্বার এক একটার চার্জে থাকবেন। লেট আস স্টার্ট আওয়ার সেল্ভস। ...লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স ইউ আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মালটিপারপাস সোসাইটি-দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তক। তিনি সময়ের অগ্রগামী পুরুষ ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য চাহিদা, কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, অব্যবহৃত পতিত কৃষি জমি উৎপাদনের বাইরে পড়ে থাকা-এসব সমস্যার কথা আগেই বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু 'গ্রাম সমবায় সমিতি'র পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্তমানের অনেক সমস্যার উদ্ভব হতো না বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তার ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাই-

> ...কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালী কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। ... আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে এক একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ... একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাআল্লাহ্ তারপর আর কোন অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভে মানুষ দেখে যে, এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও- আমাদের করে দাও।...কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।

গ্রামের আর্থ-সামাজিক চিত্রে আমুল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্যাস। আধা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য, সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদন উপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রাম বাংলার দরিদ্র দীন দুঃখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু "বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়" কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিলো:

(১) পাঁচশত থেকে এক হাজার পরিবার সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় গঠন। (২) এই সমস্ত পরিবারের সমস্ত কৃষিজমি সমবায়ের অধীনে ন্যস্তকরণ। (৩) প্রতিটি গ্রাম সমবায় পরিচালনার জন্য সমবায় সভ্যদের ভোটে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন। (প্রত্যেক কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক-মজদুর, মালিক-কৃষক বাধ্যতামুলক সমবায়ের সভ্য হবে। (৪) মালিক-কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুর সমবায়ের কাজের জন্য নগদ পারিশ্রমিক পাবেন। (৫) সমবায় ক্ষেত খামারে ও অন্যান্যভাবে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে ভাগ করে ভূমি মালিক, ভূমিহীন কৃষক-মজদুর বা সমবায় ও সরকারের মধ্যে বিতরণ। (সরকারের প্রাপ্য অংশ স্থানীয় ধর্মগোলায় রাখতে হবে); (৫) সরকার সমবায়ের কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাতীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম স্বল্পমূল্যে বা ঋণে বা বিনামূল্যে সমবায়কে প্রদান করবে। (৬) সমবায় সভ্যদের যৌথ চাঁদা বা শেয়ারে গঠিত মূলধনে এবং সরকারের মূলধন ও ঋণে প্রতিটি সমবায়ের অধীনে নানান কুটির শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। (৭) সরকার ধর্মগোলায় রক্ষিত সম্পদের মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে নেবে, বাকী অংশ সমবায়ের নানান দূর্যোগ ও প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য জমা থাকবে।(৮) সরকার গ্রাম সমবায় এলাকার আইন-শৃংখলা, রাস্তাঘাট, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ,কীটনাশক ওষুধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করবে। (৯) সমবায় তার সভ্যদের প্রদানকৃত শেয়ার মূলধন ও সরকারের ঋণ বা অংশ গ্রহনের ভিত্তিতে যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোট খাট কল-কারখানা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে। (১০) প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে। (১১) প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে ' আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায়সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। (ক) আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা পরিষদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে উভয় কার্যালয়ে সরকারের তরফ থেকে একজন ও জাতীয় দলের থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিকভাবে পরিদর্শক হিসেবে থাকবেন। তবে এদের ভোটাধিকার থাকবে না। (খ) মূলতঃ প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিসেবে পরিগনিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা, শৃংখলা ও উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব সমবায় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। (গ) সমবায় তথা বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'সমবায় ট্রাইবুনাল' গঠিত হবে।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগী (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Driven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগীতার (Situation Driven) নিরিখে উন্নয়ন মূখী ও জনমূখী (Pro-development and Pro-people) চিন্তার আলোকে জনবান্ধব (Pro-people) কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো:

(ক) গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের উপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক- কৃষাণী সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেতো। (খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো। (গ) ফসলের উদ্বৃতাংশ বিদেশে রপ্তানী করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো। (ঘ) দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো। (ঙ) বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারী উদ্যোগে বা ব্যক্তি মালিকানায় ছোটোখাটো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। (চ) ব্যক্তি মালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকৃবন্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রেতা সাধারনকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। (ছ) গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি। (জ) গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকতো জনসাধারণের উপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো। (ঝ) ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তো। (একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পাকিস্তান আমলে এদেশের কৃষকের খণ্ডিত বিভিন্ন জমিতে যে পরিমাণ আইল ছিল তার পরিমাণ যোগ করলে তৎকালীন বগুড়া জেলার আয়তনের সমান হতো। এ চিত্র বর্তমানে পাল্টেনি। বরং আরো প্রকট হয়েছে জমির বিভক্তির ফলে।) (ঞ) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসতো।

আমাদের জাতির পিতার ভালোবাসায় মৌল অবস্থানে ছিল বাংলার জনগণ ও তাদের উন্নয়ন। সমবায় ছিল এই উন্নয়ন দর্শনের চালিকা শক্তি। বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্ত:স্থলের বিশ্বাস থেকে উৎসারিত প্রতিটি কথাই যেন তার দর্শনকে প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে আমরা নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে সম্যকভাবে উপলব্দি করতে পারি-

> আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে,আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে উন্নয়নের দর্শন। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মানে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। যদিও তিনি সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতো। বঙ্গবন্ধুর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধার করেছিলেন মালয়েশিয়ার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) মাহাথির বিন মোহাম্মদ। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া উন্নত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মূলত বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৯৪-৯৫ সালেই মাথাপিছু জিডিপিতে মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেত বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় দাঁড়াত ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলার। ওই সময়ে মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ছিল ১৫ হাজার ৫২৬ কোটি ডলার। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গড়ে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণে ১৯৭৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছরে দেশের অর্থনীতির পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ ৩ লাখ ৪১ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা (৩.৪২ ট্রিলিয়ন ডলার)। (২৮৮ লাখ কোটি টাকা বা ২৮৮ ট্রিলিয়ন টাকা)।[১] বাংলাদেশের এই এগিয়ে যাওয়ার কর্মপরিকল্পনার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ছিল সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা সম্যকভাবে উপলব্দি করতে পারি. বঙ্গবন্ধু 'সমবায় আন্দোলন'কে 'সোনার বাংলা' নির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি এর জন্য প্রায়োগিক ক্ষেত্র 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এ জনবান্ধব উদ্যোগের অসমাপ্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের জঘণ্য হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন নিয়ে বর্তমানে অনেক কথা উচ্চারিত হলেও এর স্বরূপ ও দ্যোতনা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিয়ে কোন ব্যাপক পরিসরে গবেষণা ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক উৎসাহে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: বাস্তবতা-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে গবেষণার কার্যকর উদ্যোগে গ্রহণ করেছে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'ইগালেটারিয়ান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে পাকিস্তানের মতো অভিজাতশ্রেণি গড়ে উঠবে না। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো এমন

১. বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেত' শীর্ষক ড. আবুল বারাকাত এর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য: দৈনিক আমাদের সময়- ১৩ আগস্ট ২০১৮।

একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সব মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সবার জন্য সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা হয়।[২] আর সমবায় হচ্ছে এ মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়নের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

জাতির পিতার উপরোক্ত সমবায় দর্শনের আপ্তবাক্য আমাদের পথের দিশা দেখায়। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকারকেও আমাদের পাথেয় হিসেবে পাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

> আমি আশা করি সমবায়ের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটি জাতির পিতারই একটি আকাঙ্খা ছিল। তিনি বহুমুখি গ্রাম সমবায় করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তাঁকে হত্যা করার পর সেটি আর করা হয়নি। আমরা তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বহুমুখি কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছি।

জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আবেগসিক্ত অঙ্গীকারের ভেতরেই রয়েছে সমবায় আন্দোলনকে জনগণমুখি ও উন্নয়নমুখি করে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিশা। মুজিব শতবর্ষে আসুন আমরা সেই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ হই।

২ সোবহান রেহমান, দৈনিক প্রথম আলো: ২৮ জানুয়ারি ২০২১

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.০১: প্রারম্ভিকা

জাতীয় জীবনে যে গৌরবের বড়াই আমরা করি–অহংকার করি আমাদের স্বাধীনতার তাঁর কেন্দ্রীয় নির্যাস বঙ্গবন্ধু। তাই সার্থকভাবেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি BANGABANDHU মানে Bangladesh Achieved National Glory Accelarated By A Noble Dreamer Harmonized Unitedly. বঙ্গবন্ধু মানে 'একজন মহৎ স্বপ্নদ্রষ্টার সম্মিলিত ঐকতানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের গৌরবগাঁথার উৎসারণ'।[৩]

বঙ্গবন্ধু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন–একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, একটি আন্দোলন, জাতি নির্মাণের কারিগর, ঠিকানা প্রদানের সংগ্রাম, একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান, একটি ইতিহাস, বাঙালি জাতির ধ্রুবতারা, জাতির উত্থান–রাজনীতির কবি, জনগণের বন্ধু, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার প্রতীক, ইতিহাসের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বঙ্গবন্ধু বাংলার-বাঙালির। তিনি বাঙালির জীবনে হিরন্ময় জ্যোতি। ইতিহাসের পাতায় তাঁর অবস্থান বঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা। তিনি শুধু বাঙালি জাতির মহান নেতাই ছিলেন না, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন।

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ–এই শব্দ তিনটি সমার্থক। এ তিন প্রত্যয়কে মথিত করে আমরা বলতে পারি–

(ক) বঙ্গবন্ধু:
- (১) একটি নাম–বাঙালির আবেগের রসে সিক্ত
- (২) একটি আবেগ–বাঙালির প্রাণের ভেতর থেকে উত্থিত
- (৩) একটি শব্দ–বাঙালির হাজার বাক্যের ভাবপ্রকাশক
- (৪) একটি দর্শন–বাঙালি জাতির মানসলোকের উদগাতা
- (৫) একটি ধর্ম–বাঙালির জীবনচলার পাথেয়
- (৬) একটি সঙ্গীত–বাঙালিকে একসূত্রে গাঁথার তাল-লয় ও ছন্দ
- (৭) একটি আন্দোলন–বাঙালিকে প্রত্যয়দীপ্ত শক্তিতে আবেষ্টনকারী
- (৮) একটি অমিতজয়ী তেজ/শক্তি–বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের চালিকাশক্তি এবং
- (৯) একটি দেশ–সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে অর্জিত।

(খ) বঙ্গবন্ধু এ নামটি:
- (১) মুক্তিসংগ্রামের স্মারক
- (২) মানবতার উন্মেষের পরিচায়ক
- (৩) সম্প্রীতির ধারক
- (৪) অসাম্প্রদায়িক চেতনার উদগাতা

৩ ঠাকুর হরিদাস, যাঁরা আলোক দিলো ঢেলে, চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ, ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা-১০০০, ২০১৪, পৃষ্ঠা নং: ৫১৩

(৫) শাসন–শোষণ–নির্যাতন–উৎপীড়ন–অবহেলার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা
(৬) শোষিত–বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার হুঙ্কার এবং
(৭) সাম্য–মৈত্রী–জাগরণ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের আবাস গড়ার এক উজ্জ্বল কর্মযজ্ঞ/মর্মযুদ্ধ ।

বঙ্গবন্ধু এই একটিমাত্র নাম দ্বারাই বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম–চেতনা–আবেগমথিত ভাবধারা–সম্মিলিত প্রয়াসের মহত্তম অর্জনের নির্যাস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট প্রত্যয়/চেতনার অধিকাংশের প্রকাশ করা সম্ভব ।[৪]

উপরিউক্ত বৃহত্তর আদর্শিক ও দার্শনিক চেতনাময় অবয়ব ধারণ করে বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন । তিনি বলেছিলেন 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয় ।'

আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের জনগণ মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

১৪ অনুচ্ছেদ: রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা ।[৫]

১৯ (২) অনুচ্ছেদ: 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।'[৬]

উপরের দুটি অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন অভীপ্সায় সমবায়কে সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন কর্মহাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে । আর তাই সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে । পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

১৩ । উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা ।[৭]

৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং: ??

৫ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,লেজসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, ২০১১৬, পৃষ্ঠা নং: ৫

৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং: ৬

৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং: ৫

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন সংগ্রামের মহান ফসল যা আপামর বাঙালির রক্তস্নাত আত্মত্যাগে মহীয়ান । এই পবিত্র সংবিধান জাতির স্বপ্ন, মনন ও দর্শনের প্রতিফলন । পবিত্র সংবিধানে সমবায়ের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিক চিন্তারই বাস্তব অনুষঙ্গ । বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন তাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন দ্বারা ঋদ্ধ এবং আজকের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও উন্নয়ন দর্শন অতি প্রাসঙ্গিক ।

১.০২: গবেষণার প্রেক্ষাপট/পটভূমি

আমরা জানি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত 'মুজিববর্ষ-২০২০' হিসেবে পালিত হচ্ছে । এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে সার্থকভাবে উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের অধ্যক্ষগণের সমন্বয়ে 'মুজিববর্ষ-২০২০' কে সামনে রেখে 'বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহ'কে ব্র্যান্ডিং করা এবং 'সমবায় প্রশিক্ষণে ইতিবাচক' পরিবর্তন সাধনের লক্ষে বিগত ১৯/০৮/১৯ ও ২০/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে 'স্বপ্ন ও বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মশালা-২০১৯ (Annual Dream & Planning Implementation Workshop-ADPIW) অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের অধ্যক্ষগণ ও প্রশিক্ষকবৃন্দের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে 'বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে । এ কর্মপরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২.০৩.০৪ এর ১ নং ক্রমিকে 'গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ।

সারণি-০১: মুজিববর্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম-এর কর্মপরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কর্মসূচি	কার্যসূচক	বাস্তবায়ন সময়কাল	দায়িত্ব	কাঙ্খিত ফলাফল	আন্ত:সংযোগ/ তদারকি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	গবেষণা কার্যক্রম	গবেষণা কার্যক্রম শেষে গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ	ডিসেম্বর-২০	গবেষণা কমিটি	দক্ষ গবেষক দল তৈরি	অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ বাসএ
	গবেষণা কমিটির রূপরেখা:	বাজেট প্রাপ্তির পর দক্ষ, আগ্রহী ও নিবেদিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গবেষণা কমিটি করা হবে ।				

উল্লেখ্য যে, গবেষণা বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির একটি নিয়মিত ম্যান্ডেট। গবেষণা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চলমানতার ও উন্নয়নের একটি আদর্শ মানদণ্ড। সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমবায় প্রসারের ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য। সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী দলিল ও আইন বিধিতে গবেষণার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। The report of the martial Law Committee on Organizational Set Up Phase II (Departments, Directorates and Other Organizations Under Them), Volume X (Ministry of Local Government) Part-2 (Rural Development and Co-operative Division), Chapter I (Department of Co-operatives, May 1983) বলা হয়েছে:

> one of the important objective of DoC is ` To conduct survey, research and case-study on the working of the co-operative Societies, publish results and reports and make recommendations to the Government.

অপরদিকে The Project Proposal-A Summary of East Pakistan Co-operative College (Now Bangladesh Co-operative Academy-BCA) এর the scope of the activities of the college সম্পর্কে বলা হয়েছে....

> (৩) Research and Survey.

মুজিববর্ষে গবেষণার উপরিউক্ত ম্যাণ্ডেটসমূহ পূরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে অতীতের গবেষণা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ, ২০২০) যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লাকে 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন' বিষয়ে গবেষণা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং: ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০১৮.১৬/২০১৯ জি-৮৫০(৫)-এ/ও; তারিখ: ১২/০৮/২০২০ মোতাবেকএ সংক্রান্ত পত্রে বলা হয়েছে:

> জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের ১৩টি কর্মসূচি এবং নতুনভাবে আরও ২টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ০৩টি কর্মসূচি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।[৮]

সারণি-০২: মুজিববর্ষে সমবায় অধিদপ্তরের গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম-এর কর্মপরিকল্পনা

ক্র: নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০১	গবেষণা সম্পাদন	দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এর উপর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হবে।	১৭ মার্চ, ২০২০ - ৩০ ডিসেম্বর ২০২০	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে।

৮ সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পত্র।

সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা এবং 'বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনা'-এর আলোকে ঐতিহাসিক চাহিদা পূরণ এবং জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের প্রেক্ষাপটেই বর্তমান গবেষণা প্রস্তাবনার উৎসারণ।

১.০৩: গবেষণার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পি.ভি.ইয়ং (P.V. Young) এর মতে, যখন কোন নতুন তথ্যরাজি নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অন্যান্য শ্রেণি থেকে আলাদা হয়ে নির্দিষ্ট নাম বা শিরোনাম গ্রহণ করে থাকে, তখন তাকে একটি প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় হলো বাস্তব ঘটনা, দল বা শ্রেণি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অর্থাৎ প্রত্যয় হচ্ছে নানাবিধ ঘটনার মূল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি উপস্থাপন যা অনেকগুলো ঘটনাকে একটি সাধারণ শিরোনামের আওতায় এনে সংক্ষিপ্ত রূপদানের মাধ্যমে চিন্তাকে সহজভাবে প্রকাশ করে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে কতিপয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রত্যয়ের যথাযথ সংজ্ঞায়ন না করলে গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা বিশেষ কিছু প্রত্যয় বা শব্দগুচ্ছ উপলব্দি করতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ নিম্নরূপ:

১.০৩.০১: সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে -

(১) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও চর্চা থাকবে;
(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থাকবে;
(৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়ন থাকবে;
(৪) সদস্যদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি থাকবে এবং
(৫) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন তথা আত্মসমান অর্জনের স্পৃহা থাকবে।

১.০৩.০২: আদর্শ সমবায় সমিতি

কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাকে আদর্শ সমবায় সমিতি বলা যেতে পারে।

একটি আদর্শ সমবায় সমিতির নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেতে পারেন তা হলো:

(১) আর্থিক স্বচ্ছলতা;
(২) কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান;
(৩) দারিদ্র্য বিমোচন ;
(৪) সামাজিক সুনাম ও সম্মান;
(৫) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি/সম্মান;
(৬) সকলের ভালবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি ।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি ।

১.০৩.০৩: সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সমবায় সমিতি

মূলতঃ সমবায় সমিতি হবে এর সদস্যের আত্মবিশ্বাসের জায়গা । সমবায় সমিতি এর আওতাভুক্ত সকল সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করবে । অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলত পাঁচ প্রকার । যথা-

(১) Economic Capital
(২) Human Capital
(৩) Social Capital
(৪) Natural Capital এবং
(৫) Physical Capital.

সমবায় সমিতি এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করবে ।

১.০৩.০৪: সময়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতি

বর্তমান সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাকে সময়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতি বলা যেতে পারে । সময়ের চাহিদাসম্পন্ন একটি সমবায় সমিতি নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেতে পারেন তা হলো-

(১) আর্থিক স্বচ্ছলতা;
(২) কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান);
(৩) দারিদ্র্য বিমোচন ;
(৪) কার্যক্রমের বহুমুখিতা ও গতিশীলতা;
(৫) আধুনিক প্রযুক্তিগত ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের চাহিদা পূরণ;
(৬) তাত্ত্বিক উন্নয়ন নয়-প্রায়োগিক কাজে দৃশ্যমানতা ।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো ব্যক্তির একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা/ উন্নয়নকর্মী হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি ।

সমবায়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতির মূল দর্শন এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: 'সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান । (Cooperative is the socio-economic organization of the member, by the member, for the member.)'

১.০৪: গবেষণার যৌক্তিকতা

১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর আবেগে বলেছিলেন 'আমি বাঙ্গালী জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না । আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে । এ জন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে ।' আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshphy towards people's wellbeing) । বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make hository) অথাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংকৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্ততাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ । যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)] । সাধারন জনগণকে কেন্দ্রে রেখেই তাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন পরিচালিত হয়েছে । বঙ্গবন্ধু কাদের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন? তাদের জন্য-যাদের কথা কেউ ভাবেনি কেউ ভাবে না । তারা হলো:

(১) অবহেলিত; (২) নির্যাতিত; (৩) নিপীড়িত; (৪) বঞ্চিত; (৫) দরিদ্র; (৬) ভুখা-নাঙ্গা; (৭) নিস্পেষিত; (৮) অবদমিত; (৯) অচল; (১০) সাধারণ; (১১) অভাজন; (১২) ভীত ও কুণ্ঠিত; (১৩) অসহায়-সম্বলহীন; (১৪) স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাওয়া ; (১৫) মুক্তিকামী জনগণ ।

এদেরকে সমায়ের পতাকাতলে একত্রিত করে বঙ্গবন্ধু দেশে উন্নয়নের সোপান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন । বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে । তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে । উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন:

> আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন । এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে । কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ ।[৯]

৯ সেতুবন্ধন ২২০১১, ৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে জেলা সমবায় কার্যালয় ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা ।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূর প্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন:

> আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে, গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে নায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক-গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভূঁয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়- মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দূর্নীতির পূনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পরিবত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আমরা পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নুতন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।
>
> বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দূর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দূর্নীতির পাহাড় তৈরী হয়েছে। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দূর্নীতির জগদ্বল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগনের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে দূর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগনের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

> বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি। আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারন মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারনের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।[১০]

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বাস্তব প্রায়োগিক কর্মকা- ছিল 'বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়'। বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগী (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Driven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগীতার (Situation Driven) নিরিখে উন্নয়নমূখী ও জনমূখী (Pro-development and Pro-people) চিন্তার আলোকে জন বান্ধব (Pro-people) কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো বলে বোদ্ধাগণ মনে করেন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো:

(ক) গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের উপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক- কৃষাণী সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্বতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেতো।

(খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো।

(গ) ফসলের উদ্বৃতাংশ বিদেশে রপ্তানী করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো।

(ঘ) দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো।

(ঙ) বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারী উদ্যোগে বা ব্যক্তি মালিকানায় ছোটোখাটো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো।

(চ) ব্যক্তি মালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকৃবন্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রেতা সাধারনকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হতো।

(ছ) গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি।

---

১০ সেতুবন্ধন ২০১১, ৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে জেলা সমবায় কার্যালয় ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা।

(জ) গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকতো জনসাধারনের উপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগনের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো।

(ঝ) ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তো। (একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পাকিস্তান আমলে এদেশের কৃষকের খন্ডিত বিভিন্ন জমিতে যে পরিমাণ আইল ছিল তার পরিমাণ যোগ করলে তৎকালীন বগুড়া জেলার আয়তনের সমান হতো। এ চিত্র বর্তমানে পাল্টেনি বরং আরো প্রকট হয়েছে জমির বিভক্তির ফলে।)

(ঞ) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসতো।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে উন্নয়নের দর্শন। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মানে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। যদিও তিনি সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতো। বঙ্গবন্ধুর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধার করেছিলেন মালয়েশিয়ার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) মাহাথির বিন মোহাম্মদ। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া উন্নত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মূলত বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৯৪-৯৫ সালেই মাথাপিছু জিডিপিতে মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেত বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় দাঁড়াত ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলার। ওই সময়ে মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ছিল ১৫ হাজার ৫২৬ কোটি ডলার। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গড়ে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণে ১৯৭৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছরে দেশের অর্থনীতির পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ ৩ লাখ ৪১ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা (৩.৪২ ট্রিলিয়ন ডলার)। (২৮৮ লাখ কোটি টাকা বা ২৮৮ ট্রিলিয়ন টাকা)[১১]। বাংলাদেশের এই এগিয়ে যাওয়ার কর্মপরিকল্পনার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ছিল সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা সম্যকভাবে উপলব্দি করতে পারি. বঙ্গবন্ধু 'সমবায় আন্দোলন'কে 'সোনার বাংলা' নির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি এর জন্য প্রায়োগিক ক্ষেত্র 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এ জনবান্ধব উদ্যোগের অমাপ্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের জঘণ্য হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন নিয়ে বর্তমানে অনেক কথা উচ্চারিত হলেও এর স্বরূপ ও দ্যোতনা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিয়ে কোন ব্যাপক পরিসরে গবেষণা ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক উৎসাহে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: বাস্তবতা-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে গবেষণার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১২ বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেত' শীর্ষক ড. আবুল বারাকাত এর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য: দৈনিক আমাদের সময়- ১৩ আগস্ট ২০১৮।

সার্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা বর্তমান গবেষণা প্রস্তাবনার পেছনে নিম্নোক্ত যৌক্তিক কারণসমূহ উপস্থাপন করতে পারি:

(১) 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এটি প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে একটি মাইলফলক সৃষ্টি হবে।

(২) এটি একটি সময়, চাহিদা, প্রয়োজনভিত্তিক (Time-Demand and Situation driven) একটি উদ্যোগ।

(৩) এর মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে ব্যাপক পরিসরে অনুধাবন করতে পারবো এবং প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীতার নিরিখে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারবো।

(৪) ভবিষ্যতের জন্য 'সমবায় সেক্টরের' একটি কমপরিকল্পক মানদন্ড সৃষ্টি হবে।

(৫) বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন বিষয়ে অধিকতর ক্ষেত্র অনুসন্ধানে সাহায্য করবে।

(৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম ও চেতনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের গন্তব্যরেখা জানা যাবে।

(৭) জাতির পিতাকে আমরা নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে আবিস্কার করতে পারবো।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে আমরা জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং এ দর্শনের আলোকে বাংলাদেশের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা জরুরী বলে মনে করি।

১.০৫: গবেষণা বিষয়ের উপর সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর ফোকাস

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল-২০১৯ অনুসারে- ২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ছিল ৪৩ তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আগামী ১৫ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বাংলাদেশের। গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিলের ৪৩তম অবস্থান থেকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়ে যাবে। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩৬তম অবস্থানে, ২০১৮ সালে ২৭ তম অবস্থানে এবং ২০৩৩ সালে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সমবায় অধিদপ্তরকে তার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সময় (Time driven), চাহিদা (Demand driven) ও প্রয়োজনের নিরিখে (Situation driven) সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় ভাবনা নিম্নোক্তভাবে হওয়া উচিত:

সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতিসমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে।

সমবায় অধিদপ্তর প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির প্রায়োগিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি।

১.০৬: গবেষণা বিষয়ের উপর ইতোপূর্বে ন্যূণতম কার্যসম্পাদন

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে ২০০৪ সালে। ১৯০৪ সালে যাত্রা শুরুর পর এই অঞ্চলের সমবায় আন্দোলন নানান চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সাফল্যের কিছু ইতিহাস থাকলেও সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী। সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে এলেও শতবর্ষী সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং এরাও সাধারণ অর্থে সফল বলে পরিগনিত হয় না।

জাতির পিতা কিন্তু সমবায় আন্দোলনকে মনে প্রাণে ধারণ করতেন। কিন্ত জাতির পিতার সমবায় দর্শন নিয়ে আমরা খুব বেশি গবেষণা হতে দেখিনা। বলা চলে এ বিষয়ে খুব কম কাজই করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি তাই এক্ষেত্রে গুরুত্ব, উপযোগিতা ও কার্যবাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ধারণা উপস্থাপন করতে পারবে। এর ফলে সমবায় অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সফল ও কার্যকর সমবায় সমিতি গড়ার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশ।

১.০৭: বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন স্বপ্ন ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার। ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর আবেগে বলেছিলেন 'আমি বাঙ্গালী জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ জন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।''

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshphy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের

ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make hository) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংকৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্ততাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)]।

বঙ্গবন্ধুর গভীর মানবিক সংগ্রামী এ উন্নয়ন দর্শনের প্রতিফলনই হলো তাঁর স্বপ্ন 'সোনার বাংলার স্বপ্ন', 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন', 'শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশ এর স্বপ্ন'। এ স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছিলো বঙ্গবন্ধু ডাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, যেখানে স্বপ্ন ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের জন্য কমপক্ষে ২টি বিষয় নিশ্চিত করা-(১) মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর করা এবং (২) অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন অনুযায়ী কথা ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশ হবে 'সুস্থ-সবল-জ্ঞান সমৃদ্ধ-ভেদহীন মানুষের দেশ'। এর প্রত্যয় বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে খুবই কম গবেষণা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি তাই আমাদের সমবায় আন্দোলনের সফলতার নিয়ামকের সন্ধান দিতে পারে।

১.০৮: গবেষণার কতিপয় প্রশ্ন

গবেষণার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এসব প্রশ্ন হলো :

(১) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বলতে আমরা কী বুঝি?
(২) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ কী?
(৩) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল কী না এবং থাকলে তার স্বরূপ কী?
(৪) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অছে কিনা?
(৫) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে রূপায়িত করতে সমবায় অধিদপ্তরের গৃহীত উদ্যোগসমূহ কী কী?

১.০৯: গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে আলোকপাত করে এর প্রয়োগ, অর্জন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার বা সম্ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। এছাড়া গবেষণাটির সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

৩.০১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা ও দর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।
৩.০২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমকে ব্যাখ্যা করা।
৩.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব নিরুপণ করা।
৩.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ফলে এর অর্জনগুলো চিহ্নিত করা।
৩.০৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা উদঘাটন করা।

৩.০৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা এবং দায়িত্ব চিহ্নিত করা ।

১.১০: 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন' চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ক্রাইটেরিয়া/মানদণ্ডের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হবে:

ছক-১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিশ্লেষণের মানদণ্ড

১ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা উৎসারণ । ২ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের স্বরূপ । ৩ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কাঠামো । ৪ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিকতা ।	বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বিকাশ
৫ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তবতা । ৬ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার প্রয়োগ ক্ষেত্র/কর্মসূচি । ৭ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা । ৮ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের পরিধি ।	বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগ
৯ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির অর্থনৈতিক প্রভাব ও অর্জন । ১০ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির সামাজিক প্রভাব ও অর্জন । ১১ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির সাংস্কৃতিক প্রভাব ও অর্জন । ১২ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভাব ও অর্জন ।	বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব ও অর্জন
১৩ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা । ১৪ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা । ১৫ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা । ১৬ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রাসঙ্গিকতা । ১৭ । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আদর্শিক ও নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ।	বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

১.১১: গবেষণার অনুকল্প

অনুকল্প হলো কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্বানুমান যা এখনও পরীক্ষা করা হয়নি । অনেক ক্ষেত্রে কোন গবেষণার প্রারম্ভিক বিষয় হচ্ছে পূর্বানুমান । কেননা কোন ক্ষেত্রে অনুমান গঠনের মাধ্যমে গবেষণা শুরু করতে হয় । বস্তুত অনুকল্প হলো একটি প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয় যা কোন গবেষণার দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে । অনুকল্প হচ্ছে কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাময়িক ব্যাখ্যা যা এখনও পরীক্ষিত হয়নি । এটি একটি অন্তবর্তীকালীন সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে বাস্তব তথ্যের নিরিখে সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন হয় ।

প্রকৃত অর্থে অনুকল্প হচ্ছে কোন সমসার সম্ভাব্য উত্তর যার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে । বেইলী (১৯৮২) এর মতে, 'অনুকল্প বা পূর্বানুমান হচ্ছে একটি প্রস্তাবনা যা পরীক্ষা করার জন্যই বর্ণনা করা হয় এবং যা দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে । (A hypothesis is proposition that is stated in testable form and predicts a particular relationship between two or more variavles.)

অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোন সমস্যার সমাধানকল্পে গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানার উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনাই হলো অনুকল্প । শুরুতে গবেষক কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সত্য বলে ধরে নেন । এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধান কাজে একট যুক্তিসঙ্গত ফলাফল লাভের পর তার সত্যতা যাচাই করে থাকেন । বাস্তব অনুসন্ধানের পর যদি গবেষণার প্রাথমিক ধারণা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তবে বিবেচ্য অনুকল্পটি গৃহীত হয় । অন্যথায় ভুল প্রমাণিত হলে কোন বিকল্প গ্রহণ বা পূর্বের অনুমানকে বর্জন করা হয় । মিলার (১৯৭৭) এর মতে, অনুকল্প হলো এমন একটি অপ্রমাণিত বা প্রায় অপ্রমাণিত আনুমানিক ধারণা যা জ্ঞাত সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমানের জন্য প্রণয়ন করা হয় এবং পূর্বানুমান থেকে সিদ্ধান্ত গুলোর সাথে জ্ঞাত সত্যের সামঞ্জস্য যাচাই করার পর অনুকল্পটি সত্য হিসেবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয় ।
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত দুটি অনুকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন' তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাস্তবসম্মত ছিল ।
(২) বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হওয়ায় বাংলাদেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন বিঘ্নিত হয় ।
(৩) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমান সমবায় আন্দোলনের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সমান প্রাসঙ্গিক ।

১.১২: গবেষণার পরিধি (Scope)

বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় ও কৌশলসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে:

(১) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের উৎসারণ ও স্বরূপ সন্ধান ।
(২) বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে গঠিত সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা ।

(৩) বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততার ইতিবৃত্ত সন্ধান।
(৪) বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে বঙ্গবন্ধুর পদচারণা, উদ্যোগ ও অবদান সন্ধান।
(৫) উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলন এবং সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারীদের ইতিবৃত্ত সন্ধান।
(৬) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও আদর্শের প্রতি সমবায়ীদের অকুণ্ঠ ভালোবাসার নিদর্শন সন্ধান।
(৭) বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো অজানা তথ্যের সন্ধান করা।

১.১৩: গবেষণার গুরুত্ব

বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে মনপ্রাণ উজার করে ভালোবাসতেন। আর তাই জন্য গড়তে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। সমবায়কে করতে চেয়েছিলেন এই সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম হাতিয়ার। একজন সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,'আপনার দোষ কোথায়?" বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন " আমার সবচেয়ে বড় ও একমাত্র দোষ হলো আমি আমার জনগণকে বেশী ভালবাসি।" তিনি বলতেন "সাত কোটি মানুষের ভালবাসার কাঙাল আমি, বাঙালির ভালবাসা আমি হারাতে পারবো না।" সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: আপনার যোগ্যতা কী? (What is your qualification?) বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন: আমি আমার জনগণকে বেশী ভালবাসি।" (I love my people).পরের প্রশ্ন ছিল: আপনার অযোগ্যতা কী? (What is your disqualification?) বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : আমি আমার জনগণকে বড় বেশি বেশী ভালবাসি।" (I love them too much).[১২]

বঙ্গবন্ধুর এই অসাধারণ ভালোবাসার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সমবায় র্শনে-উন্নয়নভাবনায়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে আমরা বুঝতে পারি 'সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। (Cooperative is the socio-economic organization of the member, by the member, for the member.) কাজেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন নিয়ে গবেষণা একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিয়ামক এবং অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এ নিয়ে এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল এ আমাদের সামনে সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। আশা করা যায় এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের কর্মপ্রবাহে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এছাড়াও এ গবেষণাটি নীতিনির্ধারকদের কাজের ক্ষেত্রকেও সমৃদ্ধ করতে পারে। গবেষণাটির গুরুত্ব আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

[১২] আহমেদ তোফায়েল, বঙ্গবন্ধু উপাধির ৫০ বছর, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মে সমবায় শক্তির উৎসারণ খুঁজে পাওয়া।
(২) সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও ইতিবাচক করতে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।
(৩) সমবায় শক্তিকে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর প্রায়োগিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া।
(৪) একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায় সেক্টরের সম্পৃক্ত খুঁজে বের করা;
(৫) সমবায় ভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করা।
(৬) আত্মসমালোচনার প্রেক্ষিত ও কার্যকরণ বের করা এবং নতুন আঙ্গিকে সমবায় সমিতি গঠনের নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করা।
(৭) মুজিববর্ষে প্রায়োগিক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন করা।

১.১৪: গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণায় বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ একটি মাত্র গবেষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মতো বিষয়ের সকল ডাইমেনশনের উত্তর পাওয়া যায় না। বর্তমান গবেষণার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাগুলো হলো:

(১) সময় স্বল্পতা: ব্যাপক পরিসরের বর্তমান গবেষণাটি করা প্রয়োজন হলেও ছয় চারমাসের মধ্যে সম্পাদন করতে হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের একটি বৃহৎ পরিসরের গবেষণার জন্য এই সময় যথেষ্ট না।
(২) তথ্য সংগ্রহ: বঙ্গবন্ধুর আমলে গঠিত সমবায় সমিতির অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অল্প কিছু সংখ্যক সমিতি থাকলেও তার হদিস পাওয়া কঠিন। সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি থেকে গবেষণার জন্য উপযুক্ত সমিতি ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করাটার আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল।
(৩) তথ্যদাতা/উত্তরদাতাদের বিশেষ করে বয়স্ক সমবায়ীদের সাথে যোগাযোগসাধন কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিন হয়েছে।
(৪) বাস্তব কারণে অল্প কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর ফলে স্যাম্পল সাইজ ছোট হয়েছে। অধিকতর বেশি স্যাম্পল থেকে তথ্য নিলে গবেষণাটি আরো বেশি প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারতো।
(৫) বাস্তব কারণে জরীপ প্রশ্নমালার কাঠামো ছিল কিছুটা ক্লোজড এন্ডেড। আরো বেশি ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন করা হলে অধিকতর মতামত পাওয়া যেতে পারতো।

সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে গবেষণার পরিধি ও নমুনার সংখ্যা বিস্তৃত করা সম্ভব হলে গবেষণাটি আরো ফলপ্রসু হতো। কিন্তু বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিধি ও নির্দিষ্ট আকারের নমুনা নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের সাথে গুণগতমান বজায় রেখে ফলাফল তুলে আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর ফলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ সম্ভব হবে। তাই উল্লিখিত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাটির মাধ্যমে এর কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

১.১৫: উপসংহার

বতর্মান অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও পরিধি এবং যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অনুকল্পসহ গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্যাপ নির্ণয় করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান করে সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ ফোকাস কী হওয়া উচিত এ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্তমানে সমবায় আন্দোলন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই ক্রান্তিকালীন সংকট উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক অংশগ্রহণ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে আমরা এই ক্রান্তিকাল অতিক্রমের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পারি বর্তমান অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যাকে চিহ্নিত করে বিরাজমান সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণ অপনোদনের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

২.০১: প্রারম্ভিকা

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনা, সমবায় চেতনা ও সমবায় আদর্শের একটি সুলুকসন্ধানী গবেষণাকর্ম। এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে গবেষক দল বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে বহুমাত্রিকভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই বিশ্লেষণের অংশে গবেষণা কাঠামোর অংশ হিসেবে গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখনি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে 'সমবায়' ও 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় চেতনা ও আদর্শ'-এ আলোকে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মূলত সমবায় একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যা সমমনা একদল ব্যক্তি কর্তৃক তাদের সম্মিলিত জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। আর্ন্তজাতিক সমবায় মৈত্রী (International Co-operative Alliance) তাদের সমবায় পরিচিতি নির্দেশিকাতে সমবায়ের সংজ্ঞা দিয়েছে এই ভাবে যে, সমবায় হল সমমনা মানুষের সেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান এমনও হতে পারে যেখানে ব্যবসাটি এর সুবিধাভোগী সমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তারাই এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে ।[১৩]

বিশ্বে সমবায়ের ইতিহাস অনেক প্রাচীন আর এই উপমহাদেশে সমবায় এসেছে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে ১৯০৪ সালে তার বিলেতে পড়ার সুবাদে। তারপর বেশ কিছু বছরের পথ পরিক্রমা পেরিয়ে সমবায় আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতির সপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুক্তফ্রন্ট এর ২১ দফার ৪ নং দফা ছিল:

> কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।[১৪]

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে নবগঠিত সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন বঙ্গবন্ধু। এই সময়টা থেকেই পাকাপাকিভাবে বঙ্গবন্ধু আর সমবায়ের সম্মিলিত যাত্রা শুরু বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প পরিকল্পনার মাধ্যমে । ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু সমবায়কে এদেশের অসহায় মেহনতি মানুষের দুঃখ মোচনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ১৯৭২ সালের ০৩ জুন জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

[১৩] Statement on the Cooperative Identity ,(০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২) International Cooperative Alliance.
[১৪] খান, ড. এ এইচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, ১ম খন্ড, একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে , শিক্ষা পাবে , উন্নত জীবনের অধিকারী হবে এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন । এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে । কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ । সমবায়ের মাধ্যমে গরীব যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে । অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে ।"

সারা বিশ্বে দুঃখ জয়ের পরীক্ষিত মডেল সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ।

২.০২: গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যমান সাহিত্য

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' গ্রন্থের এ অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে নানা সময়ে বিভিন্ন লেখকের রচিত পুস্তক, গবেষণাপত্র এবং পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার বিষয়ে আলোকপাত করাসহ বর্তমান শিরোনামের সাথে সেসব লেখা ও গবেষণাপত্রের সাদৃশ্য আনুসন্ধান করা হয়েছে ।

ড. এইচ খান সম্পাদি জাতির পিতার নির্বাচিত ভাষণ চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে । এ চারটি পুস্তকে আমরা জাতির বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণের বিবরণ পাই । এসব ভাষণের মধ্যে সমবায় সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর দর্শন আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে পেয়ে থাকি । এ চারটি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা কৃষি ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োগ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণা পাই । আমরা জানি সারা বিশ্বে অসহায়-মেহনতি মানুষ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে সমবায় একটি পরিক্ষীত ও বহুল প্রচলিত মডেল হলো কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মডেল । এ একাডেমীর এক সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, " সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করুন" । [১৫]

বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন । এক সাগর রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত এ সংবিধানে সমবায়কে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । বাংলাদেশে স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা মোতাবেক মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে । এ পবিত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ তে বলা হয়েছে: কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি: মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা । আবার ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।[১৬]

এরই ধারাবাহিকতায় সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

১৫ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৭২

১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এপ্রিল ২০১৬

মালিকানার নীতি: উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা , অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়াত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা ;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনার দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা । [১৭]

পবিত্র সংবিধানের এ ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পরম্পরায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) পল্লী প্রতিষ্ঠান ও গ্রামভিত্তিক সমবায়ের তৎকালীন অবস্থা , ব্যর্থতার কারণ এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে বিশদ অলোচনা ও দিকনির্দেশনা রয়েছে । 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শন জাতীয়করণনীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেছেন আবুল কাশেম । (২০২০ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত) । এ গবেষণা গ্রন্থে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ সংক্রান্ত গ্রন্থ থেকে আমরা পাই সেসময় দেশব্যপী জাতীয় সমবায় ক্রেডিট ব্যাংকের অধীন ৬২টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ গ্রামভিত্তিক মোট ৪১৭ টি ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি বিদ্যমান ছিল । আর কৃষি সমবায়ের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০ কিন্তু সমবায়গুলোর কার্যকারিতা ছিল খুবই সীমিত । পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতার পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়:

(১) পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় উঁচু স্তর থেকে এবং যা জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয় বরং সরকারের আমলাতন্ত্রের বর্ধিত অংশ হিসেবে কাজ করেছে ।

(২) স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ছিল ধনীক শ্রেণী এবং প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করতেন ফলে তারা দরিদ্র জনগণের হয়ে কাজ করেননি ।

(৩) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণকে সমন্বিত সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রদানে ব্যর্থ ছিল এবং পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় সম্পদ একত্রিত করায় মনোযোগী ছিল না বরং তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্হিবিশ্ব থেকে আগত সহায়তা বিতরণ করা ।

এ সকল অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক কৃষি ও পল্লী অর্থনীতি গঠনের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় । বলা হয়েছে-

" The Co-operative programme will have to be directed towards community planning , savings of scarce resources by the collective operations , and generation of savings for productive investment. A system of integrated Multipurpose workers Co-operative will be most suitable for this purpose. "

১৮ প্রাগুক্ত

এখানে বলা হয়েছে যে IRDP (Integrated Rural Development Programme) এর অধীনে থাকবে কৃষক সমবায়সমূহ আর অন্য সকল সমবায় কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে সমবায় ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে । এখানে বলা হয়েছে-

> "The total expenditure of these programmes of the Co-operative Department will be Taka 24.15 crores with a foreign exchange component of Taka 8.60 crores. The expenditure on different Projects/ schemes is shown in Table VIII-28.A .

TABLE VIII-28.A

Schemes of the Co-operative Department to be Included in the Plan

	Total estimated cost (Taka in lakh)
1. Department of Fisheries Co-operatives	10,00.00
2. Co-operative Dairy Development	6,32.10
3. Linking of Marketing agricultural Produce with Co-operative credit	3,00.00
4. Development of Transport Co-operatives	1,32.80
5. Development of Sugarcane Growers Co-operatives	50.00
6. Development of Weavers Co-operative	3,00.00
TOTAL--------2414.90	

সমবায় কলেজ এবং জোনাল ইনস্টিটিউটগুলোর শক্তিশালীকরণে বরাদ্দ ছিল ১,২০.০ (লক্ষ টাকা) । বার্ড এবং এর ল্যাবরোটোরি এলাকা বর্ধিতকরণে বরাদ্দ ছিল ৪,৩০.০০ (লক্ষ টাকা) । পল্লী উন্নয়নের জন্য দুটি আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ ছিল ৪,০০.০০ (লক্ষ টাকা) । একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে গ্রহণ করেছিলেন দারিদ্র মোচনের হাতিয়ার হিসেবে । [১৮]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও ভাবনার একটি কাঠামোবদ্ধ রূপ দেখতে পাই । কৃষিভিত্তিক গ্রাম বাংলার উন্নয়নের মৌলভাবনাটি এ পরিকল্পনায় সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে । এ পরিকল্পনার সার্বিক বিশ্লেষণ করে আমরা সমবায় সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ভাবনা দেখতে পারি:

> কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষিই অর্থনীতির প্রধান খাত শুধু তাই নয়, বরং এ দেশের রাজনৈতিক বিবর্তন ও সমাজ-ব্যবস্থাতেও কৃষি অনাদিকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসছে । গ্রামীণ তথা সামগ্রিক জীবন কৃষির এই বিস্তৃত ভূমিকা সম্পর্কে এ মাটির সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন । সেই সঙ্গে তিনি এটাও জানতেন যে এ দেশের কৃষক ও গ্রামীণ গোষ্ঠী

[১৮] THE FIRST FIVE YEAR PLAN 1973-1978 , PLANNING COMMISSION , GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S OF BANGLADESH , NOVEMBER, 1973.

কৃষি ও মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের কাছে জমি সন্তানের মতো । সুতরাং বাংলাদেশের পটভূমিতে কৃষির যে ভূমিকাই চিহ্নিত করা হোক না কেন, সে ভূমিকায় কৃষক ও ভূমির এ সম্পর্কে যেন নষ্ট না হয় । সে ক্ষেত্রে কৃষি উন্নয়নের মূলনীতি হবে সমবায়, যেখানে ভূমির মালিকানা অক্ষন্ন রেখে যৌথ চাষাবাদের ব্যবস্থ থাকবে । কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের এ দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর বিশেষ গ্রাম সমবায় প্রকল্প । তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশে কৃষি বিপ্লব, সেই সঙ্গে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব ।

বিশেষ গ্রাম-প্রকল্পে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়ন চিন্তার বিভিন্ন দিক বিধৃত হয়েছে । এতে একদিকে যেমন গ্রাম-সমবায়ের লক্ষ্য, এর সংগঠন জমির চাষাবাদের ব্যবস্থাপনা ও ফসলের বন্টন-ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে অন্যদিকে ঠিক তেমনি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রশাসনিক কাঠামো, এর অর্থায়ন, এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, কর্মী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ও আর্দশে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এর কার্যাবলির মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে । এ দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ-কাঠামোয় এই বিশেষ গ্রাম-প্রকল্পের সরাসরি ও সুদূরপ্রসারী কি কি প্রভাব পড়তে পারে সে জাতীয় একটি প্রাক্কলনও বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনায় খুঁজে পাওয়া যায় ।

উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষম বন্টন, কর্মসংস্থান ও গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন- এ চারটি মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশেষ গ্রাম-প্রকল্প প্রণয়ন করেছিলেন । বঙ্গবন্ধুর মতে, বিশেষ গ্রাম-সমবায় প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য হবে বাস্তবানুগ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটিয়ে ক্রমান্বয়ে গ্রাম ও গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা, গ্রাম উন্নয়নমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং গ্রামের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলা, গ্রাম উন্নয়নগুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং গ্রামের ভৌত ওসামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলে গ্রামোন্নয়সনর পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ সমাজের যাবতীয় দিককে এই প্রকল্পের আওতায় এনে গ্রামের সার্বিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ।

সমবায় পদ্ধতিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশেষ গ্রাম-প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং গ্রাম সমবায় সংগঠনের বিস্তৃত রূপরেখাও তাঁর চিন্তা-চেতনায় স্থান পেয়েছিল । অর্থকরী ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ২৯৯ একর পর্যন্ত ভুমি নিয়ে এক একটি গ্রাম-সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল । প্রতিটি সমিতির এক একটি ব্যবস্থাপনা পর্ষদে চাষযোগ্য জমির মালিকদের ১২ জন প্রতিনিধি, ভূমিহীন খেতমজুরদের ৬ জন ও ৩ জন মনোনীত/নিযুক্ত সদস্য থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল । প্রতিটি ব্যবস্থাপনা পর্ষদের অধীনে চারটি উপ-পর্ষদ থাকতো । ব্যবস্থপনা পর্ষদের বিভিন্ন সদস্যকে নিয়ে এসব উপ-পর্ষদ গঠনের নিয়ম করা হয়েছিল । প্রতিটি ব্যবস্থাপনা পর্ষদের অধীনে চারটি উপ-পর্ষদ থাকতো । ব্যবস্থাপনা পর্ষদের বিভিন্ন সদস্যকে নিয়ে এসব উপ-পর্ষদ গঠনের নিয়ম করা হয়েছিল । গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা এবং বিভিন্ন ছোটখাট অপরাধের (যা যথাযথভাবে তফসিলভুক্ত করা হতো) বিচার করার জন্যেও একটি উপ-পর্ষদের ওপর দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষিত হয় । চারটি উপ-পর্ষদ ছাড়াও ব্যবস্থাপনা পর্ষদের আওতায় কর্মক্ষেত্রভিত্তিক কর্মী সংঘসমূহ গড়ে তোলার কথা ছিল । উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা-কাঠামো সম্পর্কে তিনটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : এক. বঙ্গবন্ধুর সমবায় কাঠামোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তার এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; দুই. সমকালে উন্নয়ন চিন্তার নতুন ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ মানব উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের চিন্তার নতুন ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ মানব উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের যে কথা বলা হয়, বঙ্গবন্ধু আগেই সে তত্ত্বটি তাঁর পরিকল্পনায় অন্তভুর্ত করেছিলেন; তিন. কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত যে কোনো রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি কর্মীদলের প্রাক-উপস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন।

বিশেষ গ্রাম-প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ভূমিকাকে বঙ্গবন্ধু সবসময়ই গুরুত্ব সহকারে দেখতেন। একটি গঠনমূলক প্রশাসনিক কাঠামোকে এই প্রকল্পের পূর্বশর্ত হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছিল এবং কাঠামোকে গণমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছিল। 'বিশেষ গ্রাম সরকার ব্যুরো' নামক একটি সাংগঠনিক কাঠামোর কথা বলা হয়। প্রস্তাবিত ব্যুরো নীতি-নির্ধারণ ও সমন্বয় পর্ষদের প্রস্তাব করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। এসব কর্মের সার্থক বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের তদারকির প্রয়োজনীয়তার কথাও বঙ্গবন্ধু বারংবার উল্লেখ করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষ গ্রাম-সমবায় প্রকল্পকে বঙ্গবন্ধু একটি আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য একাধিক পূর্বশর্তের কথাও তিনি বলেছিলেন। এসব পূর্বশর্তের অন্যতম ছিল গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাওয়া। সমবায়-ব্যবস্থায় গ্রামীণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, যোগাযোগ, গৃহস্তালিভিত্তিক পেশা, আইন-শৃঙ্খলা ও গ্রাম-প্রশাসন ক্ষেত্রেও সর্বাত্নক অগ্রগতি সাধিত হবে এমন আশা বঙ্গবন্ধু করতেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে-রুপরেখা দেওয়া হয় তাতে সারোদেশে এক অভাবিতপূর্ব উৎপাদনমুখী রাজনৈতিক তৎপরতা ও সৃজনশীল রাজনৈতিক সমন্বয় ও সংহতি সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হয়। এ ব্যবস্থায় নেতা-কর্মী ও জনগণের মধ্যে অচ্ছেদ্য এক একাত্মতার সৃষ্টি হওয়ার ফলে সঙগৃহীত হবে গোষ্ঠী-চেতনার অনুপ্রাণিত অসংখ্য কর্মীদল সারাদেশে গড়ে উঠবে গণমুখী ও উৎপাদনমুখী এক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কালক্রমে দেশের ৫০ হাজার গ্রাম-সমবায়ে তৈরি হবে অন্যান্য ২৫ লাখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আদর্শোবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও আত্মনির্ভরশীল কর্মীদল- এমন ধরনের উচ্চাশা পোষণ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের সমাজ-জীবনেও এ সমবায়-ব্যবস্থা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন। এতে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের পার্থক্য কমে যাবে, সবল কর্তৃক দুর্বলের ওপর অত্যাচারের সুযোগ হ্রাস পাবে, দুস্থ ও পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীরসমূহের কল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যসহ গ্রামীণ সেবা-কাঠামো গড়ে উঠবে এবং বিশেষ করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ওপরেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য বলেও বঙ্গবন্ধুর গভীর বিশ্বাস ছিল।[১৯]

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে উপলব্থি করতে হলে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে হবে। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও এর অন্তর্নিহিত দর্শন বিষয়ে একটি চমৎকার নিবন্ধ রচনা করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ প্রবন্ধ থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে পাই:

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবকে যারা শুধু 'বাকশাল' বা 'একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেন, তারা তা অজ্ঞতা ও শত্রুতাবশতই করেন। বাকশাল মানে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। এতে যোগ দিয়েছিল প্রধানত তিনটি দল– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)। এই তিন দলের সংক্ষিপ্ত রূপ বাকশাল। আর সব দলকে বঙ্গবন্ধু সাময়িক নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি তার নিজস্ব দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রমও সাময়িক স্থগিত করেছিলেন। কেন তিনি বাকশাল গঠন করেছিলেন, এর অনেক প্রেক্ষাপট আছে।

১৯ The first five year plan 1973-1978 , Planning Commission , Government of the People's of Bangladesh , November, 1973.

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন, "মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৩ বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সরকার পদ্ধতি, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, ভূমি, উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদিও মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যাকে তিনি ÔThis is our second revolutionÕ বা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। একে তিনি 'সিস্টেম চেঞ্জ' হিসেবেও অভিহিত করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী আনা হয়। এর আওতায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের স্থলে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বঙ্গবন্ধু ৫ বছরের জন্য সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন" (হারুন-অর-রশিদ, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপব কী ও কেন, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ২০)।[২০]

কী ছিল বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের দার্শনিক ভিত্তি? হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন, 'তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনা দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। দীর্ঘ কারাবাসকালে তিনি দেশ, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন ইত্যাদি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পান এবং সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন।... স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু পাশ্চাত্য ধাঁচের বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা দিয়ে শুরু করেন। এ জন্য পাকিস্তানি শাসন আমলে তিনি অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তাই তিনি তার অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে তিনি বাকশাল বা এর অনুরূপ একটি মাত্র জাতীয় দল গঠনসহ দ্বিতীয় বিপবের অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তখন তিনি সেটি করেননি। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গোপন সংগঠন, তাদের নিজস্ব বা সমর্থক পত্রপত্রিকা যে ধরনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ও অপপ্রচার শুরু করে– তা কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছুতেই চলতে পারে না। রাষ্ট্রের অস্তিত্বমূলেই তারা কুঠারাঘাত হানতে উদ্যত হয়। বঙ্গবন্ধু নিজেও পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করেন যে, স্বাধীনতার পর পরই দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ না করাটা ভুল হয়েছে' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০-৩১)।[২১]

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপব বুঝতে হলে তার সমবায় ভাবনাও বুঝতে হবে। দ্বিতীয় বিপব মূলত বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ গঠন করার প্রচেষ্টা। সমবায়ের প্রতি বঙ্গবন্ধু প্রথম উৎসাহিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবায়-ভাবনা থেকে। পরে ১৯৫২ সালে চীন সফরে গিয়ে তিনি এর বিস্তৃত রূপ দেখেন। তিনি নিজেও এ নিয়ে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা করেছেন। স্বাধীন দেশে তিনি এর বাস্তবায়নের সুযোগ পান। ১৯৭২ সাল থেকেই তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু সমবায় সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে পারেনি। সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠার আগে বঙ্গবন্ধু ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ কেই নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু জানতেন এ দেশের জমিগুলো বেশিরভাগই জোতদারদের হাতে। অনেক জমি অনাবাদি পড়ে থাকে, কিছু জমি পতিত আর কিছু জমি দেশভাগের পর থে'অর্পিত সম্পতি' হিসেবে গণ্য। ভূমির সুষম বণ্টনের জন্য ১৯৭২ সালের আগস্টে ভূমিস্বত্ব আদেশ জারি করেন। এতে পরিবারপ্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। এর অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরকার অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাই বঙ্গবন্ধু আরও অগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে চিন্তা করেন। দ্বিতীয় বিপবের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট আমূল বদলে ফেলতে চেয়েছিলেন। কারও হাতে থাকে অঢেল সম্পত্তি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি আর কেউ না খেয়ে মরবে– এটি তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি এমন একটি ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন– যেন সবাই

২০ রহমান ড. আতিউর, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব, দৈনিক আমাদের সময়: ১৪ জুলাই ২০২১
২১ প্রাগুক্ত

সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারে আর প্রয়োজন অনুযায়ী খেতে পায় । কিন্তু জমির সুষম বণ্টন ছাড়া তা সম্ভব নয় । শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নতি সাধনের জন্যই বঙ্গবন্ধু ৬৫ হাজার গ্রামকে এক ব্যবস্থার মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন ।[২২]

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল– সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং আর্থসামাজিক কর্মসূচি । প্রথমত, ছিল সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন, একটি জাতীয় দল গঠন, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা, জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে জনগণের প্রতিনিধি বা গভনর্র, বিচারব্যবস্থার সংস্কার এবং দ্বিতীয়ত, সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, গ্রামে মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী সমবায় সমিতি, পলী অঞ্চলে 'হেলথ কমপেন্ড প্রতিষ্ঠা, পরিকল্পিত পরিবার, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি । তার এই স্বদেশি উদ্যোগের ফলে সত্যিকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়নের সুযোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল । আর এর পুরো সুফলই গ্রামের মানুষের পাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু ইতিহাসের ঘূর্ণিপাকে তার ওই স্বপ্ন বাস্তবে আর রূপ নিতে পারেনি । বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' ছিল বস্তুত একটি মৌলিক দর্শন, মৌলিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব । বুঝে, না বুঝে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে মূলত একদল স্বার্থান্বেষী মহল । তার জীবিতকালে তো বটেই, তার মৃত্যুর পরও ধারাবাহিকভাবে জ্ঞানপাপীরা এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলে গেছেন । আজ তো এটি স্পষ্টতই প্রমাণিত যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে একটি অসামান্য বিপব স্থগিত করে দিয়েছে সুবিধাবাদীরা । বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে এতটা সময় লেগে গেল মূলত বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী এ কর্মসূচিটি ভেস্তে যাওয়ার কারণেই । আশার কথা, বহু বছর পর বঙ্গবন্ধুর দেখানো ওই স্বপ্নের পথ ধরেই তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন ।[২৩]

১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমবায় গ্রাম সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবটি তুলে ধরেন । এই বক্তৃতায় তিনি বলেন:

> "আমি ঘোষণা করছি যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে । বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে । প্রত্যেকটি মানুষ- যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে । গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে ।
>
> ভুল করবেন না । এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি তাতে আমি আপনাদের জমি নেব না । ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব , তা নয় । এর জমি মালিকের থাকবে । আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন । কিন্তু ফসলের অংশ সবাই পাবে । অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে ।[২৪]

২২ প্রাগুক্ত
২৩ প্রাগুক্ত
২৪ ইসলাম, নজরুল (২০১৭), বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম

সমীর কুমার বিশ্বাসের **'বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা'** গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি থেকে ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে । গ্রন্থটিতে সমবায় বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ভাবনা ও দর্শন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । কিন্তু এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে আলোকপাত করা হলেও বিস্তারিত গবেষণাধর্মী উপাদান পাওয়া যায় না । তবে আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কিছু প্রায়োগিক বিসয় এ গ্রন্থে পাই । এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো:

(ক) কৃষি ক্ষেত্র:কৃষি সমবায়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে কৃষি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের সমবায় সংশ্লিষ্ট খাত বিদ্যমান ছিল । তার মধ্যে অন্যতম ছিল দুগ্ধজাত পণ্যের সমবায় সমিতি মিল্কভিটা । ১৯৪৮ সালে এটি ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় । পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে সমবায় ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা হয় এবং নাম রাখা হয় ইস্টার্ন মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লি. । প্রাথমিকভাবে সমবায় ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৯৬৮ সালে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক কারখানাটির দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করা হয় । একই সময়ে 'অষ্টো ডেইরি' নামে একটি দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি । কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ১৯৭০ সালে এই কারখানা দুটি উৎপাদন ও বিপনণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় । পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বতন কারখানা দুটির যাবতীয় দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং তাঁর সরকার ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে দেশের পাঁচটি এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয় । ১৯৭৭ সালে এর নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড । মিল্কভিটার যাত্রা ১৯৪৮ সালে শুরু হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হয় বঙ্গবন্ধুর হাতেই । বর্তমানে মিল্কভিটা একটি সফল ও সর্ববৃহৎ জাতীয় সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ।

(খ) চলচ্চিত্র সেক্টর: পুর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড ঢাকা" । ১৯৫৬ সালের ০৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমানের নেতৃত্বে পুর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় । এই মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান চলচ্চিত্র ছিল তখন এই বিভাগের অধীন । এরপর ১৯৫৭ সালের ০৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক আইন পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল পেশ করেন এবং ঐদিনই বিলটি আইনে পরিণত হয় যার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন । দেশ স্বাধীনের পর এর নাম হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন । অর্থাৎ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায় বঙ্গবন্ধুর হাতেই ।

(গ) মৃৎশিল্প: বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সমবায় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও কুমিল্লা মডেলের জনক ড. আখতার হামিদ খানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৬১ সালে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী সমিতিটির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কুমিল্লায় গেলে মৃৎ শিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন এবং স্বল্প মূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতিটি পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

(ঘ) বস্ত্র খাত তাঁত শিল্প: সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি. ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সমবায় সমিতি। যার প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল 'দি ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস লি.' যার বর্তমানে মোট দোকান সংখ্যা ৬৭০টি (পূর্বে ছিল ৮৯৫)। [২২]

উল্লিখিত প্রতিটি সমিতিই অত্যন্ত সফলতার সাথে কার্যক্রম করেছিল এবং করছে। সমিতিগুলো এর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর পিতার মতোই সমবায়কে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অসহায়-মেহনতি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সমবায় নীতি-২০১২, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা , জাতীয় কৃষি নীতি -২০১৮ তে সমবায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি বছর জাতীয় সমবায় দিবসে সমবায় সম্পর্কে গঠনমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

জাতীয় সমবায় নীতি-২০১২ এর ভিশন স্থির করা হয়েছে: **'আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সমবায়কে লাগসই মানবিক উদ্যোগ হিসেবে সফল করে তোলা'** এবং এই নীতির মূল ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে- ১. সমবায় সমিতিসমূহের অবস্থান, ২. সমবায় সমিতিসমূহের আত্মব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, ৩. সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ ও ঋণসহ উপকরণ সরবরাহ, ৪.সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা , ৫. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা, মূল্যায়ন ও আইসিটি। [২৩]

আবার জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ তে সমবায়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যা মূলত: বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনারই প্রতিফলন। এ নীতিতে বলা হয়েছে :

অনু: ১৬- কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৎস্য, দুগ্ধ ও সেবা খাতের মতো ফসল উপখাতেও সমবায় কার্যক্রম চালু করার সুযোগ আছে।

২২ বিশ্বাস, সমীর কুমার, (ফেব্রুয়ারি , ২০২০) , বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা, বাংলা একাডেমি প্রেস ।

অনু:১৬.১- ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে স্বপ্রণোদিত সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করা।

অনু:১৬.২- সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণ ও সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন, কৃষি যন্ত্র ব্যবহার, বিশেষভাবে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, ঋণ এবং উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা ।

অনু:১৬.৩- লাভজনক ফসল উৎপাদন এবং সেচ ও খামার যান্ত্রিকীকরণ কর্মকাণ্ডে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

অনু:১৬.৪- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায়ভিত্তিক বিপণনকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা ।

অনু:১৬.৫- কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা, সমবায় সমিতিগুলোকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষণ আয়বর্ধন, সম্প্রসারণ সেবা প্রাপ্তি, উপকরণ সংগ্রহ এবং ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা ।

অনু:১৬.৬- সমবায়ভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা। ২৪

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায়ও সমবায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। এর ৭.৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদে বলা পল্লী উন্নয়নের কৌশলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

The aim of rural development is to bring widespread and extensive improvement in the quality of life, in terms of material, social, cultural and psychological. Appropriate technology facilitated program in the rural areas for generating employment and increasing income will have to be pursued. Provision of skill development training for generating self-employment in non-farm sector , particularly those for disadvantaged women and other socially backward/ excluded groups , will be an important strategic goals . Besides, cooperatives will continue to be pursued for greater market access . The strategy to be followed includes:

Rural Employment Generation and Poverty Reduction

Rural employment generation and poverty reduction through setting up organizational institutions at divisional headquarters/larger districts, capital formation, training and post training support.

২৩ জাতীয় সমবায় নীতি-২০১২

২৪ হাসান, সাজ্জাদুল, (১৫ আগস্ট , ২০২০), বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা

Breed development and increase in milk production through cooperatives all over the country including fallow land in char areas , thereby reducing dependency on imported milk.

Livelihood improvement of the ethnic people of plain land through cooperatives by increasing the income of ethnic community located in various districts of the country ; socio-economic development of the poverty stricken area by generating employment among the people who live in poverty stricken area.

Livelihood development for disadvantaged women reducing vulnerability of women through building awareness , through skill development and employment generation among the disadvantaged women living in the south-west area of the country ; increasing income of the targeted people ; forming capital through savings will pursued.

Alleviate rural poverty and strengthening rural economy by increasing agricultural production and through transfer of modern and sustainable relevant technologies to the poor people .

Alleviate Rural Poverty and Strengthening Rural Economy.

Socio-economic development of both men and women of the small farmer families including marginal and landless people in rural areas through providing micro-credit and training for undertaking production , self-employment and income generating activities.

Promotion of rural economy by mobilizing rural capital and facilitating income generation activities with guidance, supervision and capital.

Increase access to safe water supply and sanitation to all rural people. Availability of clean water and improved sanitation is essential for human well-being Access to potable water and improved sanitation linked with health, labour productivity and economic growth.

Agriculture value chain development through cooperatives.

Direct marketing of agricultural products through cooperatives and awareness building and motivational activities for cooperative members on different aspects of production including quality and hygiene will be encouraged. The targets is for producing quality goods and ensuring fair price of the producers through cooperatives ;

branding goods under the name of cooperatives ; developing marketing infrastructure ; and supplying quality goods to the customer at fair price.

Institutional Development and Capacity Building.

Strengthening cooperative financial institutes by:

Reforming Bangladesh Cooperative Bank and Central Cooperative Bank ; rebuilding central cooperative banks for its optimum use , and making necessary amendment in cooperative act and law.

Strengthening of Cooperative Movement.

Revamping and strengthening of Bangladesh Cooperative Union, and development of effectives tools for monitoring Credit Cooperative Societies, ensuring effective service to cooperative societies by reducing inactive cooperative societies, promoting cooperative entrepreneurship, establishing a cell to provide necessary advice to the cooperatives.

Infrastructure development and modernization of Cooperative Training Institutions and modernization of cooperative offices at field level; and expansion and modernization of BAPARD.

Improving Service delivery system through ICT.

In order to alleviate poverty, modern agricultural, livestock and fisheries technologies will be disseminated to the stakeholders as a strategy. ICT and E-citizen Service and e-parishad services will be provided to ensures online services and dissemination of information to the people by strengthening ICT infrastructure in rural areas, by providing necessary access to the database of cooperative societies and human resource development.

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ রয়েছে ২০১৬-১৭ , ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.২, ১৩.৭, ১৫.৫, ১৭.২, ১৯.২ (বিলিয়ন টাকা) । সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে সমবায়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।[২৫]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়কে যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বর্তমানে চলমান অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও সমবায় সমান গুরুত্ব বহন করছে ।

২৫ SEVENTH FIVE YEAR PLAN , FY2016-FY2020, General Economics Division (GED), Planning Commission , Government of the People's Republic of Bangladesh.

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় অগ্রযাত্রার দর্শন

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৪.২ অনুচ্ছেদে [7.4.2 Rural Development and Cooperatives Division (RDCD)] পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তি ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ৫টি উদ্দেশ্য পাই। এগুলো হলো:

(1) Facilitate rural growth and diversify economy for the promotion of employment and income generation;
(2) Reduce rural poverty focusing on the vulnerable rural population;
(3) Ensure balanced development across districts, with a particular focus on the poor region;
(4) Promote cooperative activities in production and financial resource pooling; and
(5) Ensure linkage among farmers, non-farm employees and markets for marketing products

অষ্টম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল নিম্নরূপে উপস্থাপিত হয়েছে:[২৬]

কৌশল -১	livelihood development	Expansion of Milk Cooperatives in Milk fade Upazila; Implementation of My Village-My Town - Establishment of Bangabandhu Model Village; Creation of Alternative livelihood for the people of Haor region; Livelihood development of Ethnic people of plain land through cooperatives; Cooperative based Rural Employment Creation through Skill Development of Youth & Women;
কৌশল -২	sustainable agriculture	Cooperative product marketing & value chain development; Introducing modern technology in agricultural cooperatives to increase food production and ensure fair price for small farmers; Expansion of dairy cooperatives in 61 districts; Establishment of cooperative based agricultural growth centres; Engaging women in dairy production and to fulfil nutrition demand of women, children and adolescents girls through expansion of dairy cooperatives.
কৌশল -৩	food security	
কৌশল -৪	governance improvement	Capacity building of cooperatives financial institutions including Bangladesh Cooperatives Bank for ensuring financial discipline
কৌশল -৫	institutional development	Modernization & physical infrastructure development of Bangladesh Cooperative Academy and training institutes

২৬ EIGHT FIVE YEAR PLAN , FY2021-FY2025, General Economics Division (GED), Planning Commission , Government of the People's Republic of Bangladesh.

বঙ্গবন্ধুর গণমূখী সমবায় দর্শন এবং রূপকল্প ২০২১ এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কল্যাণ সাধন। বঙ্গবন্ধু সমবায় কেন্দ্রিক যে সার্বিক উন্নয়নচিন্তা ধারণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন তারই যুক্তিযুক্ত এবং ধারাবাহিক পদক্ষেপ হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০০৮ সালে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার যা রূপকল্প ২০২১ নামে অবহিত। রূপকল্প ২০২১ এর মূলকথা হলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যান রাষ্ট্র" যা বঙ্গবন্ধুর গণমূখী সমবায় আন্দোলনের সমার্থক।

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনায় আমরা আরও কতিপয় গ্রন্থ ও সাময়িকী পর্যালোচনা করেছি। এগুলো-(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মোনায়েম সরকার ও আশফাক-উল আলম সম্পাদিত; আগামী প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৩; (খ) শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি (সম্পাদিত গ্রন্থ ২য় খন্ড); (গ) সমবায় পত্রিকা ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস সংখ্যা (বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন; নভেম্বর ২০২১৯); (ঘ) সমবায় পত্রিকা: ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস সংখ্যা নভেম্বর ২০২০); (ঙ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু: পল্লী ভাবনা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা, সেপ্টেম্বর ২০২০)। এসব গ্রন্থ ও সাময়িকীতে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হলেও গবেষণা শিরোনামের পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের অবতারণা পাওয়া যায় না।

ড. আবুল বারকাত তাঁর 'বাংলাদেশ সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন' শীর্ষক গ্রন্থে সমবায়ের সম্ভাবনা এবং সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণে কিছু করণীয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেগুলো তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। এছাড়া অন্য সকলেই বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সমবায় আন্দোলন বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করলেও তা বাস্তবায়ন পন্থার দিকে মনোনিবেশ করেননি। এই গবেষণাটির মাধ্যমে আমরা সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আলোকপাত করব যার মাধ্যমে সমবায়ের বিদ্যমান সমাধানে এবং বঙ্গবন্ধু গণমূখী সমবায় আন্দোলনের বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে বল আশা করা যায়।

২.০৩: গবেষণার ফাঁক (Research Gap)

গবেষণার গ্যাপ (Research Gap) হচ্ছে গবেষণা কর্মে যেসব বিষয় এখনও উদঘাটিত হয়নি এমন বিষয়ের চিহ্নিতকরণ ও উদঘাটন। বলা হয়ে থাকে, The phrase 'research gap' can be linked to a systematic review or critical review or mapping review/scope in order to find the gap/opportunity. (Hussein, 2014). গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে গবেষণা বিষয়ের উপর বিদ্যমান জ্ঞান (জ্ঞান= তত্ত্ব, ধারণা. প্রত্যয়, প্রচলিত চর্চা ইত্যাদি) এবং চাহিত বা নির্ধারিত লক্ষ্য (যা করা উচিত) এর মধ্যকার ব্যবধান। সাধারণতঃ গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে বিদ্যমান চলক, তত্ত্ব ও ধারণার প্রসারিত রূপ।

গবেষণার ফাঁক বিষয়টি মূলত গবেষণাকালীন প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্তের অভাব যার কারণে নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না বা কঠিন হয়। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বিষয়ে বিভিন্ন লেখকগণ তাদের লেখনীতে সমবায় আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সমবায় কেন্দ্রিক ভাষণ এবং দিকনির্দেশনার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেসকল দিকনির্দেশনাসমূহের সফল বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেননি।

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। এরূপ পরিস্থিতিতে এর পেছনের কারণ জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে অতীতে তেমন একটা গবেষণা হয়নি। গবেষণাকাজের সময় দেখা গেছে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ অতীতে হয়নি, হলেও খুবই সামান্য বা ভিন্ন আঙ্গিকে করা অথবা এ বিষয়ে তেমন আলোকপাত করা হয়নি। ওয়েবসাইটেও 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ , অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে সার্চ দিয়ে তেমন ফলাফল পাওয়া যায়নি। কাজেই বর্তমান গবেষণাটি প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি তথ্যসঞ্চারী কাজ হবে বলে আশা করা যায়।

২.০৪: গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত সাহিত্য পর্যালচনায় প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ

বাংলাদেশকে একটি আত্মনির্ভর উন্নত দেশে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর গণমূখী সমবায় আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। জাতি গঠনে এই আন্দোলন বঙ্গবন্ধুর সময়ও যতটা প্রাসঙ্গিক ছিল স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পরেও তা সমান প্রাসঙ্গিক। শুধু চাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাগুলোর সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং তার সঠিক প্রয়োগ। এই গবেষণাটি থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলো হল-

(১) বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি গ্রামে একটি করে বহুমূখী সমবায় সমিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সরকার তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃক সুনির্দিষ্ট আদেশ জারি করা।

(২) অকার্যকর সমিতি গুলোকে দ্রুত অবসায়নে দেয়ার লক্ষ্যে প্রচলিত সমবায় সমিতি আইন-২০০১ সংশোধনপূর্বক অবসায়ন প্রক্রিয়া সহজ করা।

(৩) সমিতিসমূহের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে অবিলম্বে সমবায় সমিতি ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

(৪) প্রতিবছর জেলা সমবায় কর্মকর্তাদের নিয়ে জেলাভিত্তিক সমবায় কেন্দ্রিক সমস্যা ও সম্ভাবনা উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠান করা ।

(৫) সারা দেশে বিভাগ ভিত্তিক সমবায় পণ্যের সরবরাহ চেইন তৈরি করার লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রকল্প গ্রহণ করতে পারলে গরিব-মেহনতি মানুষেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবে।

(৬) অবিলম্বে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিসহ আঞ্চলিক ইন্সটিটিউটগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ এবং লোকবল বৃদ্ধিকরণ এবং সমবায় দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সমবায়ীদের যুগপোযুগী প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা ।

(৭) যদিও বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়তে চেয়েছিলেন গণমূখী সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিতে, তথাপিও দেশের একটি বিরাট অংশ সমবায়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত নয়। তাই সমবায় আন্দোলনকে সত্যিকার অর্থে গণমুখী করতে হলে সমবায় কেন্দ্রিক প্রচার বৃদ্ধি করা এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে সমবায় ব্র্যান্ডিং এর জন্য বাজেটে নির্ধারিত বরাদ্দ রাখা।

২.০৫: উপসংহার

পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ যেমন নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স সিঙ্গাপুর , জাপান, কোরিয়া , ভিয়েতনাম , কুয়েত তাদের দেশের সরকারি- বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সমবায়কে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে দারুণভাবে সফল হয়েছে। বঙ্গবন্ধুও চেয়েছিলেন সমবায়ের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করতে। সে লক্ষ্যেই তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন দেশের প্রতিটি মানুষের উন্নত জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কিন্তু কিছু বিপদগামী মানুষ তাঁর সে স্বপ্নকে হত্যা করতে চেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট , বাঙ্গালী ইতিহাসে সংঘটিত জঘন্যতম ঘটনাটির মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রকারীরা শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি কারণ বঙ্গবন্ধু তনয়া , মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শক্ত হাতে এদেশের হাল ধরেছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য আর দেশের মানুষের মুক্তির জন্য। বঙ্গবন্ধুর ন্যায় শেখ হাসিনাও সমবায়কে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের প্রণীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়কে পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে হলে এখন শুধু প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং কর্মকৌশল অবলম্বন ।

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণার পদ্ধতি

৩.০১: প্রারম্ভিকা

বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু টার্ম, পদ্ধতি এবং অ্যাপ্রোচের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত অ্যাপ্রোচ, পদ্ধতি এবং গবেষণা ডিজাইনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষে গবেষণা স্টাডি, স্যাম্পলিং বিস্তৃতকরণ, জরীপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং তথ্যের সঠিকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.০২: গবেষণা

সহজ অর্থে অজানাকে জানা কিংবা সমাজের কোনো ঘটনা ও সমস্যার কারণ নির্ণয়ে পরিচালিত নিয়মবদ্ধ অনুসন্ধান কার্যক্রমকে গবেষণা বলে। এক কথায় গবেষণা হলো পুনঃঅনুসন্ধান (Re-search) করা। অর্থাৎ গবেষণা হলো অপেক্ষাকৃত উন্নত বা ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোঁজা এবং বাড়তি তথ্য আহরণ করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা যা সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন এবং সহজাত অনুসন্ধান বা মানব কল্যাণসাধনে সহায়তা করতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও যুক্তিযুক্ত নীতিমালা অনুসরণ কোন কিছু সম্পর্কে নতুন দিক উন্মোচন বা নতুন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাই গবেষণা। অর্থাৎ গবেষণা হলো এক ধরণের জ্ঞান অন্বেষণ যা বিশেষ যুক্তিযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। (Research comprises "creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge.).[২৭]

গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ research এসেছে মধ্যযুগীয় ফরাসি শব্দ "recherche" থেকে যার অর্থ অনুসন্ধানের জন্য যাত্রা ("to go about seeking",) "recherche" টি আবার এসেছে প্রাচীন ফরাসি শব্দ "recerchier" থেকে যা গঠিত হয়েছে দ্বারা যার "re-" + "cerchier", or "sercher" অর্থ খোঁজা বা অনুসন্ধান করা। [২৮]

৩.০৩: গবেষণা অ্যাপ্রোচসমূহ

গবেষণা হলো সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি বা টেকনিক যা গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিকল্পিত ও সিষ্টেটেমিক পদ্ধতিতে এটি তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গবেষণার কাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। গবেষণা সাধারণতঃ দুটি অ্যাপ্রোচে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। (১) পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative) ও (২) গুণগত গবেষণা (Qualitative)।

২৭ wikipedia.
২৮ Merriam Webster (m-w.com). Encyclopædia Britannica. Retrieved 13 August 2011.

(১) পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative Research)ঃ কোন গবেষণায় ব্যবহৃত চলকসমূহ ও প্রাপ্ত উপাত্তকে সংখ্যার সাহায্যে গণনা ও পরিমাপ সম্ভব হলে, তাকে পরিমাণগত গবেষণা বলা হয়। যেমন- জনসংখ্যার পরিমাণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা হলো পরিমাণগত গবেষণা।

(২) গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) ঃ সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না কিংবা পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না, এসব বিষয় ও ঘটনাবলি নিয়ে পরিচালিত গবেষণাকে গুণগত গবেষণা বলে। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকগণ বস্তুত সমাজে মানুষ কর্তৃক সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার কারণ অন্বেষণে আগ্রহী হন, মানব সমাজে কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে তার ওপর আলোকপাত করেন।

বর্তমান গবেষণাটি এ দু'ধরণের অ্যাপ্রোচের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়েছে

৩.০৪: গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে আলোকপাত করে এর প্রয়োগ, অর্জন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার বা সম্ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। এছাড়া গবেষণাটির সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো: (১) বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা ও দর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। (২) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমকে ব্যাখ্যা করা। (০৩) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব নিরুপণ করা। (৪) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ফলে এর অর্জনগুলো চিহ্নিত করা। (৫) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা উদঘাটন করা এবং (৬) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা এবং দায়িত্ব চিহ্নিত করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান গবেষণায় একই সঙ্গে গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা এপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল অর্জনের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং কেস ষ্টাডি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কতগুলো প্রশ্নের সমাহারকে প্রশ্নমালা বলে। তথ্য জানতে হলে প্রশ্ন করতে হয়-আর প্রশ্নের উত্তরই হলো তথ্য উপাত্ত। কাজেই কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জনী প্রণীত সু-শৃঙ্খল প্রশ্নের সেটকেই পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রশ্নমালা বলে। সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ার হলো প্রশ্নমালা (Questionnaire)। এর মধ্যে প্রশ্নপত্রভিত্তিক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি পরিমাণগত গবেষণা। নির্দিষ্ট মানদ- ভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে প্রশিক্ষিত তথ্যসংগ্রহকারীদের দ্বারা স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গভীরভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনদের যা গুণগত গবেষণা পদ্ধতি। এছাড়াও গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis) ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.০৫: গবেষণা নকশা

গবেষণা নকশাকে বলা হয় গবেষণার 'ব্লু প্রিন্ট' । এর মাধ্যমে একজন গবেষক সমস্যার বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফলে আসতে সক্ষম হন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি পথনির্দেশনা পান । [A research design may be defined as the 'blue print' that enables the researcher to come up with solution to the problems and guides him or her in the various stages of the research. (Ray and Mondal, 1999)]. বহুল ব্যবহৃত তিনটি গবেষণা ডিজাইন হলোঃ (১) অনুসন্ধানমূলক (exploratory); (২) বর্ণনামূলক (descriptive) এবং (৩) পরীক্ষণমূলক (experimental).

গবেষণার একটি যৌক্তিক সিকোয়েন্স নীচে প্রদত্ত হলো । এর মাধ্যমে আমরা গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল অর্জনের কাঙ্খিত পন্থা উপলব্ধি করতে হয় ।

ছক-০২: গবেষণা ডিজাইনের ধাপসমূহ

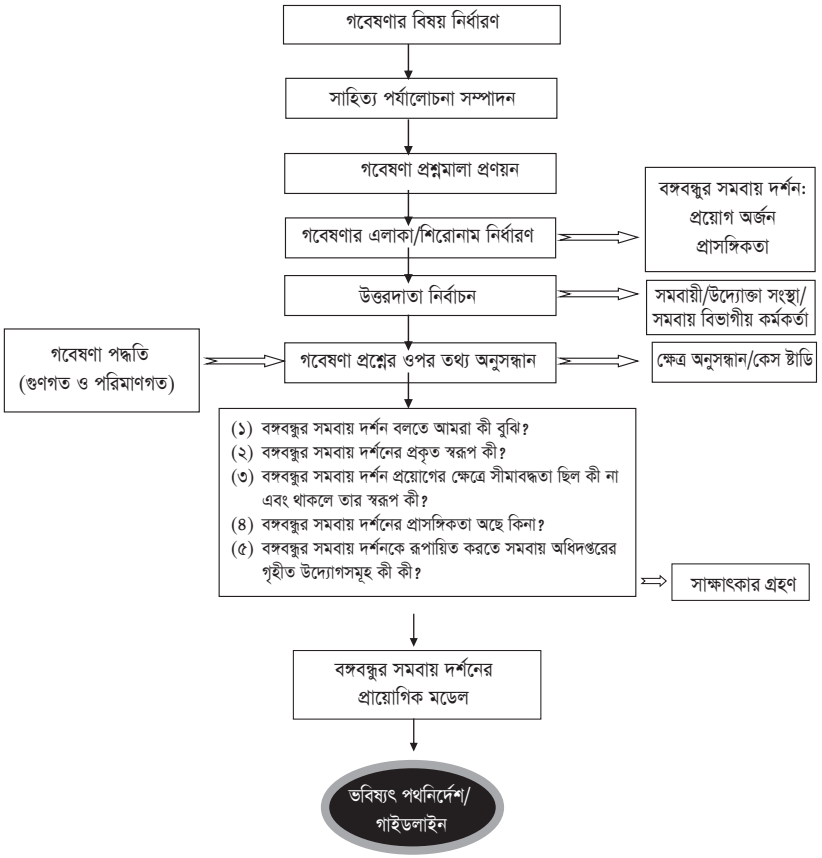

৩.৬: গবেষণার নমুনায়ন

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা'র ২০২০-২০২১ সনের "বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক গবেষণা কর্মের গবেষণার নমুনা (স্যাম্পল) সংগ্রহের তথ্যাদির বিবরণ:-

সারণি -০৩ : গবেষণার নমুনায়ন

নির্বাচিত বিভাগ/ জেলা	নির্বাচিত সমিতির সংখ্যা (প্রশ্ন নং-০০১)	নির্বাচিত সমবায়ীর সংখ্যা (প্রশ্ন নং-০০২)	নির্বাচিত বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (প্রশ্ন নং-০০৩)	মন্তব্য
ঢাকা বিভাগ				মোট বিভাগ-০৮টি, মোট জেলা-৬৪টি, মোট প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা-১০০৩টি, মোট প্রাপ্ত সমবায়ীর সংখ্যা-১৬০টি, মোট প্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা-৭৫ জন ।
ঢাকা	২০	১৫	০৫	
গাজীপুর	১৫	১৫	০৬	
গোপালগঞ্জ	১০	০৮	২৪	
নরসিংদী	১০	০৪	০২	
চট্টগ্রাম বিভাগ				
চট্টগ্রাম	৩০	২০	০৮	
কুমিল্লা	৩০	০৪	০৪	
বান্দরবান	০৫	০৩	০০	
রাজশাহী বিভাগ				মোট নির্বাচিত বিভাগ-০৮টি, মোট নির্বাচিত জেলা - ১৬টি, মোট নির্বাচিত সমিতির সংখ্যা-২১৫টি, মোট নির্বাচিত সমবায়ীর সংখ্যা-১৬০টি, মোট নির্বাচিত বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা-৭৫ জন ।
রাজশাহী	১০	০৮	০৩	
সিরাজগঞ্জ	১৫	০৬	০৩	
পাবনা	১০	১২	০১	
রংপুর বিভাগ				
রংপুর	২০	১৬	০৪	
গাইবান্ধা	০৫	২৬	০৩	
বরিশাল বিভাগ				
পটয়াখালী	০৫	০১	০০	
খুলনা বিভাগ				
খুলনা	১০	০৬	০৪	
সিলেট বিভাগ				
সিলেট	১০	০৯	০৫	
ময়মনসিংহ বিভাগ				
ময়মনসিংহ	১০	০৭	০৩	
সর্বমোট=	**২১৫টি**	**১৬০টি**	**৭৫ জন**	

৩.০৭: জরীপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি

গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট অবয়বে সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কযুক্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। **'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে চার ধরণের জরীপ প্রশ্নমালা করা হয়েছে** । '১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সদস্য , বঙ্গবন্ধুর সমকালীন সময়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ/কার্যক্রমে

অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে দেশের অভিজ্ঞ চিন্তক/গবেষক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ'- এ চার ক্যাটাগরির ভিত্তিতে স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে উত্তরদাতার সংখ্যা নিরুপণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণার জন্য উন্মুক্ত (Open end) এবং বদ্ধ (Close end) ভিত্তিক প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট: জরীপ প্রশ্নপত্র :-০১, ০২, ০৩ ও ০৪)

৩০৮: গবেষণার ক্ষেত্র, তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

গবেষণা কার্যক্রম অত্র প্রতিষ্ঠানের অধিক্ষেত্রের (বাংলাদেশের সকল জেলার সকল সমবায় সমিতি/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সকল জায়গায় করা হয়েছে। মোট ৬৪টি জেলার থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে সমবায়ী এবং সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার কাজে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয় এবং জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতির সদস্যদের সহায়তায় এ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।

নির্বাচিত সমবায় সমিতি এবং উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক এবং জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারগণের নিকট প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে যথাযথভাবে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় মোট চারটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। চার ধরণের উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরা হলেন:

(ক) ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সদস্য।
(খ) বঙ্গবন্ধুর সমকালীন সময়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ।
(গ) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ/কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ।
(ঘ) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে দেশের অভিজ্ঞ চিন্তক/গবেষক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ।

৩.০৯: তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন

গবেষণাটি মূলত গুণগত হলেও কিছু পরিমাণগত প্রকৃতি রয়েছে। এ গবেষণায় দু'ধরণের ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে-প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য। (The study is qualitative in nature but quantitative in form that is based on primary and secondary data.) প্রাথমিক ডাটা/তথ্য সরাসরি উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য/ডাটা সংশ্লিষ্ট সমিতির রেকর্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার পর এগুলোকে টেবুলেটেড/প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

গবেষণায় বর্ণনামুলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ডাটা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতিবেদনে টেক্সুয়াল/ টেবুলার ও গ্রাফিক্যাল ফরমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। (Outcomes or findings of the study are presented in the report in textual, tabular and graphical forms.). গবেষণায় SPSS software (Statistical Package for the Social Sciences) ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু জরীপ প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে একাধিক অপশন নির্বাচনের সুযোগ ছিল, সেক্ষেত্রে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি পেতে প্রতিটি উত্তরকেই পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সাধারণত: অন্য অনেক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি আরোহ পদ্ধতি (Induction) এবং অবরোহ পদ্ধতি (Deduction) ব্যবহার করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে (ওহভবৎৎবহপব) উপনীত হওয়া যায়।

(ক) অবরোহ (Deduction): সাধারণ বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া বা উপায় হলো অবরোহ। অর্থাৎ পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নতুন প্রেক্ষাপটে সাধারণীকরণের পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে অবরোহ বলা হয়। পদ্ধতিতে একজন গবেষক টপ ডাউন পদ্ধতিতে গবেষণার বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছান। (Ghosh,2001) এর মতে, 'Deduction is the process of drawing generalization, through a process of reasoning on the basis of certain assumption which are either self evident or based on observation' অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কারণিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হলো অবরোহ। অবরোহ কোন সাধারণ বিষয়কে যৌক্তিক ভিত্তিতে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

(খ) আরোহ পদ্ধতি (Induction): সাধারণ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো আরোহ। এটি বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া। (Ghosh,2001) এর মতে, `Induction is a process of reasoning whereby we arrive at universal generalization from particular facts. Induction gives rise to empirical generalization, and is opposite to deduction. Induction involves two processes-observation and generalization`. অর্থাৎ আরোহ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যখানে বিশেষ ঘটনাসমূহ থেকে সর্বজনীন সাধারণীকরণে উপনীত হওয়া যায়। আরোহ অভিজ্ঞতামূলক সাধারণীকরণের জন্ম দেয়। আরোহ পর্যবেক্ষণ এবং সাধারণীকরণ-এ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি অবরোহ ও আরোহ দুটি পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.১০: সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরুপণ

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

(ক) তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক সরাসরি উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
(খ) গবেষণা কমিটির সদস্যদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম মনিটরিং এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিতকরণ।
(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সমবায় কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে সম্পৃক্তকরণ।
(ঘ) জাতির পিতার পরিবারের সদস্য এবং জাতির পিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমবায়ী ও ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং যাচাই করা হয়েছে।

৩.১১: গবেষণার বাস্তবায়ন দল

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি আদর্শ গবেষণা কর্মের জন্য অনুসৃত সকল পর্যায়/ধাপই অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা বাজেট প্রাপ্তির পর থেকে অনুসরণীয় সকল ধাপই সম্পাদন করা হয়েছে যথাযথভাবে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক গবেষণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন:

সারণি-০৪: গবেষক দলের সদস্যবৃন্দ

হরিদাস ঠাকুর, উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা	গবেষণা পরিচালক
মো: হেলাল উদ্দিন, যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	গবেষক
মো: আবদুল ওয়াহেদ, উপনিবন্ধক ও অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, মুক্তাগাছা	গবেষক
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, উপনিবন্ধক ও অধ্যাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা	গবেষক সচিব
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, উপনিবন্ধক ও অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা	গবেষক ও সদস্য সচিব
খাদিজা তুল কোবরা, সহকারী নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	গবেষক

উপরোক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ একনিষ্ঠভাবে গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেন। গবেষণার ডাটা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষক/সরেজমিনে তদন্তকারীবৃন্দ তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তথ্য সংগ্রহ কাজ তদারকী করার জন্য গবেষণা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে যাচাই কমিটিও গঠন করা হয়। এরা সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহকাজ তদারকি করেন। গবেষণা কাজে ডাটা সংগ্রহের পর এগুলোকে প্রক্রিয়াকরণ ও ডাটা উপস্থাপনের বিষয়টি সার্বিকভাবে মনিটরিং করেন গবেষণা পরিচালক জনাব হরিদাস ঠাকুর, উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা । গবেষণা পরিচালক-এর সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদনা করেন গবেষণা পরিচালক ও অন্যান্য গবেষকবৃন্দ।

৩.১৩: উপসংহার

অত্র অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি ও অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এবং 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা শীর্ষক গবেষণাকর্মটির জন্য নির্বাচিত ও অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া গবেষণা ডিজাইন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান গবেষণা সম্পাদনের জন্য আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে গুণগত গবেষণার ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

২.০১: প্রারম্ভিকা

বাংলার মানুষই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন পাঠশালা। এই মানুষদের তিনি সংঘবদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা আনায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। সমবায় শক্তি ছিল জনগণকে সংঘবদ্ধ করার হাতিয়ার। বঙ্গবন্ধু মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তাঁর সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যপন্থী একটি কল্যাণমূলক অর্থনৈতকি কাঠামো হিসেবে তিনি সমবায়কে ধারণ করতেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন নিয়ে প্রায়োগিক বাস্তবায়নের জন্য গঠিত সমবায় সমিতির সফলতা ও টিকে থাকার প্রবণতা বা হার অত্যন্ত অপ্রতুল/অপ্রচুর ছিল বঙ্গবন্ধুর অকাল প্রয়াণের ফলে। বিগত সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সমীক্ষা করা হলেও সমবায় সমিতির মাধ্যমে সফলতার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমান গবেষণায় সার্বিকভাবে সমবায়ের ভূমিকার আঙ্গিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ড গতিশীল করার বিষয়ে সমবায়ীদের বিশেষত মহিলা সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের আন্তঃসংযোগ বিষয়েও নজর দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে এ বিষয়ে জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এসব সংগৃহীত তথ্যের সিষ্টেম্যাটিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গবেষণায় অনুকল্প অনুযায়ী ফলাফল পাওয়া গেছে।

৪.০২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন চিহ্নিকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়কসমূহ

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি নিম্নোক্ত ক্রাইটেরিয়া/মানদণ্ডের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়েছে (ছক-১):

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বিকাশ

১। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা উৎসারণ।
২। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের স্বরূপ।
৩। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কাঠামো।
৪। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিকতা।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগ

৫। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তবতা।
৬। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার প্রয়োগ ক্ষেত্র/কর্মসূচি।
৭। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা।
৮। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের পরিধি।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব ও অর্জন

৯। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির অর্থনৈতিক প্রভাব ও অর্জন।
১০। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির সামাজিক প্রভাব ও অর্জন।

১১। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির সাংস্কৃতিক প্রভাব ও অর্জন।
১২। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রভাব ও অর্জন।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

১৩। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা।
১৪। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা।
১৫। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা।
১৬। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রাসঙ্গিকতা।
১৭। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আদর্শিক ও নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা।

৪.০৩ : সমিতির সংখ্যা ও নমুনা সাইজ নির্ধারণ এবং তথ্য সংগ্রহ

দেশের ৬৪ জেলা সমবায় অফিসারদের নিকট থেকে উপরিউক্ত মানদন্ড অনুযায়ী সমবায় সমিতির তালিকা সংগ্রহ করা হয়। সারাদেশ থেকে চাহিত মানদণ্ডের ১০০৩টি সমবায় সমিতির তালিকা পাওয়া যায়। এসব সমিতি ও নমুনা সাইজ নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য হলো: (সারণি-৩):

নির্বাচিত বিভাগ/ জেলা	নির্বাচিত সমিতির সংখ্যা (প্রশ্ন নং-০০১)	নির্বাচিত সমবায়ীর সংখ্যা (প্রশ্ন নং-০০২)	নির্বাচিত বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (প্রশ্ন নং-০০৩)	মন্তব্য
ঢাকা বিভাগ				মোট বিভাগ-০৮টি, মোট জেলা-৬৪টি, মোট প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা-১০০৩টি, মোট প্রাপ্ত সমবায়ীর সংখ্যা-১৬০টি, মোট প্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা-৭৫ জন।
ঢাকা	২০	১৫	০৫	
গাজীপুর	১৫	১৫	০৬	
গোপালগঞ্জ	১০	০৮	২৪	
নরসিংদী	১০	০৪	০২	
চট্টগ্রাম বিভাগ				
চট্টগ্রাম	৩০	২০	০৮	
কুমিল্লা	৩০	০৪	০৪	
বান্দরবান	০৫	০৩	০০	
রাজশাহী বিভাগ				মোট নির্বাচিত বিভাগ-০৮টি, মোট নির্বাচিত জেলা-১৬টি, মোট নির্বাচিত সমিতির সংখ্যা-২১৫টি, মোট নির্বাচিত সমবায়ীর সংখ্যা-১৬০টি, মোট নির্বাচিত বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা-৭৫ জন।
রাজশাহী	১০	০৮	০৩	
সিরাজগঞ্জ	১৫	০৬	০৩	
পাবনা	১০	১২	০১	
রংপুর বিভাগ				
রংপুর	২০	১৬	০৪	
গাইবান্ধা	০৫	২৬	০৩	
বরিশাল বিভাগ				
পটুয়াখালী	০৫	০১	০০	
খুলনা বিভাগ				
খুলনা	১০	০৬	০৪	
সিলেট বিভাগ				
সিলেট	১০	০৯	০৫	
ময়মনসিংহ বিভাগ				
ময়মনসিংহ	১০	০৭	০৩	
সর্বমোট=	**২১৫টি**	**১৬০টি**	**৭৫ জন**	

৪.০৪: জরিপ প্রশ্নমালা-০০১ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সদস্য)

৪.০৪.০১: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সমিতির সদস্যের পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

গবেষণায় ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সমবায় সমিতির সদস্যদের তথ্য নেয়া হয়েছে। কারণ, এসব সদস্য বঙ্গবন্ধুর সমবায় কার্যক্রমকে খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন। নিচের লেখচিত্র থেকে উত্তরদাতার পেশাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৫%) ব্যবসায় নিয়োজিত এরপর ১৯% ভাগ করে উত্তরদাতার পেশা হলো চাকুরি এবং কৃষি। এ ছাড়া ১১% ভাগ উত্তরদাতা মৎস্যজীবী এবং অবসরপ্রাপ্ত (৪%), আইনজীবী (৩%) তাঁতী (১%) এবং পেশার তথ্য পাওয়া যায়নি এমন রয়েছে ৮% ভাগ। অর্থাৎ, উত্তরদাতাগণ একটি বৈচিত্র্যময় পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

লেখচিত্র-১: সমিতির সদস্যদের পেশার উপর মতামত

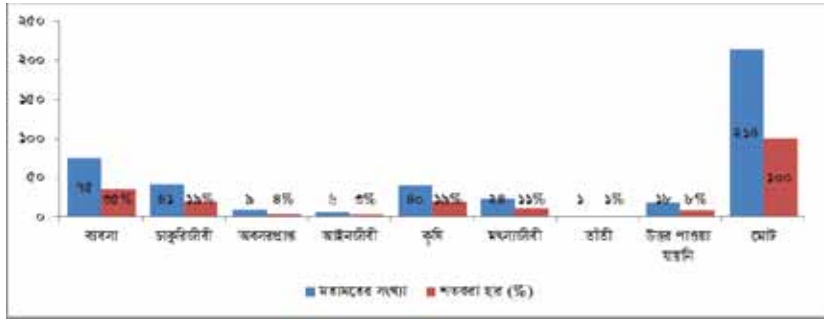

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪)

৪.০৪.০২: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা

উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৯৯%) বিবাহিত এবং মাত্র ১% ভাগ উত্তরদাতা অবিবাহিত যা নিচের লেখচিত্রে স্থাপিত হয়েছে।

লেখচিত্র-০২ : সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত

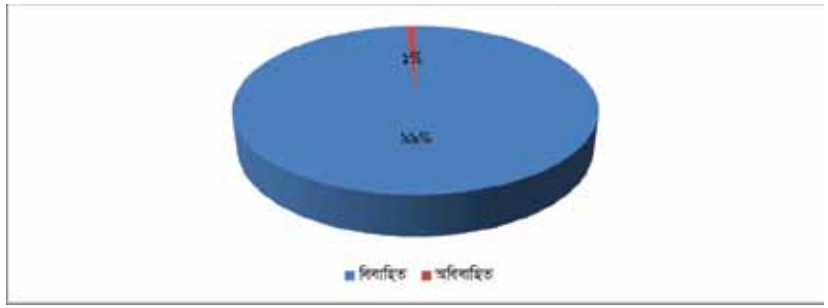

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৪৮)

৪.০৪.০৩: সমিতির ক্যাটাগরি

উত্তরদাতাগণ বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত সমবায় সমিতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমানেও বিভিন্ন ধরণের সমবায়ের সাথে নিজেদের যুক্ত করে রেখেছেন। নিচের লেখচিত্রে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার সমিতি (৬৭%) হলো অন্যান্য শ্রেণির তথা আরবান কোঅপারেটিভ, মৎস্যজীবী, কৃষি সমিতি ইত্যাদি। এ ছাড়া উত্তরদাতার সম্পৃক্তি হিসেবে বহুমুখী সমবায় সমিতি হলো ২৯% ভাগ, সঞ্চয় ঋণদান সমিতি ৩% ভাগ এবং মহিলা সমবায় সমিতি ১% ভাগ। অর্থাৎ, সমবায় সমিতির ধরণে বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়।

লেখচিত্র-৩: সমিতির ক্যাটাগরি সম্পর্কে মতামত

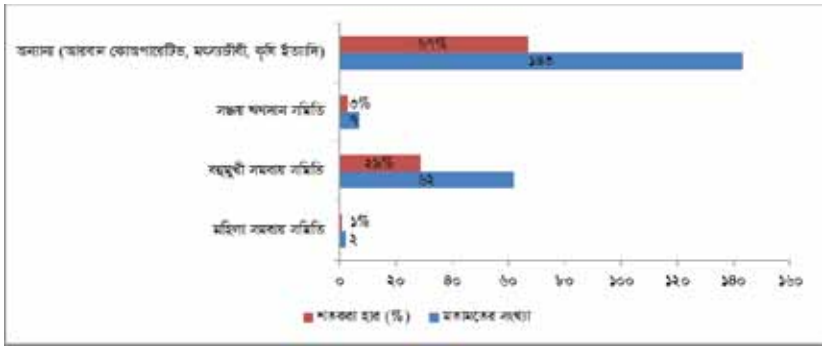

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪)

৪.০৪.০৪: সমিতিতে অবস্থানের ধরণ

উত্তরদাতার সমিতিতে অবস্থানের ধরণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার (৪৩%) অবস্থান সভাপতি, এরপর ৩০% ভাগ সাধারণ সদস্য এবং ২২% ভাগ ছিলেন সম্পাদক। এ ছাড়া সহ-সভাপতি (৩%) এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ২% ভাগ উত্তরদাতা।

সারণি-৫: সমিতিতে অবস্থান সম্পর্কে মতামত

ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অবস্থান	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সভাপতি	৯১	৪৩
সাধারণ সদস্য	৬৪	৩০
সম্পাদক	৪৭	২২
সহ-সভাপতি	৭	৩
কোষাধ্যক্ষ	৫	২
মোট	২১৪	১০০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪)

৪.০৪.০৫: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত উত্তরদাতাদের সমবায় সমিতিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় সাড়ে ৫৭ হাজার। এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে এক লক্ষ সাড়ে ৪০ হাজারের মতো দাঁড়িয়েছে। তবে সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বঙ্গবন্ধুও নারীদেরকে সমবায়ে সম্পৃক্ত করেছেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলোতে গড়ে নারীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ জন এবং যা বর্তমান সময়ে প্রায় সাড়ে চারগুণ বেড়ে ১৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে। পুরুষ সদস্যের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। সমবায় আন্দোলনের যে বিষয়টি পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়, তা হলো যে গতি বঙ্গবন্ধু সমবায়ে দিয়েছিলেন তা অন্তত সদস্য সংখ্যা বিচারে বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে, সমবায়ের মাধ্যমে নারীরা যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তা নিচের সারণির তথ্য-উপাত্ত থেকে সুস্পষ্ট। এ ছাড়া এটিও বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রচেষ্টাও যথেষ্ট ছিলো বলে ধরে নেয়া যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সমিতি প্রতি প্রায় ২৭০ জন নারী-পুরুষ সদস্য থাকা কিন্তু এতোটা সহজ সাধ্য ছিলো না যার কৃতিত্ব অবশ্যই সে সময়ের বঙ্গবন্ধুর সরকারকে দিতে হবে। কারণ, বঙ্গবন্ধুই সমবায় মালিকানাকে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সরকার সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে আন্তরিক ছিলেন।

সারণি-৬: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সম্পর্কে মতামত

সদস্য	১৯৭৫ সাল পর্যন্ত		বর্তমান পর্যন্ত	
	সংখ্যা	গড় সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	গড় সদস্য সংখ্যা
নারী	৬,৯৬৫	৩৩	৩৩,০৯৫	১৫৫
পুরুষ	৫০,৬৪৭	২৩৭	১,০৭,৬২৯	৫০৩
মোট	৫৭,৬১২	২৬৯	১,৪০,৭২৪	৬৫৮

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪)

৪.০৪.০৬:১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মূলধনের পরিমাণ

এদেশে সমবায়ের প্রচলন বৃটিশ শাসনামল থেকে। কিন্তু সমবায়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এর পথচলা মসৃণ ছিলো না। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে নতুন রূপদান করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক। তাই তিনি সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রয়োগ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মূলধন উৎসাহব্যঞ্জক ছিলো বলে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতিগুলোর মোট মূলধন, শেয়ার, সঞ্চয় যা ছিলো তা প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমানের

কয়েকগুণ পর্যন্ত বেড়েছে যা খুবই স্বাভাবিক। তবে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রতিটি সমিতির গড় শেয়ার মূলধন ছিলো প্রায় সাড়ে ৭০ হাজার টাকা এবং সদস্য প্রতি গড় শেয়ার মূলধন দুই শত তেষট্টি টাকা মাত্র। এটি কিন্তু মোটেই কম পরিমাণ বলা যাবে না। একটি সমিতির সঞ্চিত অর্থ দিয়ে অনেক বড় প্রকল্প ঐ সময় পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো। এর সাথে কিন্তু সঞ্চয় মূলধনও ছিলো তাও যথেষ্ট বলে মনে হয়। যা বর্তমানে বহুগুণ বেড়েছে। অর্থাৎ, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতিগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বেশ ছিলো বলে ধরে নেয়া যায়। মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠেছিলো এবং মানুষ সমবায়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো বলে প্রতীয়মান বিশেষ করে শেয়ার, সঞ্চয় সহ অন্যান্য মূলধনের পরিমাণের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সারণি-৭: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে মতামত

সমিতির মূলধন	১৯৭৫ সাল পর্যন্ত	বর্তমান পর্যন্ত
	টাকা	টাকা
সমিতির মোট মূলধন	৬,৮০,৭৪,৭২০/-	১৪৫৬,৫৯,৬৪,২৯৮/-
মোট শেয়ার মূলধন	১,৫১,৪৩,৩৮৪/-	১২৫,২৭,৯৩,৯০৬/-
মোট সঞ্চয় মূলধন	১,০০,৯৯,৪৩৯/-	৬৬৬,৭৫,৬৩,১৯০/-
অন্যান্য মূলধন	৩,৯১,৫৯,১৯১/-	৫৬১,৩৩,৫৯,৫৯৯/-
সমিতি প্রতি গড় শেয়ার মূলধন	৭০,৭৬৩/-	৫৮,৫৪,১৭৭/-
সমিতি প্রতি গড় সঞ্চয় মূলধন	৪৭,১৯৪/-	৩,১১,৫৬,৮৩৭/-
সদস্য প্রতি গড় শেয়ার মূলধন	২৬৩/-	৮,৯০২/-

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪)

৪.০৪.০৭: সমিতির বর্তমান অবস্থা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা ৮৫% ভাগ সমিতি সক্রিয় রয়েছে। এ ছাড়া ১৪% ভাগ নিষ্ক্রিয় এবং ১% ভাগ অবসায়নে ন্যস্ত। অর্থাৎ ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত গঠিত সমিতিগুলোর বেশির ভাগ এখনো ভালোভাবে টিকে রয়েছে। এগুলোর আদল পরিবর্তন হয়েছে বা কর্মসূচিতে বৈচিত্র্যতা এসেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমবায় কর্মসূচি এসব সমিতির মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে।

লেখচিত্র-৪: সমিতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত

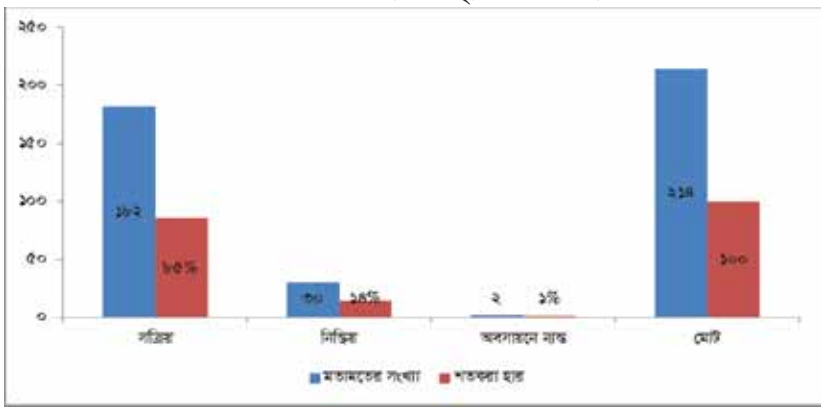

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪)

৪.০৪.০৮: সমিতির বর্তমান অবস্থার কারণ (সক্রিয়তা ব্যতীত)

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে গঠিত যেসব সমিতি বর্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে এর পেছনে নানা কারণ বিদ্যমান। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৪%) সমিতির অধিকাংশ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছে বলে সমিতি সক্রিয় থাকেনি এবং উদ্যোক্তার অভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেন ৩১% ভাগ উত্তরদাতা। এ ছাড়া সরকারিভাবে আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা বা অনুদান না পাওয়া (১৬%), আর্থিক সংকট (১৬%), সদস্যদের অনাগ্রহ (১৩%), সরকার থেকে ন্যায্যমূল্যে তাঁতের উপকরণ না পাওয়া (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব কারণ সমাধানযোগ্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ, সমবায় অধিদপ্তরের এখানে ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে।

সারণি-৮: সমিতির বর্তমান অবস্থার কারণ সম্পর্কে মতামত

বর্তমান অবস্থার কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমিতির অধিকাংশ সদস্য মৃত	১১	৩৪
উদ্যোক্তার অভাব	১০	৩১
সরকারিভাবে আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা বা অনুদান না পাওয়া	০৫	১৬
আর্থিক সংকট	০৫	১৬
সদস্যদের অনাগ্রহ	০৪	১৩
সরকার থেকে ন্যায্যমূল্যে তাঁতের উপকরণ না পাওয়া	০৩	০৯
সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা	০২	০৬
সাগরে মাছ ধরতে নানা প্রতিকূলতা	০২	০৬

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩২, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.০৯: সমিতির সক্রিয়তার কারণ

বঙ্গবন্ধুর সময়কালে গঠিত যেসব সমিতি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এর মধ্যে যেসব সমিতি এখনো সক্রিয় রয়েছে তার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত এরূপ ১০টি কারণ পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৫%) মনে করেন, সদস্যদের সাংগঠনিক তৎপরতা ভালোর জন্য সমিতি এখনো সক্রিয় রয়েছে। এ ছাড়া ১৫% করে উত্তরদাতা মনে করেন নিয়মিত শেয়ার-সঞ্চয় আদায় ও পুঁজি গঠন এবং সমিতির মাধ্যমে জমি ক্রয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার সুবিধার জন্য সমিতি এখনো সক্রিয় রয়েছে। এর পাশাপাশি বলিষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম তথা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (১৩%), আইন ও বিধি মোতাবেক/ নিয়মতান্ত্রিভাবে সমিতি পরিচালনা (১৩%), জলমহাল ইজারার মাধ্যমে মাছচাষ ও বিক্রয় (১০%), সমিতির ঋণ কার্যক্রম ভালো (০৯%), ব্যবসা/ বহুমুখী কার্যক্রম সততার সাথে পরিচালনা (০৮%), নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়া (০৫%) এবং নিয়মিত অডিট ও নিয়মিত সিডিএফ প্রদান (০৫%) সক্রিয়তার কারণ হিসেবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, একটি সমবায় সমিতির মূল চালিকাশক্তিগুলো বিদ্যমান ছিলো বলেই সমিতিগুলো সক্রিয় ছিলো বলে ধরে নেয়া যায়।

সারণি-৯: সমিতির সক্রিয়তার কারণ সম্পর্কে মতামত

সক্রিয়তার কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সদস্যদের ইতিবাচক সাংগঠনিক তৎপরতা	৪৫	২৫
নিয়মিত শেয়ার-সঞ্চয় আদায় ও পুঁজি গঠন	২৭	১৫
সমিতির মাধ্যমে জমি ক্রয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা	২৭	১৫
বলিষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম তথা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	২৪	১৩
আইন ও বিধি মোতাবেক/ নিয়মতান্ত্রিভাবে সমিতি পরিচালনা	২৩	১৩
জলমহাল ইজারার মাধ্যমে মাছ চাষ ও বিক্রয়	১৮	১০
সমিতির ঋণ কার্যক্রম ভালো	১৭	০৯
ব্যবসা/ বহুমুখী কার্যক্রম সততার সাথে পরিচালনা	১৪	০৮
নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়া	১০	০৫
নিয়মিত অডিট ও নিয়মিত সিডিএফ প্রদান	০৯	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১৮২, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১০: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বর্তমানে সমবায় সমিতি যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতিগুলো প্রায় একই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে বলে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৩%) ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া শেয়ার-সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন (২০%), ব্যবসা কার্যক্রম চালু রাখা (০৯%), কৃষি ও তাঁত উপকরণ বিতরণ (০৮%), সরকারি জলমহাল ইজারা নিয়ে মৎস্য চাষের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (০৭%), সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করা/ কৃষি পণ্য উৎপাদন করা (০৭%), পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন সাধন (০৬%), সমিতির মাধ্যমে তাঁত পণ্য বিক্রয় (০৬%), নদীতে মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ (০৬%) ইত্যাদি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

সারণি-১০: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা	৯১	৪৩
শেয়ার-সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন	৪৩	২০
ব্যবসা কার্যক্রম চালু রাখা	২০	০৯
কৃষি ও তাঁত উপকরণ বিতরণ	১৭	০৮
সরকারি জলমহাল ইজারা নিয়ে মৎস্য চাষের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১৬	০৭
সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করা/ কৃষি পণ্য উৎপাদন করা	১৫	০৭
পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন সাধন	১৩	০৬
সমিতির মাধ্যমে তাঁত পণ্য বিক্রয়	১৩	০৬
নদীতে মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ	১৩	০৬
কৃষি/ চাষাবাদের মাধ্যমে মানুষকে সমিতিতে অর্ন্তভুক্তকরণ	১১	০৫
কুটির শিল্প/ তাঁত পণ্য উৎপাদন করা	১১	০৫
সদস্যদের জন্য জমি/ আবাসনের ব্যবস্থা করা	০৮	০৪
উত্তর নেই	১১	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১১: সমিতির বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমিতির বর্তমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে অতীতের সাথে খুব বেশি পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে সমবায় সমিতির যে রীতি সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। নিচের সারণিতে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩২%) ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া শেয়ার সঞ্চয় আদায় (১৭%), পুকুর/ জলমহাল ইজারার মাধ্যমে মাছচাষ ও বিক্রয় (১২%), সমিতির পুঁজি দিয়ে জমি ক্রয় ও মার্কেট/ভবন তৈরি ও ভাড়া দেয়া (১২%), ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখা (১০%), বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা (০৬%) এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা (০৫%) কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়ে গঠিত যেসব সমিতি নিষ্ক্রিয় রয়েছে এদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নেই বলে উত্তরদাতাগণ (৩১%) উল্লেখ করেন। যে সব কার্যক্রম বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে বঙ্গবন্ধুর সময়ের সমিতির কার্যক্রমে খুব বেশি তফাৎ নেই। শুধু পুঁজি দিয়ে জমি ক্রয় বা মার্কেট বা ভবন তৈরি ও ভাড়া দেয়ার কার্যক্রমটি একটু ব্যতিক্রম মনে হয়। এটি সে সময়ের সমিতিতে ছিলো না।

সারণি-১১: সমিতির বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা	৬৮	৩২
শেয়ার-সঞ্চয় আদায়	৩৭	১৭
পুকুর/ জলমহাল ইজারার মাধ্যমে মাছচাষ ও বিক্রয়	২৭	১২
সমিতির পুঁজি দিয়ে জমি ক্রয় ও মার্কেট/ভবন তৈরি ও ভাড়া দেয়া	২৬	১২
ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখা	২২	১০
বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা	১১	০৭
আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা	১০	০৬
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা	০৯	০৫
কোন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নেই	৬৬	৩১

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১২: শুরুতে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলো বঙ্গবন্ধুর সময়কার। এসব সমিতি যখন গঠিত হয়েছিলো তখন ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিলো তা গবেষণায় জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নানাবিধ উদ্দেশ্য উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেছেন। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪২%) সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমিতি গঠন করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি উল্লেখ করেন ১৭% ভাগ উত্তরদাতা যেখানে ১৬% এবং ১৩% উত্তরদাতা যথাক্রমে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করা ও মূলধন গঠন এবং কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নকে সমিতি গঠনের শুরুর দিকের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেন। এ ছাড়া সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ঋণ কার্যক্রম (১১%), গরীব জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন (১০%), বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (০৮%), একতাবদ্ধ হয়ে নদীতে মাছ আহরণ ও জলমহাল ইজারা নিয়ে মাছ চাষ (০৮%), মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন (০৭%), ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়ন (০৭%), সমবায়ের মাধ্যমে একতাবদ্ধকরণ (০৭%) এবং মহাজনী প্রভাব থেকে সদস্যদের মুক্তকরণ (০৬%) উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শুরুতে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যগুলোর সাথে বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন যেন দেশের সকল ক্ষেত্রের বা সকল পেশার

মানুষের উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমে হয়। প্রাপ্ত উদ্দেশ্যগুলোর মূল কথাও ঠিক বঙ্গবন্ধুর সমবায় উন্নয়ন দর্শনের সাথে মিলে যায়।

সারণি-১২: শুরুর দিকে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত

উদ্দেশ্যসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৮৯	৪২
উৎপাদন বৃদ্ধি ও মজুদকরণ	৩৭	১৭
সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী করা ও মূলধন গঠন	৩৪	১৬
কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন	২৮	১৩
সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ঋণ কার্যক্রম	২৩	১১
গরীব জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন	২২	১০
বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৭	০৮
একতাবদ্ধ হয়ে নদীতে মাছ আহরণ ও জলমহাল ইজারা	১৭	০৮
মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন	১৬	০৭
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়ন	১৪	০৭
সমবায়ের মাধ্যমে একতাবদ্ধকরণ	১৪	০৭
মহাজনী প্রভাব থেকে সদস্যদের মুক্তকরণ	১২	০৬
সমিতিতে কৃষি, তাঁতী ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ	১০	০৫
তাঁতীদের উন্নয়ন	০৮	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৩: সমিতি গঠনের প্রথম দিকের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া

সমিতি গঠনের প্রথম দিকের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৮৮%) ভাগ মনে করেন যে শুরুর দিকের উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হয়েছিল। মাত্র ১২% মনে করেন যে উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি মাত্রাগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোটামুটি/ আংশিক পূরণ হয়েছে বলেছে ৩৩% উত্তরদাতা এবং ৫৫% উত্তরদাতা মনে করেন সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হয়েছে।

সারণি-১৩: সমিতি গঠনের প্রথম দিকের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
মোটামোটি/ আংশিক পূরণ হয়েছিল	৭১	৩৩
সম্পূর্ণ পূরণ হয়েছিল	১১৭	৫৫
পূরণ হয়নি	২৬	১২
মোট	২১৪	১০০

৪.০৪.১৪: সমিতি গঠনের ফলে প্রথম দিকে এলাকায় প্রভাব

সমবায় সমিতি গঠনের ফলে প্রথম দিকে এলাকায় কিছু কিছু প্রভাব পড়েছিলো বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। নিচের সারণি হতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৬%) মনে করেন সমিতি গঠনের ফলে প্রথম দিকে কৃষিতে উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছিল এবং ২৩% উত্তরদাতা দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী তথা তাঁতী, কৃষক, জেলে ইত্যাদির আর্থ-সামাজিক উন্নতি তরান্বিত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া জনগণের সঞ্চয়ী মনোভাবের সৃষ্টি ও পুঁজি গঠন এবং সমিতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি এর বিষয়ে উল্লেখ করেন যথাক্রমে ১২% এবং ১০% উত্তরদাতা। ০৮% উত্তরদাতা মনে করেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং একতাবদ্ধ ও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধকরণ ত্বরান্বিত হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হওয়া (০৭%), গণসচেতনতা বৃদ্ধি (০৫%) এবং সরকারি বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি (০৫%) এর মতো প্রভাব পড়েছিলো বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।

সারণি-১৪: সমিতি গঠনের ফলে এলাকায় প্রভাব সম্পর্কে মতামত

প্রভাবসমূহের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষিতে উৎপাদন বাড়তে শুরু হওয়া	৫৬	২৬
দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী তথা তাঁতী, কৃষক, জেলে ইত্যাদির আর্থ-সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত হওয়া	৫০	২৩
জনগণের সঞ্চয়ী মনোভাবের সৃষ্টি ও পুঁজি গঠন	৩৫	১৭
আয় বৃদ্ধি তথা এলাকায় দরিদ্রতা হ্রাস	২৫	১২
সমিতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি	২২	১০
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হওয়া	১৭	০৮
একতাবদ্ধ ও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধকরণ ত্বরান্বিত হওয়া	১৭	০৮
ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হওয়া	১৩	০৭
গণসচেতনতা বৃদ্ধি	১১	০৫
সরকারি বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি	১০	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল

বঙ্গবন্ধু যে সমবায় আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর অনেকক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। বঙ্গবন্ধু যেভাবে সমবায়কে দেখতেন তার যদি সফল প্রয়োগ ঘটতো তবে নানা ইতিবাচক ফল দেশের জন্য বয়ে আনতো তা গবেষণায় উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে বলা যায় যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৯%) মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে বাংলাদেশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেত/ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হতো।

এ ছাড়া ২৮% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন আর্থ-সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন হতো যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তি (২১%), পূর্বেই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি (১৫%), দেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া (১৪%), সম্পদের সুষম বণ্টন হতো (০৯%), ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস (০৯%), দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব (০৯%) এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (০৭%) ইত্যাদি ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যেত বলে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, এদেশের জনমানুষকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর যে উপলব্ধি, চিন্তা বা ভালোবাসা ছিলো তা এখানে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ফলে তাঁর সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন চিন্তার সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সবই এদেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে ব্যাপৃত। বিষয়টি এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

সারণি-১৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বাংলাদেশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেত/ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	৬১	২৯
আর্থ-সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন	৬০	২৮
অর্থনৈতিক মুক্তি	৪৫	২১
পূর্বেই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি	৩৩	১৫
দেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া	২৯	১৪
সম্পদের সুষম বণ্টন হতো	২০	০৯
ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস	১৯	০৯
দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব	১৯	০৯
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	১৬	০৭
শিক্ষার হার বৃদ্ধি	১১	০৫
সমিতিগুলো আরো উন্নয়ন	১০	০৫
তাঁত/ কুটির শিল্পের আরো উন্নয়ন	০৮	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে সমিতির/ সদস্যদের অর্জন

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন সমবায় খাতে স্বল্পতম সময়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। এ খাতে তিনি বেশ কিছু নতুন ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বহুমুখী বা প্রত্যেকটি গ্রামে গণমূখী সমবায় প্রতিষ্ঠা করা। ফলে সমিতি এবং এর সদস্যদের বেশ কিছু অর্জনও হয়েছিলো যা গবেষণায় উঠে এসেছে। নিচের সারণিতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (২৩%) মনে করেন সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল যেখানে ১৯% এবং ১৭% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যথাক্রমে সমিতির মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি এবং সমবায়ীদের আয় বৃদ্ধি হয়েছিল। এ ছাড়া ১২% ভাগ করে উত্তরদাতা সমিতি/ সদ্যদের অর্জন হিসেবে সমবায়ীদের সহজে বহু ধরণের অনুদান/ উপকরণ প্রাপ্তি, সমিতির

সদস্যদের অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিকে উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি সদস্যগণের সমৃদ্ধি লাভ (০৭%), পুঁজি গঠন হয়েছিল (০৭%) এবং সমবায়ীদের একতাবদ্ধতা/ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি (০৬%) ইত্যাদি অর্জনের বিষয়েও উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, একটি সফল সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে পুঁজি গঠন, ঋণের সুবিধা, বিভিন্ন উপকরণ বা অনুদান প্রাপ্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে তা দাঁড়িয়ে যায় যা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দিতে পেরেছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। যার ফলে সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছিলো যা বঙ্গবন্ধুর একান্ত বাসনা ছিলো বলে তাঁর সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্য বা আলোচনায় উঠে এসেছে।

সারণি-১৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে সমিতির/ সদস্যদের অর্জন সম্পর্কে মতামত

অর্জন সম্পর্কে মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু হওয়া	৪৮	২৩
সমিতির মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি	৪০	১৯
সমবায়ীদের আয় বৃদ্ধি	৩৬	১৭
সমবায়ীদের সহজে বহু ধরণের অনুদান/ উপকরণ প্রাপ্তি	২৬	১২
সমিতির সদস্যদের অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি	২৫	১২
সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি	২৪	১২
সদস্যগণের সমৃদ্ধি লাভ	১৬	০৭
পুঁজি গঠন হয়েছিল	১৪	০৭
সমবায়ীদের একতাবদ্ধতা/ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি	১২	০৬
জমি/ সম্পদ ক্রয় করেছিল	১১	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বা ভাবনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতায় একেবারে যথার্থ ফলাফল উঠে এসেছে গবেষণায়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৮৪%) বলেছেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমান সময়ে পুরোপরি প্রাসঙ্গিক। অনেক উত্তরদাতা আবার বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করেও বলেছেন। যেমন: ০৭% উত্তরদাতা মনে করেন আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক, আবার ০৬% এবং ০৫% করে উত্তরদাতা বলেন, দেশের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ছিল দূরদর্শী ও বর্তমান প্রজন্মের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং উন্নয়নের স্রোতধারা আরো বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও ভাবনা প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে এখনো সমবায়ীগণ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যা বর্তমানে ভেবে দেখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

সারণি-১৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক	**১৮০**	**৮৪**
আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক	১৪	০৭
সমবায়ী/ একতাবদ্ধতা মনোভাব সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক	১২	০৬
দেশের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক	১০	০৫
বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ছিল দূরদর্শী ও বর্তমান প্রজন্মের জন্য প্রাসঙ্গিক	**০৯**	**০৫**
উন্নয়নের স্রোতধারা আরো বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও ভাবনা প্রাসঙ্গিক	০৯	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমানে প্রয়োগ সম্ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমানে প্রয়োগ করা যায় এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৪%) একে প্রাসঙ্গিক বলে মতামত প্রদান করেন (সারণি-১৩ দ্র.)। কিন্তু কীভাবে বর্তমানে তা প্রয়োগ করা যায় তার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণায় নানা তথ্য উঠে এসেছে যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৯%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রয়োগ সকল শ্রেণির জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি ও পুঁজি গঠনের মধ্য দিয়ে হতে পারে, আবার ২২% এবং ১৪% উত্তরদাতা বলেন, কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে প্রয়োগ করা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োগ সম্ভাবনার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণ (১৩%), সহজ শর্তে ও কম সুদে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ (১২%), সমবায়ের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ (১১%), গ্রাম সমিতিগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে (১১%), ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে (১১%) এবং সরকারি অনুদান ও সহায়তা বিতরণ (০৭%) ইত্যাদি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, এটি সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে সমস্যা রয়েছে যার ফলে সমবায় আন্দোলন যতটুকু অবদান রাখার কথা ঠিক ততটুকু রাখতে পাচ্ছে না। তাই উত্তরদাতাগণ মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন যদি উল্লিখিত ক্ষেত্রে সফল প্রয়োগ করা যায় তাতে বিদ্যমান সমস্যাবলি দূর হবে যাতে সমবায় আন্দোলন আরো বেগবান হবে বলে ধরে নেয়া যায়।

সারণি-১৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন কে বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত

প্রয়োগ সম্ভাবনা সম্পর্কে মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সকল শ্রেণির জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি ও পুঁজি গঠন	১০৪	৪৯
কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে	৪৭	২২
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে	৩১	১৪
উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণে	২৮	১৩
সহজ শর্তে ও কমসুদে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে	২৬	১২
সমবায়ের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণে	২৩	১১
গ্রাম সমিতিগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে	২৩	১১
ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে	২৩	১১
সরকারি অনুদান ও সহায়তা বিতরণে	২০	০৯
সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে	১৬	০৭
সৎ ব্যক্তিদের সমবায়ের নেতৃত্বে আনার ক্ষেত্রে	১৪	০৭
বিভিন্ন উপকরণ বিতরণে	১৪	০৭
জলমহালগুলো মৎস্যজীবীদের মধ্যে ইজারার ক্ষেত্রে	১১	০৫
হিমাগার, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে	০৯	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়

বাংলাদেশে সমবায় খাত নিয়ে সকল ভাবনার সরকারি দায়িত্ব সমবায় অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্বও অধিদপ্তরের উপরই বর্তায়। তাই তাঁর সমবায় দর্শনকে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় করণীয়ের বিষয়ে গবেষণায় উঠে আসে যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩০%) মনে করেন, কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের বিদ্যমান মানোন্নয়ন বা পরিবর্তন করার বিষয়ে উত্তরদাতাগণ ইঙ্গিত করেন। এ বিষয়টি সমবায় একাডেমি, আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সর্বোপরি সমবায় অধিদপ্তর ভেবে দেখতে পারে। এ ছাড়া ২৭% এবং ২১% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, গ্রাম সমবায়ের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সমিতিসমূহকে আর্থিক তথা

সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি অন্যান্য করণীয় হলো মাঠ পর্যায়ে সমবায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করা (১৯%), গ্রামীণ জনগণকে সমবায়ের সুফল সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সমিতি এবং পুঁজি গঠন (১৭%), সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করা (১০%), সমবায়ের আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতন করা (০৯%) এবং সহজ শর্তে ও কম সুদে ঋণ বিতরণ (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমানে বাস্তবায়ন করতে গেলে সমবায় অধিদপ্তর গবেষণায় প্রাপ্ত করণীয় সম্পর্কে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে পারে।

সারণি-১৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৪	৩০
গ্রাম সমবায়ের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ	৫৮	২৭
সমিতিসমূহকে আর্থিক তথা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান	৪৬	২১
মাঠ পর্যায়ে সমবায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করা	৪১	১৯
গ্রামীণ জনগণকে সমবায়ের সুফল সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সমিতি এবং পুঁজি গঠন	৩৭	১৭
সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করা	২১	১০
সমবায়ের আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতন করা	২০	০৯
সহজ শর্তে ও কম সুদে ঋণ বিতরণ	২০	০৯
সভা/ সেমিনারের আয়োজন করা	১৪	০৭
সরকারি বিভিন্ন সাহায্য সুযোগ সুবিধা/উপকরণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা	১২	০৬
জলমহালগুলো সমিতিকে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা	০৯	০৪
সমবায় অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া	০৮	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.২০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে নানা সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা কিন্তু দূর করা সম্ভব। এতে প্রয়োজন হলো সদিচ্ছা এবং ইতিবাচক মানসিকতা। গবেষণায় যেসব প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৩%) মনে করেন পর্যাপ্ত পুঁজি/মূলধনের অভাব, ১৬% এবং ১৫% উত্তরদাতা যথাক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব ও মতবিরোধ এবং সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব তথা দুর্বল নেতৃত্বকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তার অভাব (১৩%), সমবায় আইনের জটিলতা বা অজ্ঞতা (১৩%), সঠিক নেতৃত্বের অভাব (১০%),

কর্মমুখী প্রশিক্ষণের অভাব (১০%), সমবায়ের প্রতি মানুষের অনীহা ও আস্থাহীনতা (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ১৬% ভাগ উত্তরদাতা কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন না। অর্থাৎ, এসব প্রতিবন্ধকতা নিরসনে ভাবার সময় এসেছে। কারণ, এগুলো নিরসনযোগ্য, তবে শুধু প্রয়োজন অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের উপলব্ধি এবং সদিচ্ছা।

সারণি-২০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত

বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পর্যাপ্ত পুঁজি/মূলধনের অভাব	৪৯	২৩
রাজনৈতিক প্রভাব ও মতবিরোধ	৩৫	১৬
সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব তথা দুর্বল নেতৃত্ব	৩০	১৫
রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তার অভাব	২৭	১৩
সমবায় আইনের জটিলতা বা অজ্ঞতা	২৭	১৩
সঠিক নেতৃত্বের অভাব	২১	১০
কর্মমুখী প্রশিক্ষণের অভাব	২১	১০
সমবায়ের প্রতি মানুষের অনীহা ও আস্থাহীনতা	২০	০৯
সমবায় সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণার অভাব	১২	০৬
সমবায় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতায় ঘাটতি	১২	০৬
বাস্তবমুখী প্রকল্পের অভাব	১২	০৬
দক্ষ জনবলের অভাব	১২	০৬
উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা	০৮	০৪
কোন প্রতিবন্ধকতা নেই	৩৪	১৬

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.২১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য উত্তরদাতাগণ আরো অনেক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেন। এসব মতামত আবার অনেকটা সুপারিশমূলক। এগুলো ভেবে দেখা যেতে পারে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২০%) মনে করেন আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেখানে ১৩% এবং ১২% ভাগ উত্তরদাতা সরকারি বিভিন্ন উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য মতামতের মধ্যে রয়েছে ঋণ কার্যক্রম

নিশ্চিতকরণ (১১%), উন্নয়ণমূলক প্রকল্প/ শিল্প স্থাপন (০৯%), বঙ্গবন্ধুর আদর্শে প্রতিটি সমিতিকে গঠন করতে হবে (০৮%), সক্রিয় সমিতিগুলোকে নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ প্রদান (০৮%), উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যের বাজারজাতকরণের সু-ব্যবস্থাকরণ (০৭%), বেদখল জমি উদ্ধারে আইনগত সহায়তা প্রদান (০৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

সারণি-২১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	৪৩	২০
সরকারি বিভিন্ন উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থাকরণ	২৮	১৩
সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি	২৬	১২
ঋণ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ	২৩	১১
উন্নয়ণমূলক প্রকল্প/ শিল্প স্থাপন	২০	০৯
বঙ্গবন্ধুর আদর্শে প্রতিটি সমিতিকে গঠন করতে হবে	১৮	০৮
সক্রিয় সমিতিগুলোকে নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ প্রদান	১৭	০৮
উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যের বাজারজাতকরণের সু-ব্যবস্থাকরণ	১৪	০৭
বেদখল জমি উদ্ধারে আইনগত সহায়তা প্রদান	১৪	০৭
সমবায়ীদের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র/ উদ্ভাবনা সৃষ্টি	১১	০৫
সমবায়ের উপকারিতা সর্ম্পকে প্রচারণা বৃদ্ধিকরণ	১১	০৫
সভা, সেমিনারের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে গ্রাম পর্যায়ে নতুন নতুন সমিতি গঠন	১০	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৫: জরিপ প্রশ্নমালা-০০২ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: বঙ্গবন্ধুর সমকালীন সময়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ)

৪.০৫.০১: বঙ্গবন্ধুর সমকালীন অর্থাৎ ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর সমকালীন সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্তির তথ্য পাওয়া যায় । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার (৩৬%) পেশা ব্যবসা, এরপর কৃষি (২৪%), মৎস্যজীবী (২২%) এবং চাকুরিজীবী (৯%) । এ ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ৭% এবং ১% করে উত্তরদাতা ছিলো যথাক্রমে উদ্যোক্তা এবং রাজনীতিবিদ/ সমাজসেবক ।

লেখচিত্র-৫: সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার পেশার উপর মতামত

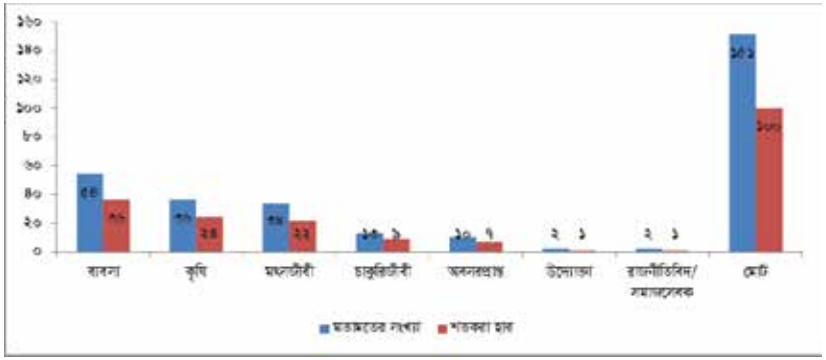

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০২: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা

গবেষণায় উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৯৯% ভাগ বিবাহিত আর মাত্র ১% ভাগ উত্তরদাতা অবিবাহিত ।

লেখচিত্র-৬: সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত

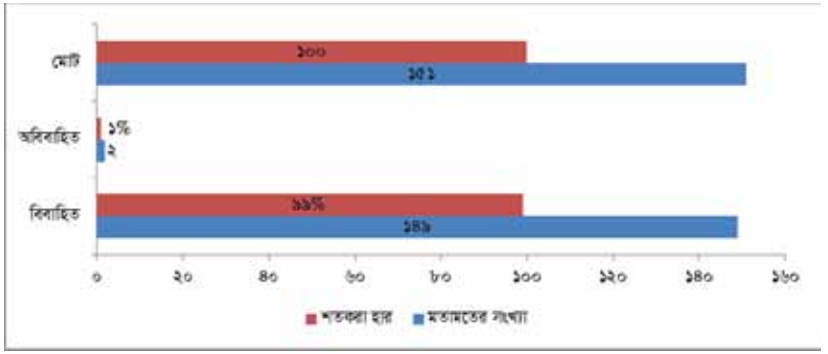

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৩: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কারণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন । তিনি সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের নতুন ধারার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন । এ সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন । গবেষণায় সমবায়কে এ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর পেছনে বিদ্যমান কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে গ্রহণের পেছনে ১৩টি কারণ নিহিত ছিল । নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪২%) মনে করেন বঙ্গবন্ধু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চেয়েছেন বলেই সমবায়কে

বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এ ছাড়া তিনি ধনী ও গরীবের মধ্যে সমতা বজায় রাখা তথা সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থাকরণ (২৪%), সমবায়ের মাধ্যমে অধিকার নিশ্চিতকরণ (১১%) এবং শোষণমুক্ত দেশ গঠন (১১%) এর জন্যও সমবায়কে বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করেছিলেন। উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ (৯%), তহবিল গঠনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি (৯%), গ্রাম/ কৃষকদের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ (৮%), তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা (৮%), ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে গঠন (৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, উত্তরদাতাগণ কর্তৃক চিহ্নিত ১৩ কারণ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু দেশের সার্বিক উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমে করতে চেয়েছেন যেখানে, শোষণ-নিপীড়ন, বৈষম্য হ্রাস, তৃণমূলের গণতন্ত্রায়ন, দরিদ্রতা হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমবায় কাজ করে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন।

সারণি-২২: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে মতামত

কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বঙ্গবন্ধুর দ্রুত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যাশা	৬৪	৪২
ধনী ও গরীবের মধ্যে সমতা বজায় রাখা তথা সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থাকরণ	৩৬	২৪
সমবায়ের মাধ্যমে অধিকার নিশ্চিতকরণ	১৭	১১
শোষণমুক্ত দেশ গঠন	১৬	১১
উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ	১৪	০৯
তহবিল গঠনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৩	০৯
গ্রাম/ কৃষকদের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ	১২	০৮
তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা	১২	০৮
ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে গঠন	১১	০৭
ঐক্য গঠন ও সম্মিলিতভাবে কাজ করা	০৯	০৬
সমবায়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সুযোগ সুবিধা পৌঁছানো	০৮	০৫
সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	০৭	০৫
দক্ষ মানব সম্পদ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি	০৬	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগিতার ধরণ

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগি ছিলো বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। নিচের লেখচিত্রের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতভাগ উত্তরদাতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে দেশের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই উপযোগী ছিলো বলে উল্লেখ করেন।

লেখচিত্র-৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ ভাবনা দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগীতা সম্পর্কে মতামত

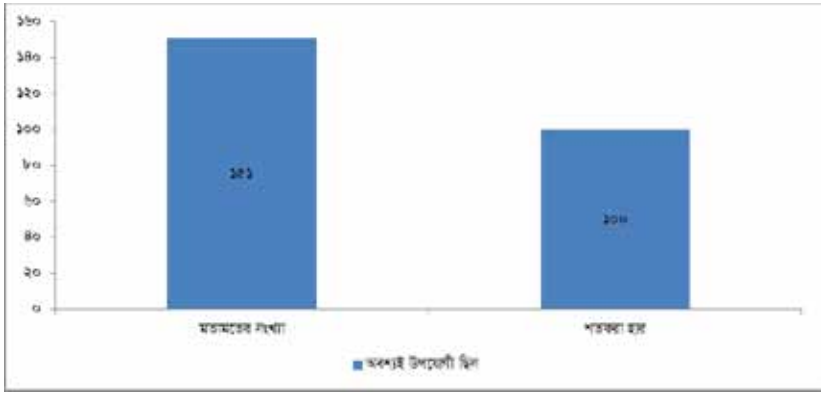

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে ধারণার স্বরূপ

গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে উত্তরদাতার ধারণা বিস্তৃত ও গভীর। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে উত্তরদাতাগণ ১৬টি ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এসব ধারণা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকেই বিধৃত করে। উত্তরদাতাগণ মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের অন্তর্নিহিত মানেই হলো সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (২২%), নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি (১৫%), নতুন নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি (১৩%), ঐক্য গঠন (১৩%), বেকারত্ব দূরীকরণ (১৩%), গ্রামভিত্তিক সমবায়ের উন্নয়ন (১১%), সমবায়ের মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (১১%) উৎপাদন বৃদ্ধি (১১%), স্বাবলম্বিতা/প্রকৃত সোনার বাংলা গঠন (১০%) এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের উপায় (১০%)। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানেই হলো স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানো (০৯%), সমমনা মনোভাব সৃষ্টি (০৯%), তৃণমূল/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (০৭%) ইত্যাদি অন্যতম। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে একটি সামগ্রিক এপ্রোচ (Holistic Approach) হিসেবেই উত্তরদাতাগণ মনে করেন যেখানে সমাজের কোনো অংশ বাদ যায়নি। প্রকৃত অর্থে বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তর সমবায় প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব বলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে উঠে আসে।

সারণি-২৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে ধারণার স্বরূপ নিয়ে মতামত

বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পর্কে ধারণা	সংখ্যা	শতকরা হার
সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৩৩	২২
নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি	২২	১৫
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২০	১৩
ঐক্য গঠন	১৯	১৩
বেকারত্ব দূরীকরণ	১৯	১৩
গ্রামভিত্তিক সমবায়ের উন্নয়ন	১৬	১১
সমবায়ের সাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	১৬	১১
উৎপাদন বৃদ্ধি	১৭	১১
স্বাবলম্বিতা/প্রকৃত সোনার বাংলা গঠন	১৫	১০
সম্পদের সুষম বণ্টনের উপায়	১৫	১০
স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানো	১৩	০৯
সমমনা মনোভাব সৃষ্টি	১৪	০৯
তৃণমূল/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন	১০	০৭
গণমুখী সমবায় গঠনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন	০৯	০৬
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন	০৯	০৬
সমন্বিত কৃষি বিপ্লব ঘটানো	০৮	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.০৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরক কিনা?

বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ ছিলো দেশের উন্নয়নের সাথে একেবারে পরিপূরক। অর্থাৎ সমবায় মানেই তিনি মনে করতেন দেশের সার্বিক উন্নয়ন। তিনি যেসব সমবায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটি দেশের উন্নয়নকে কোন কোন ক্ষেত্রে হয় উন্নয়নের নব সূচনা করেছে নতুবা বিদ্যমান উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরক ছিল বলে গবেষণায় নানাভাবে উঠে এসেছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (১৭%) এ পরিপূরতাকে দেখেছেন জনশক্তিকে জন সম্পদে পরিণত করা হিসেবে, ১৬% ভাগ উত্তরদাতা ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা/আদায় করা, ১৫% ভাগ উত্তরদাতা সম্পদের সুষম ব্যবহার/সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ১২% ভাগ উত্তরদাতা সাধারণ জনগণের উন্নত জীবন যাপনের প্রত্যাশা হিসেবে। এ ছাড়া সম্মিলিতভাবে কাজ করা (১০%), সম্মিলিতভাবে পুঁজি গঠন (০৯%), কৃষিতে উন্নয়ন/ বিপ্লব ঘটানো (০৮%), সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

প্রশিক্ষতকরণ (০৭%), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (০৭%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা (০৭%) এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার (০৬%) ইত্যাদিকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগকে দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

লেখচিত্র-৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরকতা সম্পর্কে মতামত

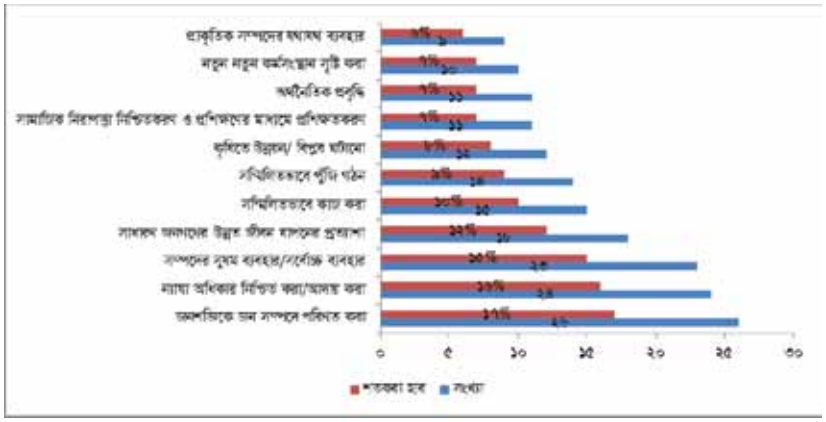

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.০৭: বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে মূল্যায়ন

বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল গঠন করেছিলেন যার মাধ্যমে একটি শোষণহীন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও শোষিতের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাকরণের কথা তিনি বারবার বলেছেন। তিনি এটিকে দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাকশালের একটি বড় উপাদান হিসেবে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় গঠনের উদ্যোগ নিয়ে কাজও শুরু করেছিলেন। তাঁর এ উদ্যোগের পেছনে কাজ করেছিলো ঐ সময়ে সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, খাদ্য ঘাটতি, বিশ্ব রাজনীতি, জাসদের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' আন্দোলন, স্বাধীনতা বিরোধীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি। এর অনেক কিছুর সমাধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু বাকশালের মধ্যে সমবায়কে একটি হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন যার কিছু সুফল আসতে আরম্ভ করেছিল। গবেষণায় প্রাপ্ত মতামত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত হতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পৃক্ততাকে যুগোপযোগী উদ্যোগ ছিলো বলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (১৭%) মনে করেন। দেশ গঠনে ভূমিকা রেখেছিল সমবায় এমনটি মনে করেন ১৪% উত্তরদাতা। দুর্নীতি হ্রাস হয়েছিল মনে করেন ১৩%, দারিদ্র্য কমতে শুরু

করেছিল বলে উত্তর দেন ১২% ভাগ উত্তরদাতা। এ ছাড়া কেন্দ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রসার ঘটেছিল (১১%), নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছিল (১০%), কৃষির উন্নয়ন শুরু হয়েছিল (০৯%), সমবায়ই ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান (০৯%), শোষণমুক্ত দেশ/ সমাজ গড়ার হাতিয়ার ছিল (০৯%), ধনী-গরীবের সম-অধিকার আনয়নের হাতিয়ার ছিল (০৮%), সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন (০৮%), সকল জনগণকে একত্রিত করে দেশের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন (০৭%), সমবায়কে বিকশিত করেছিল (০৬%) এবং সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার প্রত্যাশা ছিল (০৫%) বলে গবেষণায় প্রাপ্ত মতামতে উঠে এসেছে। অর্থাৎ, উত্তরদাতাগণ মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেয়া তথা বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য ছিলো দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এখানে কোনো ধরণের ধোঁয়াশা বা অস্পষ্টতা ছিলো না। এ সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তথা বাকশালের মধ্যে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলো প্রতীয়মান হয়।

সারণি-২৪: বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে মূল্যায়ন নিয়ে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায়ের সাথে যুগোপযোগী উদ্যোগ ছিল	২৫	১৭
দেশ গঠনে ভূমিকা রেখেছিল	২১	১৪
দুর্নীতি হ্রাস হয়েছিল	১৯	১৩
দারিদ্র্য কমতে শুরু হয়েছিল	১৮	১২
কেন্দ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রসার ঘটেছিল	১৬	১১
নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছিল	১৫	১০
কৃষির উন্নয়ন শুরু হয়েছিল	১৪	০৯
সমবায়ই ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান	১৩	০৯
শোষণমুক্ত দেশ/ সমাজ গড়ার হাতিয়ার ছিল	১৩	০৯
ধনী-গরীবের সম-অধিকার আনয়নের হাতিয়ার ছিল	১২	০৮
সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন	১২	০৮
সকল জনগণকে একত্রিত করে দেশের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন	১০	০৭
সমবায়কে বিকশিত করেছিল	০৯	০৬
সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার প্রত্যাশা ছিল	০৮	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.০৮: বঙ্গবন্ধুর গ্রাম উন্নয়নের সমবায়কে পরবর্তী সময়ে বাধাগ্রস্ত করা সম্পর্কে মতামত

এদেশে সমবায় আন্দোলন নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে সমবায়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং কাজও শুরু করেছিলেন তা তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। সমবায়কে অনেকটা অবহেলিত করে রাখা হয়েছিল। কীভাবে এ আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করা হয় বা বাধার ফলে কী ফলাফল হয় বা কেন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল ইত্যাদি সংক্রান্ত ১৭টি মতামত গবেষণায় পাওয়া যায় যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৬%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর আকস্মিক হত্যাকান্ডের ফলে তাঁর সমবায় আন্দোলন পরবর্তীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ ছাড়া সংগঠিত প্রতিষ্ঠনগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারাকে বাধা হিসেবে মনে করেন ১৭%, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও অরাজকতা বৃদ্ধিকে মনে করেন যথাক্রমে ১৫% ও ১৪% ভাগ উত্তরদাতা। সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বাধা দেয়া হয়েছে মনে করেন ১৩% ভাগ; ঘুষ, দুর্নীতির প্রসার হওয়া, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যকে সমবায় আন্দোলনকে বাধা দেয়ার ফল হিসেবে মনে করেন যথাক্রমে ১২%, ১১% এবং ১০% উত্তরদাতা। এ ছাড়া সমিতির প্রতি আস্থা অর্জিত না হওয়া (০৮%), স্বজনপ্রীতির প্রসার (০৭%), স্বজনপ্রীতির প্রসার (০৭%) এবং অবিশ্বাস বেড়ে যাওয়া (০৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য হিসেবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এটি প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর সমবায় আন্দোলনকে যে বাধা দেয়া হয় তার ধরণ ও বিস্তার ছিলো নানামাত্রার যা নিচের সারণি থেকে স্পষ্ট হয়।

সারণি-২৫: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গ্রাম উন্নয়নের জন্য সমবায়কে আশ্রয় করার পথ পরবর্তী সময়ে বাধাগ্রস্ততা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বঙ্গবন্ধুর আকস্মিক হত্যাকাণ্ড	৪০	২৬
সংগঠিত প্রতিষ্ঠনগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারা	২৫	১৭
রাজনৈতিক পট পরিবর্তন	২২	১৫
অরাজকতা বৃদ্ধি	২১	১৪
সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করা	২০	১৩
ঘুষ, দুর্নীতির প্রসার	১৮	১২
ক্ষমতার অপব্যবহার	১৭	১১
পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য	১৫	১০
সমিতির প্রতি আস্থা অর্জিত না হওয়া	১২	০৮
স্বজনপ্রীতির প্রসার	১০	০৭
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব	১০	০৭
অবিশ্বাস বেড়ে যাওয়া	১০	০৭
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি	০৮	০৫
জবাবদিহিতা ও তদারকির অভাব	০৮	০৫
সমবায় ধারণাকে পুঁজি করে একাধিক সংস্থার (জিও, এনজিও) অনুমোদন	০৭	০৫
বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর দর্শন পরিবর্তন	০৬	০৪
সমবায় কর্যক্রমকে সংকুচিত করা	০৬	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.০৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনার সাথে উত্তরদাতার মতামতের অনেক সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু সমবায় দর্শনের মূল চেতনা হলো দেশের সার্বিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সর্বস্তরে সমবায়ের প্রবর্তন। তাইতো তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়ী মালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি এমন সমবায় চেয়েছেন যার মাধ্যমে দেশে উৎপাদন বাড়বে, কৃষকের জমি কৃষকের কাছেই থাকে, মুনাফার ন্যায্য প্রাপ্তি ঘটবে, বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং সর্বপরি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৯%) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনাকে আর্থ-সামাজিক তথা গ্রাম/দেশের উন্নয়ন হিসেবে বিবৃত করেন। এ ছাড়া সম্পদের বণ্টন নিশ্চিত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং সকল স্তরের জনগণকে একত্রিত করাকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা হিসেবে মনে করেন যথাক্রমে ১৩%, ১১% এবং ১০% উত্তরদাতা। এর পাশাপাশি উত্তরদাতাগণ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা হিসেবে দক্ষ জন সম্পদ তৈরি করা (১০%), খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা (০৯%), অর্থনৈতিক মুক্তি (০৮%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি (০৭%), পুঁজিবাদ বিলুপ্ত করে সাম্যবাদের সৃষ্টি (০৬%), সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে সমবায় (০৬%), বেকারত্ব দূর করা (০৬%) এবং দরিদ্রতা দূর করা (০৬%) ইত্যাদিকে উল্লেখযোগ্যভাবে মনে করেন। অর্থাৎ, গবেষণায় ফলাফলে সঠিকভাবেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে উত্তরদাতার ধারণাগুলো উঠে এসেছে। এতে বোঝা যায়, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি প্রাচীন ও পরীক্ষিত মাধ্যমে হিসেবে সমবায় যথেষ্ট কার্যকর তা বঙ্গবন্ধু আমলে নিয়ে প্রয়োগের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

সারণি-২৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে মতামত

সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আর্থ-সামাজিক তথা গ্রাম/দেশের উন্নয়ন	৬৯	৩৯
সম্পদের বণ্টন নিশ্চিত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা	১৯	১৩
মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা	১৬	১১
সকল স্তরের জনগণকে একত্রিত করা	১৫	১০
দক্ষ জন সম্পদ তৈরি করা	১৫	১০
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা	১৩	০৯
অর্থনৈতিক মুক্তি	১২	০৮
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১০	০৭
বিভিন্ন বৈষম্য দূরীকরণ ও সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ	১০	০৭
গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি ও চর্চা	১০	০৭
পুঁজিবাদ বিলুপ্ত করে সাম্যবাদের সৃষ্টি	০৯	০৬
সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে সমবায়	০৯	০৬
বেকারত্ব দূর করা	০৯	০৬
দরিদ্রতা দূর করা	০৯	০৬
দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন	০৮	০৫
কৃষি ব্যবস্থাপনা পুনঃগঠন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	০৭	০৫
অখ- জমিকে একত্রিত করে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ	০৬	০৪
সমবায়ভিত্তিক দেশ পরিচালনা	০৬	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১০: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া

বঙ্গবন্ধুর দেশকে শাসন করার খুব বেশিদিন সময় পাননি। মাত্র প্রায় সাড়ে তিন বছরে তিনি অনেকগুলো কাজের মধ্যে সমবায়ের প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। যে বিশাল উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায়ের ব্যাপক প্রসার করতে চেয়েছিলেন তা অনেকটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয় পঁচাত্তরের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। তাই স্বভাবতই বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলেও বিষয়টি উঠে এসেছে। নিচের লেখচিত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৫৩%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য আংশিক পূরণ হয়েছিলো আর পূরণ হয়নি মনে করেন ৩০% ভাগ উত্তরদাতা। আর পুরোপুরি পূরণ হয়েছিল বলেন ১৭% ভাগ উত্তরদাতা।

লেখচিত্র-৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে মতামত

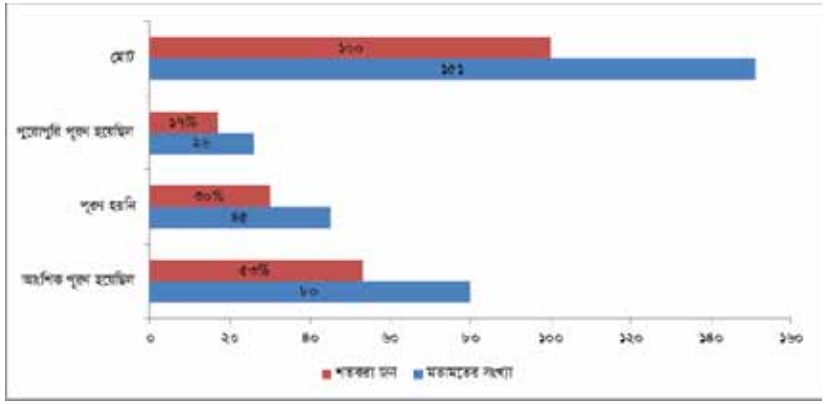

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের প্রভাব

বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের প্রভাব দেশের অনেক ক্ষেত্রে পড়েছিলো। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো। কৃষিতে সমবায়ের প্রয়োগ কৃষির উপকরণ যথা সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ, বিদ্যুৎ, কোল্ড স্টোরেজ ইত্যাদি; বাজার ব্যবস্থাপনা; মূল্যের ন্যায্যতা ইত্যাদিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিলো। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্যোগের প্রভাব হিসেবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৭%) আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হওয়াকে বুঝিয়েছেন। এ ছাড়া অন্যান্য প্রভাব হিসেবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া/ কৃষি বিপ্লবের সূচনা (২৬%), সমবায় নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি (২১%), অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসতে শুরু করা (১৩%), বিভিন্ন পেশাভিত্তিক (কামার, কুমার, তাঁতী) আয় বৃদ্ধি (১০%), ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি (০৯%), ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এসেছিল (০৯%) ইত্যাদি অন্যতম। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পাওয়া

এবং সমিতিতে সঞ্চয়ের মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়াকে ০৭% ভাগ করে উত্তরদাতা বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের প্রভাব হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, উত্তরদাতাগণের মতামতের আলোকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

সারণি-২৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের ফলে প্রভাব সম্পর্কে মতামত

প্রভাবসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হওয়া	৪১	২৭
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া/ কৃষি বিপ্লবের সূচনা	৪০	২৬
সমবায় নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি	৩১	২১
অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসতে শুরু করা	১৯	১৩
বিভিন্ন পেশাভিত্তিক (কামার, কুমার, তাঁতী) আয় বৃদ্ধি	১৫	১০
ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি	১৩	০৯
ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এসেছিল	১৩	০৯
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১১	০৭
অতি-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পাওয়া	১১	০৭
সমিতিতে সঞ্চয়ের মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়া	১১	০৭
সাধারণ জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টি	০৮	০৫
বেকারত্ব কমতে শুরু করা	০৮	০৫
ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার শুরু হওয়া	০৮	০৫
গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন সমিতি গঠন	০৭	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন বাধাগ্রস্ত ছিলো, নিরবচ্ছিন্ন ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর সমবায় আন্দোলনকে স্তিমিত করা হয়। তাঁর সমবায় দর্শনকে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়। তবে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে দেশের চেহারা যে পাল্টে যেত তা বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা-আলোচনায় প্রতীয়মান হয়। গবেষণায় উত্তদাতাগণের প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণেও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৪%) মনে করে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ সম্পন্ন হলে দেশ চূড়ান্তভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ করতো এবং ২১% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিপ্লব ঘটতো/ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো। এ ছাড়া দেশ আরো সমৃদ্ধ হতো/

স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো বলে মনে করেন ১৮% উত্তরদাতা, জনগণ আর্থিকভাবে পূর্ণ স্বাবলম্বি হতো (১৩%), ন্যায্য ও মৌলিক অধিকার পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতো (১০%), ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর হতো (১০%), দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমতো (০৭%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূর হতো (০৭%), বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়ন ঘটতো (০৭%), সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ হতো (০৬%) বলে উল্লেখ করা হয়।

সারণি-২৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
চূড়ান্ত আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ	৩৬	২৪
পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিপ্লব ঘটতো/ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো	৩২	২১
দেশ আরো সমৃদ্ধ হতো/ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো	২৭	১৮
জনগণ আর্থিকভাবে পূর্ণ স্বাবলম্বি হতো	১৯	১৩
ন্যায্য ও মৌলিক অধিকার পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতো	১৬	১০
ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর হতো	১৫	১০
দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমতো	১১	০৭
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূর হতো	১১	০৭
বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়ন ঘটতো	১১	০৭
সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদের প্রচলন	০৯	০৬
দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসতো	০৮	০৫
সম্পদের সুষম বন্টন ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হতো	০৮	০৫
দেশ ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত হতো	০৭	০৫
কৃষি ঋণ সহজলভ্য হতো	০৭	০৫
নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হতো	০৭	০৫
সামাজিক বিশৃংঙ্খলা থাকতো না	০৬	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের অর্জনসমূহ

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনের অনেক অর্জন রয়েছে বলে গবেষণায় প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। যদিও মাত্র প্রায় সাড়ে তিন বছর বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় ছিলেন তথাপি এ সময়ের মধ্যেই তিনি সমবায়কে দেশের উন্নয়নে প্রয়োগ করেছেন। এতে তাৎক্ষণিক কিছু সুবিধা অর্জিত হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে অন্য অর্জনকে প্রভাবিত করেছিল। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত গবেষণার তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক

উত্তরদাতা (১৩%) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি/ বিপ্লব ঘটানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (১৩%), যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১৩%) কে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের অর্জন হিসেবে উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন (১২%), মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ (১১%), গ্রামের দৃশ্যমান উন্নয়ন (১১%), ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সূচনা (১০%), আর্থিক সচ্ছলতা লাভ (০৯%), ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি (০৯%), গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি তথা জনগণকে একত্রিত-করণ (০৯%), বেকারত্ব হ্রাসকরণ (০৯%) এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস (০৯%) ইত্যাদি সহ আরো অন্যান্য অর্জনের বিষয়ে উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেন যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের অর্জনগুলো আসলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সূচনা করেছিল।

সারণি-২৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের অর্জনগুলো সম্পর্কে মতামত

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	২০	১৩
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১৯	১৩
যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১৯	১৩
সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন	১৮	১২
মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ	১৬	১১
গ্রামের দৃশ্যমান উন্নয়ন	১৬	১১
ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সূচনা	১৫	১০
আর্থিক সচ্ছলতা লাভ	১৪	০৯
ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি	১৪	০৯
গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি তথা জনগণকে একত্রিতকরণ	১৪	০৯
বেকারত্ব হ্রাসকরণ	১৩	০৯
ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস	১৩	০৯
কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	১২	০৮
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	১১	০৭
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১০	০৭
বিভিন্ন শিল্পের প্রসার	০৯	০৬
দুর্নীতি হ্রাস	০৯	০৬
সচেতনতা বৃদ্ধি	০৭	০৫
মহাজনী প্রথা হতে মুক্তি	০৬	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল উত্তরদাতা ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ, শতভাগ উত্তরদাতা মনে করেন বর্তমান সময়ে বঙ্গবন্ধু যে সমবায় দর্শন প্রচলন করেছিলেন তা এখনো সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

লেখচিত্র-১০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মতামত

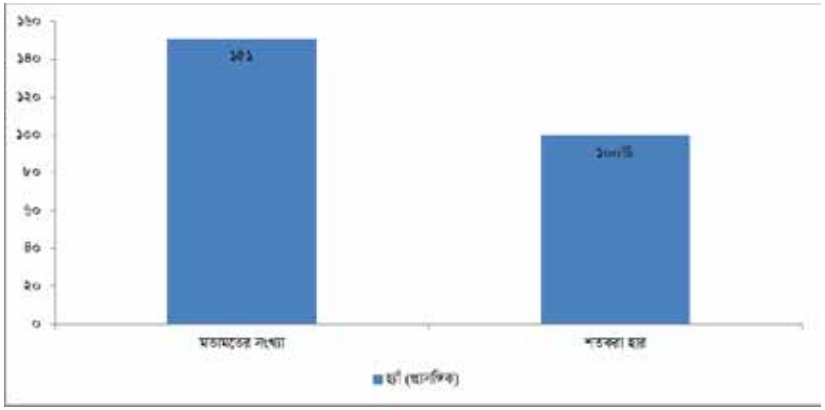

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমানে প্রয়োগ সম্ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমানে যেহেতু পূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তেমনি তাঁর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপকমাত্রার সম্ভাবনা রয়েছে বলে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়। যদিও এসব সম্ভাবনার কিছু কিছু বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের অর্জনের সাথেও মিলে যায় তথাপি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন চাহিদার নিরীখে সম্ভাবনাগুলো প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (১৬%) সার্বিক গ্রাম উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে প্রয়োগ করার ব্যাপক সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন যেখানে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে (১৫%), আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে (১৩%), সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সমিতির আওতায় নিতে (১৩%) বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা উত্তরদাতাগণ দেখেন। এ ছাড়া সমিতিকে সরকারি সেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে, সমবায়ভিত্তিক পর্যাপ্ত IGA প্রশিক্ষণে, বহুমুখী সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধুর সমবায়কে কাজে লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ হিসেবে মনে করেন ০৯% ভাগ করে উত্তরদাতা। এর পাশাপাশি সম্পদের সুষম বণ্টন (০৮%), উৎপাদন খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে (০৮%), বিভিন্ন শিল্প কারখানা যথা- ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির শিল্প ইত্যাদিতে (০৫%), উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে (০৫%) এবং কেন্দ্রিয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে (০৫%) বঙ্গবন্ধুর সমবায়কে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে গবেষণায়

উঠে আসে। এখানেও প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে সমবায়কে কাজে লাগানো যায় না। দেশের সার্বিক উন্নয়নে সকল ক্ষেত্রে সমবায়কে সমানভাবে প্রয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে সুস্পষ্ট হয়।

সারণি-৩০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত

সম্ভাব্য প্রয়োগ ক্ষেত্র	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সার্বিক গ্রাম উন্নয়নে	২৪	১৬
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে	২২	১৫
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে	২০	১৩
সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সমিতির আওতায় নিতে	১৯	১৩
সমিতিকে সরকারি সেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে	১৪	০৯
সমবায়ভিত্তিক পর্যাপ্ত IGA প্রশিক্ষণে	১৪	০৯
বহুমুখী সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে	১৩	০৯
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে	১৩	০৯
সম্পদের সুষম বণ্টনে	১২	০৮
উৎপাদন খাতে ঋণের ক্ষেত্রে	১২	০৮
বিভিন্ন শিল্প কারখানা যথা- ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির শিল্প ইত্যাদিতে	০৮	০৫
উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে	০৮	০৫
কেন্দ্রিয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে	০৭	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়

এদেশে সমবায় ক্ষেত্রের নেতৃত্বে রয়েছে সমবায় অধিদপ্তর। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এখনো প্রাসঙ্গিক বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়। তাই সঙ্গতকারণে সমবায় অধিদপ্তরকেই নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকাতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে গবেষণায় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মতামত উঠে এসেছে যার সফল বাস্তবায়ন হলে সমবায় অধিদপ্তর একদিকে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ও গতিশীল হবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমবায় দর্শনের পুনঃবাস্তবায়ন হবে বলে ধরে নেয়া যায়। যদিও সমবায় এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের দর্শন অনুসরণ করছে যেমন: সমবায়ের বহুমুখীকরণ, পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি। সারণি ৩১ এ উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা যথাক্রমে ২৬% এবং ২৫% মনে করেন IGA ভিত্তিক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ এবং IGA ভিত্তিক নতুন নতুন

প্রকল্প/পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে রয়েছে উৎপাদনমুখী সমবায় গঠন (০৯%), সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান (০৮%), সমিতিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ (০৮%), তদারকি বাড়ানো (০৮%), প্রকৃত পেশাজীবী (মৎস্য, তাঁতী, ব্যবসায়ী) ও অবহেলিতদের (হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি) নিয়ে সমিতি গঠন (০৭%), সমবায়ের সুফল জনগণকে জানানো (০৬%), কম/বিনাসুদে ঋণের ব্যবস্থাকরণ (০৬%), সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (০৬%), স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ তথা নিয়মিত অডিট (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সারণি-৩১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
IGA ভিত্তিক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	৪০	২৬
IGA ভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প/পদক্ষেপ গ্রহণ	৩৭	২৫
উৎপাদনমুখী সমবায় গঠন	১৩	০৯
সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান	১২	০৮
সমিতিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ	১২	০৮
তদারকি বাড়ানো	১২	০৮
প্রকৃত পেশাজীবী (মৎস্য, তাঁতী, ব্যবসায়ী) ও অবহেলিতদের (হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি) নিয়ে সমিতি গঠন	১০	০৭
সমবায়ের সুফল জনগণকে জানানো	০৯	০৬
কম/বিনাসুদে ঋণের ব্যবস্থাকরণ	০৯	০৬
সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	০৯	০৬
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ তথা নিয়মিত অডিট	০৯	০৬
জনবল বৃদ্ধিকরণ	০৮	০৫
মডেল সমিতি গঠন ও পরিচর্যাকরণ	০৮	০৫
সমবায় সমিতি গুলোকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা	০৮	০৫
সমবায় আইন ও বিধি মেনে চলার নির্দেশনা	০৬	০৪

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে মর্মে গবেষণায় প্রাপ্ত মতামতে সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এসব প্রতিবন্ধকতার কতগুলো হলো সমবায় অধিদপ্তর কেন্দ্রিক আবার কতগুলো হলো মাঠ পর্যায়ের বা সমিতির সাথে সম্পর্কিত। তবে প্রতিবন্ধকতাগুলোর ধরণ যাই হোক না কেন এসব দূর করতে পারলে বঙ্গবন্ধুর

সমবায় দর্শন প্রয়োগ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে বলে ধরে নেয়া যায়। সারণি-৩২ এ সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (১৩%) পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবলের অভাবকে চরম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে মনে করেন। এ ছাড়া দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব (১০%), পর্যাপ্ত পুঁজি/মূলধনের অভাব (১০%), সচেতনতার অভাব (১০%), দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব (০৯%), সমবায় অফিসের তদারকির অভাব (০৭%), সঠিক নীতি নির্ধারক ও নেতৃত্বের অভাব (০৭%), প্রকৃত সমবায়ীমনা সদস্যের অভাব (০৭%), সহজ শর্তে ঋণ না পাওয়া (০৭%), সমবায়ীদের মধ্যে অন্তঃকলহ বিরাজমান (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিষ্ঠার অভাব, দেশপ্রেমের অভাব, নেতিবাচক মানসিকতা, মহাজনী ব্যবসা ইত্যাদির বাধার বিষয়েও উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন মাত্রায় উল্লেখ করেন যা নিচের সারণিতে উল্লেখ রয়েছে।

সারণি-৩২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত

বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবলের অভাব	১৯	১৩
দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব	১৫	১০
পর্যাপ্ত পুঁজি/মূলধনের অভাব	১৫	১০
সচেতনতার অভাব	১৫	১০
দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব	১৩	০৯
সমবায় অফিসের তদারকির অভাব	১১	০৭
সঠিক নীতি নির্ধারক ও নেতৃত্বের অভাব	১০	০৭
প্রকৃত সমবায়ীমনা সদস্যের অভাব	১০	০৭
সহজ শর্তে ঋণ না পাওয়া	১০	০৭
সমবায়ীদের মধ্যে অন্তঃকলহ বিরাজমান	০৯	০৬
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব	০৮	০৫
সততা/নিষ্ঠার অভাব	০৮	০৫
দেশাত্ববোধ তথা জাতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের অভাব	০৮	০৫
মহাজনী ব্যবসার প্রভাব	০৮	০৫
অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প গ্রহণের অভাব	০৭	০৫
নেতিবাচক মনোভাব	০৭	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য উত্তরদাতার অধিকতর মতামত পাওয়া গেছে। এসব মতামত প্রকৃত অর্থেই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূণ যা বাস্তবায়ন করলে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা যাবে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (১৩% ভাগ করে) উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা, পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার বলে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার (১০%), সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে (১০%) সঠিকভাবে তদারকি করা দরকার (০৯%), উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সমবায়ের চেতনার আলোকে বাস্তবায়ন করা দরকার (০৯%), কর্মসংস্থানমুখী খাতে তহবিল যোগান দিতে হবে (০৯%), সমিতির সুফল সম্পর্কে প্রচার বাড়ানো দরকার (০৮%), নতুন নতুন উৎপাদনমুখী প্রকল্প নেয়া দরকার (০৮%), দক্ষ জনবল তৈরি করা দরকার (০৭%), যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা দরকার (০৭%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে (০৭%) ইত্যাদি মতামত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া সমবায় অধিপ্তরের আধুনিকায়ন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দূরকরণ, গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন, সকল স্তরে জবাবদিহিতা বাড়ানো ইত্যাদি মতামতও নানা মাত্রায় পাওয়া যায়।

সারণি-৩৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করতে হবে	২০	১৩
পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার	২০	১৩
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরঞ্জর	১৯	১৩
যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার	১৫	১০
সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে	১৫	১০
সঠিকভাবে তদারকি করা দরকার	১৪	০৯
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সমবায়ের চেতনার আলোকে বাস্তবায়ন করা দরকার	১৪	০৯
কর্মসংস্থানমুখী খাতে তহবিল যোগান দিতে হবে	১৪	০৯
সমিতির সুফল সম্পর্কেপ্রচার বাড়ানো দরকার	১২	০৮
নতুন নতুন উৎপাদনমুখী প্রকল্প নেয়া দরকার	১২	০৮
দক্ষ জনবল তৈরি করা দরকার	১১	০৭
যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা দরকার	১০	০৭
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে	১০	০৭
রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দূর করা দরকার	০৮	০৫
গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন দরকার	০৮	০৫
মৌলিক চাহিদা সমবায়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা দরকার	০৮	০৫
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে	০৭	০৫
সমবায় অধিদপ্তরকে আধুনিকায়ন করা দরকার	০৭	০৫
সকল স্তরে জবাবদিহিতা বাড়ানো দরকার	০৭	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা- ১৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৬: জরিপ প্রশ্নমালা-০০৩ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ/কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ)

৪.০৬.০১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ে অভিজ্ঞ/ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দের পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ে অভিজ্ঞ বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় বর্তমান ও প্রাক্তণ কর্মকর্তাগণ গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় উত্তরদাতাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৫৭%) হলো অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেখানে চাকুরিজীবী ছিলেন ৩২% ভাগ এবং ব্যবসার সাথে জড়িত ০৯% ভাগ এবং ০১% ভাগ করে উত্তরদাতা ছিলেন যথাক্রমে গৃহিণী এবং কৃষি। অর্থাৎ, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

লেখচিত্র-১১: উত্তরদাতার পেশার উপর মতামত

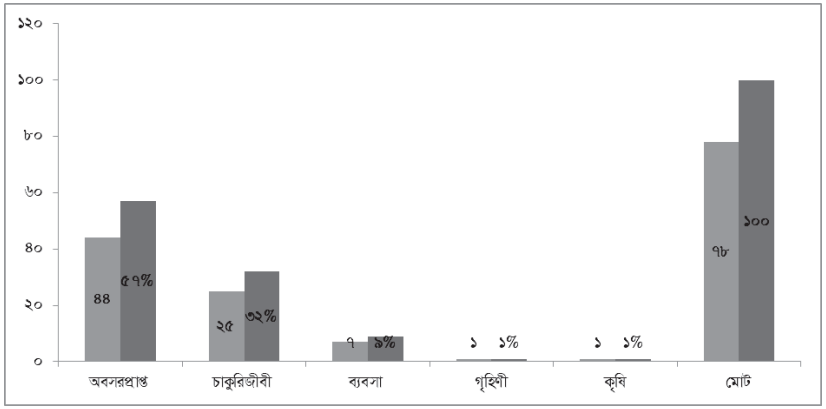

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.০২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ে অভিজ্ঞ/ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ে অভিজ্ঞদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় ৯৯% ভাগ উত্তরদাতা বিবাহিত এবং ০১% ভাগ অবিবাহিত যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি-৩৪: সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কিত উত্তরদাতার সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত

বৈবাহিক অবস্থা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহিত	৭৭	৯৯
অবিবাহিত	০১	০১
মোট	৭৮	১০০

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ে সম্পৃক্তির ধরণ

বঙ্গবন্ধুর সমবায়ে উত্তরদাতাগণের সম্পৃক্তি বিভিন্নভাবে ছিলো বলে উঠে আসে। নিচের লেখচিত্রে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে বলা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৫%) চাকুরিরত ছিলেন যেখানে ৩১% ভাগ উত্তরদাতা সমবায় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন, ১৫% ভাগ সমবায় বিষয়ক পড়াশোনা এবং ০৯% ভাগ উত্তরদাতার গবেষণায় সম্পৃক্তি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

লেখচিত্র-১২: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ে সম্পৃক্তির ধরণ সম্পর্কে মতামত

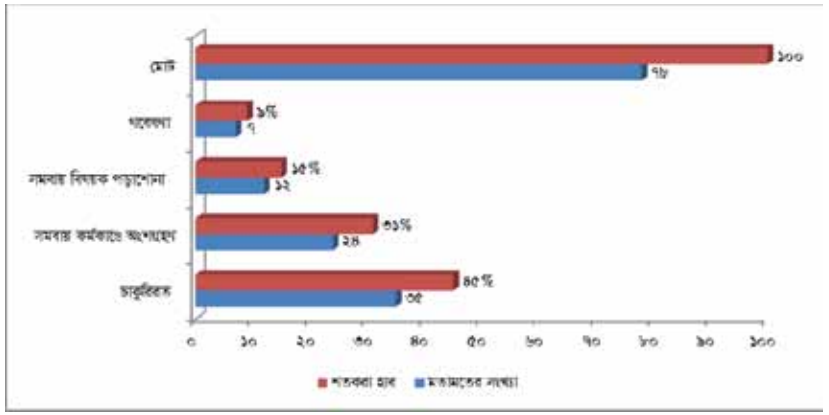

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের বিষয়ে উত্তরদাতাগণের বেশির ভাগ (৫৬%) হ্যাঁ-সূচক মতামত প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ৪৪% ভাগ প্রয়োগ করেননি বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, ব্যক্তিজীবন বা কর্ম জীবনে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ উত্তরদাতা অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে প্রতীয়মান।

লেখচিত্র-১৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ সম্পর্কে মতামত

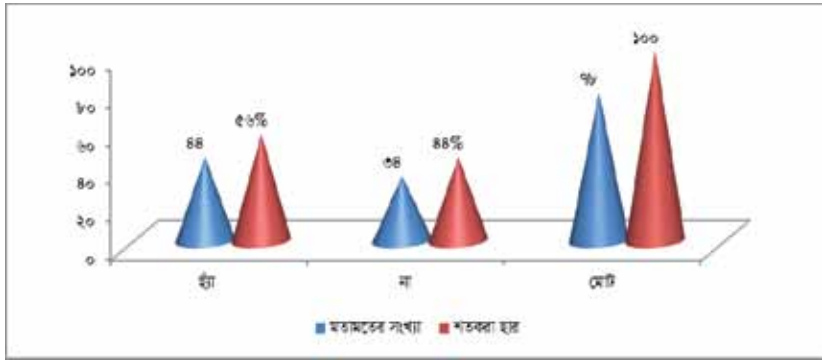

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.০৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্র ও ধরণ

যেসব উত্তরদাতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ করেছেন তারা কোথায় ও কীভাবে প্রয়োগ করেছেন তা গবেষণার ফলাফলে উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৬২%) কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করেন যা নিচের সারণি থেকে স্পষ্ট হয়। এরমধ্যে ৩৯% ভাগ প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে কর্মক্ষেত্র, ১৮% ভাগ সমবায় সমিতি এবং ০৫% ভাগ কৃষি/মৎস্য/বনায়নের ক্ষেত্রের বিষয়ে উল্লেখ করেন। অবশিষ্ট ৩৮% উত্তরদাতা জানা নেই বলে মতামত প্রদান করেন।

অন্যদিকে সমবায় দর্শনের প্রয়োগের ধরণ সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে বলা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (২৩%) পেশাভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছেন যেখানে ১৬% ভাগ বিভিন্ন উপকরণ ও সুবিধা বিতরণে (সুতা, তাঁত, সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ), ১৪% এবং ১১% ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে সমিতিতে সমবায় শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এবং বহুমুখী সমবায় সমিতি সংগঠিতকরণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে কাজে লাগিয়েছেন। এ ছাড়া সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে (০৯%), সভা/উঠান বৈঠকে (০৭%) এবং মহাজনী প্রথা নিরসনের মাধ্যমে (০৭%) সমবায় দর্শনকে প্রয়োগ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়।

সারণি-৩৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন কীভাবে ও কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে মতামত

	প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রয়োগের ক্ষেত্র ও ধরণ সম্পর্কে মতামত	কর্মক্ষেত্রে	১৭	৩৯
	সমবায় সমিতিতে	০৮	১৮
	কৃষি/মৎস্য/বনায়নের ক্ষেত্রে	০২	০৫
	জানা নেই	১৭	৩৮
	প্রয়োগের ধরণ সম্পর্কে মতামত		
	পেশাভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে	১০	২৩
	বিভিন্ন উপকরণ ও সুবিধা বিতরণে (সুতা, তাঁত, সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ)	০৭	১৬
	সমিতিতে সমবায় শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে	০৬	১৪
	বহুমুখী সমবায় সমিতি সংগঠিতকরণে	০৫	১১
	সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে	০৪	০৯
	সভা/উঠান বৈঠকে	০৩	০৭
	মহাজনী প্রথা নিরসনের মাধ্যমে	০৩	০৭
	পুঁজিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে	০২	০৫
	নতুন নতুন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে	০২	০৫
	সমিতিকে নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমে	০২	০৫
	পুঁজি গঠনের মাধ্যমে	০২	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৪৪)

৪.০৬.০৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ইতিবাচক দিক বা অর্জন

যারা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ করেছেন তারা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ইতিবাচক দিক বা অর্জন নিয়ে বেশ কিছু মতামত ব্যক্ত করেন। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৫% ভাগ করে) বলেন সবুজ বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রয়োগের ফলে। এ ছাড়া ২০% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন বৈষম্য কমতে শুরু করেছিল যেখানে ১৪% ভাগ করে উত্তরদাতা নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং সম্পদের সুষম বন্টনের সূচনাকে অর্জন হিসেবে উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সূচনা (০৯%), গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন (০৭%), নতুন নতুন IGA প্রকল্প গড়ে উঠা (০৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে মতামত তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ, এখানেও এটি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ইতিবাচক দিক বা অর্জনগুলো আসলে এদেশে মৌলিক উন্নয়নের ধারণাকেই সমর্থন করে যা অবশ্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নও ছিলো।

সারণি-৩৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ইতিবাচক দিক বা অর্জন সম্পর্কে মতামত

ইতিবাচক দিক বা অর্জন	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সবুজ বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	১১	২৫
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি	১১	২৫
বৈষম্য কমতে শুরু	০৯	২০
নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি	০৬	১৪
সম্পদের সুষম বন্টনের সূচনা	০৬	১৪
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অর্জনের সূচনা	০৪	০৯
গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন	০৩	০৭
নতুন নতুন IGA প্রকল্প গড়ে উঠা	০৩	০৭
মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস	০২	০৫
বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক সমিতি গঠন এবং সমবায়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ তৈরি	০২	০৫
উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে শুরু	০২	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৪৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের সময় বিদ্যমান সমস্যা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সময়ে বিদ্যমান কিছু সমস্যার বিষয় গবেষণায় উঠে আসে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২১%) মনে করেন অনেক NGO এর আর্বিভাবের ফলে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে সমস্যা হয়েছে যেখানে ১৪% এবং

১১% ভাগ করে উত্তরদাতা যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন, ক্ষমতার অপব্যবহার, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, দালালদের দৌরাত্ম্য কে ঐ সময়ের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ ছাড়া উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব (০৯%), দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়া (০৭%), জনবল সংকট (০৭%), সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব (০৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর পরের সরকারগুলো বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তাঁর দর্শন না মেনে ভিন্নভাবে সমবায়ের পরিচালনার চেষ্টার ফলে কিছু কিছু উপজাত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিলো যা নিচের সারণিতে স্পষ্ট হয়েছে।

সারণি-৩৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের সময় বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে মতামত

বিদ্যমান সমস্যা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
অনেক NGO এর আর্বিভাব	০৯	২১
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন	০৬	১৪
ক্ষমতার অপব্যবহার	০৫	১১
উপযুক্ত শিক্ষার অভাব	০৫	১১
দালালদের দৌরাত্ম্য	০৫	১১
উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব	০৪	০৯
দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়া	০৩	০৭
জনবল সংকট	০৩	০৭
সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব	০৩	০৭
পুঁজির অভাব/বাজেট স্বল্পতা	০২	০৫
সমিতির সদস্যদের মধ্যে অন্তঃকলহ	০২	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৪৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে ধারণার স্বরূপ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ উত্তরদাতাগণ খুবই যৌক্তিকভাবে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন যা সারণি-৩৮ এ সন্নিবেশিত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩২%) দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশলকেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় হিসেবে অভিহিত করেছেন যেখানে ৩০% এবং ১৯% ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের একত্রিতকরণ ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে কাজ করাকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন হিসেবে মনে করেন। এ ছাড়া ১৫% ভাগ করে উত্তরদাতা গণমুখী সমবায় আন্দোলন এবং সমবায়ের মাধ্যমে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তোলাকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন হিসেবে উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি ০৯% ভাগ করে উত্তরদাতা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের

ধারণা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে বলা যায়, যে ধারণা বঙ্গবন্ধু পোষণ করেছেন সমবায় সম্পর্কে তার সাথে উত্তরদাতাদের ধারণার প্রায় সমরূপতা রয়েছে। এ দর্শন ছিলো দেশের মানুষের মুক্তি, শোষণহীন-ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম সহায়ক শক্তি। এটি নিচের সারণিতে উপস্থাপিত ধারণাগুলোর সারকথা।

সারণি-৩৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে মতামত

বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পর্কে ধারণা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল	২৫	৩২
সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের একত্রিতকরণ ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানো	২৩	৩০
সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে কাজ করা	১৫	১৯
গণমুখী সমবায় আন্দোলন	১২	১৫
সমবায়ের মাধ্যমে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তোলা	১২	১৫
মৌলিক চাহিদা পূরণ করা	০৯	১২
সম-অধিকার নিশ্চিত করা	০৯	১২
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা	০৭	০৯
সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ	০৭	০৯
সমবায় সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়া	০৬	০৮
সমবায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন	০৫	০৬
দারিদ্র্য বিমোচনের পদক্ষেপ নেয়া	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগিতার ধরণ

খুবই স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগী ছিলো এবং তা নিয়ে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। শতভাগ উত্তরদাতা মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন দেশের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই উপযোগী ছিলো যা পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখচিত্র-১৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগীতা সম্পর্কে মতামত

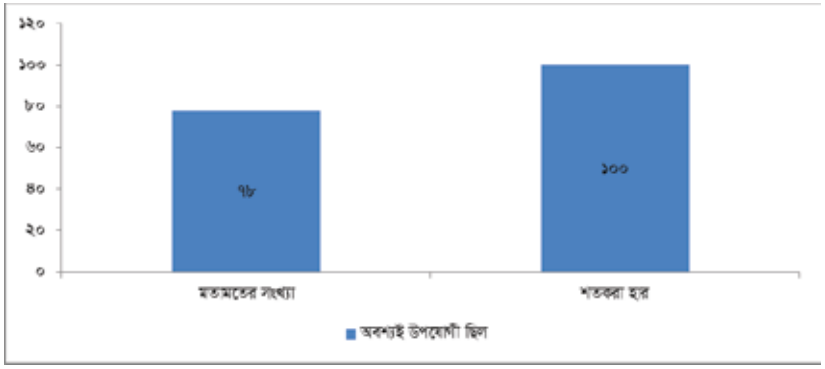

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১০: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কারণ

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের বেশ কিছু কারণ উঠে আসে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৫৩%) মনে করেন বঙ্গবন্ধু গ্রাম/দেশের উন্নয়নের জন্য সমবায়কে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন যেখানে ১৭% এবং ১৩% ভাগ উত্তরদাতা সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিতকরণ ও সম্মিলিতভাবে কাজের জন্য এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো বলে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া বিনা সুদে/কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে (১২%), সমবায়ই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের একমাত্র পথ (০৮%), সমবায়ীদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য (০৮%), বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনের জন্য (০৬%), নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য (০৬%) এবং সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে কাছে আনয়ন (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সারণি-৩৯: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে মতামত

কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
গ্রাম/দেশের উন্নয়নের জন্য	৪১	৫৩
সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিতকরণ ও সম্মিলিতভাবে কাজের জন্য	১৩	১৭
সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য	১০	১৩
বিনা সুদে/কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে	০৯	১২
সমবায়ই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের একমাত্র পথ	০৬	০৮
সমবায়ীদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য	০৬	০৮
বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনের জন্য	০৫	০৬
নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য	০৫	০৬
সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে কাছে আনয়ন	০৫	০৬
কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে	০৪	০৫
ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরকতা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরক একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠুক যেখানে ধনী-গরিবের বৈষম্য থাকবে না। অনেকটা সমাজতান্ত্রিক আদলে অর্থনীতিকে সাজানো যেখানে গণতন্ত্রও থাকবে। এর সাথে গেঁথে দিয়েছিলেন সমবায় আন্দোলনকে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলেও তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায় বেশির ভাগ উত্তরদাতা (২৬%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে এজন্য পরিপূরক কারণ সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম/দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়। এ ছাড়া পরিপূরকতা স্বরূপ হিসেবে উত্তরদাতাগণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (১৭%), দেশের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি (১৫%), সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস (১৪%), সমবায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন (১৩%), সম্পদের সুষম বণ্টন (১২%) এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখ করেন।

সারণি-৪০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরকতা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম/দেশের সার্বিক উন্নয়ন	২০	২৬
জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১৩	১৭
দেশের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি	১২	১৫
সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস	১১	১৪
সমবায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন	১০	১৩
সম্পদের সুষম বণ্টন	০৯	১২
বিভিন্ন পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন	০৭	০৯
ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস	০৪	০৫
কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা নিশ্চিত করা	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১২: বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে মূল্যায়ন

বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীলতা ও মানুষের মধ্যে ন্যায্যতা আনয়ন, শোষণহীনতা, বঞ্চনা ও বৈষম্যের নিরসন করতে চেয়েছেন। তিনি নিজে একে বলেছেন সাময়িক একটি ব্যবস্থা, যদি উদ্দেশ্য সফল না হয় তবে তা বদলে ফেলবেন। তিনি চেয়েছিলেন শোষিতে গণতন্ত্র। এ দ্বিতীয় বিপ্লবের নানা বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ের উপর জোর দেয়া শুরু করেন। বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছিলেন সমবায়কে ভিত্তি করে গ্রামীণ উন্নয়ন। গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (১৯%) মনে করেন যেখানে ১৭% ভাগ করে উত্তরদাতা মনে করেন যথাক্রমে সকল শ্রেণির মানুষকে একীভূত করা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি ছিলো দ্বিতীয় বিপ্লবের সার-কথা যার মধ্যে সমবায় রয়েছে।

এ ছাড়া সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা (১৫%), আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (১৪%), কৃষির উন্নয়ন (১২%), সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন (১২%), পিছিয়ে পড়া জনগণকে অগ্রসর করা (০৯%), দারিদ্র্য বিমোচন (০৮%), গণমুখী আন্দোলন গঠন (০৬%), শহর ও গ্রামের সুযোগ সুবিধা সমান করা (০৬%) এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (০৫%) কে দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্কের আলোকে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ নিচের সারণিতে উল্লিখিত বিষয়গুলো যেমন সমবায়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব তেমনি সেগুলো বঙ্গবন্ধু তাঁর বহু ভাষণে, বক্তৃতায় দ্বিতীয় বিপ্লবের রূপরেখা বর্ণনাতেও উল্লেখ করেন। মোটকথা সমবায়ের দর্শন আর দ্বিতীয় বিপ্লবের দর্শন অনেকটা কাছাকাছি অবস্থান করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-৪১: বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে মূল্যায়ন নিয়ে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
২য় বিপ্লব সমবায়ের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত	১৫	১৯
সকল শ্রেণির মানুষকে একীভূত করা	১৩	১৭
অর্থনৈতিক মুক্তি	১৩	১৭
সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা	১২	১৫
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১১	১৪
কৃষির উন্নয়ন	০৯	১২
সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন	০৯	১২
পিছিয়ে পড়া জনগণকে অগ্রসর করা	০৭	০৯
দারিদ্র্য বিমোচন	০৬	০৮
গণমুখী আন্দোলন গঠন	০৫	০৬
শহর ও গ্রামের সুযোগ সুবিধা সমান করা	০৫	০৬
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনার স্বরূপ আসলে দেশের জনগণের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের জীবনমানের কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটানো। উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি হবে সমবায়। বিষয়টি নিয়ে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন যা সারনি-৪২ এ সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৪৪%) মনে করেন মৌলিক অধিকার ও চাহিদা নিশ্চিত করাই হলো বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা যেখানে

২১% এবং ১৬% ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষি জমিকে একত্রিত করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চালু করা কে মৌল চেতনা হিসেবে অভিহিত করেন। এ ছাড়া ১৩% ভাগ করে উত্তরদাতা যথাক্রমে দেশ ও জনগণের উন্নয়ন এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার বিষয় উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা (১২%), দারিদ্র্য বিমোচন করা (১২%), দুর্নীতি বন্ধ করা (০৯%), সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা (০৬%) এবং বহুমুখী সমবায় চালু করা (০৬%) ইত্যাদিকে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের মৌল চেতনা হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সমবায় নিয়ে যা করতে চেয়েছেন বা ভেবেছেন তার সাথে উত্তরদাতাদের ভাবনা অনেকটা মিলে যায় বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-৪২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে মতামত

সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে ধারণা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
মৌলিক অধিকার ও চাহিদা নিশ্চিত করা	৩৪	৪৪
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১৬	২১
কৃষি জমিকে একত্রিত করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চালু	১২	১৬
দেশ ও জনগণের উন্নয়ন	১০	১৩
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা	১০	১৩
সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা	০৯	১২
দারিদ্র্য বিমোচন করা	০৯	১২
দুর্নীতি বন্ধ করা	০৭	০৯
সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা	০৫	০৬
বহুমুখী সমবায় চালু করা	০৫	০৬
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া

বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া উত্তদাতাগণের নিকট হতে পাওয়া যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখচিত্রে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬৯%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য কোননা কোনভাবে পূরণ হয়েছে যদিও এর মাত্রাগত ভিন্নতা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৫% মনে করেন আংশিক পূরণ হয়েছিলো এবং মাত্র ০৪% উত্তরদাতা মনে করেন পূর্ণভাবে পূরণ হয়েছিলো। আর ৩১% উত্তরদাতাগণ মনে করেন যে উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। সবগুলো তথ্য-উপাত্ত প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ এটি প্রতীয়মান যে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের দায়িত্ব রয়েছে।

লেখচিত্র-১৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে মতামত

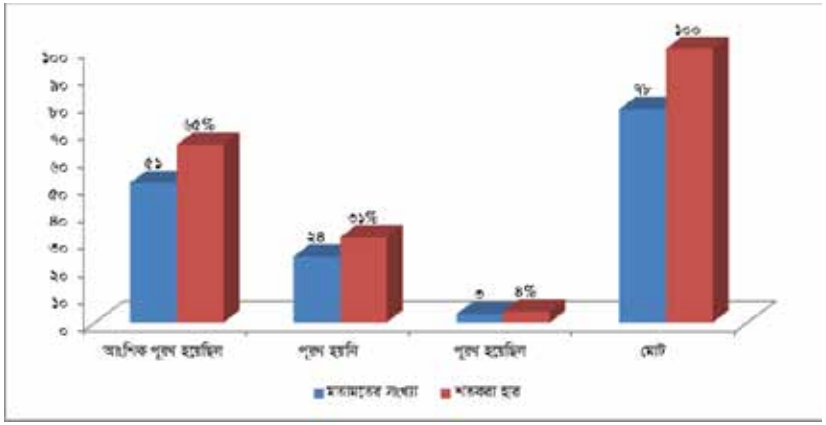

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের ফলে প্রভাব

মাত্র প্রায় সাড়ে তিন বছরের ক্ষমতা একেবারেই অপ্রতুল বিশেষ করে কর্মসূচি মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের প্রভাব মূল্যায়নও ঠিক তেমনি একটি বিষয়। তথাপি গবেষণায় উত্তরদাতাগণ খুবই ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন যেগুলো আসলে সমবায়ে মূল কর্ম বলে ধরে নেয়া যায়। বর্তমানে সমবায় কার্যক্রম সেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে সেগুলো বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের প্রভাব '৭৫ পরবর্তীতে বাধা দেয়া হয়েছে। সারণি-৪৩ এ উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৫৮%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের প্রভাবে সমবায়ভিত্তিক কৃষি বিপ্লব ঘটেছিল যেখানে ১৮% এবং ১৭% উত্তরদাতা যথাক্রমে ধনী-গরীবের ব্যবধান হ্রাস পেতে শুরু করেছিল এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া ১০% করে উত্তরদাতা বলেন, দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, শিল্পের প্রসার ঘটেছিল, মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল এবং ঋণ প্রাপ্তি সহজ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল, মহাজনী প্রথা হ্রাস পেয়েছিল এবং দেশের অর্থনীতি চাঙ্গাভাব হয়েছিল মর্মে উল্লেখ করেন যথাক্রমে ০৯%, ০৯% এবং ০৬% উত্তরদাতা।

সারণি-৪৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের ফলে প্রভাব সম্পর্কে মতামত

প্রভাবসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায়ভিত্তিক কৃষি বিপ্লব ঘটেছিল	৩০	৫৮
ধনী-গরীবের ব্যবধান হ্রাস পেতে শুরু করেছিল	১৪	১৮
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল	১৩	১৭
দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল	০৮	১০
শিল্পের প্রসার ঘটেছিল	০৮	১০
মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল	০৮	১০
ঋণ প্রাপ্তি সহজ হয়েছিল	০৮	১০
সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল	০৭	০৯
মহাজনী প্রথা হ্রাস পেয়েছিল	০৭	০৯
দেশের অর্থনীতি চাঙ্গাভাব হয়েছিল	০৫	০৬
নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল	০৫	০৬
কৃষকগণের পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি	০৪	০৫
ভালমানের কৃষি উপকরণপেয়েছিল (সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি)	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১৬: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রয়োগের অর্জন

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনের ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু অর্জন রয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এসব অর্জন আসলে সমবায়ের জন্য সার্বজনীন। সমবায় সব সময় এসব অর্জনগুলোর জন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অবশ্য অন্য শ্রেণির উত্তরদাতাগণ ঠিক প্রায় একই ধরনের অর্জনের বিষয়ে উল্লেখ করেন। তবে দুটি বিষয় একটু ব্যতিক্রম বলে মনে হয় যদিও খুব কম সংখ্যক উত্তরদাতা (১২% এবং ০৫%) তা উল্লেখ করেন। বিষয় দুটো হলো যথাক্রমে দুগ্ধ সমবায়ী ইউনিয়নের উন্নয়ন ও প্রসার এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার শুরু। এ দুটো বিষয় ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায়ের অর্জন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারণি-৪৪ এ উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৪%) অর্জন হিসেবে মনে করেন সমবায় দর্শন যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছে যেখানে ১৭% এবং ১২% ভাগ করে উত্তরদাতা যথাক্রমে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড চালু, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু কে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রয়োগের অর্জন হিসেবে অভিহিত করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটেছিল (তাঁত, মৃৎ) (০৯%), দেশ স্বনির্ভর হতে শুরু করা (০৮%), মহাজনী প্রথার হ্রাস (০৬%), নতুন নতুন সমিতি গঠন (৬%), নতুন নতুন কর্মসংস্থানের শুরু (০৬%) এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সারণি-৪৪: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রয়োগের অর্জন সম্পর্কে মতামত

অর্জনসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায় দর্শন যথেষ্ট প্রয়োগ	৩৪	৪৪
বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড	১৩	১৭
দুগ্ধ সমবায়ী ইউনিয়নের উন্নয়ন ও প্রসার	০৯	১২
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	০৯	১২
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু	০৯	১২
বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটেছিল (তাঁত, মৃৎ)	০৭	০৯
দেশ স্বনির্ভর হতে শুরু করা	০৬	০৮
মহাজনী প্রথার হ্রাস	০৫	০৬
নতুন নতুন সমিতি গঠন	০৫	০৬
নতুন নতুন কর্মসংস্থানের শুরু	০৫	০৬
সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ	০৫	০৬
অর্থনীতির চাকা সচল হওয়া	০৪	০৫
সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার শুরু	০৪	০৫
ঋণ বিতরণ শুরু হয়েছিল	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল

যদি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সফল প্রয়োগ করা হতো তবে তার সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে গবেষণায় ধারণা পাওয়া যায়। যদিও এসব সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল বঙ্গবন্ধুরও প্রত্যাশা ছিলো। বঙ্গবন্ধুর আজন্ম সাধনা ছিলো এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি ছয় দফার মধ্যে এদেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন বা স্বাধিকারের রূপারেখা দিয়েছে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সবসময় শোষণহীন- বঞ্চনাহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন যেখানে গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে, কেউ গরীব থাকবে না। এগুলো সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব বলে বঙ্গবন্ধু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেতেন। সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে উত্তরদাতার প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৯%) মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সফল প্রয়োগ হলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পেতো যেখানে ২৭% এবং ১৯% উত্তরদাতা বলেন যথাক্রমে দেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতো এবং সম্পদের সুষম বণ্টন হতো। এ ছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেত/কৃষি বিপ্লব ঘটতো (১৪%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো (১৩%), খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা আসতো (১০%), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসতো (০৮%), পণ্য বাজারজাতকরণ সহজীকরণ হতো (০৮%) ইত্যাদি সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফলের বিষয় উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের পূর্ণ প্রয়োগে দেশের প্রায় সকল মৌলিক খাতে উন্নয়ন সংগঠিত হতো যা সারণি-৪৫ এ উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-৪৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পেতো	২৩	২৯
দেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতো	২১	২৭
সম্পদের সুষম বণ্টন হতো	১৫	১৯
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেত/কৃষি বিপ্লব ঘটতো	১১	১৪
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো	১০	১৩
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসতো	০৮	১০
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসতো	০৬	০৮
পণ্য বাজারজাতকরণ সহজীকরণ হতো	০৬	০৮
বেকারত্ব হ্রাস পেতো	০৫	০৬
মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হতো	০৫	০৬
সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হতো	০৫	০৬
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হতো	০৫	০৬
নতুন নতুন উদ্যোক্তার সৃষ্টি হতো	০৫	০৬
বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সকল উত্তরদাতা (১০০%) মনে করেন যে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনা বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় প্রাসঙ্গিক যা নিচের লেখচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। তাহলে যে বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক তা হলো বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমানে প্রয়োগ করা। এ বিষয়টি সমবায় অধিদপ্তর বা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অবশ্যই ভেবে দেখতে পারে। বিশেষ করে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর এ লগ্নে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে তার ক্ষেত্রও নিচের সারণিতে দেয়া রয়েছে।

লেখচিত্র-১৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মতামত

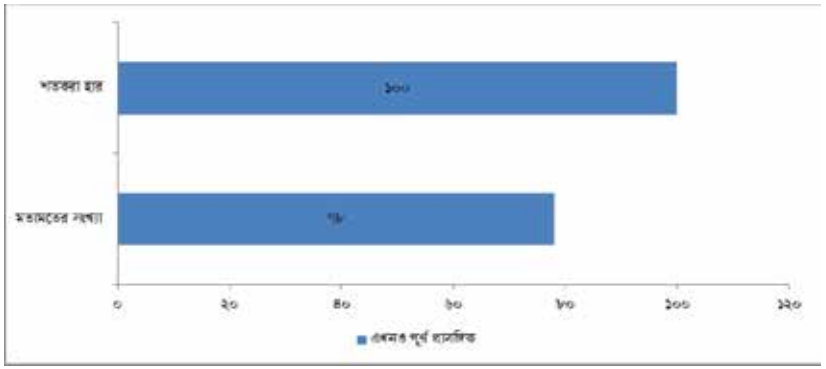

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমানে প্রয়োগ সম্ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় বা তার সম্ভাবনা কেমন তা নিয়ে উত্তরদাতাগণ মতামত ব্যক্ত করেন। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সবয়েচে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৮%) মনে করেন সমবায়ে সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমানে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে ২২% এবং ১৯% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যথাক্রমে গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন এবং জবাবদিহিতা আনয়নে তদারকি বাড়ানোর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমবায়কে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ছাড়া উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের মাধ্যমে (১৮%), সমবায়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ক্ষেত্রে (১৪%), সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণে (১৩%), উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে (১৩%), সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার মাধ্যমে (১৩%), আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে (১২%), মডেল সমিতি গঠনের মাধ্যমে এবং সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে (০৯%) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারণি-৪৬: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত

প্রয়োগ সম্ভাবনা সম্পর্কে মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায়ের সকল ক্ষেত্রে	২২	২৮
গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে	১৭	২২
জবাবদিহিতা আনয়নে তদারকি/মনিটরিং বাড়ানোর মাধ্যমে	১৫	১৯
উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের মাধ্যমে	১৪	১৮
সমবায়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ক্ষেত্রে	১১	১৪
সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণে	১০	১৩
উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে	১০	১৩
সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার মাধ্যমে	১০	১৩
আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে	০৯	১২
মডেল সমিতি গঠনের মাধ্যমে	০৮	১০
সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে	০৭	০৯
সরকারিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়

বঙ্গবন্ধুর সমবায় এখনো পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অর্জনও খুব প্রত্যাশাব্যঞ্জক। তাই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় রয়েছে। বিষয়টি উত্তরদাতাগণের ভাবনায়ও যথেষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। নিচের সারণি থেকে বলা যায়, সবচেয়ে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৪০%) মনে করেন নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার যেখানে ২৯% এবং ২৭% ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত গুণগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ (১৭%), সমবায় আইন ও বিধি সময়পোযোগী করা (১৫%), তদারকি বৃদ্ধি (১৫%), প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ (১২%), কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান (১০%), সমবায় সংক্রান্ত গবেষণা বৃদ্ধি (০৯%), ব্যাপক প্রচারণা ও সমিতির সুফল সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ (০৯%) ইত্যাদি করণীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব করণীয় অনেকটা বাস্তবায়নযোগ্য। শুধু প্রয়োজন হবে ইতিবাচক মানসিকতার এবং বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন। গবেষণার ফলাফলের আলোকে বিষয়গুলো উপলব্ধিপূর্বক বাস্তবায়নের কাজে হাত দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

সারণি-৪৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ	৩১	৪০
মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি	২৩	২৯
বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	২১	২৭
পর্যাপ্ত গুণগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	১৩	১৭
সমবায় আইন ও বিধি সময়পোযোগী করা	১২	১৫
তদারকি বৃদ্ধি	১২	১৫
প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ	০৯	১২
কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান	০৮	১০
সমবায় সংক্রান্ত গবেষণা বৃদ্ধি	০৭	০৯
ব্যাপক প্রচারণা ও সমিতির সুফল সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ	০৭	০৯
উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি গঠন	০৫	০৬
উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ	০৫	০৬
পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থাকরণ	০৪	০৫
কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা

উত্তরদাতাগণ শুধুমাত্র করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করেননি তারা বরং বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিয়েও মতামত দিয়েছেন। নিচে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলোর কতগুলো রয়েছে মাঠ পর্যায়ের আবার কতগুলো রয়েছে অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় পর্যায়ের। তবে যাই হোক না কেন বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনাটা জরুরি যদি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে প্রয়োগ করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে চিন্তা করা হয়। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর আলোকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা (৩২%) মনে করেন বেশি পরিমাণে দক্ষ জনবলের অভাবকে প্রাধাণ্যশীল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেন যেখানে ১৯% এবং ১৭% উত্তরদাতা যথাক্রমে সঠিক নীতি নির্ধারণে দুর্বলতা এবং সঠিক তদারকির অভাবকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত উদ্যোক্তার অভাব (১৫%), যুগপোযোগী প্রকল্প গ্রহণ না করা (১৩%), স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব (১৩%), আইন ও বিধির সঠিক প্রয়োগ না হওয়া (১২%), সমবায় সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব (১০%), প্রতারকদের দৌরাত্ম্য বেশি (১০%) এবং দক্ষতা/আন্তরিকতার অভাব (১০%) ইত্যাদি অন্যতম।

সারণি-৪৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে বর্তমানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মতামত

বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বেশি পরিমাণে দক্ষ জনবলের অভাব	২৫	৩২
সঠিক নীতি নির্ধারণে দুর্বলতা	১৫	১৯
সঠিক তদারকির অভাব	১৩	১৭
প্রকৃত উদ্যোক্তার অভাব	১২	১৫
যুগপোযোগী প্রকল্প গ্রহণ না করা	১০	১৩
স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব	১০	১৩
আইন ও বিধির সঠিক প্রয়োগ না হওয়া	০৯	১২
সমবায় সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব	০৮	১০
প্রতারকদের দৌরাত্ম্য বেশি	০৮	১০
দক্ষতা/আন্তরিকতার অভাব	০৮	১০
সমবায় আইন সহজীকরণ না হওয়া	০৭	০৯
মূলধনের অভাব	০৬	০৮
পর্যাপ্ত গুণগত প্রশিক্ষণের অভাব	০৫	০৬
প্রকৃত শিক্ষার অভাব	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য উত্তরদাতাগণ প্রাসঙ্গিক আরো মন্তব্য করেন। সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো সর্বক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার যা ৩৮% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন। এ ছাড়া অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের মধ্যে রয়েছে সমবায়ের সুফল সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/সচেতন করা দরকার (১৩%), বেশি পরিমাণে গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন (০৯%), গবেষণার মাধ্যমে সমবায়ীদের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার (০৭%), বঙ্গবন্ধুর মডেল ভিলেজকে সমবায়ের মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়ন প্রয়োজন (০৭%), মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা দরকার (০৬%), সমিতিসমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার (০৬%), সরকার ও সমবায়কে এক হয়ে কাজ করা দরকার (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিষয়গুলো অনেকক্ষেত্রে করণীয়ের মতো করে উত্তরদাতাগণ মন্তব্য করেন। এগুলোও ভেবে দেখার দাবি রাখে।

সারণি-৪৯: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়ন সম্পর্কে অধিকতর মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সর্বক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার	৩০	৩৮
সমবায়ের সুফল সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/সচেতন করা দরকার	১০	১৩
বেশি পরিমাণে গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন	০৭	০৯
গবেষণার মাধ্যমে সমবায়ীদের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার	০৬	০৭
বঙ্গবন্ধুর মডেল ভিলেজকে সমবায়ের মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়ন প্রয়োজন	০৬	০৭
মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা দরকার	০৫	০৬
সমিতিসমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার	০৫	০৬
সরকার ও সমবায়কে এক হয়ে কাজ করা দরকার	০৫	০৬
কার্যকর/উৎপাদনমুখী সমিতিকে নিবন্ধন দেয়া দরকার	০৪	০৫
অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা দরকার	০৪	০৫
সমবায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচার-প্রচারণা বাড়ানো দরকার	০৪	০৫
সততা ও নিষ্ঠার সাথে সকলের কাজ করা দরকার	০৪	০৫
প্রয়োজনমতো ঋণ সরবরাহ দরকার	০৪	০৫

(মাঠ সমীক্ষা, ২০২০, গণসংখ্যা-৭৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৭: উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণার আলোকে চাহিত তথ্যাদি অত্র অধ্যায়ে পরিসংখ্যানগত ও গ্রাফিক্যালি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চাহিত তথ্যের বিশ্লেষণ করে গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। উত্তর দাতাদের প্রদত্ত তথ্য শ্রেণিগতভাবে বিন্যস্ত করে অনুকল্পের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততা: একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

৫.০১: প্রারম্ভিকা

জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়মনস্ক চিন্তক ও প্রয়োগকারী ছিলেন। তিনি সমবায়কে মনেপ্রাণে ধারণ করতেন। লালন করতেন সমবায় চেতনা ও আদর্শের পরাকাষ্ঠা। বঙ্গবন্ধু পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (পাটগাতী ইউসিএমপিএস) এর একজন সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যানুসন্ধানের জন্য গোপালগঞ্জ জেলায় নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (পাটগাতী ইউসিএমপিএস)-এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ কোন ডকুমেন্ট না পেলেও আনুষাঙ্গিক তথ্য ও ডকুমেন্ট থেকে এ বিষয়ে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে অবদান ও কার্যক্রম সম্পর্কেও তথ্যানুসন্ধান করা হয়। সামগ্রিকভাবে বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততা নিয়ো বেশকিছু ঐতিহাসিক তথ্য, ছবি ও কার্যক্রমের সন্ধান পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে আরও নিবিড় তথ্যানুসন্ধানে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সম্পৃক্ততার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করা যায় এবং এর মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের বিকাশে করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'ইগালেটারিয়ান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে পাকিস্তানের মতো অভিজাতশ্রেণি গড়ে উঠবে না। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সব মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সবার জন্য সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা হয়।[২৯] আর সমবায় হচ্ছে এ মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়নের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মানে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে উন্নয়নের দর্শন। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। আর বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততাও সমবায় উদ্যোগ (সমবায় সমিতির সদস্যপদ ও বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে/সমবায় আন্দোলনে বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ) এ কথার সারবত্তা প্রমাণ করে।

৫.০২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় সদস্যপদ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান

বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা) পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (পাটগাতী ইউসিএমপিএস)-এর একজন সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। সমবায় সমিতির একজন সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্তির তথ্য সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান সমবায় অধিদপ্তর তথা সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি আলোকবর্তিকার সন্ধান দিতে পারে।

২৯ সোবহান রেহমান, দৈনিক প্রথম আলো: ২৮ জানুয়ারি ০২০২১

৫.০২.০১: তথ্যানুসন্ধান প্রক্রিয়া ও কাঠামো

বিগত ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ১৮ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় অফিসে অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সমবায়ীদের সঙ্গে তথ্যানুসন্ধানী মতবিনিময় করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ সমবায়ী:

(ক) জনাব রেজাউল হক শিকদার (বয়স ৮০ বছর), সদস্য: গোবরা ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: গ্রাম: সোনাকুড়, পো: গোবরা, থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ।

(খ) জনাব মুন্সী রফিকুল ইসলাম (৬৬ বছর), সদস্য: পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম: পাটগাতী, পো: পাটগাতী, থানা: টুঙ্গীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ।

(গ) জনাব অমল কৃষ্ণ বিশ্বাস (৭৮ বছর), সদস্য: গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ রাকিলাবাড়ী গাজনা খোটগোপালপুর জলকর মৎসজীবী সমবায় সমিতি লি: পুরাতন বাজার রোড, শিকদার পাড়া, উপজেলা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ।

(ঘ) জনাব শেখ মাসুদুর রহমান (৬২ বছর), সহ সভাপতি: গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ। সভাপতি: জেলা সমবায় ইউনিয়ন, গোপালগঞ্জ। প্রাথমিক সমিতি: বেদগ্রাম সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লি: বেদগ্রাম, গোপালগঞ্জ।

এ তথ্যানুসন্ধানী মতবিনিময় সভায় সমবায় বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। এঁরা হলেন-

(ক) জনাব ফায়েকউজ্জামান, জেলা সমবায় অফিসার,গোপালগঞ্জ।

(খ) জনাব শেখ আমিরুল বশীর, উপজলা সমবায় অফিসার,গোপালগঞ্জ সদর।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততা বিষয়ে আমরা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাই এ মতবিনিময় সভায়। এছাড়াও গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এ রক্ষিত পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সংশ্লিষ্ট নথিও পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী কর্তৃক গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ডকুমেন্ট নষ্ট করা হয়। পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর তথ্যও এ সময় হারিয়ে যায়। এছাড়াও ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বয়াবহ বন্যার সময়ও অফিসের ডকুমেন্ট নষ্ট হয়। এসব কারণে বঙ্গবন্ধুর সমবায় সদস্যপদ সংক্রান্ত ডকুমেন্টযুক্ত সদস্য তালিকা বই পাওয়া যায়নি।

৫.০২.০২: তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য

তথ্যানুসন্ধানে বাস্তব কারণেই বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত সদস্য তালিকাযুক্ত রেজিস্টারটি পাওয়া যায়নি। তবে এ সংক্রান্ত কিছু দ্বিতীয় পর্যায়ের ডাটা/তথ্য (Primary data from secondary sources) বঙ্গবন্ধুর সমবায় সমিতির সদস্য পদ সংক্রান্ত তথ্যকে প্রতিপন্ন করতে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে তথ্যাদি ও ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ -এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান সারাংশ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

৫.০২.০২.০১: পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সাধারণ তথ্যাদি

(১) সমিতির নাম: পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
(২) সমিতির নিবন্ধন নং ও তারিখ: ১০৯; ১৬/১১/১৯৪৯
(৩) ঠিকানা: গ্রাম: পাটগাতী; পো: পাটগাতী; উপজেলা: টুঙ্গীপাড়া; জেলা: গোপালগঞ্জ
(৪) কেন্দ্রীয় সমিতির নাম: গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ
(৫) সদস্য সংখ্যা: ৬৫
(৬) কার্যকরী এলাকা: পাটগাতী ইউনিয়ন ব্যাপী।
(৭) সমিতির বর্তমান আর্থিক চিত্র:

ক্র: নং	বিষয়	পরিমাণ
১	আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	৩,৯০০/-
২	সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমিতিতে শেয়ার জমা	৩,৯০০/-
৩	আদায়কৃত সঞ্চয় মূলধন	২,৯৫৯/-
৪	সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমিতিতে সঞ্চয় জমা	২,৯৫৯/-
৫	কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ দেনা আসল	৩২,৭০০/-
৬	কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ দেনা সুদ	১,০৯,৪৪১/-
৭	কেন্দ্রীয় সমিতিতে সাঃফি/দণ্ড সুদ	৫২,৯৪৩
৮	কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ পাওনা আসল	৩২,৭০০/-
৯	কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ পাওনা সুদ	১,০৯,৪৪১/-
১০	কেন্দ্রীয় সমিতিতে সাঃফি/দণ্ড সুদ	৫২,৯৪৩
১১	সমিতির কার্যকরী মূলধন	৩৯,৫৫৯
১২	সমিতির বর্তমান অবস্থা	নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর
	তথ্য উৎস	সমিতির ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অডিট নোট

৫.০২.০২.০২: পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ বিষয়ে বক্তব্য ও অভিমত

৫.০২.০২.০২.০১: উপজেলা সমবায় অফিসার, গোপালগঞ্জ সদরের বক্তব্য ও অভিমত

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা সমবায় অফিসার শেখ আমিরুল বশীর জানান যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গীপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সমিতির অডিট কার্যসম্পাদনকালে তিনি সমিতির একটি পুরাতন অডিট নোটের সদস্য তালিকায় বঙ্গবন্ধুর নাম দেখেছিলেন। শেখ আমিরুল বশীর

তখন টুঙ্গীপাড়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত সমবায় অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ অডিট নোটে তিনি পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য হিসেবে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর নামও দেখেছিলেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন বলেও তিনি অডিট নোটে দেখেছিলেন বলে জানান।

৫.০২.০২.০২.০২: পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সভাপতি মুন্সী রফিকুল ইসলামের বক্তব্য ও অভিমত

পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর বর্তমান সভাপতি মুন্সী রফিকুল ইসলাম জানান যে, তিনি ১৯৭৩ সালে সমিতির সদস্য হন। সমিতিতে বঙ্গবন্ধু সদস্য ছিলেন বলে তিনি অডিট নোটের মাধ্যমে জেনেছেন। উক্ত সমিতিতে একসময় সভাপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভায়রা শেখ মোঃ মুছা (শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের বোন জিন্নির স্বামী) এবং সেক্রেটারী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আবাল্যবন্ধু ও সুহৃদ সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়া। সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়ার নাম বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও পাওয়া যায়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক এবং বন্ধুবর্গ সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়া,মোঃ সাখাওয়াত হোসেন শিকদার, মোঃ সোলায়মান খলিফা, শেখ নুরুল হক গেদু মিয়া, মোঃ খলিলুর রহমান খান, মোঃ লায়েক আলী বিশ্বাস, মনোহর কবিরাজ, শরৎ চন্দ্র বালা, শেখ আব্দুল হালিম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য ছিলেন। এরা বিভিন্ন সময়ে পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটিতেও ছিলেন। এসব ঘটনা পরম্পরা থেকে প্রতী-য়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধু পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য ছিলেন। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি নিয়ে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকতেন, তাই তিনি উক্ত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ছিলেন না বলেই ধারণা করা যায়।

৫.০২.০২.০২.০৩: শেখ মাসুদুর রহমান-এর বক্তব্য ও অভিমত

শেখ মাসুদুর রহমান বর্তমানে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সহসভাপতি এবং তিনি গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি। তিনি জানান যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ১৯২৪ সালে সেক্রেটারী ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মোল্যা ওয়াহিদুজ্জামানের পিতা আব্দুল কাদের মোক্তার এবং সভাপতি ছিলেন তৎকালীন এসডিও। এ ব্যাংকের এক সময়ের সেক্রেটারী ছিলেন এমএলএ খন্দকার শামসুদ্দিন সাহেব।

শেখ মাসুদুর রহমান জানান যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ০৭/০৭/১৯১৩ তারিখে নিবন্ধিত হয়। (নিবন্ধন নম্বর: ১৭৯)। এ ব্যাংকের বর্তমান ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৬/০৭/১৯২৪ তারিখে। ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন Governor of Bengal EARL OF LYTTON. উক্ত দিনে তিনি একই সঙ্গে অপর চারটি ভবনেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ ভবনগুলো হলো: (১) মহকুমা প্রশাসকের অফিস ভবন;(২) মুন্সেফ কোর্ট ভবন; (৩) মহকুমা প্রশাসকের বাসভবন এবং (৪) মুন্সেফ সাহেবের বাসভবন।

যতদূর জানা যায় এই পাঁচটি ভবনই ছিল তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার প্রথম ভবন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর মাত্র ২০০ ফুট সামনেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজরিত বসত ভিটা। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে এই ভিটার বসতবাড়িটি ধ্বংস করে দেয়। আরও উল্লেখ্য যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ছিল তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার প্রথম ব্যাংক। এজন্যই গোপালগঞ্জের এ এলাকার নামকরণ হয়েছে ব্যাংক পাড়া।

পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর নিবন্ধন হয় ১৬/১১/১৯৪৯ তারিখে। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৫ মে কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী হন। [সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো-১৬ মার্চ ২০২০] । কাজেই ধারণা করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে,তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজের গণ্যমান্য ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই সমবায় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কাজেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সমবায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতেই পারে।

৫.০৩: বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের সমবায় সম্পৃক্ততা

শুধু বঙ্গবন্ধুই নন, তাঁর পরিবারের অনেকেই সমবায় চেতনায় ঋদ্ধ ছিলেন। সম্পৃক্ত ছিলেন সমবায় সমিতির সঙ্গে। এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৫.০৩.০১: খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন

খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চাচা। তিনি ১৪/০৩/১৯৭২ থেকে ২০/০১/১৯৮৭ সাল পর্যন্ত গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি ০৬/০৪/১৯৭২ থেকে ০৮/০৭/১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ (বিএসবিএল) এরও সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সালে পাকিস্তান গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তাঁর চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়কালটা ছিল বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ (বিএসবিএল) এর স্বর্ণযুগ। [তথ্য উৎস: (ক) শেখ নাদির হোসেন লিপু, চেয়ারম্যান মিল্ক মিটা প্রদত্ত তথ্য এবং (খ) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় মুন্সী রফিকুল ইসলাম ও শেখ মাসুদুর রহমান-এর প্রদত্ত তথ্য]।

৫.০৩.০২: শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক

শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর শ্বশুর, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের পিতা। তিনি সমবায় বিভাগের যশোহর অঞ্চলের কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টার ছিলেন বলে জানা যায়। (তথ্য উৎস: ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় উপজেলা সমবায় অফিসার শেখ আমিরুল বশীদ এবং শেখ পরিবারের সদস্য মেয়র টুঙ্গীপাড়া পৌরসভা জনাব শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল প্রদত্ত প্রদত্ত তথ্য)।

৫.০৩.০৩: এসএম আমিনুল ইসলাম

এস এম আমিনুল ইসলাম ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভায়রা শেখ মোঃ মুছার মেয়ের স্বামী। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপন খালাত ভগ্নিপতি। এসএম আমিনুল ইসলাম ছিলেন খুলনা জেলা (অনার বোর্ডের ৮ নং ক্রমিক: ২৫/০৮/১৯৮৫ থেকে ০৯/০৮/১৯৮৮) এবং যশোহর জেলার (অনার বোর্ডের ৮ নং ক্রমিক:০৪/০৯/১৯৮৮ থেকে ১৬/০৫/১৯৯১) সমবায় অফিসার। [তথ্য উৎস: (ক) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় শেখ আমীরুল বশীর, মুন্সী রফিকুল ইসলাম ও শেখ মাসুদুর রহমান-এর প্রদত্ত তথ্য; (খ) মেয়র টুঙ্গীপাড়া শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল প্রদত্ত তথ্য; (গ) খুলনা ও যশোহর জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক প্রেরিত অনার বোর্ডের তথ্য।]

চিত্র-০১: জেলা সমবায় কার্যালয় খুলনা ও যশোর-এর অনার বোর্ডে এসএম আমিনুল ইসলাম-এর নাম।

৫.০৩.০৪: শেখ নাদির হোসেন লিপু

শেখ নাদির হোসেন লিপু বঙ্গবন্ধুর চাচা খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেনের পুত্র এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচা। তিনি ১ নং টুঙ্গিপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য এবং ১৯৯৬ সাল থেকে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) এবং জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন-এরও সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। (তথ্য উৎস: ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় মুন্সী রফিকুল ইসলাম ও শেখ মাসুদুর রহমান-এর প্রদত্ত তথ্য এবং গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর অনারবোর্ড এর তথ্য)।

৫.০৪: তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

তথ্যানুসন্ধানে সমিতির সদস্য ও অভিজ্ঞ সমবায়ী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও অভিমত এবং প্রাপ্ত অন্যান্য ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণজাত মন্তব্য তুলে ধরা হলো:

(১) পাটগাতী ইউনিয়নের মধ্যে ১৫টি গ্রাম ছিল এবং টুঙ্গীপাড়া ছিল এই ১৫টি গ্রামের একটি।

(২) বঙ্গবন্ধুর আবাল্যসাথী ও বন্ধুরা (সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়া,মোঃ সাখাওয়াত হোসেন শিকদার, মোঃ সোলায়মান খলিফা, শেখ নুরুল হক গেদু মিয়া, মোঃ খলিলুর রহমান খান, মোঃ লায়েক আলী বিশ্বাস, মনোহর কবিরাজ, শরৎ চন্দ্র বালা, শেখ আব্দুল হালিম প্রমুখ) পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্য ছিলেন। এরা ব্যবস্থাপনা কমিটিতেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুরও এ সমিতির সদস্য হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

(৩) প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী বঙ্গবন্ধুকে অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং বঙ্গবন্ধুও তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ছিলেন সমিতির সেক্রেটারী। পাটগাতী ছিল তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ নদীবন্দর ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র। এই বাজারেই শামসুল হক ফরিদপুরীর ঘরে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর অফিস ছিল। বঙ্গবন্ধু স্টিমারযোগে যখনই গ্রামের বাড়ীতে আসতেন, তখন পাটগাতীতে নেমে শামসুল হক ফরিদপুরীর সঙ্গে দেখা করে যেতেন এবং শামসুল হক ফরিদপুরীর মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ীতে আসলেই পাটগাতীতে নেমে তাঁর কবর জিয়ারত করতেন। যেহেতু শামসুল হক ফরিদপুরী পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সেক্রেটারী ছিলেন, কাজেই বঙ্গবন্ধুও এ সমিতির সদস্য ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়।

(৪) তৎকালীন সময়ে সমাজের গণ্যমান্য ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুও সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বরং তাঁর সমবায় সমিতির সদস্য না থাকাই অস্বাভাবিক।

(৫) পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর নিবন্ধন হয় ১৬/১১/১৯৪৯ সালে এবং বঙ্গবন্ধু ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৫ মে কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী হন। কাজেই ধারণা করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।

(৬) তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু পরিবারের ৪ জন সদস্য সরাসরি সমবায় সমিতির সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুর পরিবার একটি সমবায় পরিবার-এ কথা নির্দ্বিধায়ই বলা যায়। সুতরাং বঙ্গবন্ধুও সমবায় সমিতির সদস্য ছিলেন বলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

৫.০৫: তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল

জাতির পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্য ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় এবং এই ঘটনাটি সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি মাইলফলক। এ বিষয়ে আরও নিবিড়ভাবে তথ্যানুসন্ধান করে অধিকতর প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.০৬: বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা/অবদান/উদ্যোগ

আমরা জানি বঙ্গবন্ধু সমবায়কে ধারণ করতেন হৃদয়ে-লালন ও পালন করতে চেষ্টা করেছিলেন আজীবনের কর্মপ্রয়াস দ্বারা। তিনি সমবায়কে 'সোনার বাংলা' গড়ার হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু 'সমবায় দ্যোতনা ও দর্শন' এবং 'সমবায় কর্মপ্রয়াস'-এর অনেক স্মারক রয়েছে। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা পেতে পারি এক অসাধারণ আলোকিত সমবায় ঐতিহ্য। বঙ্গবন্ধু দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে গিয়েছেন, সদস্যদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন, সমবায় সমিতির কার্যক্রমে প্রায়োগিক সহায়তা দিয়েছেন এবং সমবায় সমিতির উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ/প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য পেয়েছি বিভিন্ন সময়ের অনুসন্ধানে। এ বিষয়ে প্রাপ্ত কয়েকটি ঘটনাপ্রবাহ হলো:

৫.০৬.০১: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক কেটিসিটিএ পরিদর্শন:

কুমিল্লার কেটিসিসিএ (কোতোয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন) পরিদর্শন করেছেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের মাঝে বঙ্গবন্ধুও ছিলেন। অনারবোর্ডে এসব মহাপুরুষদের নাম রয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পাওয়া গেছে।

চিত্র-০২: অনার বোর্ডের ১০ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নাম।

৫.০৬.০২: সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লিঃ (মাধবদী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী)-এ বঙ্গবন্ধুর আগমন

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন ফাতিমা জিন্নাহ। তাঁর সমর্থনে নরসিংদীর মাধবদীতে একটি সমাবেশে বক্তব্য দিতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বক্তৃতার শেষে নরসিংদীর সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লিঃ এ বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন এবং এক ঘন্টা ছিলেন। তিনি এখানে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ সময় বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি তোলা হয়েছিল যা সমিতির পরিচালক জনাব মোঃ এনাজুর রহমান সযত্নে সমিতিতে সংরক্ষণ করেছেন।
এছাড়াও জনাব মোঃ এনাজুর রহমান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সাথী ও বন্ধু। বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালীন সময়ে জনাব মোঃ এনাজুর রহমানকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। এটিও সযত্নে সংরক্ষণা করে চলেছেন তিনি। এ চিঠিটিও একটি ঐহিতাসিক দলিল হতে পারে সমবায় অঙ্গনে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে ১১/০১/২০২১ তারিখে গবেষণা পরিচালকের নরসিংদী আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট পরিদর্শনকালে এ তথ্য ও ছবি পাওয়া গেছে।

চিত্র-০৩ সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি: এ রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর ছবি

৫.০৬.০৩: মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর অনুদান:

বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এর সঙ্গে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মচেতনা ও দেশপ্রেমের এক অনুপম স্মৃতি জড়িত রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। এতে করে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লায় আসলে তাঁকে মৃৎশিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে তিনি সরকারের

ত্রাণ ও পূনর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্পমূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতির আবার পুনর্জন্ম হয়। [৩০]

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পাওয়া গেছে।

চিত্র-০৪: বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কিত ব্যানার।

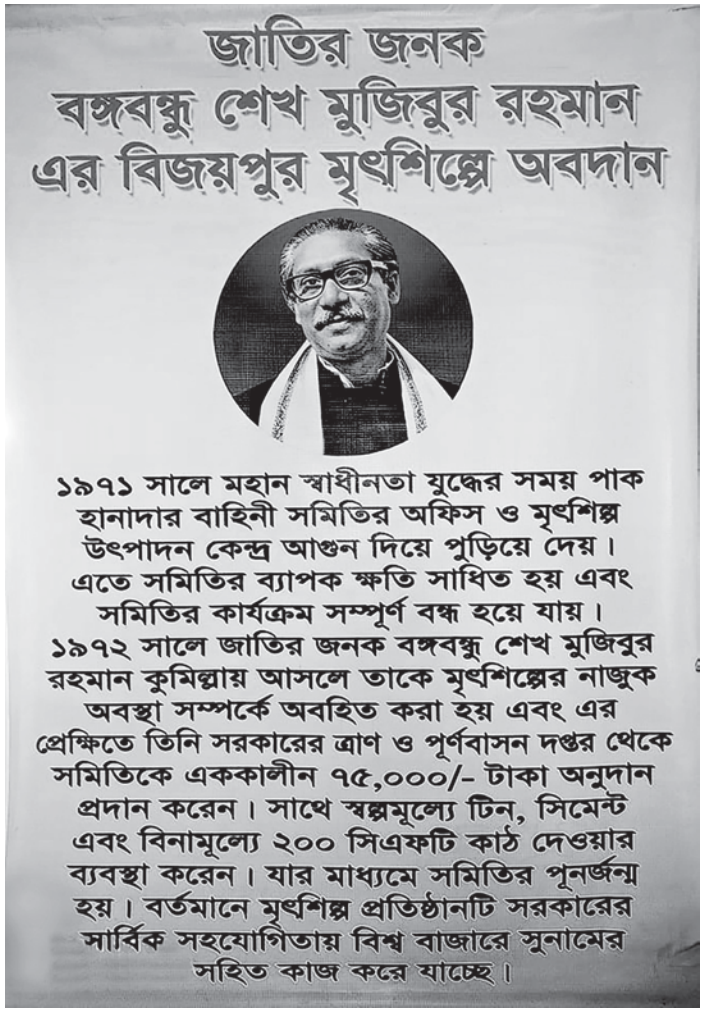

৩০ বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এর অফিস কক্ষে প্রাপ্ত ব্যানারের লিখন।

উল্লেখ্য যে, বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৬১ সালে ১৫ জন মানবহিতৈষী ব্যক্তি ড. আখতার হামিদ খানের সহযোগিতায় সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালে সমিতিটি সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধিত হয়। ১৫ টাকার শেয়ার এবং ৭.৫০ টাকা সঞ্চয় সহ মোট ২২.৫০ টাকা মূলধন নিয়ে রুদ্রপাল যাত্রা করে, যা বর্তমানে ২ কোটিতে পৌঁছেছে। বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতিটি ৩ বার জাতীয় সমবায় পুরষ্কার লাভ করে। ২০১৯ সালে সমিতিটি কুমিল্লা জেলার শ্রেষ্ঠ সমিতি হিসেবে সনদ প্রাপ্ত হয়।

৫.০৬.০৪ 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড, ঢাকা' -এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক এফডিসি বিল উপস্থাপন, পাসকরণ এবং এফডিসির প্রতিষ্ঠা

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবী ডঃ আব্দুস সাদেকের নেতৃত্বে ইডেন বিল্ডিংস সচিবালয়ে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঢাকায় একটি ফিল্ম ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক উর্দুভাষী অস্থায়ী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী বলেন যে, এদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় ছবি নির্মাণ সম্ভব নয়। তাঁর এই নেতিবাচক বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নাট্যকর্মী আব্দুল জব্বার খান। [৩১]

বাংলা ভুখণ্ডে তখন চলচ্চিত্র নির্মাণের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। যদি কোন বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাণের পথে অগ্রসর হতেন, তবে তাঁকে নেগেটিভ নিয়ে যেতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। আবার লাহোর থেকে প্রক্রিয়াকরণ শেষে পূর্ব পাকিস্তানে আনতে গেলেও লাগতো কাষ্টমস ক্লিয়ারেন্স। এ দুঃসহ অবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন ডঃ আব্দুস সাদেক ও সমমনরা। উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবী ডঃ আব্দুস সাদেক ছিলেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক। পশ্চিম পাকিস্তানে যদি ছবি তৈরি হতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানে কেন ছবি হবে না-এ তাড়না তাঁকে বারবার পীড়িত করছিল। পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র তৈরি হতে হবে, এ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে গঠন করেন 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড, ঢাকা'। ১৯৫৭ সালে মন্ত্রী থাকাকালে 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড, ঢাকা'-এর উদ্যোগে ও সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু এফডিসি বিল সংসদে উত্থাপন করেন এবং এটি পাস হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে চালু হয় নতুন শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের বলে ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। চলচ্চিত্র ছিল তখন এই বিভাগের অধীন। চলচ্চিত্র ইউনিটের দায়িত্বে থাকা নাজীর আহমদ ছিলেন একজন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ। তিনি পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার দফতরের উপ-পরিচালক এবং চলচ্চিত্র ইউনিটের প্রধান ছিলেন।

৩১ অনুপম হায়াৎ ,বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, তৃণলতা প্রকাশ, ঢাকা; পৃষ্ঠা নং: ৩৫।

আসগর আলী শাহ ছিলেন শিল্প সচিব এবং আবুল খায়ের ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব। নাজীর আহমদ উপ-সচিবের মাধ্যমে সরকারের কাছে ১ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানালেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জানালেন কর্পোরেশন করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ টাকা পাওয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু সব শুনে নাজীর আহমদকে বাসায় ডেকে পাঠালেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তিনি ঢাকায় একটি স্থায়ী আধুনিক ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের দাবীর কথা জানালেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার তরুণ নেতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভক্ত,শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনন্য পৃষ্ঠপোষক এবং পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার এবং অবিসংবাদিত মহান দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধু বিস্তারিত শুনে বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিলেন। বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বঙ্গবন্ধু তখন তাঁকে স্টুডিও প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বিলের খসড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেন।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সামসুদ্দীন আবুল কালাম তখন ছিলেন তথ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক। তিনি, ডঃ সাদেক, নুরুজ্জামান ও জব্বার খান বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক 'চলচ্চিত্র সংস্থা' গঠন সংক্রান্ত কাগজপত্র দ্রুত তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর কাছে জমা দেন। জব্বার খান সাহেবের প্রস্তাব ছিল 'ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম স্টুডিও' নামটি। সামসুদ্দীন আবুল কালাম নামটি পরিবর্তন করে রাখলেন 'East Pakistan Film Development Studio Act, 57 –পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল। তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন শেষ হতে মাত্র দু'দিন বাকী আছে। সবাই মিলে বিলের খসড়া বঙ্গবন্ধুর হাতে দিলেন। বিলের প্রস্তাব হাতে পেয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন,'প্রস্তাব আমি নিজেই পেশ করবো।' তখন কে জানতো এই বিল অনুমোদনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে এক নতুন ইতিহাস। বাঙালি জাতি পাবে সপ্তকলার সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সূতিকাগার। ৩২

৫.০৬.০৫: মিল্কভিটার টেকের হাঁট দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত নথিতে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত নোট:

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের "Amul" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা এর সহায়তায় দুই

৩২ জেমী, মোহাম্মদ হোসেন, বঙ্গবন্ধুর চলচ্চিত্র: চলচ্চিত্রের বঙ্গবন্ধু,জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৭, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা, ২০১৭; পৃষ্ঠা নং: ১৭

পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাস্ট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দুটির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দুটির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় দুটি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড" নামকরণ করা হয়।

মিল্কভিটার সাথে বঙ্গবন্ধুর ছিল উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ। দুগ্ধ শিল্পের স্বয়ংম্ভরতার স্বপ্নের বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু মিল্কভিটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পাওয়া গেছে।

চিত্র-০৫: ১৯৭৩ সালে টেকেরহাটে দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত নথি।

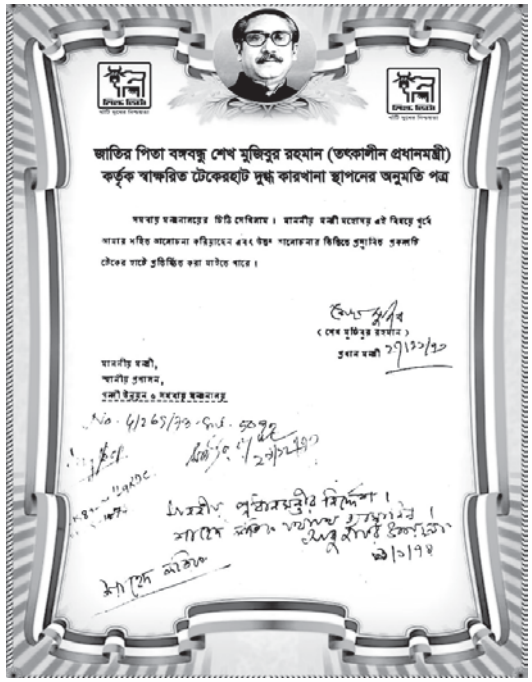
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী)
কর্তৃক স্বাক্ষরিত টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের অনুমতি পত্র

৩১ জেমী, মোহাম্মদ হোসেন ,বঙ্গবন্ধুর চলচ্চিত্র: চলচ্চিত্রের বঙ্গবন্ধু,জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৭, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা, ২০১৭; পৃষ্ঠা নং: ১৭

৫.০৬.০৬: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায় সমিতিতে ঋণের চেক বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোহর সার্কিট হাউজে যশোহর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোহর সেন্ট্রাল কো–অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলীর নিকট যশোহর জেলার সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন। অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা) জনাব অঞ্জন কুমার সরকার-এর উদ্যোগে এবং যশোহর জেলার সমবায় অফিসার জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হক এর সৌজন্যে ছবি ও তথ্য পাওয়া গেছে।

চিত্র-০৬: যশোহর সার্কিট হাউজে যশোহর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোহর সেন্ট্রাল কো–অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলীর নিকট যশোহর জেলার সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোর সদর আসনের সংসদ সদস্য এম রওশন আলী কে সমবায় চেক প্রদান করেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোর সার্কিট হাউজে যশোর সদর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলী'র নিকট যশোর জেলার সমবায়ীদের ঋন প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন।

৫.০৭: বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় ভালোবাসা

জাতির পিতার সার্থক উত্তরসূরি বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন সমবায়বান্ধব নেতা। তিনি সমবায়কে ধারণ করেন, লালন করেন এবং সমবায়কে সোনার বাংলা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেন। বর্তমান গবেষণাকালে আমরা সমবায়ের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ভালোবাসা ও বিশ্বাসের প্রমাণ পেয়েছি।

২৮ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর সভানেত্রী হিসেবে তিনি কুমিল্লা সফর করেন। এ সফরকালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর সভানেত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন আওয়ামীলীগ এর যুগ্ম সম্পাদক মো. আমির হোসেন আমু, প্রচার সম্পাদক মো: নাসিম, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আ. আউয়ালসহ জেলাপরিষদ ও জেলা আওয়ামীলীগ এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দিদার সার্বিক গ্রামউন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. পরিদর্শন করেন। তার সঙ্গে প্রায় ৩০ জন দলীয় নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১১.০০ টায় এস তাঁরা বেলা ১.১০ টার দিকে সমিতি পরিদর্শন শেষে প্রস্থান করেন। সমিতিতে আগমনের কারণ সম্পর্কে লেখা হয়েছে: 'সমবায়ের কাজকর্ম জানার জন্য আগমন।' তৎকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যার দিদার সার্বিক গ্রামউন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. পরিদর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমিতির কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যজনক বলে মন্তব্য করেন। পরিদর্শন খাতায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেদিন তিনি লিখেছিলেন:

সমবায়ের কাজকর্ম অত্যন্ত সফল বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য বহুমূখী গ্রাম সমবায় অপরিহার্য।

এই প্রতিষ্ঠান তার প্রমাণ। আমি কর্মকর্তা ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই।

চিত্র-০৭: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করছেন। পাশে আছেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব মো. ইয়াছিন

চিত্র-৮: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন মন্তব্য

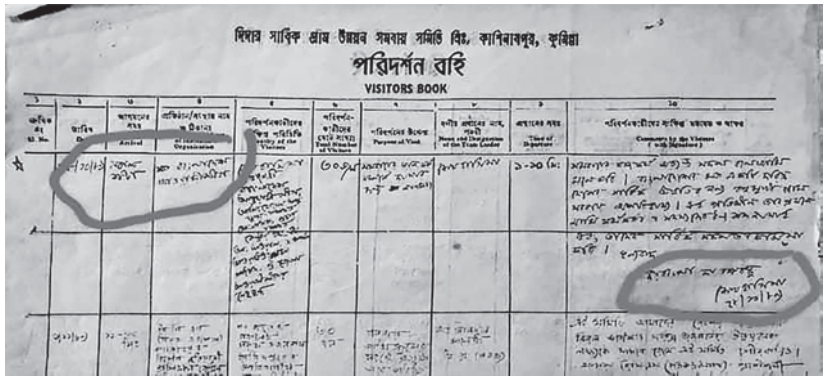
দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, কাশিবাবপুর, কুমিল্লা
পরিদর্শন বহি
VISITORS BOOK

৫.০৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততার প্রায়োগিকতা: কতিপয় সম্ভাবনা

বঙ্গবন্ধু দেশের আপামর জনসাধারণকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাদেরকে কর্মবীর হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই আত্যন্তিক চাওয়াকে বাস্তবায়ন করতে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন:

No plan, however well-formulated, can be implemented **unless there is a total Commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices.** All of us will, therefore, have to dedicate ourselves to the task of nation building with **single-minded determination.** I am confident that our people will devote themselves to this task with as much courage and vigour as they demonstrated during the war of liberation.

[The above is an extract, in abridged form, taken from the Foreword of the First Five Year Plan of Bangladesh which was prepared under the guidance and leadership of the FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN.][৩২]

বঙ্গবন্ধুর এই single-minded determination সৃজনে সমবায় অধিদপ্তর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্ততার শিকড় সন্ধানের মাধ্যমে আমরা নিম্নোক্ত ফলাফল পেতে পারি:

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মে সমবায় শক্তির উৎসারণ খুঁজে পাওয়া।

32 8th Five Year Plan, July 2020-June 2025, General Economics Division (GED), Planning Commission. 2020

(২) সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও ইতিবাচক করতে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।

(৩) সমবায় শক্তিকে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর প্রায়োগিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া।

(৪) একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায় সেক্টরের সম্পৃক্ততা খুঁজে বের করা;

(৫) সমবায় ভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করা।

(৬) আত্মসমালোচনার প্রেক্ষিত ও কার্যকরণ বের করা এবং নতুন আঙ্গিকে সমবায় সমিতি গঠনের নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করা।

(৭) মুজিববর্ষে প্রায়োগিক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনায়ন করা।

(৮) সমবায় ঐতিহ্যের আর্কাইভ গড়ে তোলা।

(৯) অতীতের সমবায় ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

৫.০৯: উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্ততা উপলব্দি করতে আমরা সমবায়ের দুটি ভিন্ন আঙ্গিকের সংজ্ঞা বিবেচনা করতে পারি। সমবায়ের প্রথম চমৎকার সংজ্ঞাটি আমরা পাই সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মো: আমিনুল ইসলামের নিকট থেকে। তিনি সমবায়কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন: 'সমবায় হচ্ছে ভালোবাসা-নির্ভর, ভালোবাসা-কেন্দ্রিক, ভালোবাসা-চালিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পরিক উদার ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেই, সেখানে আর যাই হোক, সমবায় অনুপস্থিত। সমবায়ের বন্ধন মানেই ভালোবাসার বন্ধন। সমবায়ের মূল পুঁজি সমবেত ভালোবাসা।'[৩৩] অপর দিকে আমেরিকার প্রেডিন্টে আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণের নির্যাস নিয়ে সমবায়ের ভিন্ন আঙ্গিকের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি এরকম: 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators.)[৩৪]

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন আদর্শ নেতা। নেতৃত্বের সংজ্ঞা থেকে আমরা পাই: A Great Leader is He Who knows the Way-Goes the Way and Shows the Ways. (Jhon C Maxwell) (একজন নেতা হচ্ছেন তিনি যিনি পথ জানেন, পথে গমন করেন এবং পথ দেখান)। বঙ্গবন্ধু এমন একজন মহান নেতা যিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য সম্যকভাবে জানতেন, সারাজীবন সে পথে সংগ্রাম করেছেন এবং আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন আলোকিত ভবিষ্যতের প্রোজ্জ্বল পথরেখা। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সম্পৃক্ততার মাঝেও আমরা এই শাশ্বত চেতনার স্ফূরণ দেখতে পাই।

৩৩ ভালোবাসা একটি অন্তরঙ্গ অবলোকন, মোঃ আমিনুল ইসলাম, সমবায় আঙিনায় সৃজনশীলতার আলো একজন আমিনুল ইসলাম, (হরিদাস ঠাকুর সম্পাদিত), বর্ণধারা ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; পৃষ্ঠা নং:২৫২

৩৪ হাত বাড়ালে সমবায় হাতের মুঠোয় সমবায় (সমবায় সেবকের সফলতা সন্ধান: তত্ত্ব-দর্শন ও প্রয়োগ). হরিদাস ঠাকুর, নন্দিতা প্রকাশ, বিচিত্রা বই মার্কেট (৩য় তলা) ৩১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; সেপ্টেম্বর ২০২০; পৃষ্ঠা নং: ১৫০

যুগ্মনিবন্ধক

বাংলার মানুষই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন পাঠশালা। এই মানুষদের তিনি সংঘবদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা আনায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। সমবায় শক্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর জনগণকে সংঘবদ্ধ করার হাতিয়ার। জাতির পিতার সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্নের শক্তিশালী বাহন হতে পারে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমবায় সম্পৃক্ততা খুঁজে বের করা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই অনুসন্ধান কাজ দ্বারা আমরা সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় আন্দোলনে একটি নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে চাই যা হবে সমবায় অধিদপ্তরের তথা বাংলাদেশের সমবায়ীদের জন্য এটি একটি প্রায়োগিক কাজ। এই অনুসন্ধান কার্য থেকে প্রাপ্ত পাথেয় হবে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক এবং সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: খুলনা বিভাগের যুগ্মনিবন্ধক মোঃ মিজানুর রহমান, খুলনা জেলা সমবায় অফিসার জয়ন্তী অধিকারী, যশোর জেলা সমবায় অফিসার মঞ্জুরুল হক, গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় অফিসার ফায়েকউজ্জামান, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা সমবায় অফিসার শেখ আমিরুল বশীর এবং গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর স্টোর কীপার আবুল বশার গাজী এর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তথ্যানুসন্ধানে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য।]

চিত্র: ০৯
গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের উদ্বোধনী ফলক

চিত্র: ১০
গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতিগণের নাম ও কার্যকাল

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে দেশের সমবায় চিন্তক/গবেষক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দের সাক্ষাতকার

৬.০১: প্রারম্ভিকা

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ঘোষণার ভিত্তিমূল হল একটি ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করার সক্ষমতা রাখে। সেই জনগণের জন্য এবং জনগণের সম্পৃক্ততায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' যেখানে সাংবিধানিকভাবেই 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। সাধারণ জনগণকে কেন্দ্রে রেখে এরকম প্রত্যয়দীপ্ত সাংবিধানিক অঙ্গীকার পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। তাইতো বঙ্গবন্ধু সেই জনগণের জীবনমান নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন "আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।"

বঙ্গবন্ধুর তাঁর সংগ্রামী চেতনার আলোকে মনে করতেন যে, সমবায় একটি মানব কল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর এ ভাবনারই স্বীকৃতি আমরা বর্তমান সময়ে এসেও পাই যখন দেখি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব গঠনে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার কথা জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন তাঁর বাণীতে বলেছিলেন, 'সমবায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অর্থনৈতিক মুনাফা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা একই সাথে অর্জন সম্ভব।' আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) এর সভাপতি এর ভাষায়- 'সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে-লোভ মেটানোর কাজ করে না' এসব কথা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন বলে আমরা মনে করতেই পারি।

বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে- গণতন্ত্র, অর্থনীতি, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ, সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনে আমরা তাই পাই মা-মাটি ও মানুষের নিবিড় সম্পৃক্ততা। আমরা যেসব বুদ্ধিজীবী ও চিন্তকবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তাঁরা হলেন: (ক) অধ্যাপক যতীন সরকার–বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী (টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার); (খ) আবুল বারাকাত–বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জনতার ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান (গ্রন্থ থেকে অনুলিখন); (গ) অধ্যাপক এম এম আকাশ–চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (ঘ) ড. আতিউর রহমান–অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (লিখিত সাক্ষাৎকার);

(ঙ) ড. কাজী রেজাউল ইসলাম- ডিরেক্টর, এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনস্যালট্যান্টস (প্রা:) লিঃ (লিখিত সাক্ষাৎকার); (চ) জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান-প্রাক্তন অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর (লিখিত সাক্ষাৎকার); (ছ) মোঃ আব্দুর রশীদ-সমবায়ী ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি: (লিখিত সাক্ষাতকার) (ছ) জনাব সমীর কুমার বিশ্বাস, উপসচিব,বস্ত্র মন্ত্রণালয় (টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার); ।

৬.০২: সাক্ষাতকারের যৌক্তিকতা:

মা-মাটি ও মানুষের নিবিড় সম্পৃক্ততাধন্য 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণাকর্মের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমবায় চিন্তক ও গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও উন্নয়নকর্মী এবং সমবায়ীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আমাদেরকে লিখিতভাবে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। আর বাকি কয়েকজনের সাক্ষাৎকার টেলিফোনিক মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের আলোকে তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যালোচনা প্রদান করেন। তাঁদের এই মতামত আমাদের বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

এ অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন নিয়ে যারা চিন্তা করেন, এর প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করেছেন ও করছেন এবং যারা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে ধারণ করেন, লালন করেন এবং সমবায়কে সোনার বাংলায় রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের একান্ত সাক্ষাৎকার (KII-Key Informant Interview) গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা তাঁর সমকালের এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভেতর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। উপরন্তু ভবিষ্যত উন্নত ও সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁর চিন্তা-চেতনা কতটা কার্যকর হতে পারে, সে সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.০৩: সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত তথ্য:

একান্ত সাক্ষাৎকারে (KII-Key Informant Interview) প্রাপ্ত তথ্যকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

৬.০৩.০১: স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা কী ছিল?:

এ প্রশ্নের জবাবে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ড. আতিউর রহমান বলেন 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন দেশের অন্যতম একটি স্ট্র্যাটেজি ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়ানো কারণ খাদ্য সংকট তখন তীব্র ছিল। সারাজীবন তিনি কৃষকের পক্ষে কাজ করেছেন সেজন্য তিনি সংবিধানে পাবলিক সেক্টর , প্রাইভেট সেক্টর ও সমবায় সেক্টর এই তিন ধরনের সেক্টরের কথা বলেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায়ের উল্লেখ ছিল। সমবায়ের একটি ঐতিহ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ সমবায় নিয়ে কাজ করেছেন, পরবর্তীকালে আখতার হামিদ খান সমবায় নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু একটি

সমবায় ভিত্তিক অর্থনীতি দাড় করানোর জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। সেসময় সমবায়ের ভালো দিক এটা ছিল যে, সমবায়ের সদস্যদের জমির মালিকানা তাদের কাছেই থাকবে কিন্তু তারা একসঙ্গে কাজ করবে। ইকনোমি অফ স্কিল ধার করবার জন্য তিনি এ পলিসিটা নিয়েছেন। এতে করে বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লব যেটা করতে চেয়েছেন সেটা সহজতর হবে। এক, সমবায়ের মাধ্যমে সেচ যন্ত্র স্থাপন করা যাবে, আবার একইসঙ্গে আধুনিক বীজ সরবরাহ করা যাবে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হবে এবং স্থানীয় সরকারের সাথে সমবায় একসাথে কাজ করবে। তিনি সমাজ বিবর্তনের অংশ হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন।'

ড. আবুল বারাকাতের মতে, আামাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deep rooted humane philoshphy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make history) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংকৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্ততাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)]। এ মালিকদের সার্বিক উন্নয়নই ছিল বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার কেন্দ্রভূমি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক জনাব এম এম আকাশ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বঙ্গবন্ধু সংবিধানে তিন ধরণের মালিকানা অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তার মধ্যে সমবায় মালিকানা দ্বিতীয় খাত। সমবায়কে সমগ্র অর্থনীতি ব্যাপী প্রয়োগের চিন্তাভাবনা থেকেই সমবায়ী মালিকানাকে তিনি সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটি কোন বিচ্ছিন্ন প্রস্তাব নয় । বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরও সমবায় ব্যবস্থা থাকবে। জনাব ডঃ কাজী রেজাউল ইসলাম ডিরেক্টর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স পানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস (প্রাঃ) লিঃ উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর দর্শন নিজ ও দলগত উদ্যোগে ও দায়িত্বে, গনতান্ত্রিক উপায়ে সকলের সম উন্নয়ন।

সমবায় অধিদপ্তরের প্রাক্তন অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মো: সাইদুজ্জামান এ বিষয়ে বলেন, স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা হলো দুটি: প্রথমত সমবায় মালিকানার স্বীকৃতি আর দ্বিতীয়ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ও সেবায় অন্যতম প্রধান স্রোত হিসেবে প্রতিষ্ঠা। সমবায় অধিদপ্তরের প্রাক্তন যুগ্মনিবন্ধক ও বর্তমানে সরকারের উপসচিব সমবায় গবেষক সমীর কুমার বিশ্বাসের মতে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ছিল স্বাধীন দেশের উন্নয়নে সমবায়কে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আবার সমবায়ী আব্দুর রশীদ মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা মানে মা-মাটি ও মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নসাধন।

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও চিন্তক অধ্যাপক যতীন সরকারের মতে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা হচ্ছে একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসে জনগণের কল্যাণের জন্য কর্মসূচি ।

৬.০৩.০২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি না?

এ প্রশ্নের জবাবে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ড: আতিউর রহমান বলেন বঙ্গবন্ধু তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় বিপবের ডাক দিয়েছেন তিনি তা বাস্তবায়নের সুযোগই পাননি । তিনি কৃষকদের, শ্রমিকদের যে আধুনিক কো-অপারেটিভ দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সেটা দিয়ে কেবল মাত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল । সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে শিল্প খাতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, কৃষকদের কো-অপারেটিভের অধীন নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি চলছিলো । তার পরবর্তীতে যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা বঙ্গবন্ধুর এই পলিসি গ্রহণ করেননি । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়ন করার সুযোগ হয় নি তাই এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছি । পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণের কো-অপারেটিভ গঠিত হয়েছে, বেশ কিছু সফলও হয়েছে এবার কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে । বিশেষ করে একই কো-অপারেটিভের মধ্যে অনেক ধনী আর অনেক গরিব মানুষ একসঙ্গে আসলে যে সমস্যা হয় তার কারণে সমবায় সমিতির কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে । তবে অনেক সমবায় সমিতই অনেক ভালো করেছে । বাংলাদেশসহ ইউরোপের অনেক দেশে বিশেষ করে জার্মানি, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ডে কো-অপারেটিভ কাজ করছে, রবীন্দ্রনাথ তাদের খুব প্রশংসা করেছেন । মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলো কো-অপারেটিভ ভিত্তিক হলে অনেক বেশি সফল হওয়া সম্ভব । বাংলাদেশেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ সফল হতে পারে । এ বিষয়ে অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁর সমবায় দর্শন প্রয়োগ হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু তিনি যেভাবে চিন্তা করেছিলেন যেভাবে হয় নি (রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসেবে হয় নি) । ১৯৭৫ এর আগষ্টের পর থেকে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত সমবায় একেবারেই অনুপস্থিত ছিলো কারণ সেই শাসকেরা সমবায়ে বিশ্বাস করতেন না ।

এ প্রশ্নের জবাবে অপরাপর উত্তরদাতাগণও মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি কারণ বঙ্গবন্ধু এ দর্শন প্রয়োগের যথেষ্ট সময় পাননি ।

৬.০৩.০৩:বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগের সাথে সম্পৃক্ত কোন উদ্যোগে আপনার সংশ্লিষ্টতা ছিল কি না? এবং থাকলে সে উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা কী? এ প্রশ্নের জবাবে ড: আতিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোগের সাথে সংশিষ্ট হওয়ার সুযোগ ছিল কারণ আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি এবং গবেষণাও শুরু করিনি । অন্যদিকে এম এম আকাশ সংশিষ্টতা ছিলো জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু বাকশালে সমবায়ের রূপরেখা প্রণয়নের আংশিক দায়িত্ব দিয়েছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন কে, যিনি কমিউনিস্ট পার্টির

সদস্য ছিলেন । আমিও সদস্য ছিলাম । সেভাবেই সমবায়ের কনসেপ্ট পেপার তৈরিতে একাডেমিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা/তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছি । এছাড়া বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরও এ নিয়ে বহু বিতর্ক অব্যাহত ছিল । যেখানেই গণমুখী সমবায় হয়েছে সেখানেই যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি তাদের উপদেষ্টা হিসেবে/লেখক হিসেবে এবং তাদের মিটিং/ প্রশিক্ষণে গিয়েছি । সেরকম দুটি সমবায় কিংশুক ও ক্রেডিট ইউনিয়ন । তার মধ্যে ক্রেডিট ইউনিয়নে এখনো জড়িত আছি । এ বিষয়ে ডঃ কাজী রেজাউল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে পতিত জমি আবাদের আহবানে শেরে এ বাংলা কৃষি ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যয়ন কালে বেশ কয়েকজন সহপাঠী একত্রিত হয়ে সমবায় উদ্যোগে আগাঁরগাওয়ে ১৯৭৪ সালে ৫/৬ একর পতিত জমিতে ধান আবাদ করি । বিএডিসির সহযোগিতায় নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগে এই উদ্যোগ তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ পরিদর্শন করেন । পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যের অভাব দূর করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কার্যক্রমের সূচনা হয় । বর্তমান খাদ্য উৎপাদন তিন গুন বৃদ্ধি পেয়েছে । বার্ষিক পতিত জমির পরিমাণ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমেছে । বার্ষিক ফসল আবাদি জমির পরিমাণ তিন ফসল মৌসুম মিলে এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান জানান যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের তিনি কুমিল্লা জেলার বিজয়পুর মৃৎশিল্পী গ্রামে মৃৎশিল্প সমবায় কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং কুমিল্লা সমবায় কারখানায় ট্রাক্টর সংযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত ছিলেন ।

৬.০৩.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বলতে আপনি কী বোঝাবেন

এ প্রশ্নের জবাবে ড. আতিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বলতে বোঝাব যে তিনি কৃষি ক্ষেত্রে জমির মালিকানা না ছেড়ে দিয়ে তার ম্যানেজমেন্টটা সমিতির মাধ্যমে করা হবে । যিনি জমির মালিক এবং যিনি জমিতে শ্রম দিবেন তাদের মধ্যে একধরণের পার্টনারশিপ থাকবে । এভাবে খণ্ড খণ্ড জমিকে একসাথে এনে আধুনিক করার সুযোগ তৈরি হবে । একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার জন্য বঙ্গবন্ধু সমবায়ের কথা ভেবেছিলেন । অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে চেয়েছিলেন সমবায়ের মাধ্যমে । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন যদি সত্যি চালু করা যেত তাহলে গ্রাম বাংলায় বৈষম্য অনেক কমে যেত । এ বিষয়ে অধ্যাপক এম এম আকাশ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিলো তার কারণগুলো হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সমস্যা, অতিরিক্ত কেন্দ্রিকরণ, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ, আমলাতন্ত্রের জটিলতা এবং বাজার সম্পর্কে উদাসীনতা । অন্যদিকে, পুঁজিবাদ অনেক আগেই ব্যর্থ হয়েছে ইনইক্যুয়ালিটির কারনে তাই সমবায়ই একমাত্র স্বীকৃত মালিকানা যেখানে মার্কেট ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে পারে এবার আমলাতন্ত্রও কম থাকতে পারে । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন হচ্ছে যেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার মিশ্রণ থাকবে আবার সমতা ও ন্যায়বিচারও থাকবে । ড. কাজী রেজাউল ইসলাম উলেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে সম

উদ্যোগ ও পরিশ্রমে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হোক এবং এর সুফল জনগণের মধ্যে সমভাবে বন্টন হোক।

অধ্যাপক যতীন সরকার মনে করেন, সমবায় ব্যবস্থা দেশের ধনসম্পদ একক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রোধ করত: সুষম বন্টন নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিতে সমতা ও স্থিরতা আনয়ন করে। মোট দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ তথা সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে মূলধন ও সম্পদ সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদ-এই দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের সাথে সমবায় দর্শনের মূলগত ব্যবধান তুলনা ও যাচাই করলে সমবায় দর্শনের বিশেষত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের হাতিয়ার সমবায় ব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণের হাতে ধন-সম্পদ উৎপাদন, বিলি বন্টন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্পিত হয়। সাম্যবাদী ব্যবস্থায় যাবতীয় ধন-সম্পদ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাকে, যার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যম ও নেতৃত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে সমবায় ব্যবস্থায় ধন-সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও জনসাধারণের নেতৃত্ব অঁটুট থাকে। সে জন্যই সমবায়কে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের 'মাঝা-মাঝি পথ' বলা হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সওদাগরী সংস্থাগুলি অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সমবায় মানুষের প্রতিষ্ঠান এবং এখানে ছোট বড় সকল অংশীদারকে মালিক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সমবায়ের মূল দর্শন আমরা পেতে পারি মহান দার্শনিক প্লেটোর অমর উক্তি থেকে 'অন্যের কল্যাণ কামনায় আমরা নিজেদের কল্যাণের পথ খুঁজে পাই'।

পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝামাঝি পন্থা হিসেবে সমবায়ের ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে অধ্যাপক যতীন সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–'ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশকে যদি স্বায়ত্বশাসিত ইউনিট সমূহে বিভক্ত করে নেয়া যায় এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের সেই সব ইউনিটে যদি গড়ে তোলা যায় বহুমূখি সমবায়, তাহলেই উৎপাদন ও বণ্টন প্রণালিতে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। সমবায়-প্রণালিভিত্তিক সে রকম স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা পাবে স্বাধীনতার স্বাদ, সেই স্বাধীনতাই দেবে তাদের আত্মশাসনের সুযোগ, সেই আত্মশাসনই হবে প্রকৃত শাসন এবং সে রকম সুশাসনই নিশ্চিত করবে তাদের ক্ষমতায়ন'। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা এখানেই নিহিত বলে অধ্যাপক যতীন সরকার মতামত রাখেন।

৬.০৩.০৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ কীভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিপুরক ছিল?

এ বিষয়ে সকল উত্তরদাতাই ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। ড. আতিউর রহমানের মতে, বঙ্গবন্ধু তিনটি সেক্টর নিয়েই কাজ করেছেন, পাবলিক, প্রাইভেট ও সমবায়। তিনটি সেক্টরই একটি আরেকটির পরিপূরক ছিল। তার মানে জোর করে তিনি কো-অপারেটিভ করতে চাননি। যারা মনে করবে যে সমবায়ের ভিত্তিতে একসঙ্গে কাজ করলে সফল হবেন

কেবল তারাই আসবেন। অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টরও চলবে। প্রাইভেট সেক্টরেও কো-অপারেটিভের মতো করে অনেকের জমি একসাথে করে সেখানে সেচ ব্যবস্থা করছে, সোলার ইরিগেশন পাম্পের ব্যবস্থা করছে, তবে তারা সবাই প্রাইভেট সেক্টরেই আছে। অন্য দিকে পাবলিক সেক্টরও চলছে। শিল্প খাতে পাবলিক সেক্টর এখনও অনেক রয়ে গেছে। তবে পাবলিক সেক্টরের শেয়ার ধীরে ধীরে অনেক কমে প্রাইভেটের দিকে যাচ্ছে। অধ্যাপক এম এম আকাশের মতে, যদি আমরা রাষ্ট্রকে ক্যাপিটালিস্ট লাইনে চিন্তা করি তাহলে পরিপূরক ছিলো না। আর যদি সোস্যালিস্ট লাইনে চিন্তা করি তাহলে পরিপূরক ছিলো এবং দিনকে দিন আরো প্রাসঙ্গিক হয়েছে। দেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যন্নোয়নের জন্য সমবায় একটি স্বীকৃত পন্থা। ড. কাজী রেজাউল ইসলামের অভিমত অনুসারে, দেশের সীমিত সম্পদ ও জনাধিক্যের প্রেক্ষিতে দেশের উন্নয়নে সমবায় উদ্যোগের গুরুত্ব ছিল। মোঃ সাইদুজ্জামান জানান যে, অবশ্যই পরিপূরক ছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে কোনো সমবায় সমিতি নেই।

সমীর কুমার বিশ্বাস এর মতে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ শুধু পরিপূরক ছিল না, ছিল বিকল্পহীন একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন।

৬.০৩.০৬: বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যম হিসেবে সমবায়ের প্রয়োগকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ড. আতিউর রহমানে মতে, বঙ্গবন্ধু জোর করে কো-অপারেটিভ করতে চাননি। যারা মনে করবে যে সমবায়ের ভিত্তিতে একসঙ্গে কাজ করলে সফল হবেন কেবল তারাই আসবেন। অধ্যাপক এম এম আকাশ পরামর্শমূলকভাবে বলেন, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপবের মাধ্যম হিসেবে সমবায়ের প্রয়োগ ছিল মৌলিকভাবে সঠিক লক্ষ্য অভিমুখে সঠিক পদক্ষেপ। যদিও তখনো তার বিষয়ীগত ভিত্তি গড়ে উঠে নি। এখানে তিনি যদি গণতন্ত্র কে যুক্ত করতেন এবং বাধ্যতামূলক সমবায়ের কথা না বলে স্বেচ্ছামূলক সমবায়ের কথা বলতেন তাহলে এটি আরো বেশি কার্যকর হতো। আর ড. কাজী রেজাউল ইসলামের অভিমত অনুসারে দেশের খাদ্য স্বয়ংস্বম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্রতা দূরীকরণে ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সমবায় উদ্যোগ ভুমিকা রেখেছে। গ্রামে লক্ষণীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে।

মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন সমবায় ছাড়া বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব অসম্পূর্ণ থাকতো এবং উন্নয়নের ফল দুষ্টচক্রকে ক্ষীত করতো। সমীর কুমার বিশ্বাস মনে করেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. আখতার হামিদ খান এ ত্রয়ী মনীষীর সুযোগ্য উত্তরাধিকার এবং তাঁদের সমবায় মননকে সমকালীন উন্নয়নভাবনায় সম্পৃক্তকরণ ও কর্মপ্রয়াসের প্রায়োগিকতার দিক থেকে যিনি সবচেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব তিনি আর কেউ নন; তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি তাই আবহমান বাঙালির আর্থ-সামাজিক মুক্তির এক দিশা।

৬.০৩.০৭: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?
এ বিষয়ে উত্তরদাতাগণ প্রায় সমধারণা পোষণ করেন। ড. আতিউর রহমান বলেন,বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা ছিলো উৎপাদন বাড়ানো, মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো ও আধুনিক কৃষি তৈরী করা। অধ্যাপক এম এম আকাশের মতে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা ছিলো সমতা নিশ্চিত করা এবং গরীব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। আর ড. কাজী রেজাউল ইসলামের অভিমত অনুসারে দেশে ক্রম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুষম বন্টন। দেশের সকল মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন, শোষণের বিরুদ্ধে সম্পদের সুষম বন্টনের প্রক্রিয়ায় গণ অংশগ্রহণ এবং সকল সম্পদের দলগত মালিকানা সৃষ্টির জন্য ব্যক্তির পুঁজির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অধিকার সৃষ্টিই ছিল বঙ্গবন্ধু সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা। তিনি আরও মনে করেন বঙ্গবন্ধু বিশ্বের শোষিত শ্রেণির অন্যতম নেতা ছিলেন। শোষণের অবাধ পথ রদ করার জন্য সমবায়কে তিনি হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

৬.০৩.০৮: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের উদ্দেশ্য কী পূরণ হয়েছিল?
এ বিষয়েও আমরা সকলের সমজাতীয় উত্তর পেয়েছি। ড. আতিউর রহমান স্পষ্টতার সঙ্গে বলেন,উদ্দেশ্য পূরণ হয় নি। কারণ তিনি শুরুই করতে পারেননি । তবে ভাবনা গুলো রয়ে গেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় এখনো কাজ করছে তার ভাবনার আলোকে। এম এম আকাশের মতে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের উদ্দেশ্য পূরণ হয় নি। প্রণীত নীতিটিতে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে তিনি ০৩ ভাগে ভাগ করেছিলেন যেখানে ১ ভাগ ছিলো শ্রমজীবীদের, ১ ভাগ জমির মালিকের আর ১ ভাগ ছিলো রাষ্ট্রের/ যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীর। এটি বাস্তবায়িত হলে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু আরো বেঁচে থেকে কর্মসূচী কার্যকরী করতে পারলে তা হয়তো উদ্দেশ্য পূরণে সফল হত । অপরদিকে উদ্দেশ্য পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে ড. কাজী রেজাউল ইসলাম মনে করেন। মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাঁর সকল উদ্যোগ বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁর চেতনারও বিনাশ ঘটে।

৬.০৩.০৯:'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন' ৭৫ এর পর কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? এ বিষয়ে আমরা উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রায় অভিন্ন উত্তর পেয়েছি। ড. আতিউর রহমান বলেন, পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতায় তারা একেবারেই বঙ্গবন্ধুর বিপরীত ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। তারা ব্যক্তি খাতকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনটি সেক্টরের যে ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের কথে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সেটি তারা বিশ্বাস করতেন না। তবে বর্তমান সরকারও বঙ্গবন্ধুর ভাবনার আলোকে সমবায়কে পরিপূরক সেক্টর হিসেবে গুরুত্ব দিচ্ছে। অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বঙ্গবন্ধুর দলের যে অংশ তখন ক্ষমতায় এসেছিলো তারাই প্রথম বাকশালের কর্মসূচি বাতিল করেছে, জাতীয়করণ বাতিল করেছে, বাতিল করেছে সমবায়কে। তারপর দক্ষিন পন্থী জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন একেবারই শেষ হয়ে যায়। আর সমবায় এর উপর গুরুত্ব হ্রাস পায় বলে ড. কাজী রেজাউল ইসলাম মনে করেন।

মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন, জাতির পিতাকে হত্যার পর সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের সকল পথ বন্ধ করে দেয়।

৬.০৩.১০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে কী কী ইতিবাচক ফলাফল আসতো বলে আপনি মনে করেন?
এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের আশাবাদী মনোভাব দেখা যায়। ড. আতিউর রহমানের মতে, কৃষির আরো বেশি উন্নয়ন হতো , আরো বেশি আধুনিকায়ন হতো। শ্রমিকরা আরো বেশি তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারতেন। সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত হতো। অধ্যাপক এম এম আকাশ প্রশ্নটিকে হাইপোথেটিক্যাল উল্লেখ করে বলেন, প্রশ্নটি অত্যন্ত হাইপোথেটিকাল এবং এর উত্তরও অমিমাংসিত। বরং আমরা বলতে পারি তিনি কি চেয়েছিলেন এবং তখনকার প্রেক্ষিতে তা ঠিক ছিল কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আর ড. কাজী রেজাউল ইসলাম মনে করেন দেশের উন্নয়নের সুফল সমবন্টনের সুযোগ বৃদ্ধি পেতো।

মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের ফলে অনেকগুলো ইতিবাচক ফলাফল এসেছিল। এগুলো হলো: (১) দৈনিন্দন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টন/বিতরণের সকল প্রতিষ্ঠানে সমবায় সৃষ্টি; (২) পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সার, বীজ, কৃষিযন্ত্র বিতরণ এবং (৩) পরিত্যক্ত মিল শ্রমিক সমবায়ের আওতায় আনা। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য আসতো।

৬.০৩.১১:বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে আপনি কী এখনো প্রাসঙ্গিক মনে করেন
এ প্রশ্নের জবাবে ড. আতিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক তবে কোন কোন ক্ষেত্রে। যেখানে শ্রমিকের অভাব, যেখানে মালিকের ব্যবস্থাপনার সুযোগ নেই সেখানে যদি একটি কো-অপারেটিভ করা যায় তাহলে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারবে। সেই ধারণার আলোকে পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে সমবায়কে নিশ্চয়ই আমরা গুরুত্ব দিতে পারি। এমনকি শহরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমবায় হয়েছে যেখানে সকলের অর্থ একসঙ্গে এনে একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে যারা একসঙ্গে সমবায় ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিকে একত্র করে বৃহৎ পুঁজি তৈরি করছে। সে দিক থেকে বিচার করলে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনার সাথে মিলিয়ে দেখা যায়। অধ্যাপক এম এম আকাশেএ বিষয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। ক্যাপিটালিজম আর ব্যুরোক্রেটিক সোস্যালিজমের ব্যর্থতার পরে সমবায়ই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। আর ড. কাজী রেজাউল ইসলাম মনে করেন দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়নের সুফল দেশের জনগনের কাছে সমভাবে পৌছাতে গণতান্ত্রিক সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রতিনিধি পরিচালিত সমবায় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনা এখনো প্রাসঙ্গিক।

মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন বঙ্গবন্ধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সময়াভাবে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সকল চাহিদা পূরণ করতে না পারলেও উন্নয়নের রূপরেখা রেখে গেছেন যা ক্রমে ক্রমে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এখনও প্রাসঙ্গিক।

সমীর কুমার বিশ্বাস মনে করেন, জাতির পিতার উপরোক্ত সমবায় দর্শনের আপ্তবাক্য আমাদের পথের দিশা দেখায়। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকারকেও আমাদের পাথেয় হিসেবে পাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন-আমি আশা করি সমবায়ের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটি জাতির পিতারই একটি আকাঙ্খা ছিল। তিনি বহুমুখি গ্রাম সমবায় করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তাঁকে হত্যা করার পর সেটি আর করা হয়নি। আমরা তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বহুমুখি কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আবেগসিক্ত অঙ্গীকারের ভেতরেই রয়েছে সমবায় আন্দোলনকে জনগণমুখি ও উন্নয়নমুখি করে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিশা। কাজেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এখনও প্রাসঙ্গিক রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৬.০৩.১২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সুনির্দিষ্ট মতামত পাওয়া গেছে। ড. আতিউর রহমানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী,সমবায়ীদের চেতনা বৃদ্ধি করে তাদের সমবায় দর্শন সম্পর্কে বোঝাতে হবে। অধ্যাপক এম এম আকাশ মনে করেন, আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বা ও সমষ্টিগত সত্ত্বা এই দুটি সত্ত্বাকে মেলাতে হবে। সেজন্য আলাপ আলোচনা করতে হবে গণতান্ত্রিকভাবে। দুটি সত্ত্বাকে কিছু ছাড় দিয়ে কমন ইন্টারেস্টটা খুঁজে বের করে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী সমাধানে আসতে হবে। মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন দুর্বীনিত কতিপয় ব্যক্তির দীর্ঘ হস্ত এবং প্রসারিত দুর্নীতির বলয় দমন করা জরুরী। দুর্নীতি উৎপাটন দ্বারা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নেওয়া সম্ভব।

অপরদিকে ড. কাজী রেজাউল ইসলাম মনে করেন সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে এবং দেশের উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমবায় সংগঠনসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ, সমবায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সমবায় সংগঠন পরিচালনা। সমবায়ভিত্তিক বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন কৃষকদের যথাযথ মূল্যে উৎপাদিত পন্য বিক্রয়ে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। গ্রামীন পরিবারে আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

৬.০৩.১৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বাস্তবায়ন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের জবাবে সুনির্দিষ্ট অভিমত পাওয়া গেছে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে। ড. আতিউর রহমান মনে করেন, সমবায় অধিদপ্তর যেটা করতে পারে সেটা হলো আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করা, তাদেরকে একটা ভরসার পরিবেশ দেওয়া এবং মনিটরিং করা যেন সমবায়ের মধ্যে কোন টাউট লোকজন ঢুকে না পরে এবং সমবায়ীদের যদি আর্থিক সহায়তা লাগে সে বিষয়ে ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করা। অধ্যাপক এম এম আকাশ ছয়টি নিয়ামকের কথা উলেখ করেছেন। এগুলো হলো- (১) সাধারণ সমবায়ীদের সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করা; (২) সমবায়ীদের ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস দেওয়া; (৩) সমবায়ীদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া; (৪) সমবায়ীদের সুরক্ষা দেওয়া; (৫) উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেওয়া এবং রপ্তানী বাজার ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন। অপরদিকে ড. কাজী রেজাউল ইসলাম মনে করেন সমবায় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আন্তরিক ও নিস্বার্থভাবে সহায়তা প্রদান।

মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন এ ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে: (১) সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার কর্মকান্ড সব সময় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। (২) দপ্তর প্রধানকে সমবায় ক্যাডার হতে নিয়োগ দিতে হবে। (৩) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সকল কাজ দ্রুততর করতে হবে।

৬.০৩.১৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের জবাবেও স্পষ্ট মতামত পাওয়া গেছে। ড. আতিউর রহমানের মতে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো আমলাতান্ত্রিকতা। আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু যে স্বতঃস্ফূর্ত সমবায়ের কথা বলেছেন সেটি করা খুব দুষ্কর। লোকজন যেন নিজের থেকে সংঘবদ্ধ হয় সেরকম রাজনীতিও প্রয়োজন। অপরদিকে এম এম আকাশ মনে করেন, এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অত্যন্ত কেন্দ্রিকরণ । সমবায়ীদের সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব। আবার ড. কাজী রেজাউল ইসলাম মনে করেন জাতীয় উন্নয়ন ও সমবায় কৌশলের মধ্যে সংযোগ জোরদার করণে অধিকতর কার্যক্রমের অভাব। গ্রামের জনগনের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে অধিকতর সমবায় কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন।

মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো: (১) কতিপয় প্রভাবশালী সমবায়ীর দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা; (২) আইনের অপপ্রয়োগ; (৩) দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত হলেও রাজনৈতিক প্রভাববলয়ে থেকে নিজ অবস্থান সংহত করা এবং কৌশলে শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

৬.০৩.১৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনার অধিকতর কোন মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন।

এ প্রশ্নের জবাবে ড. আতিউর রহমান বলেন,বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা এবং সংগঠন করতে সাহায্য করা। এম এম আকাশের মতে, সমবায়ীদের আত্মশক্তি ছাড়া সমবায় আন্দোলন সম্ভব না। আর ড. কাজী রেজাউল ইসলাম অভিমত প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমবায় উদ্যোগের গুরুত্ব ও ভূমিকার মূল্যায়ন এবং সফলতার উপর অভিজ্ঞতার প্রয়োগ।

মোঃ সাইদুজ্জামান মনে করেন এ ক্ষেত্রে করণীয়গুলো হচ্ছে: (১) পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের উপযোগী করে আইন, বিধি ও নীতিমালা সংশোধন করা; (২) প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর সমবায় আন্দোলনের আগ্রগতি ও অবনতি জাতীয় সেমিনারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা এবং (৩) সময় উপযোগী কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.০৪: উপসংহার:

বর্তমান অধ্যায়টি এ গবেষণা গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এবং চেতনা নিয়ে আমরা দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, গবেষক, চিন্তক ও সমবায় কর্মকর্তাদের মনোভাব সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া গেছে। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন, এর প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতাকে কাঠামোবদ্ধতায় আনার ক্ষেত্রে রসদ পাওয়া যাবে। করোনাকালীন পরিস্থিতির কারণে অধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, গবেষক, চিন্তক ও সমবায় কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে না পারলেও প্রতিনিধিত্বশীল অংশের মনোভাব তুলে আনা গেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিকতা

(বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প)

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনা ও কো-অপারেটিভ মডেল ভিলেজ

৭.০১: প্রকল্পের পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম গ্রহণের কারণে বিগত ১২ বৎসরে বাংলাদেশে প্রভুত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তবে এখনো প্রায় ২০% এর অধিক লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে (বিবিএস ২০১৯ অনুযায়ী ২০.৫%)। এ দারিদ্রতার হার শহরের তুলনায় পল্লী এলাকায় বেশী। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০% গ্রামে বাস করে। প্রায় ৬০% লোক এখানো কর্মসংস্থান এবং জীবিকায়নের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। কাজেই একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেকাংশই নির্ভর করে পল্লী উন্নয়নের উপর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং সে লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর সে পরিকল্পনার মূলে ছিল পল্লীর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে গ্রাম ভিত্তিক সমবায়কে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলা। উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষম বন্টন, কর্মসংস্থান ও গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন এই চারটি মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি গ্রামের সমবায় কেন্দ্রিক একটি রূপরেখাও চিন্তা করেচিলেন। এতে গ্রামে যৌথ চাষাবাদ ব্যবস্থা প্রচলন এবং জমির মালিকানা ঠিক রেখে উৎপাদন বন্টনের মাধ্যমে উৎপাদনে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা চালুকরণ, সংরক্ষন ও পক্রিয়াকরণ, বিপনন এবং প্রয়োজনীয় ঋণের সংস্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, জাতির পিতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ মহতি পরিকল্পনারও মৃত্যু ঘটে এবং পরবর্তী দুই দশকেরও অধিককাল জাতি উন্নয়ন বঞ্চিত রয়ে যায়।

জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ দেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন লালন করে অংশগ্রহণমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে বার বার গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে সংশিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সেগুলোর স্থায়িত্ব রক্ষা এবং সমন্বয় সাধনে তেমন কোন আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও গড়ে উঠেনি। তাছাড়া এ সকল উদ্যোগের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন সম্পদের

সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছেনা তেমনই সেবা প্রত্যাশি সকল জনগণ কে এর আওতাভুক্ত করা যাচ্ছে না ।

চলমান বিভিন্ন উদ্যোগের অধিকাংশই অর্থনৈতিক বিষয় কেন্দ্রিক হওয়ায় সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ অনেকাংশে উপেক্ষিত রয়ে গেছে । কিন্তু একটি দেশের জনগণের উন্নয়ন মানসিকতা, সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক চিন্তাশক্তি, আত্মবিশ্বাস, সামাজিক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, দেশ প্রেম, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ এবং সেবা গ্রহণ ও সেবা দানের জন্য দায়িত্বশীল আচরণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন সহজ করে, সম্পদের সদব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া যায় । লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভূমি ঘাটতির দেশে অনেক জমি অনাবাদি বা আধা আবাদি রয়ে যাচ্ছে, অনেক পুকুর রয়েছে যেখানে কোন মাছ চাষ হয় না, রাস্তার দু'পাশে কোন ফলজ গাছ নেই, বাড়ীর আঙ্গিনায় উৎপাদনমুখী কার্যক্রম হয় না । অর্থাৎ পল্লী এলাকায় মানবসম্পদসহ যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার অনেকাংশ অপচয় হচ্ছে এবং অব্যবহৃত রয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উদ্বুদ্ধকরণ, তথ্য ঘাটতি এবং দক্ষতা ও প্রযুক্তির অভাবে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে গ্রামীণ সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন ।

প্রায় ১৭ কোটি লোকের অপার সম্ভাবনার এই উন্নয়নশীল দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উন্নয়নের ডাক দিয়েছেন যার আওতায় তিনি "দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না" মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে । তবে এ সকল কর্মসূচীর সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিতকরনে প্রয়োজন জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ এবং টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে উন্নয়নমূখী সামাজিক আন্দোলন ।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় গ্রাম ধারণা ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের বিশেষ অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর" ধারনায় গ্রামের বৈশিষ্ট সমুন্নত রেখে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, জৈব জ্বালানীর ব্যবহার, যোগাযোগ ও বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি, স্বাস্থ্য-শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে সকল সেবা সহজলভ্য করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে শহরমুখী স্থানান্তরের প্রবণতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনের আদর্শিক অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে **"বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম"** প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বাস্তবায়ন কমিটি এ প্রস্তাব অনুমোদন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন । উলেখ্য যে, সাম্প্রতিক করোনা মহামারীর কারনে বিশ্বব্যাপি যে খাদ্য নিরাপত্তা, বেকারত্ব এবং নানামূখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্যোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সে প্রেক্ষাপটে এ ধরনের আর্থিক ও সামাজিক উদ্যোগ আরো বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে ।

৭.০২: প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) যৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ১০টি গ্রামের কৃষি খাতে ২৫% উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি;

(খ) মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনে ১০টি গ্রামের ৫০০০ জনগণকে সম্পৃক্ত করা;

(গ) প্রয়োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে ১০ টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করা ।

৭.০৩: প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাদি

৭.০৩.০১: প্রকল্পের সুবিধাভোগী:

দেশের ৯ টি জেলার ১০ টি উপজেলার ১০ টি গ্রামের গড়ে ৫০০ জন করে মোট ৫০০০ জন উপকারভোগী ।

৭.০৩.০২: : প্রকল্প এলাকা:

সারণি-৫০: বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভিলেজের প্রকল্প এলাকা ।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	গ্রাম/ইউনিয়ন
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	পাটগাতি-শ্রীরামকান্দি
	শরিয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	চরভাগা মিয়ারচর
	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	মুশুদ্দি
ময়মনসিংহ	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	চর ভাটিয়ানি
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	পোমগাঁও
সিলেট	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	ডুংরিয়া
খুলনা	যশোর	মনিরামপুর	পাড়ালা
রংপুর	রংপুর	মিঠাপুকুর	রতিয়া
বরিশাল	বরিশাল	গৌরনদি	হোসনাবাদ
		মুলাদী	চর কমিশনার

৭.০৩.০৩: : বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২১ হতে জুন ২০২৪

৭.০৩.০৪: : প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৯৩.৯০ লক্ষ টাকা

চিত্র-১১: বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভবন

৭.০৪: প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম:

ক) কম্পোনেন্ট-১

বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা: প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচিত গ্রামের এবং উপকারভোগী নির্বাচনে বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্খিত পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে Endline Evaluation পরিচালনা করা হবে। পেশাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ দুইটি সার্ভে পরিচালনা করা হবে।

খ) কম্পোনেন্ট-২

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সমবায় সমিতি গঠন:

গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সদস্য হওয়ার সুযোগ রেখে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। প্রাথমিকভাবে সমিতির সদস্য হবে ২০০ জন। সমিতির মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নের সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

১) এই সমবায় সমিতির কার্যক্রমে গতিশীলতা রক্ষায় একটি উপদেষ্ঠা কমিটি থাকবে যার প্রধান হবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং নির্বাচিত অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ উপদেষ্টা কমিটিতে থাকবেন।

২) সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি ও সমিতির সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

গ্রামের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা এবং গ্রামোন্নয়নে যেসকল শূন্যতা আছে তা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পে গ্রামকেন্দ্রিক গণমুখী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে সমবায় সমিতি কাজ করবে। গ্রামকেন্দ্রিক এই সমিতি উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকারের যে সেবা সমূহ প্রদান করা হয় তা প্রাপ্তিতে গ্রামের জনগণ ও সরকারী দপ্তরসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

যৌথ খামার/ চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গ্রাম/ মৌজার পতিত, অনাবাদি কৃষি ও অকৃষি ভূমি উৎপাদন অংশীদারীর ভিত্তিতে জমির মালিক ও গ্রাম সমবায় সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে জমির ধরন অনুযায়ী উপযোগী কৃষি (প্রধান ও অপ্রধান শস্য) এবং মৎস্য চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পভুক্ত ১০টি গ্রামে সমিতির সদস্যদের সম্মতিক্রমে আইলবিহীন চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংশিষ্ট মৌজার জমির ম্যাপ সংগ্রহ করে ডিজিটাল Topographic সার্ভের মাধ্যমে যৌথ চাষের আওতায় আসা জমি চিহ্নিত করা হবে। প্রস্তাবিত গ্রামসমূহের ভূমির ম্যাপ ও জরিপ সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত খধহফ Automation এবং খধহফ তড়হরহম প্রকল্পের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। সমিতির তত্বাবধানে এসব জমি যান্ত্রিক চাষাবাদের আওতায় আনা হবে এবং জমির মালিক মালিকানার হিস্যা অনুযায়ী ব্যয় বহন করবে ও উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাবে। এছাড়া রাস্তার পাশের, নদী তীরের উন্মুক্ত জমিতে অংশীদারিত্বে মাধ্যমে ফসল চাষ/ বৃক্ষরোপন করা হবে। বাড়ির ভিটা, পাশের পতিত ও পরিত্যাক্ত জমিতে অপ্রধান শস্য (আদা, রসুন ইত্যাদি) ও শাক-সবজী চাষের জন্য উদ্ধুদ্ধ করা হবে। জমির মালিক, সমবায় সমিতি ও ব্যক্তি উৎপাদক এই তিন পক্ষ উৎপাদন অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। সমবায় অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সহায়তায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রাম সমবায় সমিতির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ) কম্পোনেন্ট-৩

১) কৃষি ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গ্রামের কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, আইল বিহীন চাষাবাদ, যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন, মানবশ্রমকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পোস্ট হারভেস্ট লোকসান কমানো, পানির সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। উপজেলা কৃষি বিভাগ কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।

(ক) প্রাথমিকভাবে প্রতি গ্রামে ১০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
(খ) কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় (প্রতি গ্রামের জন্য)
(গ) ট্রাক্টর-১০০ একর জমি চাষের জন্য প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ১টি করে ট্রাক্টর সরবরাহ করা হবে।

(ঘ) ট্রান্সপান্টার- ১০০ একর জমি রোপনের জন্য প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ২টি করে ট্রান্সপান্টার সরবরাহ করা হবে।

(ঙ) হারভেস্টার- প্রকল্পভুক্ত গ্রাম ও তার সংলগ্ন গ্রামের ফসল কাটার জন্য প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ১ টি করে কম্বাইন্ড হারভেস্টার সরবরাহ করা হবে।

(চ) সেচ ব্যবস্থা- পানির অপচয়রোধে পরীক্ষামূলক ভাবে বিএডিসি এর সহায়তায় ভূ-গর্ভস্থ সেচ পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী অবকাঠামো স্থাপন করা হবে। কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সদস্যগণ যন্ত্রপাতির মূল্যের ৩০ শতাংশ প্রদান করবেন এবং প্রকল্প হতে ৭০ শতাংশ প্রদান করা হবে। যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিকভাবে যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর সমিতির ১০ জন করে মোট ১০০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর নিজস্ব প্রশিক্ষণ উদ্যোগের মাধ্যমে সমবায় সমিতির আরও ১০ জন করে মোট ১০০ জনকে কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচালন এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

২) মৎস্য চাষ: বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আধুনিক ও মানসম্মত মাছ চাষের শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের জন্য মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় উপজেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে গ্রামে ২ টি প্রদর্শনী পুকুর তৈরী করা হবে।

৩) পশুপালন, ডেইরী ও পোলট্রি: সারা বছরের আয় নিশ্চিত করা, অফফার্ম কার্যক্রম হিসেবে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও মানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার কৌশলের উপর গ্রামের মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে গ্রামে গরু ও গাভী পালনে ২ গরু মডেল (2 cow model) এর পরীক্ষামূলক অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪) উৎপাদিত পণ্য বিপণন: প্রকল্পের আওতায় যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। গ্রামে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রাথমিক সংরক্ষনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পর্যায়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা সমবায় সমিতিতে থাকবে। এছাড়া নিকটবর্তী মার্কেট/ বিপণন হাব/ গ্রোথ সেন্টারে পণ্য পরিবহনের জন্য প্রত্যেক সমিতিতে ১টি মিনি ট্রাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সমবায় সমিতির নিজস্ব নামে (ব্র্যান্ড হিসেবে) বিপণন করা হবে। সমিতির কমিউনিটি ভবনে পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি সমবায় সমিতিকে সমবায় অধিদপ্তরের ই-কমার্স প্লাটফরমের সাথে লিংক করে দেয় হবে।

ঘ) কম্পোনেন্ট-৪

প্রশিক্ষণ প্রদান:

প্রকল্পে ৩ ধরনের প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

১. সুবিধাভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১২৫ টি ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে। কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, যুব, মহিলা বিষয়ক এবং সমাজসেবা দপ্তরের সহায়তায় উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ সম্পাদন করা হবে।

২. উদ্যোক্তা উন্নয়নে ১০ টি ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৩. কৃষি পণ্য ক্ষুদ্র পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণে ১০ টি ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪. সমবায় অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রামের উপকারভোগীদের প্রাধান্য দেয়া হবে।

৫. উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য দপ্তরের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে এই ১০ টি গ্রামকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ঙ) কম্পোনেন্ট-৫ আবর্তক তহবিল হতে ঋণ প্রদান:

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যক্তি পর্যায়ে চাহিদার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৩ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে। এছাড়া কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৬ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে। প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি পর্যায়ে এবং প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যোক্তা খাতে প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমিতির অনুকূলে আবর্তক তহবিল হিসেবে ২.০০ (দুই) কোটি টাকা হিসেবে মোট ২০.০০ (বিশ) কোটি টাকার তহবিল থাকবে।

চ) কম্পোনেন্ট-৬ কমিউনিটি ভবন নির্মাণ:

সমিতিকে কেন্দ্র করে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। কমিউনিটি ভবন নির্মাণের জন্য সমিতির সদস্যগণ প্রকল্প দপ্তরের এর নিকট প্রয়োজনীয় ১৫ শতক/ ১০ কাঠা ভূমি হস্তান্তর করবে এবং ভবন নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করবে।

১) ১০ টি মডেল গ্রামে সমবায় সমিতি প্রদত্ত ১৫ শতক/১০ কাঠা ভূমিতে প্রতিটি ৩৪৬৮ বর্গফুটের দ্বিতল কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের তত্বাবধানে ভবনসমূহ নির্মাণ করা হবে।

২) কমিউনিটি ভবনে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার, নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০০ জনের কমিউনিটি হল, সমিতির অফিস কক্ষ, ১ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, কম্পিউটার কেন্দ্র ও ডিজিটাল সেন্টার, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার গোডাউন, সংরক্ষণাগার, প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে ভবনটি পরিচালনা করবে।

ছ) কম্পোনেন্ট-৭ প্রকাশনা ও অডিও- ভিডিও নির্মাণ:
প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক, হ্যান্ডবুক প্রকাশ ও ২ টি ডকুমেন্টারী তৈরী করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কমিউনিটি ভবনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে।

জ) কম্পোনেন্ট-৮ উদ্বুদ্ধকরণ ও সেমিনার
নির্বাচিত গ্রামসমূহের বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনগণকে প্রকল্পের কার্যক্রম, সম্ভাব্য সুফল এবং অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ২৪০টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সমন্বয়ে উক্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন করা হবে। এছাড়া ১০ টি সেমিনারের মাধ্যমে প্রকল্পের সফল দিক জাতীয়ভাবে তুলে ধরা হবে।

ঝ) জনপ্রতিনিধি, সরকারী দপ্তর ও সমবায় সমিতির কার্যক্রম সমন্বয়করণ:
উপজেলা পর্যায়ের ১৭ টি দপ্তরের মাধ্যমে প্রদত্ত সরকারি সেবাসমূহ গ্রামে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করা, গ্রামের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রকল্প কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর ও উপকারভোগীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি কাজ করবে।

১) মাননীয় সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে উপজেলা সার্বিক সমন্বয় কমিটি
২) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

৭.০৫: প্রকল্পের ফলাফল

১. আদর্শমানের উন্নত গ্রাম প্রতিষ্ঠা
২. গ্রামীণ অতি দারিদ্র্যের হার ৭% এ নামিয়ে আনা।
৩. গ্রামের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত।
৪. শিক্ষিত, সচেতন, দায়িত্বশীল এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার নাগরিক সৃষ্টি।
৫. গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি।

৭.০৬: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামের প্রত্যাশিত পরিবর্তন:
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:

ক) গ্রামের প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আসবে।
খ) রাস্তার ধার, নদীর পাড়, মাঠ এবং বাড়ির আঙ্গিনায় আবাদ করা হবে।
গ) যৌথপদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ হবে।
ঘ) কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন থাকবে।
ঙ) পরিবেশবান্ধব ও পানি সাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থা থাকবে।
চ) কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহার থাকবে এবং জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার অনুশীলন করা হবে।

ছ) কৃষি বহুমুখীকরণ চর্চা থাকবে।
জ) সকল পুকুরে মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
ঝ) গরু ও গাভী পালনে উদ্বুদ্ধ হবে।
ঞ) কৃষি পণ্যের বাজার নেটওয়ার্ক থাকবে।
ট) ফসলের সময়ের বাইরে (Off Season) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পশুপালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কুটির পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে:

ক) গ্রামীণ অতি দারিদ্র্য ৭% এ নেমে আসবে।
খ) গ্রামে অপরাধ প্রবনতা উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।
গ) গ্রামে মাদক গ্রহণকারী ও মাদক কারবারী থাকবে না।
ঘ) গ্রামে বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ থাকবে।
ঙ) গ্রামে শালিস মিমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি করা হবে। মামলা মোকদ্দমার হার কমে যাবে।
চ) গ্রামের লোক ১০০% চিকিৎসা সুবিধা পাবে।
ছ) স্কুলে ভর্তির হার ১০০% এবং ঝরে পরার হার উলেখযোগ্য হারে কমবে।
জ) নারীর প্রতি সহিংসতা থাকবে না।
ঝ) কোন শিশু ও নারী পুষ্টিহীন থাকবে না।
ঞ) ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা থাকবে।
ট) গ্রামের জনগণ তথ্যপ্রযুক্তিগত সুবিধা লাভ করবে।
ঠ) গ্রামের জনগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত থাকবে।
ড) অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ফিরিয়ে আনা হবে।
ঢ) পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শতভাগ পরিবেশবান্ধব গ্রাম হিসেবে আবির্ভুত হবে।

৭.০৭: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)- ২০৩০ অর্জনে প্রকল্পটির ভূমিকা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তার প্রায় সবগুলো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ভূমিকা পালন করবে। এসডিজি এর ১ নং লক্ষ্যমাত্রায় অতি দারিদ্র্য থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য দূর করে অতি দারিদ্র্য ৭% এ নামিয়ে আনা। এসডিজি এর ২ নং লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে সকল প্রকার ক্ষুধা থেকে মুক্তি, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে পলীর প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এসডিজি এর ৩ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে নির্ধারিত গ্রামের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সমন্বয়পূর্বক পরিবার পরিকল্পনা, শিশু ও মাতৃ

মৃত্যু হার কমানো, মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এসডিজি এর ৪ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে সমতা ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, প্রকল্পটির মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার ১০০% নিশ্চিত করা হবে এবং ঝরে পরার হার উলেখযোগ্য হারে কমবে। এসডিজি এর ৫ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা, এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে, এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে প্রবেশের সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নারী সদস্যদের সংখ্যা প্রকল্পের মোট সুবিধাভোগীর ৩০%। এসডিজি এর ৬ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ, প্রকল্পের অধীন ১০টি গ্রামে ১০০% সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এসডিজি এর ৭ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা , প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য ও ব্যায়সাধ্য জ্বালানী নিশ্চিতকরণে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে ও বায়্যোগ্যাসের ব্যবহার উদ্বুদ্ধ করা হবে। এসডিজি এর ৮ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে সম্মানজনক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অধীন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সুদবিহীন ঋণ প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। এসডিজি এর ১০ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে মানুষে মানুষে বৈষম্য কমানো, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অধীন দেশের অভ্যন্তরে গ্রাম ও শহরের মানুষের মাঝে বৈষম্য কমানো হবে। এসডিজি এর ১১ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা, প্রস্তাবিত প্রকল্পটিও গ্রামীণ অবকাঠামোগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং সেলক্ষ্যে কাজ করার জন্য একটি গ্রামীন অবকাঠামো ও পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হবে। এসডিজি এর ১২ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সীমিত সম্পদের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এসডিজি এর ১৩ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অধীন পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে গ্রামগুলো শতভাগ পরিবেশবান্ধব গ্রাম হিসেবে আবির্ভুত হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভূমিকা পালন করবে। এসডিজি এর ১৫ নং লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামের কৃষকদের খণ্ড খণ্ড জমিগুলোকে একত্রিত করে এর সর্বত্তোম ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গ্রাম হবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত উৎপাদনমুখী, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর আধুনিক গ্রাম যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'আমার গ্রাম-আমার শহর' ধারণা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৭.০৮: উপসংহার:

বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রকল্প বঙ্গবন্ধু সমবায় দর্শনের একটি প্রায়োগিক কর্মযজ্ঞ। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের একটি মডেল সৃষ্টি করা যাবে বলে বিশ্বাস করা যায় যা সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি মাইলফলক রচনা করবে।

অষ্টম অধ্যায়

সমবায়ীদের বঙ্গবন্ধু: আবেগে ও প্রয়োগে

৮.০১: প্রারম্ভিকা:

বঙ্গবন্ধু এবং সমবায়-দুটি সমার্থক শব্দ। মূলত বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ না করলে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পেতাম না এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বঙ্গবন্ধু না থাকলে পবিত্র সংবিধানে আমরা সমবায়ী মালিকানাও পেতাম না। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে আলাদা অবস্থান ও মর্যাদা দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয়। আর এই জন্যই গর্বিত কবি উচ্চারণ করেছেন-

তুমি জন্মেছিলে বলেই জন্ম নিয়েছে দেশ
মুজিব তোমার আরেকটি নাম স্বাধীন বাংলাদেশ।

এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা বর্তমানে পালন করছি মুজিব শতবর্ষ। ১৯২০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে। আর ২০২০ সালে আমরা পালন করছি মুজিব জন্মশতবর্ষ। এই মুজিববর্ষে বাংলার সমবায়ীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি আবেগের ভালোবাসাকে প্রয়োগে প্রমাণ করেছেন।

৮.০২: একজন সমবায়ী কৃষক আব্দুল কাদিরের শস্যচিত্রে মুজিব শতবর্ষ পালন

সরকারী উদ্যোগে মুজিব শতবর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এসব কর্মসূচি সাড়ম্বরে পালন করা হচ্ছে। কিন্তু একজন সমবায়ী কৃষক আব্দুল কাদির মুজিব শতবর্ষে যে ভালোবাসাময় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা যেমন ব্যতিক্রমী, তেমনি সৃজনশীলতা ও মননশীলতার এক অনুপম উদাহরণ।

কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদির ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার পাড়া খালবলা গ্রামের অধিবাসী। ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী কাঁচামাটিয়ার পাড় ঘেষে পাড়া খালবলা গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসী জনাব হাজী মোঃ তারা মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল কাদির। ৩ ভাই ও ৪ বোনের মধ্যে তৃতীয় আব্দুল কাদির লেখাপড়া তেমন শেখেননি। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় স্বল্পশিক্ষিত হলেও প্রকৃতির পাঠশালায়-জীবনের বিদ্যালয়ে এবং সমাজ নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বশিক্ষিত। প্রকৃতির এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি PHD ডিগ্রি অর্জন করেছেন আর এই PHD এর মানে হচ্ছে Patience-Hardworking-Dedication. (ধৈর্য্য-পরিশ্রম-একাগ্রতা)। এই তিনটি অসাধারণ গুণাবলীর কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদির মনের মাঝে সব সময়ই ধারণ করেন, লালন করেন এবং পালন করেন স্বাধীনতার চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিতেন-খাওয়া দাওয়া করতেন। বাপ-দাদা-চাচারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভুত পরিমাণে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আদর্শ ও চেতনার পরশে সেই বাল্যকাল থেকেই আব্দুল কাদির বঙ্গবন্ধুর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী-অনুরাগী।

কৃষক আব্দুল কাদির পাড়া খালবলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য। (সমিতির নিবন্ধন নম্বর ০০২০; তারিখ: ২৮/০২/২০১১। ঠিকানা: গ্রাম: পাড়া খালবলা; পো: আঠারবাড়ী, উপজেলা: ঈশ্বরগঞ্জ; জেলা: ময়মনসিংহ)। সমিতিটির মূল কার্যক্রম হল শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন এবং বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করা। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করা এবং সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা।

কৃষক সমবায়ী জনাব আব্দুল কাদির শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু এবং আজীবনের সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সরিষা শাক,লাল শাক, মুলা শাক ও আলতা পেডি শাক-এই চার প্রকার শাক দিয়ে তিনি ৩৫ শতক জমিতে আপন মনের ভালোবাসা দিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, নৌকা, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পতাকা ও মুজিব শতবর্ষ' এঁকে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বাংলার জমিনের শস্য চারা এবং নিজের বুকের ভেতরে অবস্থান করা হৃদয়ের রক্তিম ও অকৃত্রিম ভালোবাসার রং তুলি ব্যবহার করে স্থাপন করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শসিক্ত এক অনন্যসাধারণ শস্যচিত্রকর্ম। এটি বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনুপম ভালোবাসারই নিদর্শন।

কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদির একজন রুচিশীল সৃজনকর্মী। তিনি কৃষি পেশাকে ভিন্ন আঙ্গিকে আত্মীকরণ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ব্যতিক্রমী মননের অধিকারী। বিভিন্ন সময়ে সবুজের পরশ দিয়ে আঁকার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন অবয়ব। এর আগে তিনি তাঁর ক্ষেতে একেছেন ভালোবাসা চিহ্ন জীবনসঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে। মুজিব বর্ষে তাঁর মনে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দ্যোতনা। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষকে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে পালন করার জন্য। তিনি পাশে পেয়েছেন তাঁর এলাকার যুবকদের নিয়ে গঠিত 'পাড়া খালবলা বন্ধুমহল ডিজিটাল ক্লাব'-এর নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের। এই ক্লাবটি গঠিত হয়েছে ২০১৫ সালের ২০ আগস্ট। পাড়া খালবলা গ্রামের এই দুটি সংগঠনেরই সদস্য এলাকার যুবক ও বয়স্করা। পাড়া খালবলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এবং পাড়া খালবলা বন্ধুমহল ডিজিটাল ক্লাবের সদস্যরা কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদিরের এই অনন্যসাধারণ উদ্যোগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন আপন অজপাড়াগাঁয়ে। সার্বক্ষণিকভাবে তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আব্দুল কাদিরের সৃজনশীল কাজের প্রতি। এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী শস্যচিত্র কর্মের শৈল্পিক অবয়ব সৃষ্টিতে কম্পিউটার ডিজাইন করেছেন আঠারবাড়ীর রায়ের বাজারের মাজু মিয়া।

কৃষক আব্দুল কাদিরে সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন অনুযায়ী কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদির ও তাঁর সহযোদ্ধারা বীজবপন ও রোপন করেছেন ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে। এটি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের অবয়ব ধারণ করতে শুরু করে এবং ১৩ ডিসেম্বর রাত আটটার পরে ফেসবুকসহ সোস্যাল মিডিয়ায়

আপলোড করা হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় ফেসবুকের পোস্ট দেখে মন্তব্য করেন এবং এটি ভাইরাল হয়। ১৪ ডিসেম্বর থেকেই কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদিরে গ্রামের ক্ষেতে মানুষের ঢল নামে। ধারাবাহিকভাবে যমুনা টিভি, সময় টিভি, দেশ টিভি, স্থানীয় টিভি চ্যানেল, চ্যানেল ২৪সহ সোস্যাল মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির রিপোর্ট করার জন্য প্রতিনিধিরা আসেন। এরপর থেকে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ এ নিদর্শন দেখতে আসেন। ১৬ ডিসেম্বর ৫০ হাজারেরও অধিক লোক কৃষক আব্দুল কাদিরের এ অনন্য শিল্পকর্ম দেখতে আসেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দও কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদিরের এ অনুপম নিদর্শন পরিদর্শন করেন এবং তাঁর পাশে থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন।

চিত্র-১২: সমবায়ী কৃষক আব্দুল কাদিরের অনন্য সৃষ্টি 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু'

কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদিরের অনন্য সৃষ্টি **'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রকাশ'** দেখতে বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা জনাব হরিদাস ঠাকুর, ময়মনসিংহ বিভাগের যুগ্মনিবন্ধক মোঃ মশিউর রহমান, অধ্যক্ষ, মুক্তাগাছা আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, বিভাগী উপনিবন্ধক (প্রশাসন) জনাব মোঃ তোফায়েল আহমদ এবং উপজেলা সমবায় অফিসার ঈশ্বরগঞ্জ নিবেদিতা কর ঈশ্বরগঞ্জের পাড়া বলাখাল গ্রামে যান। তাঁরা এ সময় বঙ্গবন্ধুর শৈল্পিক শস্যচিত্রকর্ম পরিদর্শন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন।

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে মনেপ্রাণে ধারণ করতেন, লালন করতেন এবং সমবায় আদর্শ বাস্তবায়নে কাজও করেছেন। তিনি দৃঢ়বিশ্বাসে বলেছিলেন, 'কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালী কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। ...আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। ...ঐ কো-অপারেটিভ গুলিতে আমি পাওয়ার দেব। ...একটা, দুটো, তিনটে গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ। এতে কোন কিন্তু-টিন্তু নেই।...এটাকে পুরাপুরি সাকসেসফুল করতে হবে, এটা স্পেশাল কো-অপারেটিভ নামে পুরাপুরি করতে হবে।' ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন,'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।' এ চেতনার আলোকেই গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক চিত্রে আমুল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্যাস। আধা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য, সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদন উপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রাম বাংলার দরিদ্র দীন দুঃখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু **"বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়"** কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো: (১) প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে। (২) প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে ' আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায় সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। (৩) মূলতঃ প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিসেবে পরিগণিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা, শৃংখলা ও উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব সমবায় সরবায় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন 'গণমূখি সমবায় আন্দোলন'ই হবে 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের প্রায়োগিক গতিশীলতার স্বার্থে সমবায় আন্দোলন ও সমবায় সমিতির কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ একটি অনিবার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

'সোনার বাংলা'র স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যই সমবায় আন্দোলনকে 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মযজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত করে অগ্রসর হতে হবে। আর এরই একটি কার্যকর ভালোবাসা আমরা দেখতে পাই গ্রামের সবুজ জমিনে কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদিরের বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির শস্যচিত্রে।

চিত্র-১৩: বঙ্গবন্ধু প্রেমিক সমবায়ী কৃষক মোঃ আবদুল কাদির

কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদির বাংলার সবুজ জমিনে অবস্থানকারী সংগ্রামী মানুষের প্রতীক। 'জীবনের কঠিন মাটি'তে 'সংগ্রাম' নামক লাঙ্গল চালিয়ে 'বাস্তবতা'র নিড়ানি দিয়ে এবং 'চেষ্টা' নামক পানিসেচ করে 'সফলতা' নামক 'ফসল' ফলাতে সাধারণ যেসব মানুষেরা 'জীবনের সার' হিসেবে 'অদম্য জেদ ও পরিশ্রম' নামক মহাঅস্ত্র ব্যবহার করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নিরন্তর প্রয়াসে লিপ্ত; তাদের এই 'অদম্য জেদ ও পরিশ্রম' পাথেয় করে 'হৃদয়ের ঊষ্ণতা'র তুলি দিয়ে 'ভালবাসা'র রং মাখানো 'সমাজ' নামক ক্যানভাসের 'মানুষ' নামক মডেলদের নিয়ে 'শস্য চিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি' শীর্ষক 'মহান ছবি' আঁকার কাজে রত আছেন বঙ্গবন্ধু প্রেমিক কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদির। তাঁর মনে সঞ্জিবনী সুধা হয়ে আছে বঙ্গবন্ধু ও মানুষের প্রতি 'ভালবাসা' নামক মহার্ঘ্য বস্তুটি। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে বিশ্বাসের রথে চড়ে বিশ্বাস নামক বিশ্বাসের ঘরে তিনি দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে বিরাজ করছেন 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার'র সুবাস ছড়িয়ে। তাঁর এই ভালবাসা শৈল্পিক চিত্রকর্ম আমাদের প্রিয় মাতভূমির সহজ-সরল ও সংগ্রামী মানুষদের মনে ছড়িয়ে দেবে স্বপ্নের জাল - দিন বদলের পালাগান- সুখী সমৃদ্ধ জীবন গড়ার উত্তর ফাগুনের কবিতা- মফিজ, গণি মিয়া- আইজ উদ্দিন নামক সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশকীয় ভাত ও রুটির গদ্যগাথা- রুজি ও রোজগারের কাহিনীকাব্য-আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর খ্যাত তারুণ্যের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের সনেট।

উল্লেখ্য যে, সদাশয় সরকার মুজিববর্ষকে যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বৈশ্বিক আবহে পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে সমবায়ী কৃষক আব্দুল কাদিরের 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সংগ্রামী আদর্শের প্রতিকৃতি' বিনির্মাণের কর্মযজ্ঞকে আরও পরিশীলিত অবয়বে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।[৩৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন ও কালের কণ্ঠ পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বিষয়ে জানা যায় যে, শস্যচিত্রে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর নাম লেখা হচ্ছে গিনেজ বুক অব ওয়াল্ড রেকর্ডসে। শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি তৈরির জন্য দুই ধরনের ধান বেছে নেওয়া হয়েছে-নীল ও সোনালী রংয়ের। ১০০ বিএনসিসি সদস্য নিয়ে জমি তৈরি করা হয়েছে।' শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু'র আয়তন ১২ লাখ ৯২ হাজার বর্গফুট। ১০০ বিঘা জমির উপর বঙ্গবন্ধুর শস্যচিত্রের দৈর্ঘ্য হবে ৪০০ মিটার ও প্রস্ত ৩০০ মিটার। বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার শস্যচিত্রের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা গিনেজ বুকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটা বাংলাদেশের জন্যও নতুন রেকর্ড। উল্লেখ্য যে, গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে চীনে ৮ লাখ ৫৫ হাজার ৭৮৬ বর্গফুট বিস্তৃত শস্যচিত্র তৈরি করা হয়েছিল যা গিনেজ বুকে স্থান করে নিয়েছে। আর বাংলাদেশের শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি হয়েছে ১২ লাখ ৯২ হাজার বর্গফুট। এই বাংলার মাটি হচ্ছে ক্যানভাস আর সেই ক্যানভাসে ফসল দিয়ে আঁকা হয়েছে চিত্র। সেই চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে এই মাটি ও মানুষকে যিনি ভালোবাসতেন, সেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি। এককথায় 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু'-নতুন ধরনের এ চিত্রকর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে মাটি, মাটি ও মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে।

এ প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অসাধারণ ভালোবাসার আরও একটি উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। করাবন্দীরা কম্বল দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি বানিয়েছেন। কেরাণীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ উদ্যোগ নেন। কেন্দ্রীয় কারাগার মাঠে ১০০ জন কারাবন্দী বঙ্গবন্ধুর এ প্রতিকৃতি বানিয়েছেন ৭১৪টি কম্বল দিয়ে। ২ দিনের পরিশ্রমের পরে ২২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩৫ হাজার ২০০ বর্গফুটের বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি বানিয়ে সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করেন তারা।[৩৬]

পাড়া খালবলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মানিত সদস্য জনাব আব্দুল কাদির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মন থেকেই ভালোবাসেন। তাই একজন সমবায়ী কৃষক হিসাবে তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতি, এদেশের প্রতি, এ দেশের জাতীয় পতাকার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নিজের পেশাকে বেছে নিয়েছেন। তিনি সরিষা চাষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এর সাথে বৈচিত্র্য আনার জন্য লালশাক, মুলা শাক, পেডি শাক লাগিয়েছেন সবুজের চিত্রকর্ম তৈরির জন্য। এ চারটি শাকের

৩৫ শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, ড. মো. হুমায়ুন কবীর, দৈনিক ইত্তেফাক: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৩৬ দৈনিক প্রথম আলো: ১৮ মার্চ ২০২১

সংমিশ্রণে তিনি তাঁর ভালোবাসাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে একজন সত্যিকারের চিত্রশিল্পীর ন্যায় ফসলের মাধ্যমে ব্যতিক্রমী ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তাঁর বঙ্গবন্ধুপ্রেম। আমরা তার এ অসাধারণ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁরই নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রতি ভালবাসার এ চমৎকার উপস্থাপনার জন্য আমরা বঙ্গবন্ধুভক্ত কৃষক সমবায়ী আব্দুল কাদির ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর প্রতি, দেশের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি একজন সমবায়ীর যে ভালোবাসা লক্ষণীয় তা সবার মাঝে সঞ্চারিত হোক। জয় বাংলা! জয়তু সমবায়!

৮.০৩: একজন সমবায়ী মোঃ এনাজুর রহমানের বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা স্মারক

জনাব মোঃ এনাজুর রহমান 'সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি:-এর একজন সদস্য। নিবন্ধন কালে সমিতির নাম ছিল ' দি ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস লি:'। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ২৭/০৩/১৯৭২ খ্রিঃ তৎকালীন নিবন্ধক কর্তৃক সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি:' করা হয়। (স্মারক নং-সেকশন-১৩/৬৭-৬৪; তারিখ-২৭/০৩/১৯৭২ খ্রিঃ)। জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'কে বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রত্যয় নিয়েই সমিতির নামকরণ করা হয় সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি:।

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন ফাতিমা জিন্নাহ। তাঁর সমর্থনে নরসিংদীর মাধবদীতে একটি সমাবেশে বক্তব্য দিতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বক্তৃতার শেষে নরসিংদীর সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লিঃ এ বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন এবং এক ঘন্টা ছিলেন। তিনি এখানে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ সময় বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি তোলা হয়েছিল যা সমিতির পরিচালক জনাব মোঃ এনাজুর রহমান সযত্নে সমিতিতে সংরক্ষণ করেছেন।

এছাড়াও জনাব মোঃ এনাজুর রহমান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সাথী ও বন্ধু। বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালীন সময়ে জনাব মোঃ এনাজুর রহমান বঙ্গবন্ধুকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। এটিও সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছেন তিনি। এ চিঠিটিও একটি ঐতিহাসিক দলিল হতে পারে সমবায় অঙ্গনে।

(পুরিন্দা, সাটগ্রাম, ঢাকা থেকে এনাজুর রহমান চৌধুরী ২৩/৯/১৯৬৬ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানায় নিরাপত্তা বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে লিখিত বাজেয়াপ্ত চিঠি।)

Date : 23 July 1966 ৬ শ্রাবণ, শুক্রবার

From Enazur Rahman Chowdhury, Vill: Purinda, Po-Satgram, Dacca,

শ্রদ্ধেয় মুজিব ভাই,

ঢাকা বাসীর পক্ষ থেকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। আশা করি মহামহিমের কৃপায় কুশলেই আছেন। দুমাস আগে আপনাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। জানিনা সরকারি Censor এর কড়াকড়ি অতিক্রম করে সে চিঠি আপনার হাতে পৌঁছেছে কিনা। আমাদের দেশ ১৯৪৩ সালের ন্যায় মারাত্মক খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন। এই সময় জনগণের নিকট আপনার উপস্থিতি যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করত। অথচ আপনি মুক্ত নন বলে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এহেন অগ্নিমূল্য সম্বন্ধেও তেমন কোন আন্দোলন হয়নি।

কিছুদিন ধরে মজলুম ভাসানী ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করার স্বপক্ষে নুরুল আমীনের সুরে সুর মিলাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় জনগণের মঙ্গল চিন্তার Sole Agent ভাসানী তার বক্তৃতায় নিজ দলের ক্ষুদে কর্মীদের মুক্তি দাবি করলেও আপনার সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিরবতা অবলম্বন করছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে আরোহন করে আর কাহাকেও ভাসানীর ন্যায় হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতায় ভুগতে দেখিনি। যাক আশা করি Time পত্রিকায় ৭ই জুনের হরতালের সংবাদ লক্ষ করছেন। দেশবাসী অধীর আগ্রহে আপনার Case এ ঢাকা হাইকোর্টের রায়ের অপেক্ষা করছে। আপনার মন্ত্রের দীক্ষা পেয়ে আমাদের মনোবল এতটুকু শক্ত হয়েছে যে, শত নির্যাতনেও আমরা নেতার আদর্শ শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হব না। জয় আমাদেরই হবে।

পত্র আর দীর্ঘ করব না। মনে হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যেই মি. নুরুল আমিন ভাসানী প্রমুখরা প্রয়োজনবোধে আপনাকে ও আওয়ামীলীগকে বাদ দিয়ে জগাখিচুড়ি ধরনের একটা ঐক্যের Ferce সৃষ্টি করবে। তবে তাহাদের এই সকল মন্তব্য ও কর্মতৎপরতায় দেসবাসীর কোন আগ্রহই নাই। শতকরা ৯০ জন বাঙালি কথা বিশ্বাস করে যে ৬ দফা বাংলার ও বাঙালির মুক্তি সনদ ও শেখ মুজিব বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্খার একমাত্র প্রতীক। পত্রের জবাবে অন্যান্য দলের সঙ্গে ঐক্যের ব্যাপারে আপনার মতামত জানিয়ে দেশবাসীকে কৃতার্থ করবেন। সর্বশেষে আপনাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি দেশবাসী আপনার ঐতিহাসিক ৬ দফার সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে চলছে। ইনশাআল্লাহ্ সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম একদিন জয়যুক্ত হবেই।

উপরের ঠিকানায় পত্রের জবাব দিবেন।

বিশেষ আর কি আপনার স্নেহধন্য এনাজ।

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দেশরক্ষা বন্দি, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার C/o ডি,আই,জি এসবি, ঢাকা-১ পূর্ব পাক।

চিত্র-১৪: বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত এনাজুর রহমান চৌধুরী গংদের মানপত্র

বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের নরসিংদী আগমন উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য বিড়ম্বিত তাঁতী সম্প্রদায়ের

'গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী'

—×:০:×—

হে সংগ্রামী নেতা !

তোমার আগমনে আজ এই কলকারখানা ও তাঁতশিল্পের প্রাণকেন্দ্র রূপগঞ্জ, নরসিংদী, আড়াইহাজার ও বৈদ্যেরবাজার থানাসমূহে যে প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার পরিলক্ষিত হচ্ছে তা' তোমার মহাসংগ্রামের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি স্বরূপ। এই অঞ্চলের মানুষ ভালবাসে তোমাকে—ভালবাসে তোমার ত্যাগ-তিতিক্ষার মহান আদর্শকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আদর্শের জন্য তুমি যে আত্মাহুতির ডাক দিয়েছিলে আজিকার এ মহা গণসমাবেশ তারই অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রতিধ্বনি। বাংলার ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের মুক্তির দিশারী তুমি—তোমার কাফেলা বিজয়ের পথে এগিয়ে চলুক।

হে মহান কর্মবীর !

অত্যাচারী শাসক-শোসকের স্বৈরাচারে সারা দেশ যখন বিক্ষুব্ধ, নির্যাতন-ভয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন প্রতিবাদের সুর উঠাতে অক্ষম, কথায় কথায় যখন জেল-জুলুমের মোকাবেলা করতে হয় সে সময় যে সঠিক নেতৃত্ব তোমার কাছে পেয়েছি তা' বাস্তবিক অচিন্তনীয়। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যখন স্বৈরাচারী আয়ুব-মোনেম শাহীকে ভাগ্যের লিখন মনে করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সুখ-সংসার রচনায় ব্যস্ত—সে সময় ব্যক্তিগত আরাম আয়াস বর্জন করে অসীম বিপদের ঝুকি নিয়ে তুমি জাতিকে যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছ তা' নজীর বিহীন। জাতি আজ তাই কৃতজ্ঞতাভারে তোমায় সালাম জানায়।

হে নির্যাতিত মানবতার বন্ধু !

একথা তোমার অবিদিত নয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে বাংলার গৌরবমণি মসলিন প্রস্তুত-কারক তাঁতীগণ ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছিল। স্বাধীনতার তেইশ বছর পর আজ বাংলার প্রায় দশলক্ষ তাঁতী এবং তাঁতের উপর নির্ভরশীল প্রায় পঞ্চাশলক্ষ মানুষ দ্রুত ধ্বংশের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রাচুর্য্যে ভরপুর তাঁতী-পরিবার আজ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় কালাতিপাত করছে। তাঁতী তার শিল্পের জন্য ন্যায্য মূল্যে সুতা-রং পাচ্ছে না, মাল-মশলা খরিদের জন্য অল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা হতে তাঁতী আজও বঞ্চিত, এমনকি বস্ত্রমিলগুলি যাতে হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে উৎপাদন প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে না পারে তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তদুপরি সুতার উপর রয়েছে ট্যাক্সের বোঝা। দিনের পর দিন ক্রমবর্দ্ধমান সরকারী ঔদাসীন্য এদেশের প্রায় পঞ্চাশলক্ষ লোকের ঐতিহ্য-বাহী এই উপজীবিকাটিকে বিলীন করে দিচ্ছে।

হে অধিকার বঞ্চিত মানুষের ত্রাণকর্তা !

তোমার মুক্তিমন্ত্রে আমরা দীক্ষিত। তোমার প্রদর্শিত সংগ্রামের পথে আমরা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। তোমাকে উপলক্ষ করে এদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত দশলক্ষ তাঁতীর জীবন তথা সারাদেশের অবহেলিত মানুষের জীবন সত্য, সুন্দর ও প্রাচুর্যের আভায় দীপ্ত হয়ে উঠুক এ কামনা করি। কোটি কোটি মানুষের দোয়ায় তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করে অধিকদিন জাতীর সেবায় নিয়োজিত থাক এ প্রার্থনা নিয়ে সর্বশক্তিমানের দরবারে। ইতি—

তোমারই গুণমুগ্ধ—

নরসিংদী
১৪ই জুন, ১৯৭০ ইং

পূর্ব পাকিস্তান তাঁতী সমিতির পক্ষে :
প্রফেসার শাহাবউদ্দিন আহমদ, সভাপতি
এনাজুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক

"মুদ্রায়ন" ২৫৬, বি. কে. রোড, (নিতাইগঞ্জ) নারায়ণগঞ্জ।

৮.০৪ বঙ্গবন্ধুর সংগে সমবায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ চৌধুরীর ছবি

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার সমবায়ী মো: আব্দুর রশিদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৯৫৮ সালে তারাগঞ্জের একটি জনসভায় ছবি তুলেছিলেন । সযত্নে তিনি এ ছবিটি আগলে রেখেছেন । মো: আব্দুর রশিদ চৌধুরী তারাগঞ্জের আলমপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি (ইউসিএমপিএস) এর সদস্য । বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৬ বছর ।

সমবায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ এর তথ্যমতে, উক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তিনটি বিষয়: (ক) শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে; (খ) দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়তে হবে এবং (গ) গণমুখী সমবায় গড়ে তুলতে হবে । বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে ০৭/১২/২০২০ তারিখে গবেষণা পরিচালকের রংপুর জেলা সফরকালে জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য ও ছবি পাওয়া গেছে । জনাব মোঃ রশিদ চৌধুরীর মোবাইল নম্বর: ০১৭২৪৮৮৩২৫৭ ।

চিত্র-১৫: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমবায়ী মো: আব্দুর রশিদ চৌধুরীর ছবি (ডান দিক থেকে প্রথম)

৮.০৫: উপসংহার

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মা-মাটি ও মানুষের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন ভালোভাসাময় মানুষ । তিনি মানুষকে ছাড়া জীবনকে ভাবতে পারতেন না । আর তাই সারাটি জীবন তিনি সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন-তাদের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন । সাধারণ মানুষও তাঁর এই সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নিজেদের চরম আবেগ দিয়ে । সমবায়ীদের এই ভালোবাসা তাই একটি অনুপম শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ময়মনসিংহ সমবায় বিভাগের যুগ্মনিবন্ধক মোঃ মশিউর রহমান, অধ্যক্ষ, মুক্তাগাছা আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, বিভাগীয় উপনিবন্ধক (প্রশাসন) জনাব মোঃ তোফায়েল আহমদ এবং উপজেলা সমবায় অফিসার ঈশ্বরগঞ্জ নিবেদিতা কর-এর নিকট কৃষক মোঃ আব্দুল কাদিরের বঙ্গবন্ধুর শস্যচিত্র বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সার্বিক সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

নবম অধ্যায়

প্রাতঃস্মরণীয় সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী

৯.০১: প্রারম্ভিকা

আমরা আমাদের জাতির পিতার অম্লান স্মৃতি ও কর্মযজ্ঞকে চিরজাগ্রত করার জন্য মুজিববর্ষ পালন করছি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে। মুজিববর্ষে আমরা তাই সমবায় ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে ফিরেছি। আমাদের এই অনুসন্ধান অভিযাত্রায় আমরা সমবায় চিন্তক ও প্রায়োগিক কর্মবীর হিসেবে জাতির পিতার পাশাপাশি স্মরণীয় ও বরণীয় মহানপুরুষদের সমবায় চিন্তা ও কর্মযজ্ঞ তুলে আনার চেষ্টা করছি। আমরা ইতোমধ্যে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের মাঝে সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী হিসেবে পেয়েছি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) [বাংলা ভুখণ্ডের প্রথম সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠাতা], আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) [বাংলা ভুখণ্ডের দ্বিতীয় সমবায় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা], কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), [সমবায় বিষয়ক বিখ্যাত কবিতা রচনা], শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬৩) [চাখার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা], গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) [ব্রতচারী গ্রাম প্রতিষ্ঠা], আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৮-১৯৭৯) [ধানীখোলা মিলন সমাজ সমবায় সমিতির সদস্য], কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) [সমবায় সঙ্গীতের রচয়িতা], ড. আখতার হামিদ খান (১৯১৪-১৯৯৯) {কুমিল্লার পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা], গোলাম সামদানী কোরায়শীকে (১৯২৯-১৯৯১) [ময়মনসিংহে কৃষি সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা] কে।

এসব মহান পুরুষদের সমবায় চিন্তন ও কর্মপ্রয়োগ আমরা উপস্থাপন করতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে উপলব্ধি করতে:

৯.০২: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

৯.০২.০১: রবীন্দ্রনাথের সমবায়

জনগণ অন্তঃপ্রাণ মানবিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জনগণের সাথে সুখ-দুখকে ভাগাভাগি করতে সমবায় আন্দোলনকে বেছে নিয়েছিলেন। 'একা অন্ন ভক্ষণ করা যায়, তাতে হয়তো পেট ভরে। কিন্তু পাঁচজন মিলে খেলে পেটও ভরে, আনন্দও মেলে এবং সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও প্রস্তুত হয়'– কবিগুরুর এ আপ্তবাক্যের মাঝ দিয়ে আমরা তাঁর সমবায় চেতনাকে আবিস্কার করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষা তো বটেই, পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিত্বদেরও একজন। পল্লীসমাজ,আমাদের সামাজিক ইতিহাসের বিকাশধারা, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষাপ্রসার, শিক্ষাদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা ছিল এবং সেসব তিনি যেমন তাঁর অজস্র রচনায় লিখে গেছেন, তেমনি হাতেকলমে করেও দেখিয়েছেন জমিদারি চালানোর সময় ও শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদগণের কাছ থেকে আমরা তাই শুনতে পাই সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে আদিম মানুষের ভাষার উন্মেষকালে

প্রথমে আবিস্কৃত হয়েছে 'আমরা' নামক 'সমষ্টিগত' অভিব্যক্তির এবং এর পর আমরা পেয়েছি 'আমি' নামক ব্যক্তিক অভিব্যক্তি। 'আমি' কে 'আমরা'য় রূপান্তরের প্রক্রিয়া এবং এই 'আমরা'র অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার সচল ও উদ্ভাবনামূলক কর্মকান্ডেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সমবায়' নামক সম্মিলিত কর্মযজ্ঞের শক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কবিতার ভাষায় তিনি তাই বলেছেন:

আমার একার আলো সে যে অন্ধকার
যদি না সবারে আমি দিতে অংশ পাই
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর।
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়
সবাই আপন হেথা, কে আমার পর?
একসাথে বাঁচি আর একসাথে মরি
এসো বন্ধু, এজীবন সুমধুর করি।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অনন্যসাধারণ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে সমবায়মনস্ক পুরোধা ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন তার হিসেব এ ছোট্ট পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষ জন্মগতভাবে সমবায়ী এবং সমাজবদ্ধ হয়ে বেড়ে ওঠার প্রতিটি পরতে পরতে যে এ সমবায় চেতনা তার অজান্তেই সক্রিয় থেকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে- একথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আগে কেউ অমনভাবে বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। যুথবদ্ধ হয়ে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে মোকাবেলা করার অমোঘ অস্ত্রই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এতৎসংক্রান্ত মতবাদে প্রকাশ করেছেন অবলীলাক্রমে। 'সমবায় নীতি', 'সমবায়ী আত্মনির্ভরশীলতা', 'সমবায়-১', 'সমবায়-২', 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' এসব প্রবন্ধ বা অভিভাষণ সমবায় চিন্তনের মৌলিক সত্তাকে উন্মোচিত করেছে জোরালোভাবে। 'মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম- হার মানিবার নয়।' কিংবা 'দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সে ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি'-এসব উক্তি সমবায়ের মর্মবাণীকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। 'পল্লীর উন্নতি', 'পল্লী সেবা' কিংবা 'ভূমিলক্ষ্মী' এ ধরণের কঠোর অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিজ্ঞান আমাদের জন্য অবশ্য পাঠ্য ও অনুসরণীয়। পর্বে পর্বে মানব সভ্যতার অগ্রগতি বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি তীক্ষ্ণধীর পরিচয় দিয়েছেন; আর সে ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের আত্মস্থলে সুরক্ষিত ঐক্যবোধ অবলম্বন করা যে কতখানি জরুরি তা তিনি উচ্চকণ্ঠে বার বার বলেছেন। 'অমিলের ফাঁক দিয়েই আগুন বিস্তীর্ণ হয়। সেই অমিলের ফাঁকেই বুদ্ধিকে জীর্ণ করে, সাহসকে কাবু করে, সকল রকম কর্মকে বাধা দেয়।' এ বাস্তবতাকে উপলব্ধির পর্যায়ে এনে তিনিই সমাধান দিয়েছেন এ বলে যে, 'বহু লোকের মিলনেই মানবের সত্য, সে মিলনেই মানবের সভ্যতা। অতএব সমবায়নীতির দ্বারা এ সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাদের আজকের দিনের কর্তব্য বলে রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপমহাদেশের প্রথম সমবায় চিন্তক হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইউরোপে বিকশিত সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন এবং তার এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিজের স্বচ্ছচিন্তা চেতনায় শাণিত। সমবায়ের মাধ্যমে তিনি বাংলার গ্রামকে আনন্দ রসায়নে কর্মমূখর করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন 'কাজে যদি আনন্দ না থাকে তাহলে কিন্তু কাজ জমে না। আমাদের গ্রামগুলো বড্ড নিরস হয়ে পড়েছে। জীবন থেকে এই খরা দূর করতে হবে।' মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসে তিনি দেখেছিলেন পূর্ণতার নির্যাস। "মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্রে বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনোই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোল আনা পেয়ে থাকে।" মহার্ঘ এসব উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের মর্মবাণীকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। সমবায়কে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন দারিদ্র্যমুক্তির পথ ও হাতিয়ার হিসেবে। তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন 'যদি আমরা দারিদ্র্য নিরসনের পন্থা উদ্ভাবন করিতে না পারি তবে সকল দিকে পিছিয়ে যাইব।' 'সমবায়' ছিল রবীন্দ্রনাথের সেই দারিদ্র্য নিরসনের পন্থা।

পল্লী উন্নয়নের মাঝে রবীন্দ্রনাথ দারিদ্র্য নিরসনের সন্ধান পেয়েছেন। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রথম শুরু করেছেন চলনবিলের কৃষকদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ নিজেই। ১৯০৫ সালে পতিসরে 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' স্থাপনের আরও আগে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অনুরূপ একটি ছোটোখাটো কৃষিব্যাংক গড়ে তোলেন সমবায় ভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা করে তুলতে। আবার 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' এর আদলে ১৯২৭ সালে গড়ে তোলেন 'বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক'। এরপর ১৯২৮ সালে শ্রীনিকেতনে ধর্মগোলার প্রতিষ্ঠা হয়। একই সময়ে সাঁওতাল পাড়ায় 'সমবায় ঋণদান সমিতি' গঠন, ১৯৩১ সালে ঐ সমবায় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কাছাকাছি এলাকায় সাড়ে তিনশতেরও বেশি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতির কার্যক্রম এবং বীরভূম অঞ্চলে অনুরূপ কর্মকাণ্ড রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও আশার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তার যুগান্তকারী উদাহরণ শিলাইদহ ও পতিসরে 'কৃষি ব্যাংক স্থাপন' কার্যক্রম শুরু হয়েছিল শুরুতে ধার করা টাকায় এবং পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল এসব কৃষি ব্যাংকের মূলধন। গ্রামের কৃষকদের এই 'কৃষি ব্যাংক' থেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হতো। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি 'কৃষিব্যাংক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে।... ব্যাংক খোলার পর বহু গরীব প্রজা প্রথম সুযোগে পেল ঋণ। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তা এবং সমবায় বিষয়ক কার্যক্রমের তত্ত্বতালাশ করতে গেলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জমিদারীতে কৃষকদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা শুরু করেছেন, সমবায় প্রথার গুণগান নিয়ে তাদের সাথে কথা বলছেন, তখনো আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন যথাযথভাবে দানা বাঁধেনি। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় '...পাঠকদের একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সমবায় শক্তি জাগরুক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন ও সামান্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,তখন বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই।

১৯০৫ সালে ব্যাংক বলিতে কী বুঝাইত, তাহার কোন ধারণা সাধারণ লোকের ছিল না; সুতরাং কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে একটি নতুন ঘটনাই বলিব।' (রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন উন্নয়ন ভাবনা-ড. আতিউর রহমান: ত্রয়ী মনীষীর সমবায় ভাবনা ও তার বিশ্লেষণ: গ্রন্থণা ও সম্পাদনা সমীর কুমার বিশ্বাস: পৃষ্ঠা-১৩৯)।

সমবায়ের চেতনা ও ধ্যান-ধারণাকে অর্থনৈতিক মুক্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বারবার উল্লেখ করেছেন, 'ধনীর ধনে দারিদ্র্য বিমোচন হয় না। দারিদ্র্য বিমোচন হতে পারে গরীব জনসাধারণের সম্পদ সৃজন ও উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে। আবার গরীব মানুষ একাকী অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে না, প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ, প্রয়োজন সমবায়ী ভাবনা।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা।'
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদ্যপান্ত খাঁটি বাঙালি। বাঙালির মননশীলতা ও ভাবরাজ্য তথা কর্মদ্যোগে গতিশীলতা আনয়নের জন্য তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তিনি গভীর বিশ্লেষণে বাঙালিকে চিনতে চেয়েছেন-তাদের জাগ্রত করতে চেয়েছেন। বাঙালির প্রতি অভিমানাহত হয়ে তিনি বলেছেন:

আমরা আরম্ভ করি-শেষ করি না।
আড়ম্বর করি, কাজ করি না;
যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না।
যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না;
ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি;
তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না;
আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি-
যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না;
আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি,
অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি;
পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান,
পরের চক্ষে ধুলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং
নিজের বাকচাতুর্য্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করতে চেয়েছেন, কোন আড়ম্বর করতে চাননি। তিনি বাঙালিকে একত্রিত চেতনায় সম্মিলিত কর্মযজ্ঞে আনতে চেয়েছেন। সমবায় আন্দোলন ছিল রবীন্দ্রনাথের জনগণ উন্নয়নের একটি স্বাপ্নিক হাতিয়ার। সমবায় আন্দোলনকে তিনি শক্তি হিসেবে দেখেছেন এবং এই শক্তি সাধনায় তিনি ছিলেন আজীবন ব্রতী। বাঙালির সুপ্ত শক্তিকে তিনি সমবায়ের মাধ্যমে জাগাতে চেয়েছিলেন।

৯.০২.০২: সমবায়ের রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপাদমস্তক সমবায় ভাবুক-সমবায় চিন্তক ও সমবায় কর্মঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁর সমবায় ভাবনাকে প্রাচীন ভারতীয় সমবায় আদর্শের আলোকে জারিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে,ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা (Self Sufficient Village System) যেখানে এক একটি গ্রাম ছিল উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আসতো। গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে তাদের উৎপাদন-বণ্টনসহ সব সমস্যার সমাধান করতো। এটা মিলিত প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করার কথা জানা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চারটি সমবায় সঙ্ঘের উল্লেখ আছে; কাঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায় সঙ্ঘ। মৌর্যদের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠার পর উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ। মৌর্য আমলে সমবায় সঙ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকাণ্ড আরো শক্তিশালী হয়। এই সব সমবায় সঙ্ঘ অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি কিছু বিচার নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতো। গ্রামের উন্নতির জন্য সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো। বাঙালির সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমবায়ের মাধ্যমে বাংলার প্রতিটি গ্রামকে-গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে এবং পরিবারের প্রতিটি মানুষকে সার্বিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহার অংশে লিখেছেন– 'একমাত্র সমবায়-প্রণালির দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জন দশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস।' আশাবাদী এই বাক্যটির শেষে আবার তিনি লিখেছিলেন-'আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালি কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিত শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।' কবিগুরু পর্যবেক্ষণজাত এই উপলব্ধির সারবত্তাকে সংশোধন করে সমবায় আন্দোলনকে তার কাংখিত অবয়বে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

৯.০২.০৩: জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও জনহিতৈষী-জনদরদী রবীন্দ্রনাথ

জনহিতৈষী ও জনদরদি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পেতে হলে আমাদের যেতে হবে সেই মাটির কাছে, মাটির মানুষের কাছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ জমিদারগিরি করতে গিয়ে জমিদারি নয় তার দেবত্ব সত্ত্বাকে সমর্পণ করেছিলেন। সেই শিলাইদহ, পতিসর আর শাজাদপুরের আপামর জনগণই ছিল রবীন্দ্রনাথের সমবায়সাথী। যাদের সাথে তিনি বাস করেছেন-যাদের কাছে ফিরে ফিরে গেছেন বার বার। এ তিনটি জমিদারী এলাকাতেই তিনি নানাবিধ কর্ম পরিকল্পনা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়ন ঘটাতে। রবীন্দ্রনাথের জনদরদি ও জনহিতৈষী কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

(ক) হিতৈষী তহবিল: প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথ হিতৈষীবৃত্তি ও কল্যাণবৃত্তি নামে তহবিল চালু করেন। প্রজাদের কাছ থেকে আদায়কৃত খাজনা হতে টাকা-প্রতি তিন পয়সা হিসাবে হিতৈষী তহবিলে জমা করা হতো। জমাকৃত টাকার সমপরিমাণ অর্থ জমিদারির সেরেস্তা হতেও জমা করা হত।

(খ) চিকিৎসা সেবা: গ্রামে রোগ-বালাই তখন নিত্যসঙ্গী। এখানে রবীন্দ্রনাথ যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। শিলাইদহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। পতিসরে বসানো হয় বড় হাসপাতাল এবং শাজাদপুর পরগণায় তিন জন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়। 'হেলথ্ কোঅপারেটিভ্'-এর মাধ্যমে চিকিৎসার সেবা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রথম চালু করেন রবীন্দ্রনাথ। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা দিতেন। এ চিকিৎসা তিনি বিনামূল্যে দিতেন।

(গ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন: প্রজাহিতৈষী জমিদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত ছয় মাইল রাস্তা নির্মাণ করেন। পানি সমস্যা দূর করার জন্য গায়ে খেটে কুয়ো খোঁড়ার দায়িত্ব দেন গ্রামবাসীকে আর তিনি দায়িত্ব নেন নিজ খরচে কুয়ো বাঁধানোর। পুকুর সংস্কারও চলে একই রীতিনীতিতে। পতিসরে কবি একটি ধর্মগোলাও বসান। স্কুল ও মাদ্রাসা, মন্দির, মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার।

(ঘ) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ: শিলাইদহে ৭০ একর জমির উপর স্থাপন করেন আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। যেখানে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে উচ্চফলনশীল ফসল ফলাবার জন্য ১৯১০ সালেই ব্যবহৃত হয়ট্রাক্টর, পাম্পসেট আর জৈব সার। নৌকো বোঝাই নষ্ট ইলিশ সস্তায় কিনে তাতে চুন দিয়ে মাটিতে পুঁতে তৈরি হয় এই জৈবসার।

(ঙ) আর্থিক সহায়তা: কৃষকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য পতিসরে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মহাজনদের কাছ থেকে মাসিক দশ টাকা সুদের হারে ঋণ করতে হত। কৃষকেরা কৃষি ব্যাংক থেকে বাৎসরিক ১২% হারে ঋণ পাইত।

(চ) শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা: শুধু কৃষি দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় এ বিষয়টি আজকের দিনের মত একশ বছর আগে বুঝে ছিলেন। তাই কৃষির পাশাপাশি তিনি কুটির শিল্প স্থাপনের উদ্যেগ নেন।

(ছ) মূল্য সহায়তা: ১৮৯৫ সালে কুষ্টিয়ায় স্থাপিত হয় 'ট্যাগোর অ্যান্ড কোং'। ফসল মৌসুমে ফসলের প্রাচুর্যের ফলে দাম কমে যায়। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য এই ঠাকুর-কোম্পানি চাষীদের ধান ও পাট কিনে বাজারে বিপণনের দায়িত্ব নেয়। বিপণনে অক্ষম কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য পাওয়ার জন্যও এই ব্যবস্থা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ।

(জ) পল্লী সমাজ গঠন: সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের বিষয়টি ছিল মূলতঃ স্বশাসনের উপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তন। একই সাথে সমাজের আর্থিক আত্মনির্ভশীলতার উপায় হিসাবে সমবায় কাঠামোর প্রবর্তন করা। অর্থকরী সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে তিনি তার নব গঠিত সমাজকে স্বনির্ভর আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন।

এজন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁত, মৎস্য চাষ, সমবায় কৃষি খামার প্রভৃতি সমবায় সংগঠন। আর তাতে যুক্ত করেন আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর সব পদ্ধতি। তাঁর প্রবর্তিত পল্লীসমাজের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিল: (১) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সৃষ্টিকরণ। (২) সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ সালিসের মাধ্যমে মীমাংসাকরণ। (৩) স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রচলন। (৪) উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন। (৫) বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদের জীবনী ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুনীতি, একতা ও স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধিকরণ। (৬) প্রত্যেক পল্লীতে একটি চিকিৎসা ও ঔষধালয় স্থাপন। (৭) পানীয় জল, নদী-নালা, পথ-ঘাট, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন। (৮) আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপনের মাধ্যমে যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদের কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদি পালন করে জীবিকা উপার্জন ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন। (৯) দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন। (১০) নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। (১১) মিলনমন্দির ও ক্লাব স্থাপনের মাধ্যমের স্বদেশ হিতার্থে জনগণকে অবহিতকরণ। (১২) জনসংখ্যা বিভাজন, গৃহসংখ্যা, রোগ-শোকের ব্যাপকতা, ফসলের অবস্থা ইত্যাদি-সহ পল্লীর সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশিতকরণ। (১৪) জেলায়-জেলায় ও গ্রামে-গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্য সংবর্ধন। (১৫) জেলা-সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যে সহায়তাকরণ।

৯.০২.০৪: রবীন্দ্রনাথ এবং সমবায়

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতজনিত কারণে শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁতীদের উদ্যোগে ১৮৪৪ সালে সমবায় সংগঠন The Rochdal Society of equitable pioneers গঠিত হয়। ১৭৭১-১৮৮৮ সালের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ সমবায় চিন্তার প্রসার ঘটান। উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এরপর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, গুরু সদয় দত্ত এবং হাল আমলে আখতার হামিদ খান সমবায় চিন্তার প্রবর্তক ও প্রসারক হিসাবে কাজ করেন। এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে কৃষি ঋণ আইনের মাধ্যমে সমবায় প্রথা চালু করা হয়। যা খুব কার্যকর ছিল না। পরে সমবায়ের সব দিক মিলিয়ে ১৯১২ সালে সমবায় বিষয়ক আইন প্রণীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমবায় নামক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার কোনো ঘাটতি ছিল না। তিনটি জমিদারী এলাকায় তাঁর নিজের কর্ম বিস্তৃতি ও নানা লেখা থেকে এ প্রয়াসের কথা জানা যায়। মিলন, ঐক্য সহযোগিতা, সমোঝোতা ও সহমর্মিতা হচ্ছে সমবায়ের মূল কথা। দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ-রবীন্দ্রনাথের সমবায় সম্পর্কিত লেখাতে তা বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন জনগণকে, দরিদ্র চাষীদেরকে সংগঠিত করে ফসল ফলানো, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তথা উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান

উন্নয়নের, তলানীতে পড়ে থাকা জীবনকে টেনে তুলবার জন্য তিনি সমবায় কর্মকাণ্ড প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায়-১ প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটিই হচ্ছে 'সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম'। এই বৈষম্য দূর করা তথা ধনসম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে সুষম উৎপাদন ও বন্টনের মাধ্যমে সমতা নিশ্চিত করাকে তিনি কর্তব্য জ্ঞান করেছেন।

মানুষের গরিব থাকার কারণ সন্ধান করতে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রত্যয়ের অভাবকে দায়ী করেছেন। আত্মনির্ভশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও কর্মোদ্যমকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন তাদের অদৃষ্টবাদকে। গরিব মানুষ গরিব হওয়ার জন্য তার ভাগ্যকে দায়ী করত। ভাগ্য যে মানুষকে গরিব করে না– এ বোধ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে আত্মপ্রত্যয় জন্মাবার জন্য তিনি পরস্পরে মিলে থাকা অপরিহার্য মনে করেছেন। তাঁর ভাষায় "পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র ...দারিদ্রের ভয়টা ভুতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাধিয়া দাঁড়াইতে পারি ...মানুষ যা কিছু দামী এবং বড়, তাহা মানুষ দল বাধিয়াই পাইয়াছে ...তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না।" তিনি আরো বলেন,"মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্রে বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনোই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোল আনা পেয়ে থাকে।

মানুষকে সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সমাজের সকল মানুষকে কোনো না কোনো কাজে সংগঠনের ছায়া তলে একত্র করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, এককভাবে কারো পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং সে কেবল সম্ভব সমবায় কর্ম দর্শনের দ্বারা। কৃষকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন: "ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। ...আজ আমাদের দেশটা যে এমন ভীষণ গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা লইতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন। ইউরোপের মানুষদের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। আরো প্রত্যক্ষ করেছেন ইউরোপ আমেরিকার চাষিরা জমির আল তুলে দিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে বিশাল খামার গড়ে যান্ত্রিক উপায়ে চাষ করে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। সে মত করে সমবায়ের মাধ্যমে নিজের দেশের মানুষকে এক হয়ে চাষবাস করাবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ

করেন। তাঁর ভাষায় "এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই ইউরোপে আজকাল কো-অপারেটিভ প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমবায়ের কথা বলেছেন তাতে সামাজিক ঐক্যের পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত মানুষ তৈরি করে আন্তর্জাতিক মানুষ গড়ার উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। আত্মিক গুণ সম্পন্ন মানুষের কথা তিনি বলেছেন। বিশ্ব মানব গৌরবময় মানব। আমাদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাঙালিকে তিনি এই জায়গায় দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রত্যাশা তাঁকে অনেক বড় করে দেয়।

সমবায়ের নীতির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের একত্রে মিলে থাকার যে স্বাভাবিক প্রবণতা তার কথা বলেছেন যা বহু শক্তি সৃষ্টির সহায়ক। আর মিলে থাকতে গেলে ত্যাগ করতে হয় লোভ। পৃথিবীর সকল সমাজের জন্য তিনি একটি সাধারণ বাধার কথা বলেছেন তাহলো, লোভ বা অর্থোপার্জন। শুভবুদ্ধি, লোভ ও অর্থোপার্জন একসাথে চলতে পারে না। অর্থাৎ পুঁজিবাদকে তিনি লোভীতন্ত্র বলেছেন। ধনীর অর্থ দান হিসেবে দান করে যে কল্যাণ সাধনা করার ফরমায়েশ ধর্মে রয়েছে তা দারিদ্রকে দুর না করে তা পাকা করে তাঁর এই মত। তিনি বলেছেন "সাধারণের দারিদ্রহরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই। সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই।"

প্রকৃতই সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার যে জায়গাটি তিনি চিহ্নিত করেছিলেন তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে একিভূত হয়। তাতে কেউ অনেক ভোগ করে কেউ নিঃস্ব থাকে। অন্যদিকে চাপিয়ে দেয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় যাবতীয় ধন সম্পদ থাকে রাষ্ট্রের হাতে যার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যম উৎপাদনের বিকাশ মন্থর হয়ে যায়। অন্যদিকে ধর্ম মানুষকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান করতে পারে না। সমবায় ব্যবস্থায় জনসাধারণের ধনসম্পদ উৎপাদন ও বিলিবন্টনের নিয়ন্ত্রণ থাকে। এখানে ব্যক্তিগত এবং একই সাথে সমষ্টির মালিকানা বজায় থাকে। তাই এই তিনটি ব্যবস্থার মাঝামাঝি ও উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের মুক্তির উপায় হিসেবে তা বাস্তবায়ন করতে তিনি উদ্যোগী হন।

সমবায় সম্পর্কিত অগ্রসরমান কর্মকাণ্ডের মধ্যে পতিসরে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা একটি বড় ঘটনা ছিল। কৃষকদের উপর মহাজনদের অমানবিক শোষণ ও অত্যাচারের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবহিত ছিলেন। বিপন্ন চাষীদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের ঋণমুক্ত করা এবং কুটিরশিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং সমবায় সমিতি গড়ে তোলার আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তিনি প্রথম শিলাইদহে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। এই ব্যাংক বেশিদুর না এগোলেও এর প্রায় ১১ বছর পর ১৯০৫ সালে তিনি পতিসরে অনুরূপ কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতা পান। তিনি নিজের অর্জিত আট

হাজার টাকাও ব্যাংকে খাটান এবং ১৯১৪ সালে নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ৮ হাজার টাকা তিনি পতিসর কৃষি ব্যাংকে জমা দেন। কৃষকের জন্য এই কৃষি ব্যাংক ছিল যুগান্তকারী ব্যবস্থা। এই ব্যাংক ব্যবস্থা সফলতার মুখও দেখেছিল। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের বর্ণনা অনুযায়ী, "কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম পরগনার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি কয়েক জন কৃষি-ব্যাংকে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার।" পরে অবশ্য Rural Indebtedness আইন প্রবর্তনের ফলে প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় করা যায়নি। পুরো টাকাই মার যায়। যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কোনো দিন আফসোস করতে দেখা যায়নি।

সমবায়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শেখাতে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠালেন আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহের পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও বিদেশে প্রেরিত হন কৃষিবিদ্যা পড়ার জন্য এবং ফিরে এসে তারা কৃষি কাজে যুক্ত হন। কৃষিকাজ এ দেশে আজও যেমন সম্মানের নয়, সেদিনও ছিল না। ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সন্তানদের অবস্থানও যদি বিবেচনায় নেয়া যায়। তাতেও তিনি ছেলেকে এবং জামাইকে কৃষি শিক্ষা পড়তে পাঠাতে পারেন না। রথীন্দ্রনাথ জমিতে নেমে নিজ হাতে কোদাল ধরে লাঙ্গল ধরে প্রজাদের কৃষি শিক্ষা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের এই কাজটি থেকে খুব সহজে কোনো বাক্য ব্যয় না করে অনুধাবন করা যায় তাঁর প্রজাপ্রেম দেশপ্রেমের গভীরতা। ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথরা বিদেশ থেকে ফিরে কবির তত্ত্বাবধানে শুরু করেন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও সার, বীজ, সেচ ইত্যাদির ব্যবহার। আজ যে-পন্থায় দেশে চাষবাস করা হয় সে-প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ শুরু করেন শতবর্ষ পূর্বে। শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা খাস জমিতে চালু হয় সুদূর ভবিষ্যৎমুখী সেই আধুনিক কৃষি খামার, যার আদলে পুরো গ্রামেই গড়ে উঠবে এর রক্ষাকবচ সমবায়ী খামার।

বাংলাদেশে সমবায় সর্বজন স্বীকৃত ও একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে এসেছিল এই বাংলায় সমবায় বিপ্লব হিসেবে। সে দিন তা মূল্য পায়নি। বিপ্লব একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। তার চেতনাগত প্রেরণা কখনই নিঃশেষ হয় না। বাংলাদেশে সমবায় আজ অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে। দারিদ্র বিমোচন ও আত্মনির্ভশীলতা অর্জনের মহান ব্রত নিয়ে সরকারের তত্ত্বাবধানে ২৯টি ক্যাটাগরীতে ১,৭৮,৯৫৬টি সমবায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত আছে এক কোটি নারী-পুরুষ। আর তাদের কার্যকরী পুঁজি হচ্ছে ১৩,৫৫,৭৪১.০০ লক্ষ টাকা। এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে ১,৩৫,৭৩২ জন নারী-পুরুষ।

৯.০২.০৫: রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের সমবায় ঐতিহ্য

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমবায় সমিতি 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি:' যার ব্র্যান্ড নাম মিল্কভিটা- সারা দেশ বিখ্যাত দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মিল্কভিটারও রয়েছে পূর্ব ইতিহাস।

সে ইতিহাসে যুক্ত আর কারও নাম নয়, নামটি রবীন্দ্রনাথের। তিনি সমবায় নীতি প্রবন্ধে বলেছিলেনন, 'কোনো চাষীর যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া ব্যবসা করিতে পারে না। কিন্তু একশো দেড়শো চাষী আপন বাড়িতে দুধ একত্র করিলে মাখন তোলা কল আনাইয়া ঘি এর ব্যবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেনমার্ক-প্রভৃতি ছোট ছোট দেশে সাধারণ লোক এইরূপে জোট বাধিয়া মাখন পনির প্রভৃতি ব্যবসা খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে।"

পাবনা শাজাদপুর অঞ্চলে তার জমিদারীতে বিশাল বিস্তৃত খোলা ঘাসের মাঠ ছিল। সেখানে গরু চরত। তিনি ভারত থেকে বড়জাতের ষাঁড় এনে শাহজাদপুরের বাথান ভূমিতে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তাতে প্রাকৃতিক ব্রিডিং সম্ভব হয়েছিল এবং ঐ সব গাভী সাধারণ গাভীর অনেক বেশি দুধ দিত। সমবায়ীদের অধীনে শাজাদপুরে বর্তমানে এক হাজার একরের অধিক যে জমি বাথান ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সে সব জমি রবীন্দ্রনাথের ছিল। ঐ উন্মুক্ত জমিতে হাজার হাজার পশু পালন হচ্ছে যার সব দুধ আসে মিল্ক ভিটায়।

৯.০২.০৬: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পতিসর কৃষি ব্যাংকের বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য:
গবেষণা কালে আমরা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পতিসর কৃষি ব্যাংকের বিষয়ে বেশকিছু ঐতিহাসিক তথ্য জানতে পেরেছি। এ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক কয়েকটি ছবিও আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। সংশ্লিষ্ট গবেষক ও লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা এখানে উল্লেখ করছি:

৯.০২.০৬.০১: অবহেলায় নোবেলের অর্থের হিসাব-খাতা:
জনাব ইফতেখার মাহমুদ-এর প্রতিবেদনটি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ৮ মে ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পতিসর কৃষি ব্যাংকের হিসাবের খাতাটির ওপরে যেন ১০৯ বছরের ধুলো। অবহেলা ও অযত্নে তা অনেকটাই ফ্যাকাশে।

বিশ্বকবি ১৯০৫ সালে নওগাঁর পতিসরে যে গ্রামীণ সমবায় কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার হিসাব রয়েছে এই খাতায়। শিলাইদহে কৃষকদের উন্নয়নে তাঁর নেওয়া নানা উদ্যোগের আর্থিক বিবরণীও এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল বিজয়ের পুরস্কার হিসেবে যে অর্থ পেয়েছিলেন, তাও কৃষি ব্যাংকে বিনিয়োগ করেন। সেই তথ্যও রয়েছে এই খাতায়।

হিসাব খাতাটির ওপরে লেখা পতিসর ব্যাংকের আমানত হিসাব। পেছনে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপক রেবতীকান্ত ভৌমিকের সই। সেখানে রয়েছে বাংলা ১৩২০-১৩৪৫ সনের হিসাব। অনেক যত্ন করে এসব তথ্য লেখা থাকলেও তা নওগাঁ জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের ট্রেজারিতে পড়ে আছে ঠিক ততটাই অবহেলায়। এর পুরো পাঠ উদ্ধারও হয়নি, পৌঁছায়নি গবেষকদের হাতে।

২০০৯ সালের ৮ মে নথিটি নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রাহক মতিউর রহমান মামুন। কিন্তু যথাযথ উপায়ে তা সংরক্ষণ না হওয়ায় প্রচ্ছদ, লেখা ও হিসাবের অঙ্ক অনেকটাই মুছে গেছে। অনেক পাতা ক্ষয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে ধরলেই ১০৯ বছরের পুরোনো খাতাটি ভেঙে যাচ্ছে।

পুরাতত্ত্ব আইন, ১৯৬৮ অনুযায়ী ঐতিহ্যগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১০০ বছরের পুরোনো নথি পাওয়া গেলে তা জাতীয় পুরাতত্ত্ব সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। এর পাঠোদ্ধার করতে ও সংরক্ষণের জন্য তা জাতীয় জাদুঘর বা জাতীয় মহাফেজখানায় জমা দিতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নোবেল জয়ের স্মৃতি ও উপমহাদেশের প্রথম কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ওই নথিটি এখন পর্যন্ত জাতীয় জাদুঘর বা জাতীয় মহাফেজখানার কোথাও জমা দেওয়া হয়নি।

এমন মূল্যবান নথি যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ না হওয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মুস্তাফিজুর রহমান।

চিত্র-১৬: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের ' হিসাবের মহামূল্যবান লেজার-এর হিসাব লেখা পাতা

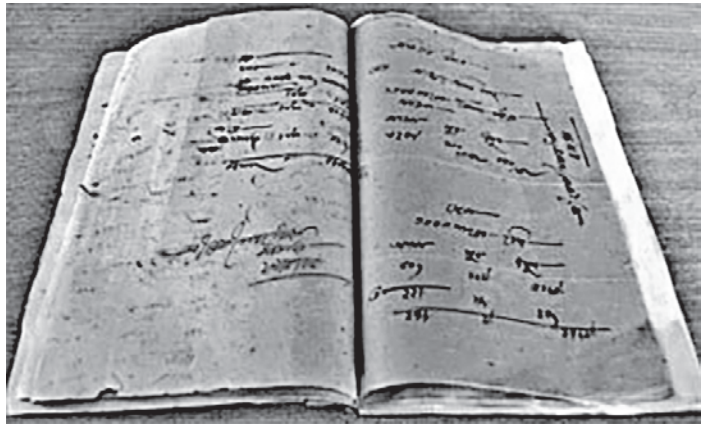

গত সপ্তাহে মতিউর রহমান মামুন খাতাটি দেখতে যান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, এই মহামূল্যবান খাতাটি অবহেলার শিকার হয়ে জীর্ণ দশায় পৌঁছেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পতিসর গ্রামীণ সমবায় কৃষি ব্যাংক বিষয়ে মূল নথিগুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা ও পর্যালোচনা হয়নি বলে জানালেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও রবীন্দ্রনাথের কৃষি ভাবনাবিষয়ক গবেষক ড. আতিউর রহমান। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথই উপমহাদেশে প্রথম গ্রামীণ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। নথিটির মধ্যে হয়তো এমন তথ্য রয়েছে, যা ইতিহাসের অমূল্য দলিল। নথিটি দ্রুত কোনো জাদুঘরে সংরক্ষণ করা উচিত।

যেভাবে পাওয়া গেল: নথিটি নওগাঁর আত্রাই উপজেলার মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল কলেজের শিক্ষক আবদুল হামিদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন মতিউর রহমান। আবদুল হামিদ রবীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাংকের কর্মচারী মোহাম্মদ আহমদ আলী শাহের নাতজামাই। তাঁর বাড়ি রাণীনগরের বিল কৃষ্ণপুরে। পারিবারিক সূত্রে এটি তাঁর বাড়ির সিন্দুকেই দীর্ঘদিন ছিল।

মতিউর রহমান বলেন, 'আবদুল হামিদ একবার ওই নথিটি ঘাঁটতে গিয়ে দেখেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম লেখা। তখন তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২০০৯ সালের ২৪ মার্চ আবদুল হামিদের কাছ থেকে নথিটি সংগ্রহ করে পরে তা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে জমা দিই।'

২০০৯ সালে নওগাঁর জেলা প্রশাসক ছিলেন নাজমুন আরা। বর্তমানে তিনি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'নথিটির একটি প্রতিলিপি (ফটোকপি) জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিই। আর মূল নথিটি ট্রেজারিতে জমা রাখি।'

নথিটি উদ্ধারের পাঁচ বছর পরও জাতীয় জাদুঘরে জমা হলো না কেন, জানতে চাইলে নওগাঁ জেলা প্রশাসক এনামুল হক প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর সম্প্রতি জানতে পেরেছি, এটি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের ট্রেজারিতে আছে। খুব দ্রুত এটি জাদুঘরে জমা দেওয়ার জন্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হবে।'

৯.০২.০৬.০২:ব্যাংকার রবীন্দ্রনাথ :

জনাব আব্দুল খালেক খান বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম অনলাইন পত্রিকায় মে ২৬, ২০১৪ তারিখে এ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লেখেন। প্রতিবেদনটি আমরা নিম্নে তুলে ধরছি: পতিসরে ১৯০৫ সালে 'কালীগ্রাম কৃষি সমবায় ব্যাংক' স্থাপন করে দরিদ্র কৃষক, তাঁতী, জোলা, মৎস্যজীবীদের সহজ সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাদের মহাজনদের ভয়াবহ শোষণ থেকে রক্ষা করেছিলেন শুধু তা-ই নয়, তাঁদের জন্য অর্থনৈতিক সুবাতাস বইয়ে দেয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। সে সঙ্গে গ্রামে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও জীবনযাত্রা সহজ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করেন সমবায় সংগঠন, কৃষি সমবায়, তাঁত সমবায় মৎস্য সমবায় ইত্যাদি। উদ্দেশ্য একটি সুস্থ সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন। এদিক থেকেও কবি পথিকৃৎ। সবকিছু মিলে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল সুস্থ স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজভিত্তিক আদর্শ তথা মডেল গ্রাম গড়ে তোলা। ঠিক এ ধরণের অনুভব থেকে পতিসর-কালীগ্রামের প্রজাদের সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ খোলামেলাভাবেই বলেছিলেন, 'এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি- এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার স্নেহে আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।' শুধু পতিসর-শাহজাদপুরই নয়, শিলাইদহ থেকে লেখা তার চিঠিতেও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে; বোঝা যায় যে বোধ হয় কোনো সাময়িক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল না সেসব।

কবি চাষীদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা ভেবে আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে শুরু করেছিলেন কালীগ্রামের কৃষি সমবায় ব্যাংকের কাজ। ব্যাংক শুরুতেই কবি মূল আমানতের টাকাটা চড়া সুদে জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু সে তুলনায় খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষকদের যে ঋণ প্রদান করতেন তিনি, তার সুদের হার ছিল অনেক কম। এমন নানা প্রতিকূলতার মাঝে যাত্রা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পতিসরের 'কৃষি সমবায় ব্যাংক'-এর পথ চলা। কালীগ্রামে কৃষি ব্যাংক সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার লিখেছিলেন '১৯০৫ সালে ব্যাংক বলিতে কি বুঝাইতো, তাহার কোনো ধারণা সাধারণ লোকের ছিল না। সুতরাং কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে নতুন ঘটনা বলিবো।'

তা সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় যে, পতিসর কৃষি ব্যাংক ও গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষকদের তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই; আর সেটা বাংলাদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই বলি। তাই এসব কারণে এখনো সুকার্য জানা যায় নাই; ১৯০৫ সালের ঠিক কোন মাসে কোন তারিখে ব্যাংক স্থাপিত হয় আবার কত তারিখে শেষ হয়। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবন এ বিষয়ে সঠিক তারিখ তথ্য দিতে পারেনি। রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত পতিসর ১৯০৪ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর কালীগ্রামের কৃষি ব্যাংকের নামে জমা শুরু হয় ৬ হাজার টাকা। এর পরের ভুক্তি সবই ১৯০৬ সালের। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের শখের কৃষি ব্যাংকের শুরু হয় নতুন পথ চলা, উদ্দেশ্য ছিল পল্লীর সাধারণ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। স্বপ্ন ছিল কৃষি নির্ভরশীল অর্থনৈতিতে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, কবি বলেছেন-

'নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভান্ডার ও ব্যাংক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহদান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যুহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাবো।' (সমবায়নীতি, রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খন্ড পৃঃ ৩১৯)।

পল্লীর কৃষককে গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার প্রয়াস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে (ব্যাংকের জন্য) শতকরা আট আনা সুদে টাকা ধার করেন নিজ বন্ধু ও মহাজনের কাছ থেকে। ঋণ গ্রহীতাদের সুদ দিতে হতো ১২ শতাংশ হারে এভাবে মাত্র ৮ বছর (১৯০৫-১৯১৩) পর্যন্ত ঋণ কার্যক্রম শেষে গৃহীত ঋণের টাকা সামান্য পরিমাণ ফেরত এসেছে। এতেও রবীন্দ্রনাথ হতাশ ছিলেন না; ১৯১৪ সালে নোবেল পুরস্কারের টাকা থেকে বেশ বড় অংশ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে ১ লাখ ৮ হাজার টাকা, প্রভাত কুমারের মতে ১ লাখ ২০ হাজার এবং প্রশান্ত কুমার পালের মতে ৭৫ হাজার টাকা) পতিসর কৃষি ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা করেন।

ফলে হতদরিদ্র কৃষক, তাঁতী, কামার-কুমার নতুন ঋণ পেতে শুরু করলো, অনাবাদি জমিতে ফসল ফলতে শুরু হলো, তাঁত শিল্পের উন্নতি সাধিত হলো, জেলপাড়ার উন্নতি হলো। মহাজনরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাংকের ভরাডুবি আর রক্ষা পেল না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিতৃস্মৃতি'তে লিখেছেন 'কৃষি ব্যাংকের কাজ বন্ধ হয়ে গেল রুরাল Indebtness আইন প্রবর্তনের ফলে। প্রজাদের ঋণ দেওয়া টাকা আদায়ের উপায় রইলো না।'

রবীন্দ্র ভবনের রক্ষিত পতিসর বিষয়ক মাইক্রোফিল্ম থেকে জানা যায়, এক পর্যায়ে কৃষি ব্যাংক রক্ষা করতে ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং বরীন্দ্রনাথের নিকটজন হিসাবে পরিচিত পিয়ম্বদা দেবী, লাবণ্য প্রভা ঘোষ, নরেন্দ্র নন্দিনী দেবী, কামিনী সুন্দরী দেবী, নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রমুখ পতিসর কৃষি ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন। অমিতাভ চৌধুরীর মতে ব্যাংক চলেছিল ২০ বছর। আর রবীন্দ্র ভবনের মাইক্রোফিল্মে জুলাই ১৯২৩ পর্যন্ত লেনদেনের শেষ ভুক্তি দেখা যায় এবং সম্প্রতি পরিসর থেকে ম্যানেজার রেবতী কান্ত ভৌমিক স্বাক্ষরিত, মতিউর রহমান মামুন কর্তৃক উদ্ধার হওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষি ব্যাংকের হিসাবের খাতা অনুযায়ী ব্যাংক চলেছিল বাংলা ১৩২০ থেকে ১৩৪৫ (Daily star 11-02-2009) Tagore krishi Bank dossiers found in Naogaon (Daily star 03-10-2009)— অর্থাৎ ২৫ বছর। আজ থেকে শত বছর আগে ভারতে যখন তেমন কোনো ব্যাংক বীমার প্রচল ছিল না ঠিক তখন পরিসরের মতো পল্লীতে রবীন্দ্রনাথ কৃষি ব্যাংক স্থাপন করে প্রমাণ করেছেন, তিনি কেবল কবি ছিলেন না, গুরু ছিলেন না, সাধক ছিলেন না, সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, ঋষি ছিলেননা; তিনি কৃষি ব্যাংকের প্রবর্তক একজন ব্যাংকারও বটে।

৯.০২.০৬.০৩: রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও কৃষক সমাজ:

এ শিরোনামের একটি প্রতিবেদন লিখেছেন ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ যা দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকায় ১০ মে, ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ:

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ও পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় কৃষি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি অসাধারণ চিন্তা। সম্ভবত ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি বা কয়েক মাস আগে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষকদের মধ্যে এই ব্যাংক এতোই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাঁদের ঋণের চাহিদা মিটানো স্বল্পশক্তির এ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমস্যার সমাধান কিছুটা ঘটে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের টাকা কৃষি ব্যাংকে জমা হওয়ার পর। টাকার পরিমাণ যাই হোক মূলধন পেয়ে ব্যাংক স্বচ্ছল হয়ে ওঠে। কৃষি ব্যাংকের প্রভাব কালীগ্রাম পরগনায় এতোটাই ছড়িয়ে পড়ে যে সেখান থেকে মহাজনদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংক চলেছিল কুড়ি বছর ধরে। কৃষি ব্যাংকের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন সরকার কর্তৃক গ্রাম্য ঋণ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করা হলো। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায়ের উপায় রইল না। ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন শেষ করে দিয়ে। তিনি প্রচুর টাকা লোকসান গুনলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে বারবার বলেছিলেন, তোমার ব্যাংকটাকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী পরিণত করে নাও। কিন্তু সে সতর্কবাণী ও অনুরোধ পালিত হয়নি। ব্যাংকটিকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে পরিণত করে নিলে এই লোকসান দিতে হতো না। ব্যাংকটিও টিকে যেত।

৯.০২.০৬.০৪: পতিসরে রবীন্দ্রনাথের কৃষি সমবায় ব্যাংক:

রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রাহক ও গবেষক এম মতিউর রহমান মামুন-এর এ প্রতিবেদনটি ৯ মে, ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। (উৎস:/https://thenewse.com/?p=138170)। আমরা প্রতিবেদনটি এখানে তুলে ধরছি:

'তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক- একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়ে আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যাবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যাবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নতুন চেষ্টা প্রবর্তিত করো।' (রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী ১০ম খণ্ড) কালীগ্রাম পরগনার পল্লী গঠনের কাজে হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

শোষিত বঞ্চিত কৃষকদের বাস্তব অবস্থা অবলোকন করে এক চিঠিতে লিখলেন 'কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখ দৈন্য-নিবেদন! এদের অকৃতিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশ জোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক" (ছিন্নপত্র ১১১)। রবীন্দ্রনাথ নিজ অন্তরের মাঝে আনমনে এঁকেছিলেন গরিব হতভাগ্য প্রজাদের ছবি ' অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখ কাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে-গোরুলাঙল-ঘরকান্না-ওয়ালা সরল হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানেনা। আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত'। (ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী ১৩৯৯ পৃষ্টা ৩৭)

চিত্র-১৭: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের' হিসাবের মহামূল্যবান লেজার বইটি

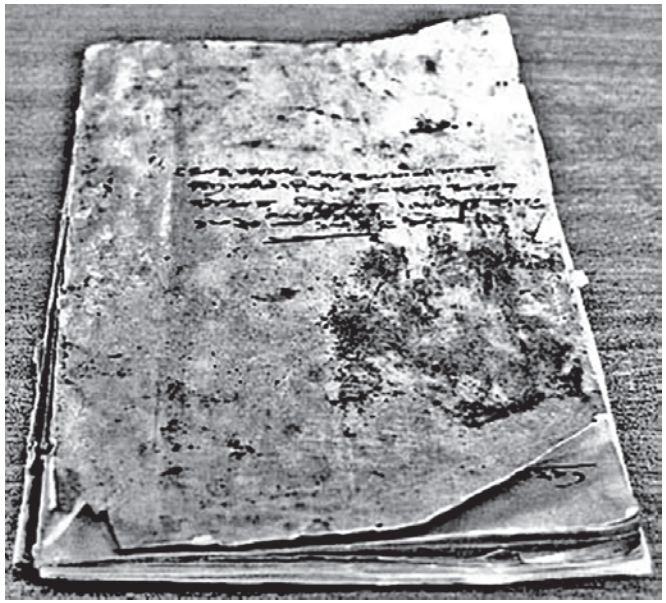

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন কৃষক সমাজ মহাজনদের কাছে তাঁরা ঋণী, এখান থেকে মুক্ত করতে না পারলে তাঁদের পক্ষে কোন কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় । রবীন্দ্রনাথ অস্থির হয়ে উঠলেন কীভাবে ঋণগ্রস্থ গ্রামবাসীকে ঋণমুক্ত করার কার্যকারী সাহায্যের ব্যাবস্থা করা যায় । শেষ পর্যন্ত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজনের কাছে ধার দেনা করে পতিসর ব্যাংক খুললেন নাম 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক' উদ্দেশ্য স্বল্প সুদে প্রজাদের টাকা ধার দিয়ে মহাজনের গ্রাস থেকে তাঁদের মুক্ত করে অর্থবৃত্তে স্বাবলম্বী করা । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া দারিদ্র, অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি..আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায়..এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যায় করে । ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে' (পল্লী প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৬২ পৃষ্ঠা ২৬১)

তাই গবেষকরা মনে করেন, 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীসমাজ পরিকল্পনার সর্বত্তোম প্রকাশ যদি গণতান্ত্রিক গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যাবস্থায় এবং এর অর্থনৈতিক ভিত্তি সর্বজনীন সমবায় ব্যাবস্থায় ঘটে থাকে, তাহলে সে সমবায় চিন্তার অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক স্থাপনে । ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামের শোষিত মানুষেরা ভয়াবহ মহাজনী ঋণের কবল থেকে মুক্তি পেল, কৃষক -কৃষির উন্নতি হলো, গ্রামের মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেল স্বাস্থ সেবার উন্নয়ন হলো । রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি অসাধারণ মাইলফলক' (রবীন্দ্র ভুবনে পতিসর আহমদ রফিক) ।

আজ শত বছর পরে আমাদের দেশে গ্রামীণ মানুষের উন্নতির জন্য বে-সরকারী কিছু সংস্থা (এন,জি, ও) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, শত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন ও পল্লীগঠনের কাজে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছিলেন পতিসরে । বৃটিশ বঙ্গে যখন সমবায় কার্যক্রম শুরু হয়নি; 'কোঅপারেটিভ ব্যাংক, লোন কোম্পানি যখন ছিলোনা তখন পতিসরের মতো অখ্যাত পল্লীগ্রামে কৃষি ব্যাংক খুলে কৃষকদের ঋণমুক্ত হতে সহযোগিতা করা তা অসামান্য কর্মদক্ষতারই উদাহরণ । সংগত কারণে ধরে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম যেখানে গ্রামের ধুলো-কাদা-মাটির স্পর্শ নিয়ে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, ভালোবাসা, দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে, যে মাটির মাঝে মায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে স্বর্গকে কল্পনা করেছেন সেখানে পতিসরের দানই প্রধান । আর সৃষ্টিকর্মের কথা বাদ দিলে পতিসরের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায় এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনার বাইরে পল্লী পূর্নগঠন কর্মকাণ্ডের যা কিছু সাফল্য তা পতিসরে এবং কৃষি সমবায় ব্যাংক ছিল তাঁর সর্বত্তোম প্রকাশ ।

রবীন্দ্রনাথ নিজ জমিদারী পতিসরে পল্লীউন্নয়ন কাজটা শুরু করেছিলেন ১৯০৫ সালে । তাঁর ইচ্ছাছিল স্বল্প আয়ের অল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষের উন্নয়ন করা । কেননা গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পিছিয়ে রেখে উন্নত সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয় । আর অর্থবৃত্তে

স্বাবলম্বী হতে না পারলে শিক্ষার উন্নতীও অচিন্তনীয় । সেই লক্ষে পতিসরে স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, আধুনিক কৃষি ব্যাবস্থার পাশাপাশি গরিব প্রজাদের সহজ সর্তে ঋণ দানের জন্য কৃষি সমবায় ব্যাংক গঠন করেছিলেন তা তৎকালীন ভারতের বিরল ঘটনাই বলা যায় । ব্যাংক চলেছিলো পঁচিশ বছর বাংলা১৩২০ থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত (সম্প্রতি উদ্ধার কৃত বরীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাংকের লেজারের হিসাব অনুযায়ী) আর অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, "ব্যাংক চলেছে কুড়ি বছর ।" প্রথমে ধারদেনা করে ১৯০৫ সালে পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করার পর কৃষকদের মধ্যে ব্যাংক এতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, তাঁদের ঋণের চাহিদা মিটানো স্বল্প শক্তির এ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা । অবশ্য সমস্যার কিছুটা সমাধান হয় নোবেল পুরস্কারের টাকা ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে কৃষি ব্যাংকে জমা হওয়ার পর । কত টকা ব্যাংকে মূলধন ছিল তা নিয়েও মতভেদ আছে কেউ বলছেন এক লক্ষ আট হাজার আবার অনেকে লিখেছেন এক লক্ষ আটাত্তোর হাজার টাকা' । (রবীন্দ্র জীবনী প্রশান্ত কুমার পাল ২য় পৃ. ৪৬২) । শুধু নবেল আর ধারদেনার টাকাই নয়, ব্যাংকের অবস্থা অস্থিতিশীল দেখে ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের রিয়্যালটি এবং আমেরিকায় বক্তৃতা বাবদ প্রাপ্ত টাকা থেকে ন'হাজার টাকা জমা দেন । তবুও শেষ পর্যন্ত ব্যাংক আর টিকলোনা ।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিতৃস্মৃতি'তে লিখেছেন ' ব্যাংক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হওয়ার । কৃষি ব্যাংকের কাজ কিন্ত বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural indebtedness -এর আইন প্রবর্তন হলো । প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায়ের উপায় রইল না' । ব্যাংকের শেষ অবস্থা নিরীক্ষণ করে ১৯১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে কবিগুরু প্রমথ চৌধুরীকে বার বার অনুরোধ করে লিখেছেন 'দোহায় তোমার যত শ্রীঘ্র পার ব্যাংকটাকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে পরিণত করে নাও (রবীন্দ্র জীবনী প্রশান্ত কুমার পাল খন্ড ৭ পৃষ্টা ২৯৭) কিন্তু কবির সে অনুরোধ শতর্কবাণী রাখা হয়নি, ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সকল স্বপ্ন শেষ করে দিয়ে ।

চিত্র-১৮: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের' হিসাবের মহামূল্যবান লেজার-এর শেষ পাতা

রবীন্দ্রনাথ পতিসর আসা যাওয়া করেছেন ৪৬ বছর (ইংরেজী ১৮৯১সালোর ১৩ ই জানুয়ারী থেকে ১৯৩৭ সালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত) । এই দীর্ঘ ৪৬ বছরের পতিসরে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে রেখে গিয়েছিলেন অনেক মধুমাখা অনেক স্মৃতি । কালের বিবর্তনে হারিয়ে গিয়েছিলো সবকিছুই । একজন বাঙালি হিসাবে সেই মধুমাখা স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার ও সংরক্ষণ আমাদের দায়িত্বের মধ্যই পড়ে । ২০০৩ সাল থেকে রবীন্দ্রস্মৃতি উদ্ধার ও সংরক্ষণ নিয়ে গবেষণা শুরু করছিলাম শেষ করেছি ২০০৯ সালে । উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চাশ দশকে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সময় পতিসর রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি থেকে যে সমস্ত রবীন্দ্রস্মৃতি চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছিল তা পুনরায় উদ্ধার করে পতিসরে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র মিউজিয়াম করা । বেস কিছু গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রস্মৃতি উদ্ধার করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করেছি । তবে নতুন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের 'হিসাবের মহামূল্যবান লেজার টি উদ্ধার করার পর । মূল্যবান খাতা হাতে আসার পর তা নিয়ে আমরা গবেষণা করছিলাম, কারণ এমন লেজার দুই বাংলার কোথায় নেই ।

পতিসর কৃষিব্যাংকের তথ্যাদি শুধু গবেষকদের কলমেই ছিল, বাস্তব এ ধরণের কোন খাতা-পত্র ছিলনা । গবেষণা পর যখন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বুঝতে পারলেন এটা রবীন্দ্রনাথের কৃষিব্যাংকের হিসাবের খাতা তখন ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বেশ কিছু কাগজে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় । তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষিব্যাংকের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের যাবতীয় তথ্যাদি তুলে ধরেন । তাতে দেশে ও দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ তা দেখতে পতিসরে এসেছেন । আমরা হয়তো তার কদর আজও জানিনি, বুঝিনা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী পরিচালনার কাজে এসে পতিসরের প্রজা সাধারণের কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা ও অসহায় গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার প্রকৃত রুপ অবলোকন করে তাঁদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে দাসত্ব গোলামীর জিঞ্জির থেকে রক্ষা করতেই চেয়েছেন ।

'আন্যদিকে গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর প্রতি 'ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বহনের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন গ্রামীণ জীবনযাত্রার সারল্য, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মতো স্থায়ী ভাবসম্পদ যা তাঁর নান্দনিক চৈতন্য বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠে' (রবীন্দ্রভুবনে পতিসর আহমদ রফিক) । তাই তিনি পতিসরের মতো অখ্যাত গ্রামে কৃষি ব্যাংক করতে ভুল করেন নি । তাতে কৃষক মহাজনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছেন অন্যদিকে শিক্ষা আর্জন সম্ভব হয়েছে । অর্থ্যাৎ অর্থবিত্তের সঙ্গে শিক্ষার যোগসুত্র বোধ করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিসরে কৃষিব্যাংক স্থাপন করেছিলেন । ... আমাদের ভেবে দেখা দরকার রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ছিল এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম সোপান । তার প্রকাশ পতিসরের কৃষি সমবায় ব্যাংক ।

তথ্যসূত্র:

(১) আত্মজীবনী: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; (২) রবীন্দ্রভবনে পতিসর: আহমেদ রফিক; (৩) বাংলাদেশে রবীন্দ্র সমীক্ষা; (৪) তব ভূবনে তব ভবনে: ড. আতিউর রহমান; (৫) রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে সমবায় নীতি, পল্লী প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ; (৬) নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ: আহমেদ রফিক; (৭) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা: সম্পাদনা-শামসুজ্জোহা; (৮) গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ: হাসনাত আবদুল হাই ।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে প্রেরণা ও তথ্য সহায়তার জন্য জনাব আব্দুল খালেক মল্লিক (উপসচিব) ও প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মিল্ক ভিটা মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।]

৯.০৩: আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)

'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন এদেশের কৃতি সন্তান-বাংলার গৌরব-উপমহাদেশের সৌরভ । তিনি ছিলেন বিশ্ববরেণ্য রসায়নবিদ, উপমহাদেশের রসায়ন শিল্পের জনক, নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক, হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত, সক্রিয় দেশসেবক এবং পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক । বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের স্বাপ্নিক কারিগর । সেবা ও ত্যাগ ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ । ভারতীয় কংগ্রেস নেতা মারাঠা রাজনীতিবিদ মি. গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের মতে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন 'বৈজ্ঞানিক ঋষি ।' সর্বত্যাগী ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষ আচার্যদেব ছিলেন একজন মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি । দেশের শিক্ষা বিস্তারে, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে,সমাজ সংস্কারে এবং আরো অনেক অনেক জনহিতকর কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন । দরদ,আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম নিয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । নিষ্ঠা, শ্রম, একাগ্রতা, বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিবেচনা তাঁকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিচালিত করেছিলো এবং তিনি সফল হয়েছেন প্রতিটি কর্মযজ্ঞে ।

আচার্য রায়ের সকল কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগ ছিল গণমূখী । তিনি গণমানুষের উন্নয়নে ছিলে তৎপর এবং সমবায় আন্দোলনকে সেই গণমানুষের উন্নয়নের হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন । তাঁর উক্তি থেকেই আমরা সমবায় সম্পর্কে তাঁর ধারণা আমরা পেতে পারি 'ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব না করে ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তির উপরেই যদি এমন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা যায় যা গ্রাহক হিসাবে হোক বা উৎপাদক হিসাবেই হোক সভ্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের ও সভ্যদের দ্বারা উৎপাদিত বা প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে মধ্যবর্তীদেরও প্রয়োজন হলে ক্রমে ক্রমে কলওয়ালা বণিকদের প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধন করে নিজেরাই কারখানা চালিয়ে ও মধ্যবর্তীর কাজ করে সভ্যগণের সকল অভাব মেটাতে পারে তাহলেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় । এই মতবাদই সমবায় মত নামে খ্যাত ।" সমবায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ আস্থা । তিনি বলেছেন "দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে পল্লী জীবনকে পুনর্গঠিত করা চাই ও পল্লীসমূহের নষ্ট শ্রী ফিরাইয়া আনা চাই । এই কর্তব্য সম্পাদনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সমবায় অর্থপ্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অনেক বেশি ।"

দেশ-মাটি ও মানুষ আচার্য রায়ের চরিত্র ও প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিল । সমবায়কে তিনি মা-মাটি ও মানুষের সেবা করার একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি ছিলেন সমবায় অন্তঃপ্রাণ । সমবায়ের আদর্শে জাত-পাত নির্বিশেষে সমানাধিকার অর্জন এবং বিংশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ ১৯০৪ সালে প্রণীত সমবায় আইনের বাস্তবায়নে আচার্যদেব এতই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি তাঁর নিজ গ্রামে নিজ বাড়িতে স্থাপন করেন 'রাড়ুলি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক' । তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯০৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নিবন্ধিত এই সমবায় ব্যাংক ছিল অবিভক্ত ভারতের গ্রামাঞ্চলের দ্বিতীয় ব্যাংক এবং অবিভক্ত বাংলায় ছিল প্রথম গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক । ১৯১৫ সালের ২২ অক্টোবর বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্টার মিঃ জি. এম. মিত্র বাহদুর এই ব্যাংকের ভবনের ভিস্তিস্থাপন করেন । তখনকার দিনে সমবায় ব্যাংক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান করার জন্য তিনি নিজ বাড়িতেই সমবায় ব্যাংক স্থাপন করেন । আমৃত্যু আচার্য রায় যে বিভিন্ন সমবায় সংগঠন শুধু প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা-ই নয়; তিনি ও সবের মূল নেতৃত্বও দিয়ে এসেছেন ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন সমসাময়িক। তাঁরা দুজনেই এক অপরের গুণগ্রাহী ছিলেন। ছিলেন সমবায় চিন্তক-বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের রূপকার এবং কর্মাধ্যক্ষ। ১৯৩২ সালে কলকাতার টাউন হলে আচার্য দেবের ৭০তম জন্ম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন 'আমরা দুজনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন। ...বস্তু জগতে প্রছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। ...আচার্যদেব নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়-প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।' এ অনুষ্ঠানে কবিগুরু তাঁর রচিত দু'ছত্র কবিতাও উপহার দিয়েছিলেন আচার্যদেবকে:

প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়;
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।

আচার্যদেবের **'সমবায় আদর্শ', 'বাংলার আর্থিক উন্নতিসাধনে সমবায়ের স্থান', 'অধ্যায়ন ও জ্ঞানলাভ', 'আমি ও আমার জীবন', 'অর্থনৈতিক সমস্যা', 'বাঙালি কোথায়?', 'অন্ন সমস্যা ও তাহার সমাধান'**- এসব মৌলিক প্রবন্ধ কিংবা অভিভাষণগুলো অতুলনীয়। মূলত এসবের ভিতর দিয়ে সর্ব সাধারণের প্রতি একটা আহ্বান সার্বজনীনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এক সময় সমগ্র ইউরোপব্যাপী ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবল প্রতাপ ঘটতে থাকে। ব্যক্তি স্বাধীনতামূলক অবাধ প্রতিযোগিতার আদর্শে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চিন্তা ও কার্যক্রমের পরিধি আবর্তিত হয়েছে। তবে ব্যক্তি স্বাধীনতার এ আদর্শ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা তো ঘোচাতেই পারে নি, বরঞ্চ ধনিক গোষ্ঠীর প্রভুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর বিপরীতে অর্থাৎ ধনিকতন্ত্রবাদকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে জার্মানির কার্ল মার্কস, ফ্রান্সের সেন্ট সাইমন ও চার্লস ফুরিয়ের ইংল্যান্ডের রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি দার্শনিকগণের নেতৃত্বে পৃথিবীর তাবৎ শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্বর্তন হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ দুই মতবাদের ভিতরকার বিরোধকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, "ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব না করে ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তির উপরেই যদি এমন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা যায় যা গ্রাহক হিসাবে হোক বা উৎপাদক হিসাবেই হোক সভ্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের ও সভ্যদের দ্বারা উৎপাদিত বা প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে মধ্যবর্তীদেরও প্রয়োজন হলে ক্রমে ক্রমে কলওয়ালা বণিকদের প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধন করে নিজেরাই কারখানা চালিয়ে ও মধ্যবর্তীর কাজ করে সভ্যগণের সকল অভাব মেটাতে পারে তাহলেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়। এই মতবাদই সমবায় মত নামে খ্যাত।" ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমবায় মতবাদের ভিত্তিভূমি বিশ্লেষণে আচার্যদেবের মতো এত গভীরে কেউ প্রবেশ করতে পারেন নি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আচার্যদেবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারেই প্রায়োগিক। একটা বাক্যে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হতে পারে, "দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে পল্লী জীবনকে পুনর্গঠিত করা চাই ও পল্লীসমূহের নষ্ট শ্রী ফিরাইয়া আনা চাই। এই কর্তব্য সম্পাদনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সমবায় অর্থপ্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অনেক বেশি।" এমন হাজারো দিক-নির্দেশনায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সমবায়ের আবশ্যকতাকে প্রমাণ করেছেন। আজীবন পরোপকারী জনহিতৈষী এ মনীষী তাই সমবায় মননের একজন অগ্রপথিক বলেই বিবেচিত হবেন অনন্তকাল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি: এখনও সগৌরবে টিকে আছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:- এর সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে সমিতির অবস্থা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ করছি:

চিত্র-১৯: পিসি রায় কর্তৃক রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:-এর উদ্বোধনী ফলক

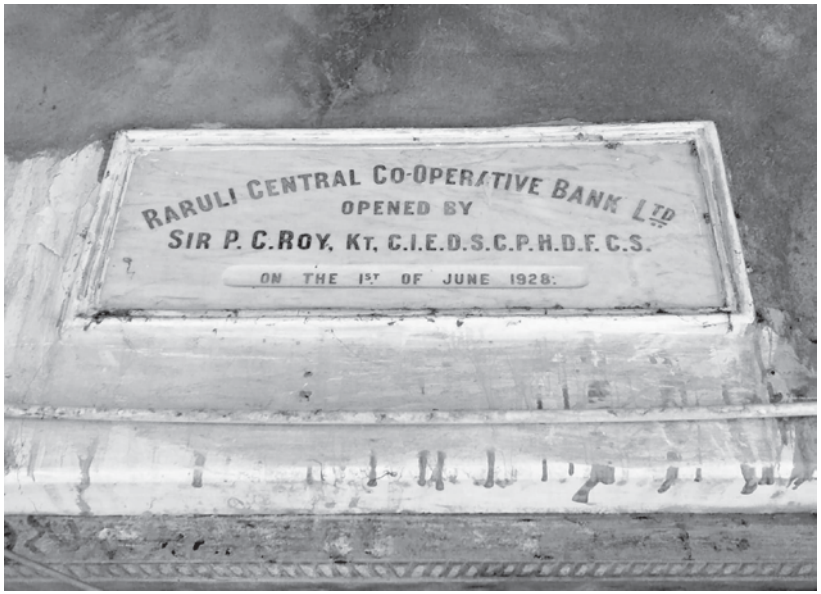

রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:, পাইকগাছা, খুলনা-এর ২০১৮-২০১৯ সনের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

অডিট বর্ষ : ২০১৮-২০১৯
সমিতির ধরন: স্বক্রিয়

১। সমিতির নাম : রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:।
২। সমিতির ঠিকানা : গ্রাম: রাড়ুলী, ডাক: রাড়ুলী, উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা
৩। সমিতির নিবন্ধন নং ও তারিখ : মূল : ০৩/কে, তারিখ : ০১/০২/১৯০৯ সংশোধিত : ৯০৬/কে, তারিখ : ১৫/১০/১৯৫৮
৪। সমিতির মূলকার্যক্রম : প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
৫। সভ্য নির্বাচনী এলাকা ও কার্যকরী এলাকা : খুলনা জেলার পাইকগাছা, কয়রা ও দাকোপ উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা, আশাশুনি ও কলারোয়া উপজেলাব্যাপী
৬। জাতীয় সমিতির নাম : বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:, ঢাকা
৭। সমিতির সদস্য সংখ্যা : ১৫৮ জন

	বর্তমান বছর	বিগত বছর
প্রারম্ভিক জের	১৭৩	১৭৩
বছরে অন্তর্ভুক্তি	–	–
সদস্যপদ বাতিল	১৫	–
সমাপনী জের	১৫৮	১৭৩

৮। (ক) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নাম, পদবী ও নিয়োগের তারিখ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	নিয়োগের তারিখ
০১	জনাব শেখ মিজানুর রহমান	সভাপতি	যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা মহোদয় এর ১৭/০৪/২০১৮ এর ১১৮০(৬) নং স্মারকাদেশে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ দেওয়া হয়
০২	জনাব সুশীল কুমার সানা	সদস্য	
০৩	জনাব গাজী রুহুল আমীন	সদস্য	

৮। (খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নাম, পদবী, নির্বাচন ও ১ম সভার তারিখ

ক্রঃ নং	সদস্যদের নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ	১ম সভার তারিখ
১	জনাব মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর	সভাপতি	১১/০৮/২০১৮	১২/০৮/২০১৮
২	জনাব সন্তোষ কুমার সরদার	সহ-সভাপতি	১১/০৮/২০১৮	১২/০৮/২০১৮
৩	জনাব মোঃ ইব্রাহিম গাজী	সদস্য	১১/০৮/২০১৮	১২/০৮/২০১৮
৪	জনাব দিলীপ কুমার ঢালী	সদস্য	১১/০৮/২০১৮	১২/০৮/২০১৮
৫	উপজেলা সমবায় অফিসার, পাইকগাছা।	সদস্য	যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা মহোদয়-এর ১০/১০/২০১৮-এর ৩৭১১/১(৫) নং স্মারকাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত	
৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী মোড়ল সদস্য, ভাটপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লি:	সদস্য		

৯। সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ: ২৮/০২/২০১৯

১০। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ:

নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রথম সভার তারিখ	মেয়াদ কালের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১১/০৮/২০১৮	১২/০৮/২০১৮	১১/০৮/২০২১	বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি বৈধ।

১১। মূলধন :
(ক) অনুমোদিত শেয়ার মূলধন : ১,০০,০০০/০০ (এক লক্ষ) টাকা
(খ) শেয়ার সংখ্যা : ১০,০০০টি
(গ) প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য : ১০/০০ (দশ) টাকা

মূলধনের অন্তভূক্ত বিষয়াদী	বর্তমান বছর	পূর্ববর্তী	বৃদ্ধি/হ্রাস (%)
নিজস্ব মূলধন	৫,৩৬,৬০০/-	৫,৩৬,৬০০/-	–
ধারকরা মূলধন	–	৬,৪৮,৭৩০/-	–
মোট		১১,৮৫,৩৩০/-	–

উল্লেখ্য যে, ভারত সরকারের নিকট পাওনা ২৯,৫৩০/- টাকা, এর মধ্যে সমিতির হিসাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি:-এর শেয়ার খরিদ ৮,৬০০/- টাকা, ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি:-এ চলতি আমানত জমা ১,৪৩০/৪৬ ও ওয়েষ্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি:-এ স্থায়ী আমানতের জমা ১৯,০০০/- টাকা যাহা এই ব্যাংকের জমা রয়েছে বলে রেকর্ড দৃষ্টান্তে জানা যায়।

১২। কার্যকরী মূলধন : (ক) বর্তমান বছর : ৫২,৪২,৮৪৩/০০ টাকা
(খ) পূর্ববর্তী বছর : ১৮,৭৯,৮৮০/০০ টাকা
১৩। সমিতির শ্রেণি : "খ"
১৪। ধার (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) :

বিষয়াদি	বর্তমান বছর	পূর্ববর্তী বছর	বৃদ্ধি/হ্রাস
সদস্য	-	-	-
সমিতি	২,৩৮,৩৩১/০০	২,৩৪,৩৩১/০০	-
অন্যান্য সংস্থা	২৭,৮৬,৮৮৯/০০	৫৪,৪৮,৭৭৯/০০	-

১৫। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা : ২,৫০,০০,০০০/০০
১৬। কর্জ দেনা : ২৭,৮৬,৮৮৯/০০ টাকা
১৭। বছরে অর্জিত নীট লাভ : ৫৬৬/৭০ টকা
১৮। বছরে আদায়কৃত নীট লাভ : ৫৬৬/৭০ টাকা
১৯। বন্টনকৃত লাভের হার (%) : -

বিবরণ	বর্তমান বছর	পূর্ববর্তী বছর
লভ্যাংশ (%)	–	–
সংরক্ষিত তহবিল ১৫%	৮৫/০০	৮,৩৭৬/০০
কূ-ঋণ তহবিল ১০%	৫৭/০০	৫,৫৮৪/০০
সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩%	১৭/০০	১,৬৭৫/০০
মোট সৃষ্ট তহবিল ২৮%	১৫৯/০০	১৫,৬৩৫/০০

২০। সঞ্চিতি তহবিলের স্থিতি : (ক) বর্তমান বছর : ৬,৯৪,৬৯২/০০ টাকা
(খ) পূর্ববর্তী বছর : ৬,৯৪,৫৫০/০০ টাকা

২১। ব্যাংক স্থিতি : ৩,৭৭৮/৭৪ টাকা

২২। ভূ-সম্পত্তি ও স্থাপনা :

রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:-এর ভবনটি খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন রাড়ুলী ইউনিয়নের রাড়ুলী গ্রাম ও মৌজার ৬৯০ নং দাগের ০.৮৭ একর জমির উপর দ্বি-তল ভবনটি অবস্থিত। ভবনের নীচ তলায় অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দ্বিতীয় তলায় ইতোঃপূর্বে নির্বাহী অফিসারের বাসভবন ও একটি পুকুর চাষাবাদসহ মোট জমির পরিমাণ ১১.৫৬ একর। কিন্তু বর্তমানে জরাজীর্ণ ব্যাংক ভবনসহ ব্যাংকের মোট জমির পরিমাণ ১১.৫৬ এর মধ্যে হতে বিগত ২০১০ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ব্যাংক সংলগ্ন পুকুরটি যার পরিমাণ ০.৫১ একর সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হিসেবে ভোগ দখল করছেন।

২৩। সমবায় আন্দোলনে সমিতির অবদান সংক্রান্ত:

এই সমিতির কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সমিতিটি ইতোপূর্বে সদস্য সমিতির অনুকূলে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করে দেশ ও জাতির কল্যাণে যথেষ্ট অবদান রাখছে এবং সমবায় আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছে। সমিতির কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সমিতিটি সদস্যদের কল্যাণে ও সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যাচ্ছে

২৪। সমিতির সভাপতির মোবাইল: ০১৭১১-১১৯৪৮৮

রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:, পাইকগাছা, খুলনা-এর লাভ-ক্ষতি হিসাব

৩০ জুন, ২০১৯ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য প্রস্তুতকৃত

বিবরণ	চলতি বছরের জের (টাকা)	পূর্ববর্তী বছরের জের (টাকা)
সুদ আয়	৯,২৯,১৭৮/০০	২১,৭২৯/০০
বাদ: সুদ ব্যয়	(৩২,৮৭০/-)	০.০০
নীট সুদ আয়/ব্যয়	**৮,৯৬,৩০৮/০০**	**২১,৭২৯/০০**
পরিচালনা আয়	১,০৫,৫২০/০০	১,৬৯,৯৩৯/০০
অন্যান্য আয়	১,৯১,১২,০৪৭/০০	০.০০
মোট আয়	**২,০১,১৩,৮৭৫/০০**	**১,৯১,৬৬৮/০০**
বেতন ভাতা প্রদান	(২৪,৫০০/০০)	(৫৭,৪০০/০০)
প্রশাসনিক ব্যয়	(৯৭,৪৩৭/০০)	(৭৮,৪২৮/০০)
আর্থিক ব্যয়	০. ০০	০.০০
অন্যান্য ব্যয়	(১,৯৯,৮৮,৫৪৭/৩)	০.০০
মোট পরিচালনা ব্যয়	(২,০১,১০,৪৮৪/০০)	(১,৩৫,৮২৮/০০)
অবচয় মূল্য নির্ধারনের পূর্ব লাভ	৩,৩ ৯০/৭০	৫৫,৮৪০/০০
বাদঃ অবচয় মূল্য নির্ধারনঃ আসবাবপত্রের অবচয় মূল্য (১০%)	(২,৮২৪/০০)	০.০০
নীট লাভ:	৫৬৬/৭০	৫৫,৮৪০/০০
আবন্টন :		
সংরক্ষিত তহবিল (১৫%)	৮৫/০০	৮,৩৭৬/০০
কৃঋণ সঞ্চিতি তহবিল (১০%)	৫৭/০০	৫,৫৮৪/০০
সমবায় উন্নয়ন তহবিল (৩%)	১৭/০০	১,৬৭৫/০০
মোট সৃষ্ট তহবিল (২৮%)	১৫৯/০০	১৫,৬৩৫/০০
আবন্টন পরবর্তী নীট লাভ	**৪০৭/৭০**	**৪০,২০৫/০০**
ক্রমপুঞ্জিভূত আবন্টিত লাভ (পূর্ববর্তী বছর)	৩৯,২২,১৪৩/০০	৩৮,৮১,৯৩৮/০০
অবন্টিত লাভ (উদ্বৃত্ত পত্রে স্থানান্তরিত হইবে)	**৩৯,২২,৫৫০/৭০**	**৩৯,২২,১৪৩/০০**

চিত্র-২০: রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:-এর অনারবোর্ড

রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:, পাইকগাছা, খুলনা-এর উদ্বৃত্তপত্র

৩০ জুন, ২০১৯ তারিখের জন্য প্রস্তুতকৃত

বিবরণ	চলতি বছরের জের (টাকা)	পূর্ববর্তী বছরের জের (টাকা)
সম্পদ ও সম্পত্তি :		
ভূমি, দালান, যন্ত্রাংশ ও আসবাবপত্র (ক্রয়মূল্য)	১০,৪৮,৪৫৬/০০	১০,৪৮,৪৫৬/০০
বাদ : পুঞ্জীভূত অবচয়	২,৮২৪/০০	০.০০
নীট স্থায়ী সম্পদ :	১০,৪৫,৬৩২/০০	১০,৪৮,৪৫৬/০০
ক্যাপিটাল ওয়ার্ক - ইন - প্রগ্রেজ		
অদৃশ্য সম্পদ (বাদ: অবলোপন)	২৯,৫৩০/০০	২৯,৫৩০/০০
বিনিয়োগ :		
শেয়ার বিনিয়োগ	২,৫৫,২২৪/০০	২,৫৫,২২৪/০০
অন্যান্য বিনিয়োগ	২৫,০০,৮৪১/৮২	১৬,০৬,৯৩৯/০০
ঋণ, নগদ ধার ও জমাতিরিক্ত :		
ঋণের আসল পাওনা	৪১,২৪,০৮৭/০০	৪১,২৪,০৮৭/০০
চলতি সম্পদ:		
মজুদ পণ্য	২৫,৬০৬/০০	২৫,৬০৬/০০
ঋণের সুদ পাওনা	৪১,৩৩,৩৫০/০০	২,০৫,৭৩,৭৮৩/০০
ঋণের দ- সুদ পাওনা	০. ০০	০.০০
বিবিধ দেনাদার	৩৯,৭৮৫/৪৪	৩৯,৭৮৫/৪৪
অগ্রিম পাওনা	০.০০	০.০০
জমা হিসাব	০.০০	০.০০
অগ্রিম প্রদান	৮৫,০০০/০০	৮৫,০০০/০০
মজুত তহবিল	৬.৪৬৮/০০	৮,৫৬০/০০
ব্যাংক জমা	৩,৭৭৮/৭৪	৫,৬৯৫/০০
মোট সম্পদ ও সম্পত্তি :	১,২২,৪৯,৩০৩/০০	২,৭৮,২৫,৩৪৪/০০
মূলধন ও দায় :		
মূলধন ও সঞ্চিতি:		
শেয়ার মূলধন	৫,৩৬,৬০০/০০	৫,৩৬,৬০০/০০
সংরক্ষিত তহবিল	৪,১৮,০০৪/০০	৪,১ ৭,৯১৯/০০
কূ - ঋণ তহবিল	২,৭৬,৬৮৮/০০	২,৭৬,৬৩১/০০
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	৪৩,৩২৮/০০	৪৪,৯৮৬/০০
গ্রাচ্যুইটি তহবিল		
ইনসেন্টিভ (কর্মচারী)		
পুঞ্জিভূত নীট লাভ	৬৫,৮৪,৪৪০/৭০	৩৯,২২,১৪৩/০০
পুঞ্জিভূত (ক্ষতি)		
অচলতি দায় :		
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ		
অন্যান্য তহবিল	৫৬,০২০/০০	৫৬,০২০/ ০০
চলতি দায়:		
জমা ও অন্যান্য হিসাব	১৪,৪৫,৩৩০/৩০	৫,৪৬,১০৬/০০
বকেয়া খরচের জন্য দায়	০.০০	১৮,৭২৪/০০
অন্যান্য আর্থিক দায়	৮১,০০০/০০	৮১,০০০/০০
স্বল্পমেয়াদী ঋণ	২৭,৮৬,৮৮৯/০০	২,১৮,৮০,২১২/০০
বিবিধ পাওনাদার	২১,০০৩/০০	২১,০০৩/০০
মোট মূলধন ও দায়	১,২২,৪৯,৩০৩/০০	২,৭৮,২৫,৩৪৪/০০

চিত্র-২১: পিসি রায় কর্তৃক বাগের হাঁট জেলার ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নের উদ্বোধনী ফলক

সহায়ক গ্রন্থ/সূত্র: (১) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়-জীবন ও সাধনা: অধ্যাপক কে. আলী, ১৯৮৮; (২) শিশু-বিশ্বকোষ: তৃতীয় খ-, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি; ঢাকা, ১৯৯৭; (৩) বাংলাপিডিয়া: ষষ্ঠ খ-; (৪) বিশ্বসেরা ১০১ বিজ্ঞানী: সম্পাদনা জালাল আহমেদ; মম প্রকাশ, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ২০০৪; (৫) হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ, অবসর; ২০১০; (৬) উইকিপিডিয়া।

৯.০৪: কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)

কবি কামিনী রায়ের কবিতার বহুল উচ্চারিত ও চর্চিত চারটি লাইন হচ্ছে 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবণী পরে সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'-এখানে এমন এক দর্শন রয়েছে যা কেবল মনোজগতের সম্পদ নয়। একে সমাজ-উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। সমবায়ের মৌলিক ধারণার বীজও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কামিনী রায়ের সমকালীন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লী উন্নয়নের যে মডেল তৈরি করেছেন, তাতে সমবায়ের রীতিপদ্ধতি ছিল, সমিতি-গঠনের নিয়ম ছিল, কমিউনিটি স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল, শালিস প্রথা ছিল, ঋণদান পদ্ধতি ছিল, ধর্মগোলা ছিল রবীন্দ্রনাথের এই সমবায়ী কর্মদর্শনের সঙ্গে কবি কামিনী রায়ের চিন্তাদর্শনের মিল ছিল। বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের শ্লোগান হিসেবেও আমরা কামিনী রায়ের 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' পাই। সারাদেশের সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় এই শ্লোগানের মাধ্যমে। মূলতঃ কামিনী রায় এক সমবায়ী সুখের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে ভেবেছেন প্রজাহিতৈষণা হিসেবে।

কবি কামিনী রায় 'সুখ' কবিতায় সুখের সন্ধান করেছেন। তিনি আমাদের জানিয়েছেন কোথায় সুখের বসবাস। কামিনী রায়ের ভাষায় 'সুখের বসবাস পরার্থে-আপন স্বার্থের গণ্ডীতে নয়।' পরের কারণে আপন স্বার্থ বলি দিয়ে মানুষ সুখ পেতে পারে। এখানেই সমবায় চেতনার সারবত্তা নিহিত আছে। কবি কামিনী রায়ের 'সুখ' কবিতাটির পূর্ণপাঠ এখানে উল্লেখ করছি। উল্লেখ্য যে, কামিনী রায় ১৮৮০ সালের ৩০ জুন মাত্র ষোল বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার মাত্র ছয়মাস আগে 'সুখ' কবিতাটি লিখেছিলেন।

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?---
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যতনে জ্বলিয়ে কাঁদিয়ে মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয়?---
কাঁদাইতে শুধু বিশ্বরচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন করে?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানবজীবন অবনী পরে?
বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈস্বরে,---
না,---না,---না,---মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
কার্যক্ষেত্রে ওই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তাঁর মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণের সুখ;
"সুখ" "সুখ" করি কেঁদনা আর,
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
গেছে যাক ভেঙে সুখের স্বপন
স্বপন অমন ভেঙেই থাকে,
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো
গৃহে এস আর ঘুর না পাকে।
যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা?
বিষাদ এতই কিসের তরে?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে?
লুকান বিষাদ আঁধার আমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত !

লুকান বিষাদ মানব-হৃদয়ে
গম্ভীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চীত্কার,
আকাঙ্খার বর ভাঙ্গে না তায় ।
বিষাদ---বিষাদ---বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে?
মানবের মন এত কি অসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?
সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার?
পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবণী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।

আমরা এই কবিতার চারটি চরণ 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবণী পরে/সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।' আমরা সমবায় আদর্শ ও চেতনার আপ্তবাক্য হিসেবে উচ্চারণ করে সমবায় আন্দোলনের জয়গাঁথা গেয়ে চলেছি কবি কামিনী রায়ের সমবায় আদর্শের ধ্বজাধারী হয়ে ।

রবীন্দ্রযুগের শক্তিমান কবি কামিনী রায়ের দর্শন নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তার সুযোগ রয়েছে । তাঁর কবিতার নারী-পুরুষ সমতার ধারণারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । আজকে যাঁরা নারীবাদী চিন্তা করছেন, তাঁদের অবশ্যমান্য হতে পারেন কামিনী রায় । যাঁরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত, তাঁরাও অবলম্বন করতে পারেন কামিনী রায়ের চিন্তাধারাকে । যাঁরা সমবায় নিয়ে ভাবছেন, তাঁদেরও আদর্শ হতে পারে কামিনী রায়ের কবিতা । কামিনী রায় নীতিবাদী কবি, শান্তিবাদী কবি, উন্নয়নবাদী কবি, সমবায়ী চিন্তার কবি- সার্বিকভাবে জীবনবাদী কবি । তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা, সাম্যের কথা, সমবায়ের কথা । তাঁর কবিতার দর্শন বাঙালির শাশ্বত জীবনেরই অংশ এবং সমবায় চেতনা ও আদর্শের এক অত্যুজ্জ্বল আঁতুরঘর ।

[তথ্যসূত্র: (১) উইকিপিডিয়া; (২) কামিনী রায়ের কবিতায় সমবায় চিন্তা–ড. তপন বাগচী; গৌরবের ঐকতান; বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা, ২০১১; পৃষ্ঠা নং-১৭১-১৭৫]

৯.০৫: শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

৯.০৫.০১: ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা:

অবিভক্ত বাংলার জাতীয় নেতা কৃষকবন্ধু শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৯ অক্টোবর বরিশাল জেলার বানরীপাড়া থানার চাখার গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন বরিশালের খ্যাতনামা আইনজীবীদের অন্যতম । তাঁর মায়ের নাম সৈয়াদানুন্নেছা খাতুন । বিপুল ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান হলেও ফজলুল হক বাল্যকাল থেকেই বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন । তেমনি শৃঙ্খলা ও আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করেই গড়ে তোলা হয়েছিল তাঁকে । শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাল্যকাল থেকেই তেজস্বিতা, তীক্ষ্ম মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় । ঘরেই তাঁর আরবী, ফারসি ও উর্দু শিক্ষা শুরু হয় ।

১৪ বছর বয়সে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং পরিতোষিকসহ ঢাকা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন । এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ. এ এবং পরে রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও গণিতে অনার্সসহ বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ১৮৯৫ সালে অঙ্কে এম. এ. পাস করেন । বরিশালের রামচন্দ্র কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর ১৮৯৭ সালে তিনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এরপরই তিনি পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী রূপে ১৯০০ সালে কলকাতা হাই কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন । ১৯০৬ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করেন । কিন্তু তেজস্বী হক সাহেব সরকারের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯১১ সালে চাকরি ছেড়ে আবার আইন ব্যবসায়ে নেমে পড়েন ।

৯.০৫.০২: রাজনৈতিক জীবন:

১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে তিনি অংশ নেন । ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন । ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মন্টেগু-চেমসফোর্ট কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কাজ করেন । ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ শহরে লীগ কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে তিনি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাই বিখ্যাত 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' নামে অভিহিত হয় । ১৯১৮ সালে ফজলুল হক নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন । সেখানে সভাপতি হিসেবে তাঁর দেওয়া ভাষণ ইতিহাসের এক স্বর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়েছে । ১৯২৫ সালে তিনি বাংলার মন্ত্রী সভার সদস্য মনোনীত হন । ১৯২৭ সালে তিনি কৃষক-প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন । ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩১-৩২ সালে তিনি বিলেতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন । সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ বক্তৃতা সবার মনে সাড়া জাগায় । ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন । তিনিই ছিলেন এ পদে অধিষ্ঠিত প্রথম বাঙালি মুসলমান । ১৯৩৭ সালে শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন । ১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন । তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে পাঞ্জাববাসীরা তাঁকে উপাধি দেয় । শের-ই-বঙ্গাল অর্থাৎ বাংলার বাঘ । সে থেকে তিনি শেরে-বাংলা নামেই পরিচিত । এ সম্মেলনের বিষয়ে একটি ঘটনার কথা জানা যায় যা শেরে বাংলার ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরে । মুসলিম লীগ এর লাহোর অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বক্তব্য দিচ্ছেন । হঠাৎ করে একটা গুঞ্জন শুরু হলো, দেখা গেল জিন্নাহর বক্তব্যের দিকে কারও মনযোগ নাই ।

জিন্নাহ ভাবলেন, ঘটনা কী ? এবার দেখলেন, এক কোণার দরজা দিয়ে ফজলুল হক সভামঞ্চে প্রবেশ করছেন, সবার আকর্ষণ এখন তাঁর দিকে। জিন্নাহ তখন বললেন-When the tiger arrives, the lamb must give away. এই সম্মেলনেই তিনি উত্থাপন করেছিলেন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। এ সময়ে তিনি 'ঋণ সালিশী বোর্ড' গঠন করেন। এর ফলে দরিদ্র চাষীরা সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ১৯৫২ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে তিনি 'যুক্তফ্রন্ট' দলের নেতৃত্ব দিয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর-অব-ল এবং ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁকে 'হিলাল-ই-পাকিস্তান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

৯.০৫.০৩: কৃষকবন্ধু শেরে বাংলার জনকল্যাণমূলক ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞ

শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এদেশের সাধারণ মানুষের জন্যে যা করেছেন, অন্য কোন জনদরদী নেতার পক্ষে এ যাবৎ তা সম্ভব হয়নি। এদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্যে তিনিই সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সাধনা ছিল তাঁর আজীবনের। তাঁরই প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, তাঁর স্বগ্রাম চাখারে ফজলুল হক কলেজ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কৃষকপ্রজা আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ সালিশী বোর্ড প্রবর্তনের জন্যে তিনি বাংলার দারিদ্র্য-নিপীড়িত কৃষক সমাজের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও মহাজনী শোষণ বন্ধ করার জন্য ফজলুল হক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর কৃষক-প্রজা সমিতির কর্মসূচি রাজনীতিকে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পটভূমি তৈরি করতে সাহায্য করে। মুসলমান জমিদার-জোতদার আর হিন্দু জমিদার-মহাজনদের মুসলিম প্রজাদের শোষণের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য ছিল না। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য একটি নতুন শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরি হচ্ছিল। তারা ছিল গ্রাম-বাংলার কৃষকের সন্তান, তারা কৃষক সমাজের নেতৃত্ব দেবে এটাই স্বাভাবিক। পল্লী-বাংলার ব্যাপক জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে ফজলুল হক যেমন নিজের অবস্থান ও রাজনীতির রূপরেখা নির্ধারণ করেছে, তেমনি নবাব-নাইট অধ্যুষিত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের স্বরূপও তুলে ধরেছেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কৃষকের সমস্যার কথা বললেও শুধু সাম্প্রদায়িক ফায়দা লোটার স্বার্থে কৃষকদের ব্যবহার করা ছাড়া তেমন কিছুই করেনি, করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কংগ্রেস বোধগম্য কারণেই কৃষকের মৌল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেনি। ফজলুল হকের ভূমিকা মুসলিম লীগ বা কংগ্রেসের চাইতে ভিন্ন ছিল। শুধু ভোট পাওয়ার জন্য ধর্মের নামে তিনি মুসলিম কৃষকদের ব্যবহার করতে চাননি।

তিনি কৃষকদের জন্য ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তিনি তাঁর মোকাবেলার জন্য রাজনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। ফজলুল হকের আগে আর কোনো রাজনীতিবিদই বাংলাদেশের ব্যাপকসংখ্যক কৃষককে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে টেনে আনতে পারেননি। তিনি বাংলার রাজনীতিকে ঢাকার আহসান মঞ্জিল ও কলকাতা শহরের চৌহদ্দি থেকে রাজপথে, গ্রাম-বাংলার মাঠে-ঘাটে নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি কৃষকদের মধ্যে সামাজিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া চালু করতে পেরেছিলেন। ফজলুল হকের এটা মৌলিক অবদান। জাতীয়তাবাদের বিকাশে এ ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। জাতীয়তাবাদের জন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রয়োজন। ফজলুল হকের চেষ্টায় তা প্রথমবারের মতো অর্জিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের অসম বিকাশের সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক দলগুলো তখন পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে তৎপর। কৃষি ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে শেরে বাংলা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর কর্মসূচির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাঙালি জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধিতার জন্য তিনি এ সংগ্রাম পূর্ণ সফলতা লাভ না করলেও জাতি গঠনের সকল উপাদান সৃষ্টি করে যেতে সক্ষম হন। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার প্রারম্ভিক কাজটুকু ফজলুল হক করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।

৯.০৫.০৪: সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী শেরে বাংলা

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন জনবান্ধব বাংলা মাটির একজন নিবেদিত সন্তান যিনি অবিভক্ত বাংলার প্রাণপ্রিয় জনপ্রিয় নেতা, বাংলাদেশের ব্যাঘ্র হিসেবে পাকভারত উপমহাদেশে পরিচিত। একসময় তাঁর উপাধিই ছিল 'শেরে বাংলা'। তিনি শিক্ষিত মহলে যেমন পরিচিত ছিলেন ব্যাপকভাবে ঐ উপাধিতে, তেমনি নিজ দেশের চাষী-মজুর, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন তাদের প্রাণপ্রিয় হক সাহেব"। তাঁর মত ধীশক্তি সম্পন্ন উদার চেতনার মানুষ এই দেশের ইতিহাসে এক শতাব্দীতে খুব কমই জন্মলাভ করেছেন। শেরে বাংলা আজ এদেশের একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এক হিসেবে তিনি কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সুপরিচিত। তিনি এদেশের মাটিকে, মাটির মানুষকে এমনভাবে ভালবেসেছিলেন যে, গোটা দেশটাই যেন ছিল তাঁর পরম আত্মীয় এবং আপনজন। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, কুলি, কামার সবাই ছিল তাঁর পরম বন্ধু। তিনি ছিলেন তাদের প্রিয় নেতা "হক সাহেব"।

আমরা শেরে বাংলার সঙ্গে সমবায় বিভাগের সরাসরি সম্পৃক্তা পাই। তিনি যেমন একজন সমবায়ী ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন সমবায় বিভাগের একজন কর্মী। শেরে বাংলার চাকরি জীবনের পরম্পরায় আমরা দেখতে পাই ১৯০৬ সালে ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। পরে সমবায় বিভাগের সহকারী রেজিস্টারের পদেও কাজ করেন। কিন্তু সরকারী চাকরীর বাঁধা ধরা নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁর বেশিদিন ভালো লাগেনি। ১৯১১ সালে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি চাকরি ছেড়ে পুনরায় তিনি রাজীতির ক্ষেত্রে জড়িয়ে যান প্রত্যক্ষভাবে। সমবায় বিভাগের চাকরির সূত্রে শেরে বাংলা সমবায় আন্দোলনের বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার কৃষক প্রজা তথা সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি তাঁর নিজ জন্মভূমি বরিশালের চাখার এলাকাকে সমবায় আন্দোলন প্রয়োগের

ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। ১৯৪০ সালে তিনি চাখারে প্রতিষ্ঠা করেন 'চাখার সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক লিঃ। সে সময় চাখার তথা বরিশাল এলাকায় কৃষকদের ঋণ প্রদানের জন্য কোনো ব্যাংক ছিল না। শেরে বাংলা প্রতিষ্ঠিত 'চাখার সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক লিঃ' কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

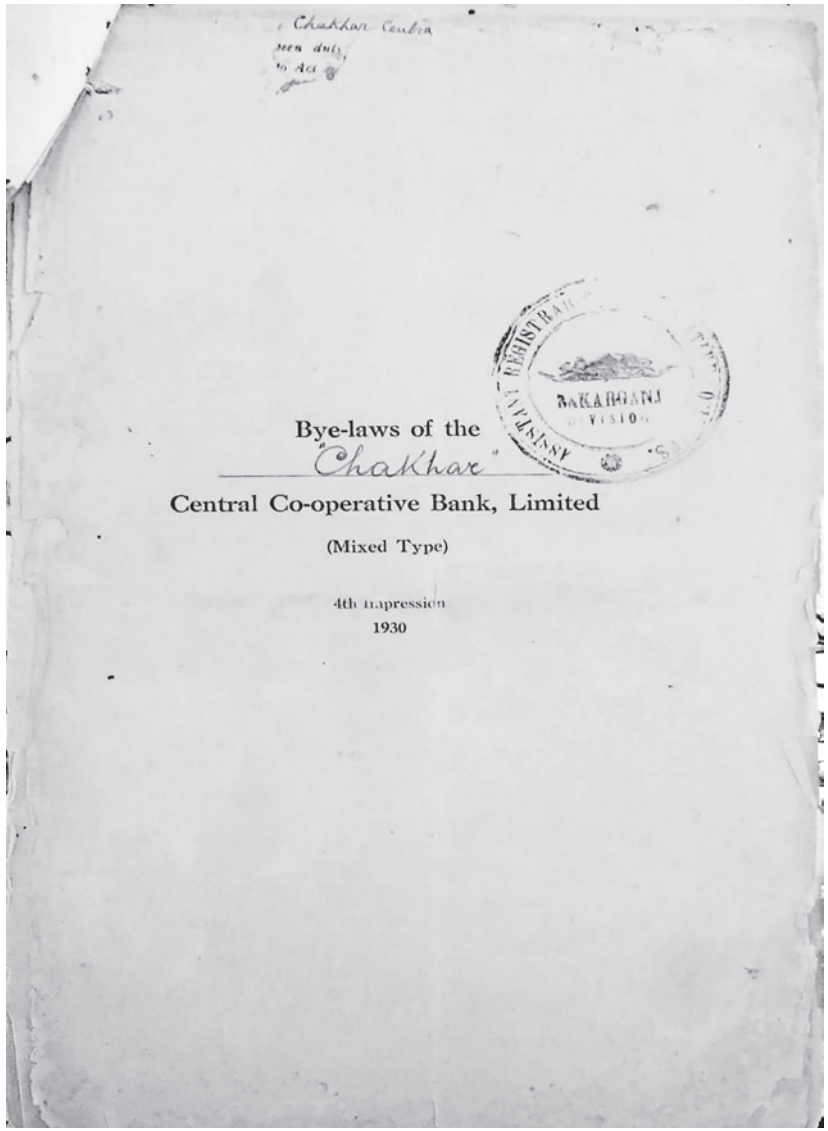

চিত্র-২২: শেরে প্রতিষ্ঠিত চাখার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ-এর বাই-ল-এর প্রথম পাতা

Bye-laws of the
"Chakhar"
Central Co-operative Bank, Limited
(Mixed Type)
4th Impression
1930

চিত্র-২৩: শেরে প্রতিষ্ঠিত চাখার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ-এর বাই-ল-এর শেষাংশের পাতায় শেরে বাংলার স্বাক্ষর

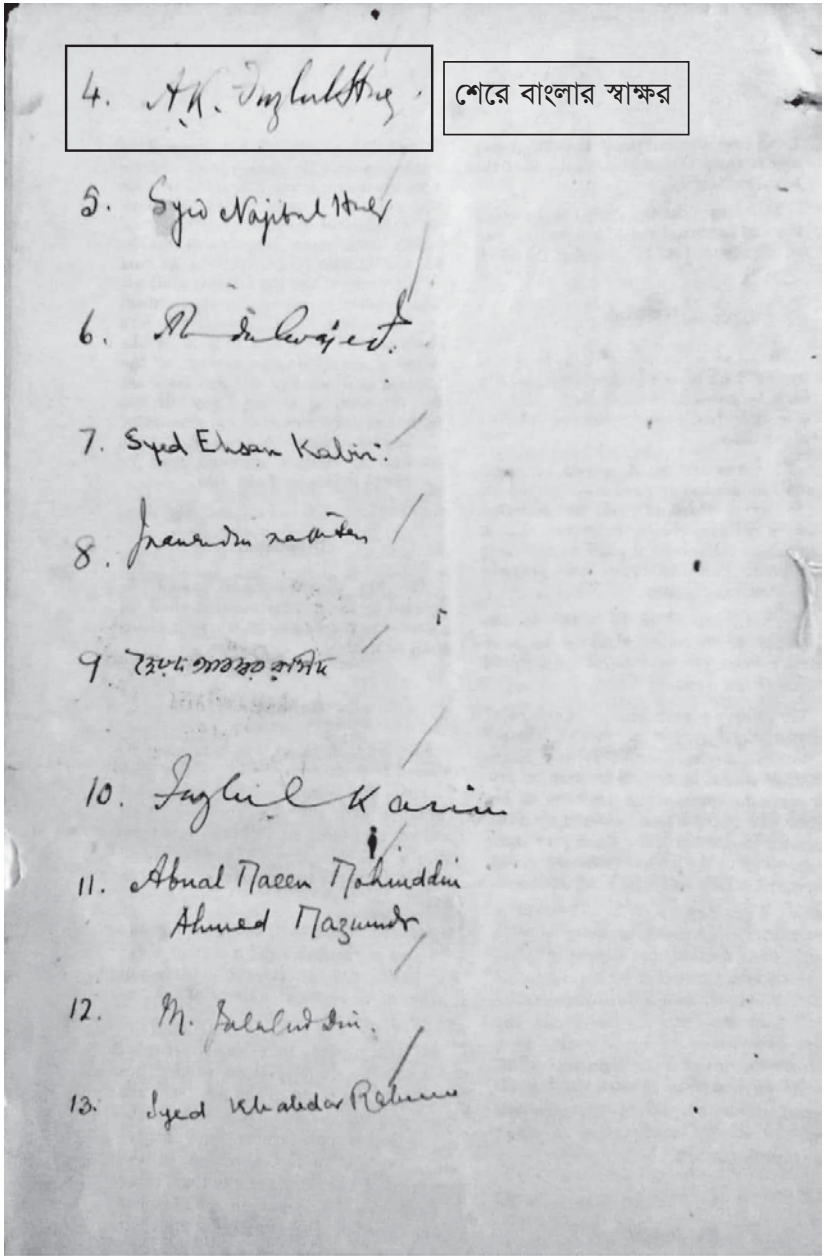

৯.০৫.০৫: অবিস্মরণীয় শেরে বাংলা:

ব্যক্তিগত দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হাতেম তাই। তাঁর গোপন দানে কত দুঃস্থ কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, কত ছাত্র পরীক্ষার ফি দিয়ে নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিয়েছে, তাঁর দানে যে কত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কত পীড়িতের দুঃখমোচন হয়েছে তার হিসেব নেই। তাঁর জীবনে আরও যে কত সৎগুণের সমাবেশ ঘটেছিল, ইতিহাসও তার সব খবর রাখেনি। বাংলার নয়নমণি শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল প্রায় ৮৯ বছর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

ফজলুল হক আমাদের মাঝে বেঁচে নেই; কিন্তু বাঙালি সমাজ যত দিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তাদের হৃদয়ে ফজলুল হক চিরজীবী। আচার্য প্রফুল চন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতি বুঝিনে। ওসব দিয়ে আমি ফজলুল হককে বিচার করিনে। আমি তাঁকে বিচার করি গোঁটা দেশ ও জাতির স্বার্থ দিয়ে। একমাত্র ফজলুল হকই বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে বাঁচাতে পারে। সে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সাচ্চা মুসলমান। খাঁটি বাঙালিত্ব ও সাচ্চা মুসলমানিত্বের এমন সমন্বয় আমি আর দেখিনি।'

তথ্য সূত্র: (১) http://www.rajapur.jhalakathi.gov.bd/site/top_banner/...(2) http://www.rajapur.jhalakathi.gov.bd/site/page/...(3) https://www.facebook.com/ 401509683380184/....

৯.০৬: গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১)

মহান সমবায়চিন্তক গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ সালের ১০ মে শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুসদয় দত্তের পিতার নাম রামকৃষ্ণ দত্ত আর মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী। গুরুসদয় ছিলেন দত্তচৌধুরী বংশের সন্তান। কিন্তু তিনি তাঁর নামের শেষে দত্তচৌধুরী না লিখে শুধু দত্তই ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছিল তিনভাই ও দু'বোন। কিন্তু তারা কেউই গুরুসদয় দত্তের মতো খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও পৈতৃক আদর্শের কারণে নিজের হাতে কাজ করাকেই তিনি শ্রেয় মনে করতেন এবং আজীবন মানুষকে আত্মকর্মের মাধ্যমে আত্মসম্মান অর্জনের পথে আহবান করেছেন।

গুরুসদয় দত্তের শিক্ষাজীবন শুরু হয় শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামের মাইনর স্কুলে। এরপর তিনি শ্রীহট্ট শহরের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুল থেকেই তিনি ১৮৯৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯০১ সালে তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান দখল করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে গুরুসদয় দত্ত ১৯০৬ সালে গয়ায় প্রথম কাজে যোগদান করেন। তিনি হাওড়া (১৯২৮) এবং ময়মনসিংহে (১৯২৯) জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এছাড়াও তিনি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্বে পদস্থ ছিলেন ১৯৪০ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত।

গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) ছিলেন একজন আপাদমস্তক সমাজচিন্তক ও সংস্কারক, দেশপ্রেমিক এবং বিশ্বমানবতার পথিকৃত। দেশপ্রীতি, মাতৃভাষাপ্রীতি, সংযম, অধ্যবসায়, আত্মনির্ভরতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দের প্রতীক। আর

এসব গুণাবলী নিয়েই আমরা তাঁকে পাই উপমহাদেশের একজন সমবায় চিন্তক অগ্রপথিক হিসেবে। ব্রতচারী আন্দোলন তাঁর অপরিসীম সাংগঠনিক শক্তি তথা সমবায় চিন্তার এক অনুপম ফসল। আমরা জানি ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে ইউরোপে সমবায় আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮); ডা.উইলিয়াম কিং (১৭৮৬-১৮৬৫); ফ্রাঁসোয়া মেরি চার্লস ফুরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭); ফ্রেডারিক উইলহেম রাইফিজেন (১৮১৮-১৮৮৮); লুই জ্যাঁ জোসেফ চার্লস ব্লাংক (১৮১১-১৮৮২) প্রমুখ সমবায় চিন্তক ও সংগঠকদের কর্মদ্যোগে। এরই ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১), ড. আখতার হামিদ খান (১৯১৪-১৯৯৯) প্রমূখ মহানমনস্ক ব্যক্তিবর্গ সমবায় আন্দোলনের সূচনা পর্ব ও বিকাশ সাধনে ছিলেন অগ্রগণ্য।

তৎকালীন সময়ে গুরুসদয় দত্ত সমবায় চিন্তায় ছিলেন উজ্জ্বল প্রতিভূ। এই মহান চিন্তক তাঁর চিন্তায়-চেতনায়-কর্মে-ধর্মে-মর্মে এবং বাস্তব প্রয়োগকুশলতায় 'সমবায়' নামক 'উন্নয়ন রথ' কে বাংলার 'ভাগ্যবিড়ম্বিত' মানুষের 'ভাগ্যপরিবর্তনের' মোক্ষম হাতিয়ার করে তুলতে প্রয়াস নিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আমরা সমবায় আন্দোলনকে গ্রাম বাংলার মেহনিত স্বল্প আয়ের মানুষের উন্নয়নের একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হতে দেখি।

গুরুসদয় দত্ত ছিলেন একজন সফল সংগঠক। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সমবায় সংগঠক হিসেবে ছিল তাঁর নিজস্ব কর্মাদর্শ ও সাংগঠনিক তৎপরতা। ব্রতচারী আন্দোলন তাঁর অপরিসীম সাংগঠনিক শক্তির ফসল। এই ব্রতচারী আন্দোলনকে গুরুসদয় দত্তের সমবায় প্রেরণাজাত চিন্তনশক্তির কর্মপ্রয়োগ বলা যেতে পারে। গুরুসদয় দত্তের সাংগঠনিক শক্তির ক্রমবিকাশের বিচার করলে আমরা তাঁর কর্মজীবন পরীক্ষণের শেষার্ধে (১৯৪০) এসে ব্রতচারী গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা পাই। এই ব্রতচারী গ্রামকে সমবায় শক্তির প্রায়োগিক ধারা বলে অভিজ্ঞজনেরা মনে করেন। অবশ্য এর আগে তিনি ধারাবাহিকভাবে নারী মঙ্গল সমিতি (১৯২৬), পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি (১৯৩১), ব্রতচারী সোসাইটি (১৯৩২) সংগঠনের পর ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রতচারী গ্রাম। ব্রতচারী আন্দোলন সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বাণীতে বলেছেন: 'ব্রতচারী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা করি। এই ব্রত চর্য্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিত সাধনের উৎসাহ দেশে বল লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।'

গুরুসদয় দত্তের প্রণীত ব্রতচারী আন্দোলনে দুটি 'স' এর আদর্শ ছিল। এদুটি 'স' হলো 'সখ্য' আর 'সংঘ'। আমরা সমবায় আন্দোলনের মৌল চেতনা ও আদর্শ থেকে জানি সমবায়ের মূল শক্তি নিহিত আছে 'সখ্য' বা 'সম্প্রীতি'র মধ্যে এবং 'সংঘ' বা 'একতা'বদ্ধতায়। এই 'সখ্য' ও 'সংঘ' প্রত্যয়কে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলনে সম্পৃক্ত ব্রতচারীদের জন্য পঞ্চব্রত নির্ধারণ করেছিলেন। এ পঞ্চব্রত হলো: (১) জ্ঞানব্রত; (২) শ্রম ব্রত; (৩) সত্য ব্রত' (৪) ঐক্য ব্রত এবং (৫) আনন্দ ব্রত। গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেকড়ের সন্ধান করতে চেয়েছেন। গ্রামই যে দেশের প্রাণ, এ সত্য তিনি মর্মে মর্মে উপলব্দি করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও আত্মিক মুক্তির জন্য শহর শ্রেষ্ঠ স্থান নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্রতচারী গ্রামের মতো পরিকল্পিত গ্রাম।

এ পরিকল্পিত গ্রামের বাসিন্দারা সর্বতোভাবে আদর্শিক জীবন গঠন করে এলাকাকে উন্নয়নের ধারায় আনবে-এটাই ছিল গুরুসদয় দত্তের আশা। বিভিন্ন বিদগ্ধজন ব্রতচারী গ্রাম পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয়েছেন এর অবয়ব ও কর্মপরিধি দেখে। তাদের উপলব্দি থেকে আমরা ব্রতচারী গ্রাম সম্পর্কে যে ধারণা পাই তা হলো: (১) ব্রতচারী গ্রাম হচ্ছে মডেল গ্রাম যা উন্নয়নের ধারক ও বাহক হতে পারে; (২) ব্রতচারী গ্রামে আছে বিপুল সম্ভাবনা; (৩) গতানুগতিক চেতনার বাইরে ব্রতচারী গ্রামের কৌশল ভিন্ন; (৪) ব্রতচারী গ্রামের মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির স্ফুরণ ঘটে; (৫) ব্রতচারী গ্রামে আছে জীবনের সমগ্রতা ও সম্পূর্ণতা বিধান প্রয়াস; (৬) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রতচারী গ্রামে গণসংযোগই একান্ত উদ্দেশ্য; (৭) আদর্শ জীবন গঠনের সকল উপাদান ব্রতচারী গ্রামে আছে; (৮) ব্রতচারীর পণ বিশ্বজনীন এবং ব্রতচারী বিশ্বের নিকট বাংলার বিশেষ বার্তা বহন করছে।

উল্লেখ্য যে, গুরুসদয় দত্ত ১৯২২ সালে বাঁকুড়া জেলায় সমবায়ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ময়মনসিংহ ও বীরভূম জেলায় এ ধরণের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।
ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে গুরুসদয় দত্ত আমাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি আমাদের সকল কর্মে ও মর্মে বিশ্বমানব হবার পথে কায়মনবাক্যে বাঙালি হতে বলেছেন। হতে বলেছেন বিশ্বমানবতার ধ্বজাধারী। গুরুসদয় দত্তের মানবতাবাদী রসের জারক মেশানো ধ্রুপদী গান আমাদের সত্ত্বাকে উজ্জীবিত করে বারবার:

মানুষ হ, মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ
অনুকরণ খোলস ভেদী কায়মনে বাঙালি হ
শিখে নে দেশ বিদেশের জ্ঞান
তবু হারাসনে মার দান
বাংলাভাবে পূর্ণ হয়ে সুধন্য বাঙালি হ।
করে বাংলাজাত প্রাণ
খেটে বাংলা সেবায় দান
বাংলা ভাষায় বুলি বলে
বাংলা ভাষায় নেচে খেলে
ষোল আনা বাঙালি হ সম্পূর্ণ বাঙালি হ
বিশ্বমানব হবি যদি শ্বাশত বাঙালি হ।

উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ের একজন অগ্রগণ্য সমবায় চিন্তক ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। তাঁর সমবায় ভাবনার সম্পূর্ণ রূপটি এখন পাওয়া না গেলেও তাঁর ব্রতচারী আন্দোলন তথা ব্রতচারী গ্রাম নির্মাণের উদগ্র বাসনা আমাদের সমবায় আন্দোলনের প্রতি তাঁর আকুতির কথা জানান দেয়। তিনি বাঙালিকে একত্রিত করে মানবতায় উৎসারিত করে বাঙালি হবার মধ্য দিয়ে বিশ্বমানব হবার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর এই স্বপ্ন এখনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি বরং দিন দিন এর প্রায়োগিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত: আমরা উল্লেখ করতে পারি আমাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঐতিহাসিক প্রত্যয় ''জয় বাংলা' ও 'সোনার বাংলা'র কথা। ''জয় বাংলা' ও 'সোনার বাংলা'র উৎসভূমি খুঁজতে গিয়ে আমরা উপমহাদেশের অন্যতম সমাজচিন্তক ও শ্বাশত

বাঙালি হবার প্রেরণাদাতা 'গুরুসদয়' দত্তের চিন্তন আদর্শও অনুধাবন করতে পারি। গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। অন্য অনেক বিখ্যাত বাঙালির মতোই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্রতচারী ভুক্তিও গ্রহণ করেছিলেন। গুরুসদয় দত্তের সাথে তাঁর পত্রালাপও ছিল। আমরা এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি [উত্তরসহ] তুলে ধরছি 'জয় বাংলা' ও 'সোনার বাংলা'র উৎস সন্ধানে:

শরৎচন্দ্রের চিঠি:

সদয়জী,
একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমাদের ব্রতচারীর চিঠির শিরোনামায় এমন কিছু একটা শব্দ বা চিহ্ন আছে কিনা যাতে সহজেই বুঝা যায় এ চিঠি কোনো ব্রতচারীর লেখা। যেমন অনেকে লেখেন ওঁ, কেউ লেখেন শ্রীশ্রী দুর্গা, কেউ হরি, কাউকে 'মা' লিখতেও দেখেছি। এর কি অর্থ ঠিক জানি না– যাঁরা লেখেন তাঁরাই জানেন। এমনি আমাদের মধ্যে চিঠি হোক, প্রবন্ধ হোক, নিশ্চয় কিছু একটা গোড়ায় লেখার বিধি আছে, কিন্তু সেটা কি আমি খুঁজে পেলাম না। যদি না থাকে কিছু একটা ক'রে নিলে হয় না যাতে চোখ পড়া মাত্র বুঝতে পারা যায় এ ব্যক্তি একজন ব্রতচারী অর্থাৎ আমাদের সঙ্গভুক্ত। ইতি ৩০ শে কার্ত্তিক ১৩৪২। ইঃ আঃ।

শরৎ- পুর:-
একমাত্র 'জী' ভিন্ন 'শ্রদ্ধাস্পদ' 'বিনীত' প্রভৃতি নানা প্রচলিত কথার একাটাও ব্যবহার করিনি। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

প্রবর্ত্তক–জীর উত্তর:

জ–সো–বা

৮ই কার্ত্তিক ১৩৪৩

শরৎ–জী,
আপনার ৩০ শে কার্ত্তিকের চিঠিখানা পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছি। তার ছত্রে ছত্রে ব্রতচারী পরিচেষ্টার প্রতি আপনার গভীর মমত্ব ও এর সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনকে শক্তিময় করে তোলার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।

চিঠির শিরোনামায় ব্যবহার্য্য বাংলার ব্রতচারীদের একটা সমসাধারণ শীর্ষ বাক্যের প্রবর্ত্তনের যে প্রস্তাব আপনি করেছেন আমি তার সর্ব্বান্ত:করণের সমর্থন করি। এতে করে আমাদের ঐক্য সংগঠনের সবিশেষ সহায়তা হবে। এই বাক্যটি এমন হওয়া চাই যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাংলার ব্রতচারীর অন্তর স্পর্শ করবে।

সম্প্রতি আমি একটা প্রথার প্রবর্ত্তন করেছি, যাতে বাংলার ব্রতচারীদের প্রতিদিন পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতকার ও বিদায় উপলক্ষে প্রতিনিয়ত তাদের অন্তরে মাতৃভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই উদ্দেশ্যে 'জয় সোনার বাংলার' এই বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'জ-সো-বা' কথাটার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ সাক্ষাৎকার ও বিদায় উপলক্ষে বাংলার ব্রতচারীরা পরস্পর অভিভাষণ করবেন–'ই–আ:–'জ–সো–বা' এই বাক্য উচ্চারণ করে।

'জ–সো–বা' কথাটীর পুরো তাৎপর্য্য হল এই যে, অভিভাবক ও অভিভাষিত উভয়ে উভয়ে পরস্পরকে বলছেন॥

'আপনি বাংলার ধারার অংশ, আমিও বাংলার ধারার অংশ। বাংলার ভূমি, নদী, হাওয়া, জল, ফুল, ফল, গাছপালা, গরুবাছুর, শস্য, শিল্প–বাংলার ভাষা, কলা, নৃত্য, গীত–বাংলার সংকৃষ্টির এ সবই বাংলার শক্তিধারার অংশ। এদের প্রত্যেকের ও সকলের দৌর্ব্বল্য–ক্ষালন, শক্তি বৃদ্ধি ও জয় হউক–বাংলা ভূমি সোনার বাংলায় পরিণত হউক–এই উদ্দেশ্যে আমি আজীবন প্রযত্ন ও সাধনা করব। বাংলার শক্তি ও বাংলার বৈশিষ্ট্য ধারাকে সঞ্জীবিত রাখব; বাংলার স্ব–ভাব ও স্ব–ছন্দ ধারার সঙ্গে আমার জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে আজীবন চেষ্টা করব।'

আমার মনে হয় এই 'জ–সো–বা' বাক্যই বাংলার ব্রতচারীদের চিঠির সম–সাধারণ শীর্ষ্যবাক্য হওয়ার উপযোগী, এবং আমি আশা করি যে আপনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৩।
ই-আ:
জ–সো–বা
গুরুসদয়।

''জয় বাংলা' ও 'সোনার বাংলা'র চেতনাকে গুরুসদয় দত্ত সমবায় চেতনা দ্বারা রঞ্জিত করে বাংলা মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সৈকত আসগর লিখিত 'গুরুসদয় দত্ত' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০১, মে ১৯৯৪) গ্রন্থের তথ্য সহায়তা নিয়ে প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে।]

৯.০৭: আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)

৯.০৭.০১: ধানীখোলা মিলন সমাজ ও অনন্যসাধারণ সমবায় সম্বয়ক/চিন্তক আবুল মনসুর আহমদ

আবুল মনসুর আহমদ একজন সমবায়/সমন্বয় চিন্তক ও সংগঠক ছিলেন। তিনি মনে করতেন সমবায় বা সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস ছাড়া আমাদের আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। আর তাইতো তাঁর গ্রাম ধানীখোলায় প্রতিষ্ঠিত মিলন সমাজ'কে তিনি অগ্রগতি ও মিলনের কেন্দ্র বলে মনে করতেন। উল্লেখ্য যে, 'মিলন সমাজের তিনটি শাখা ছিল। (ক) মিলন সমাজ ক্রীড়া সংঘ; (খ) ধানীখোলা মিলনসমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সঙ্ঘ লি:' ((ক) রেজিঃ নং- ৭১; তারিখ-২২/০৫ ১৯৩৭; (খ) সংশোধিত রেজি: নং-১৭১; তারিখ-০৮/০৪/১৯৬৯) এবং (গ) মিলন সমাজ নাট্যসংঘ। তিনি মিলনসমাজের ক্রীড়াসংঘের একজন সক্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষদের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অনাচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন মিলন সমাজকে। আর তাই তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার আলোকে সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সমবায়ের পতাকাতলে এনে সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণ করার-আলোকিত করার বাসনা সারাজীবন লালন করেছেন। তিনি যেন তাঁর বাল্যকালে পাঠ্যবইয়ে পড়া কবিতার লাইনকে আপ্তবাক্য মনে করে পথ চলেছেন–

একটি লতা ছিঁড়তে পারো তোমরা সকলেই,
কিন্তু যদি দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই,
তখন তারে ছিঁড়ে ফেলা নয়তো সহজ কাজ,
ছিড়তে গেলে পাগলা হাতি হয়তো পাবে লাজ।

এই যে 'দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই' এই পাকানোটাই হলো সমবায়/ সংগঠন। আবুল মনসুর আহমদ বিশ্বাস করতেন সমবায় একটি আন্দোলন। একটি আর্থ-সামাজিক আন্দোলন। সমবায় হচ্ছে একটি আদর্শ-একটি উন্নয়ন দর্শন। সমবায় হচ্ছে সমমনা লোকদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন। তাঁর মননে ও চেতনায় এবং সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় সমবায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবুল মনসুর আহমদ সমবায়ী ছিলেন। তিনি ধানীখোলা মিলনসমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সঙ্ঘ লি:'-এর সদস্য ছিলেন। এ সমবায় সমিতিতে তাঁর সদস্য নম্বর ছিল ৪১৮। (সদস্য বহি অনুযায়ী)।

৯.০৭.০২: ত্রিশালের ধানীখোলার মিলন সমাজ-গঠনের প্রেক্ষাপট

ধানীখোলা ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এ জনপদ ইতিহাস ও এতিহ্য নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থানে ছিল। ১৯২৮ সালে ময়মনসিংহ জেলায় মহারাজ টিম নামে একটি ফুটবল টিম গঠিত হয়। এ টিমটি ফুটবল খেলায় বেশ সুনামের অধিকারী ছিল। তৎকালীন পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান ওসমান আলী মৃধা সাহেব মহারাজা টিমের সাথে ফুটবল খেলার জন্য একটি ক্লাব সৃষ্টি করেন। এ ক্লাবের নাম দেওয়া হয় 'মিলন সমাজ'।

এলাকার স্বনামধন্য ও ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, গোলাম আকবর, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমেদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, সমাজপতি ইয়াকুব আলী ম-ল প্রমুখের সহযোগিতায় এলাকার বিত্তবানদের নিয়ে মিলন সমাজ ক্লাব পরিচালনা করা হত। প্রাথমিক অবস্থায় এ ক্লাবের সদস্য ছিল প্রায় ১০০ জন। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এ ক্লাবকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তৎকালীন সময়ে মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য ফুটবল খেলার পাশাপাশি নাটক ও গানবাজনার দল গঠন করার জন্য মিলন সমাজ নাট্য সংস্থা সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি এলাকার সৌখিন ও বিত্তশালী হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে তাঁত শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ গঠন করা হয়। এ সময় মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ সদর, ফুলবাড়িয়া, ত্রিশাল, ভালুকা, গফরগাঁও এলাকা নিয়ে প্রায় ৫০০ সদস্য সমন্বয়ে বয়ন (তাঁত শিক্ষা) বিদ্যালয় সৃষ্টি করে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নিজেদের তত্ত্বাবধানে এ শিল্প সমিতি পরিচালিত হয়।

৯.০৭.০৩: মিলন সমাজের পথ ধরে সমবায় সমিতি গঠন

'মিলন সমাজ' তাঁর কার্য পরিধি নিয়ে এলাকায় বেশ সাড়া ফেলতে থাকে। এসময় গোলাম আকবর সাহেবকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সমবায় বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নম্বর ৭১; তারিখ-২৫/০৫/১৯৩৭ খ্রি: মোতাবেক মিলন সমাজ 'ধানী খোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লি:' নামে নিবন্ধিত হয়। সমিতিটি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নের সদস্য হয়ে তাঁত শিল্পে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। মুলত: মিলন সমাজের ক্রীড়া সংঘ, নাট্য সংঘ ও শিল্প সংঘ একত্রিত করেই মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লি: নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে সমিতির উপ-আইন সংশোধিত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। (সংশোধিত নিবন্ধন নং-২৫২; তারিখ-০৮/০৪/১৯৬৯ খ্রিঃ)। বর্তমানে সমিতির কর্মএলাকা ও সদস্য নির্বাচনী এলাকা ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল, ফুলবাড়িয়া ও সদর উপজেলার মধ্যে সীমিত।

৯.০৭.০৪: মিলন সমাজ সমবায় সমিতির স্থাবর সম্পদ অর্জন

নিবন্ধনের পর এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমিতির নামে জমি নিবন্ধন করে দেন। তৎকালীন পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান ওসমান আলী মৃধা মিলন সমাজ নাট্য সংঘের নামে ২৬ শতাংশ, মিলন সমাজ ক্রীড়া সংঘের নামে ২.১৬ শতাংশ (আনু) এবং মিলন সমাজ কো-অপারেটিভের নামে ৩৬ শতাংশ জমি আলাদাভাবে নিবন্ধন করে দেন। বর্তমানে সমিতির নামে ৩৬ শতাংশ জমি নিজস্ব দখলে আছে। সমিতিতে উৎপাদিত তাঁত কাপড়ও সেসময় বেশ প্রসিদ্ধ হয়।

চিত্র-২৪: 'ধানী খোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লি:'-এ আবুল মনসুর আহমদ সদস্যপদ সংক্রান্ত রেজিস্টার

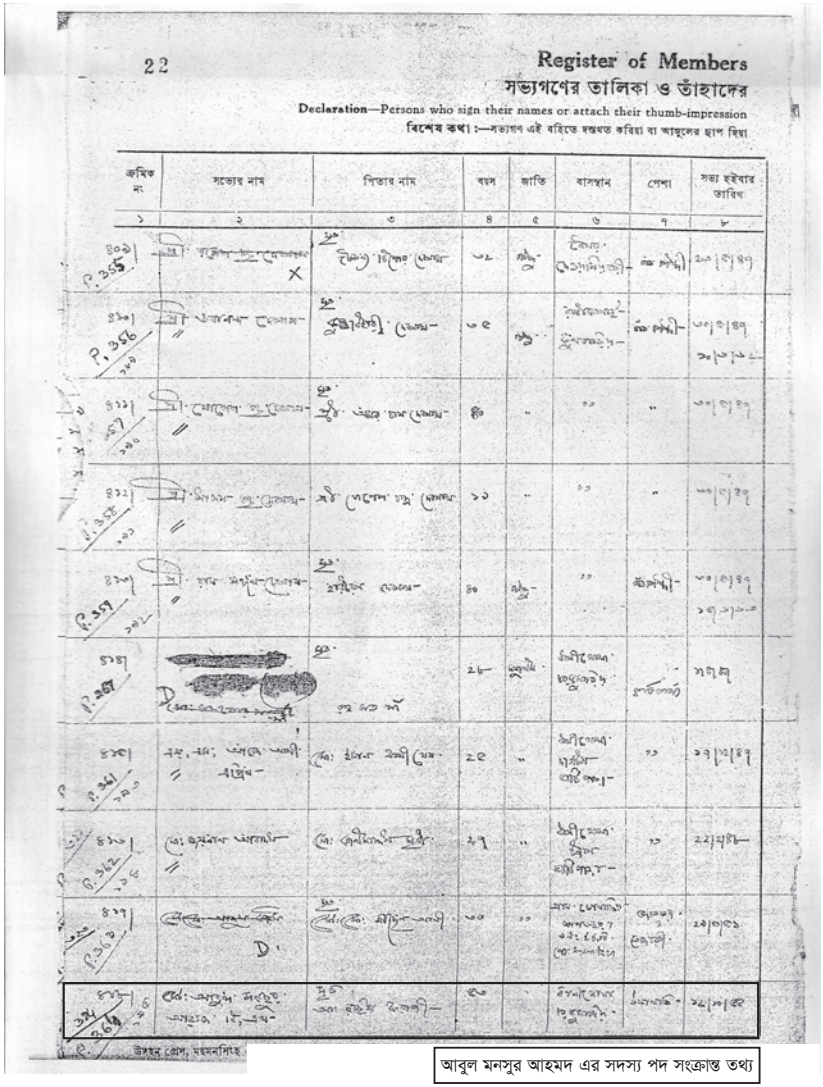

22

Register of Members

সভ্যগণের তালিকা ও তাঁহাদের

Declaration—Persons who sign their names or attach their thumb-impression

বিশেষ কথা :—সভ্যগণ এই বহিতে দস্তখত করিয়া বা আঙুলের ছাপ দিয়া

ক্রমিক নং	সভ্যের নাম	পিতার নাম	বয়স	জাতি	বাসস্থান	পেশা	সভ্য হইবার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

আবুল মনসুর আহমদ এর সদস্য পদ সংক্রান্ত তথ্য

৯.০৭.০৫: সমবায় চিন্তক আবুল মনসুর আহমদ এর সমাজ স্বপ্ন

আবুল মনসুর আহমদ মাটির সাথে সম্পর্কিত প্রাণ ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামকে ভালবাসতেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। আর তাইতো গ্রামের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতেন সম্মিলিত শক্তিকে ব্যবহার করে। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা (Self Sufficient Village System) যেখানে এক একটি গ্রাম ছিল উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে

স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আসতো। গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে তাদের উৎপাদন-বণ্টনসহ সব সমস্যার সমাধান করতো। এটা মিলিত প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করার কথা জানা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চারটি সমবায় সঙ্ঘের উল্লেখ আছে; কাঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায় সঙ্ঘ। মৌর্যদের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠার পর উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ। মৌর্য আমলে সমবায় সঙ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকা- আরো শক্তিশালী হয়। এই সব সমবায় সঙ্ঘ অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি কিছু বিচার নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতো। গ্রামের উন্নতির জন্য সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো।

প্রতীচ্য দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ের, লুই ব্ল্যাঙ্ক ও রবার্ট ওয়েন বস্তুত ইউটোপীয় ভাবধারায় মানুষের সম্মিলনী আকাঙ্ক্ষার ভিতরে সমবায় ধারণার বীজ উপ্ত করার প্রয়াসে জনসাধারণ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এসব মহান দার্শনিকগণের মতবাদ আর ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের সামাজিক অভিঘাতে সমবায় কার্যক্রম সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতজনিত কারণে শ্রমিক শ্রেণির লোকজন জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৪৪ সালে The Rochdale Society of Equitable Pioneers গঠিত হয় ২৮ জন তাঁতী ও কারিগরদের উদ্যোগে ২৮ পাউন্ড মূলধন নিয়ে। রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮);, চার্লস ফুরিয়ের (১৭২২-১৮৩৭), লুই ব্লাংক (১৮১১-১৮৮২), উইলিয়াম কিং (১৭৮৬-১৮৬৫), ফ্রেডারিখ উইলহেম রাইফিজেন (১৮১১-১৮৮৮) প্রমুখ ইউরোপে সমবায় চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে একে একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলেন। উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, গুরুসদয় দত্ত, আখতার হামিদ খান সমবায় চিন্তক ও প্রসারক হিসেবে কাজ করেন। আবুল মনসুর আহমদ এই ধারাবাহিকতায় সমবায়কে সমাজ উন্নয়নের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পান।

সমবায় চিন্তক আবুল মনসুর আহমদের সমবায় চিন্তনের বাস্তবসম্মত প্রয়োগ কৌশল আমরা ২১ দফার ৪ নং দফায় পাই [২১ দফার ৪র্থ দফা: সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা; কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা] এবং এর ধারাবাহিকতায় আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে [১৩(খ) অনুচ্ছেদ: উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টণপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।] ঐতিহাসিক সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে সমবায়ের চূড়ান্ত অবস্থান আমরা দেখতে পাই।

৯.০৭.০৬: মিলন সমাজ সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা:

বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা মৌজায় ১১৪৮১ ও ১১৪৮৬ নং পুরাতন দাগে এবং ৮৪১৩ নং নতুন খতিয়ানভুক্ত ২১৩২ নং দাগে সমিতির ৩৪ শতাংশ জায়গা ধানীখোলা বাজারে অবস্থিত। আনুমানিক বাজারমূল্য ১০,০০,০০০ টাকা (দশ লক্ষ টাকা)। বর্তমানে ৯টি দোকান, ১টি বাসা ও ১টি অফিস ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রেশম বোর্ডের কাছে ১টি অফিস পূর্ব ভাড়া বহাল রয়েছে। রেশম বোর্ডের নিজস্ব অফিস রয়েছে। এসকল দোকান ও বাসা থেকে মাসিক প্রায় ১৫,০০০ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। জমিটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে সমিতির আয় আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

সমিতির সার্বিক সাধারণ তথ্যাবলী নিম্নরূপ: (১) শেয়ার মূলধন: ১২,২৪৫ টাকা; (২) সঞ্চয় আমানত: ১৮,৯৭৪ টাকা; (৩) কর্জ দেনা: ১,৯৫,০০০ টাকা; (৪) কার্যকরী মুলধন: ৬,৬৩,০৯৭ টাকা; (৫) স্থাপনা; দোকান-৯টি; অফিস-১টি ও বাসা-১টি; (৬) দালানঘরের মুল্য: ৭,৯৫,৪৭৬ টাকা; (৭) সমিতির সদস্য: ২৩৯ জন; (৮) অগ্রিম দেনা: ৪,৩৬,৮৭৮ টাকা; (৯) জমির মূল্য: ১০,১২১ টাকা (বুক ভ্যালু)।

সারণি -৫১ : ধানীখোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্র: নং	নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ
১	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ (মজনু)	সভাপতি	২৪/০৯/২০১৬
২	জনাব মোঃ এ. বি. ছিদ্দিক	সহ-সভাপতি	২৪/০৯/২০১৬
৩	জনাব মোঃ দিলদারুল	সাধারণ সম্পাদক	২৪/০৯/২০১৬
৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (বাবুল)	সদস্য	২৪/০৯/২০১৬
৫	জনাব মোঃ বজলুর রশিদ (রতন)	সদস্য	২৪/০৯/২০১৬
৬	জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন	সদস্য	২৪/০৯/২০১৬
৭	জনাব মোঃ মজিবর রহমান	সদস্য	২৪/০৯/২০১৬
৮	শ্রী নিরাঞ্জন দেবনাথ	সদস্য	২৪/০৯/২০১৬
৯	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সদস্য	২৪/০৯/২০১৬

৯.০৭.০৭: ঐতিহ্যকে লালন করে সম্ভব সমবায় জাগরণ

সমবায় চিন্তক আবুল মনসুর আহমদ এর কর্মযজ্ঞধন্য 'ধানী খোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লি:' বাংলাদেশের সমবায় ঐতিহ্যের একটি অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। এরকম অসংখ্য সমবায় প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসব সমবায় প্রতিষ্ঠানের রয়েছে যেমন ঐতিহ্যগত মূল্য, তেমনি রয়েছে ভৌত অবকাঠামোসহ মূল্যবান জমিজমা। এসব সমবায় প্রতিষ্ঠানকে যদি যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া যায়, তবে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নতুন মাত্রা পেতে পারে বলে অভিজ্ঞজনেরা মনে করেন। আমরা 'ধানী খোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লি:' ঐতিহ্যগত মূল্য বিবেচনা করে এর যথাযথ নার্সিং ও প্রণোদনা দাবী করতেই পারি।

আবুল মনসুর আহমদ একটি নাম-একটি আদর্শ-একটি প্রতিষ্ঠান-একটি প্রত্যয়-একটি যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস। তিনি হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুর তুলে কলম সৈনিক হয়ে এঁকেছেন সাধারণ মানুষদের মনের স্বপ্নের জাল-তাঁদের দিন বদলের পালাগান-ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সোনলী হাতছানি নিয়ে একটি উত্তর ফাগুনের কবিতা-মফিজ, গনি মিয়া-আইজ উদ্দিন নামক সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশকীয় ভাত ও রুটির গদ্যগাথা-রুজি ও রোজগারের কাহিনীকাব্য-ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের সনেট। 'হৃদয়ের উষ্ণতা'র তুলি দিয়ে 'ভালোবাসা'র রং মাখিয়ে 'সমাজ' নামক ক্যানভাসের 'মানুষ' নামক মডেলদের নিয়ে 'আলোকিত পৃথিবী' শীর্ষক 'মহান ছবি' এঁকেছেন তিনি। এই মহান ছবি আঁকার পেছনে তাঁর সঞ্জিবনী সুধাও কিন্তু মানুষের প্রতি 'ভালোবাসা' নামক মহার্ঘ্য বস্তুটি। 'জীবন' নামক কঠিন মাটিতে 'সংগ্রাম' নামক লাঙ্গল চালিয়ে 'পরিশ্রম' নামক নিড়ানি দিয়ে এবং 'মননশীলতা' নামক পানিসেচ করে 'সুখী সমাজ' নামক 'ফসল' ফলাতে 'জীবনের সার' হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ পেয়েছিলেন 'অদম্য জেদ ও আপন আদর্শ' নামক মহাঅস্ত্র।

[তথ্যসূত্র:

(১) কালের ধ্বনি, আবুল মনসুর আহমদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ: সম্পাদক-ইমরান মাহফুজ।

(২) আশরাফ উদ্দিন ফরাজী আবুল মনসুর আহমদের ভাতিজার সাক্ষাতকার।

(৩) জনাব আবুল হাশিম, সাবেক সম্পাদক, ধানীখোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-এর সাক্ষাতকার।

(৪) জনাব মোঃ আকরাম হোসেন,সহকারী পরিদশক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিহ।]

৯.০৮: কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বাংলা সাহিত্যের 'বর্ণিল, বিচিত্র,বহুমুখি, ব্যতিক্রমী, বহুমাত্রিক ও বিদ্রোহী বীর' কাজী নজরুল ইসলাম। বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, মানবতার কবি, জাগণের কবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে শ্রমিক, সৈনিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গীতিকার, গায়ক ও ঔপন্যাসিক। তিনি ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কাজী আমিন উল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয়া পত্নী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান।

নজরুল সব রকমের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। সরকারের রাজনৈতিক অত্যাচার, বিত্তবান আর পুরোহিততন্ত্রের সামাজিক অত্যাচার, আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক অত্যাচার তিনি কখনো মুখ বুজে সহ্য করেননি। সম্পাদকীয় লিখে, কবিতা লিখে, ব্যঙ্গ রচনা লিখে, গান লিখে তিনি জনগণের অধিকারের দাবী তুলে ধরেছেন। এমন জনদরদী মানুষ খুব কম দেখা যায়। দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সামাজিক কুপমণ্ডকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নজরুলের জীবনের ব্রত ছিলো। তাঁর এই সাম্যবাদী সংগ্রামী চেতনার স্ফুরণ আমরা দেখতে সমবায় সঙ্গীত রচনার মাঝে।

কাজী নজরুল ইসলাম সমবায় সঙ্গীতের রচয়িতা। অগ্রন্থিত এই গানটি মন্মথ রায়-সম্পাদিত 'ভান্ডার' পত্রিকার ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সমবায় আন্দোলনের সমর্থনে রচিত হয়। তখন ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলনের সময়। ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষের জনগণ স্বাধীনতার জন্য মরিয়া সংগ্রামে রত। এমতাবস্থায় নজরুল পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝামাঝি পন্থায় অবস্থানকারী 'সমবায় আন্দোলন'কে বুকে ধারণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তিনি সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাই সমবায় সঙ্গীত কালোত্তীর্ণ হয়ে আজ সমবায়ীদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

কোরাস : ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয় রে, আয়।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র– 'সমবায় সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হয়নি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায় ॥

কোরাস : ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়, রে আয়।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায় সমবায়!'
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কিরে মিলনের এ নিখিলে?

জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িবো নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায় ॥

কোরাস : ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়, রে আয়।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায় সমবায়!'
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হই নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি-। রবে না জগতে প্রবলের অন্যায় ॥

কোরাস : ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে আয়।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায় সমবায়!'

[কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০২]
[সূত্রঃ নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, সম্পাদনা রশিদুন নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, ২০১৩]

Cooperative Song of Bangladesh

The song was written & composed by the National Poet Kazi Nazrul Islam

The English Translation of the Song is like this:

O! Oppressed O! Fearful, Come and take lesson
There is a new verse to overcome sorrow
That is Cooperative and Cooperative.
We died on hunger having pitcher of nectar within our reach;
Died on poverty, loans and wants for not knowing each other.
Because we did not unite,
Our sufferings have enhanced within and beyond.
Now, we shall break down the fortress of those sufferings
by carrying out with collective strikes.
Millions of atoms make mountain,
Millions of water drops make an ocean;
Shall men not unite in this glove of unification.
We shall collectively build a New World
by picking up immense power with gradual efforts.
We died repeatedly on famine, exploitation and oppression,
As because we did not unite.
For we have united thousands of groups
From all the people of all the countries,
There will exist no inequity imposed upon
By stronger in the universe.

চিত্র-২৫: ড. আখতার হামিদ খান কে প্রদত্ত র‍্যামোন ম্যাগসেসে পুরস্কারের মেডেল

চিত্র-২৬: কাজী নজরুলের ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি: পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য

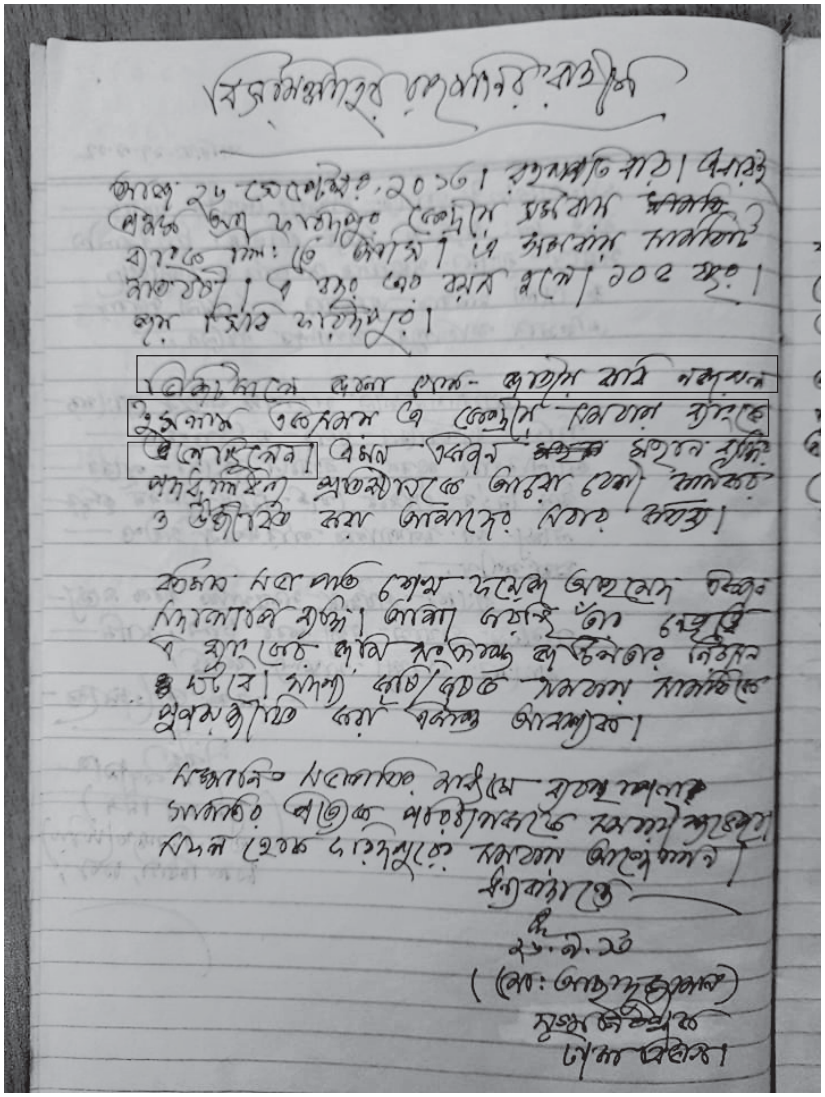

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন সমবায় সঙ্গীতের রচয়িতা, তেমনি সমবায়ের সঙ্গে তাঁর আর একটি স্মৃতিও আমরা গবেষণাকালে দেখতে পেয়েছি। কাজী নজরুলের সঙ্গে আমাদের পল্লী কবি জসিম উদ্দীনের ছিল দারুণ সখ্য। পল্লীকবির আমন্ত্রণে কাজী নজরুল বেশ কয়েকবার ফরিদপুর শহরে এসেছিলেন। আর ফরিদপুর শহরে এসে তিনি ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি:-এ এসেছিলেন বলে জানা যায়।

৯.০৯: ড. আখতার হামিদ খান (১৯১৪-১৯৯৯)

আখতার হামিদ খান (১৫ জুলাই ১৯১৪-৯ অক্টোবর ১৯৯৯) ছিলেন একজন পাকিস্তানী সমাজ বিজ্ঞানী ও উন্নয়ন কর্মী। কুমিল্লা মডেল (১৯৫৯) পরিকল্পনার জন্য তিনি র‍্যামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন এবং মিশিগান রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক 'ডক্টরাল' ডিগ্রি প্রদান করে। রেক্ষ শুমেখার তার বইয়ে লিখেছেন– "তার স্কেন্ডিনেভিয়ান সহকর্মীরা এবং অন্যান্য উপদেষ্টারা তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারর জন্য মনোনীত করেছিলেন।"

আইসিএস অফিসার আখতার হামিদ খান ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই ভারতের আগ্রায় এক সভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারা বিশ্বে কুমিল্লা মডেল নামে পরিচিত 'বার্ড' তথা 'বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভলাপমেন্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাত। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জনের পর আইসিএস ক্যাডারের সদস্য হিসাবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে সহকারী কমিশনার পদে যোগদান করেন। শিক্ষানবিস আইসিএস অফিসার হিসাবে তিনি লন্ডনের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন বিষয় করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) পদায়ন করা হয়। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি পূর্ববঙ্গ অতিবাহিত করেন। পদায়নের প্রারম্ভ থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। সরকারি কর্মচারী হলেও তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। তিনি কর্মস্থলের মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ দ্বারা তাড়িত হতেন। সাধারণ জনগণের ওপর কোন নির্যাতন, বৈষম্য ও অবহেলা সহজে মেনে নিতে পারতেন না। পাকিস্তানের অধিবাসী হয়েও বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ব্রিটিশ শাসকবর্গের অবহেলা, বৈষম্য ও নির্যাতন তাঁকে ব্যথিত রাখত।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মহামন্বন্তরের সময় ব্রিটিশ শাসকদের উদাসীনতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ তাকে প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত করে। আপ্রাণ করেও তাঁর নিজ প্রচেষ্টায় শাসকগোষ্ঠীর অবহেলায় সৃষ্ট দূর্ভিক্ষে শত শত মানুষের মৃত্যু যাতনা সহ্য করতে না-পেরে নৃশংস বৈষম্যের প্রতিবাদস্বরূপ চাকরি পরিত্যাগ করে আলীগড় চলে যান। আলীগড় শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে তিনি ছদ্মবেশে শ্রমিক ও তালাওয়ালা হিসাবে নতুন কর্মজীবন শুরু করেন। লেভ টলস্টয়ের অনুসরণে আখতার হামিদ খানের এ ব্যতিক্রমী জীবনকর্মমূলক পর্যবেক্ষণ দুই বছর স্থায়ী হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর করাচি থেকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষের চাকরি নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান গমন করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

কুমিল্লায় অবস্থান আখতার হামিদ খানের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় মাইলফলক। এখানে থাকাকালীন তিনি কুমিল্লার প্রত্যন্ত গ্রামসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। এখানে তিনি বাংলা ভাষা, বাঙালি ও বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং মনোভাব সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞান অর্জন করেন।

গ্রামীণ বাংলার তৃণমূল হতে আহরিত জ্ঞান আখতার হামিদ খানের চেতনায় নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর মনে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বিপ্লবী ধারণার উন্মেষ ঘটে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভের জন্য আখতার হামিদ খান মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে যান। এক বছর পর সেখান থেকে কুমিল্লা ফিরে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভলাপমেন্ট' (Bangladesh Academy for Rural Development) সংক্ষেপে বার্ড (BARD) প্রতিষ্ঠা করেন।

আখতার হামিদ খানের সমবায় চিন্তা ও প্রয়োগ

ফিলিপাইনের র‍্যামন ম্যাসসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত পল্লী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও গবেষক এবং পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলের উদ্ভাবক ড. আখতার হামিদ খান ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি ছিলেন বিশ্ববরেণ্য সমাজবিজ্ঞানী, বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের পথিকৃৎ। তাঁর প্রখর পান্ডিত্য, শিক্ষকতা, প্রশাসন ও প্রবর্তনমূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের চাক্ষুষ প্রদর্শন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে নিম্ন আয়ের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের কৃষি সমাজের প্রতি তাঁর অবদান এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আর আমরা স্বনামখ্যাত এই মহানপুরুষের কর্মজীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায় হিসেবে সমবায় পদ্ধতি নিয়ে নিরীক্ষা করতে দেখি এবং তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি 'কুমিল্লা মডেল'কে সমবায় অঙ্গনের একটি নতুন উপস্থাপনা/অ্যাপ্রোচ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমবায়ের কুমিল্লা মডেল

২৭/০৫/১৯৫৯ তারিখে পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বর্তমান বার্ড) স্থাপিত হয়। বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আখতার হামিদ খান কর্তৃক 'কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতি' পরীক্ষামুলকভাবে চালু করা হয়। তিনি Introduction of Mechanised Farming on Co-operative Basis শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লায় সমবায় প্রবর্তন করেন। কুমিল্লা মডেল একটি সমন্বিত মডেল বা কর্মসূচি। এটি শুধুমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান নয়, তারচেয়েও অনেক বড় কিছু। কুমিল্লা সমবায় মডেলে ক্ষুদ্র কৃষকরা অনেক বড় প্রচেষ্টায় মিলিত হয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কুমিল্লা মডেল দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির কথা বলে। কুমিল্লা মডেলের সমবায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

(১) গ্রাম পর্যায়ে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার মত প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা।
(২) গ্রাম পর্যায়ের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন, যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে থানা পর্যায়ে টিসিসিএ (থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এশোসিয়েশন) গঠন করা। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় কুমিল্লা পদ্ধতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
(৩) সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান, ম্যানেজার, আদর্শ কৃষক ও টেকনিশিয়ানদেরকে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে (টিটিডিসি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(৪) টিটিডিসি থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি চালু করা।
(৫) থানা কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত-এর ওয়ার্কশপ স্থাপন করা।
(৬) টিটিডিসি এর মাধ্যমে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।
(৭) তদারকী ঋণ পদ্ধতি চালু করা।
(৮) সাপ্তাহিক সভায় সঞ্চয় আমানত ও অংশগত মূলধনের টাকা আদায় করে সমিতির মূলধন গঠন করা।
(৯) বিশেষ মহিলা কর্মসূচির দ্বারা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(১০) জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, যুব উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক উন্নয়নমুলক কাজ করা।
(১১) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করা।

আখতার হামিদ খান প্রবর্তিত কুমিল্লা মডেলের উপরোক্ত নতুন পদ্ধতির অনেকগুলো অনন্যতা ছিল। এগুলো তৎকালীন সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ছিল–

(১) কুমিল্লা মডেলের সমবায় ছিল একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পদ্ধতি। গ্রামে প্রাথমিক সোসাইটি (কেএসএস) আর থানা কেন্দ্রে (টিসিসিএ) সমবায় এসোসিয়েশন। টিসিসিএ গুলোকে তিনটি কাজ করতো: (ক) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম; (খ) সেবাধর্মী কাজ, যেমন– ব্যাংকিং, তদারকিসম্পন্ন আয় বা পুঁজি, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ এবং (গ) মেশিন স্টেশন এবং ওয়ার্কশপ।
(২) গ্রাম সোসাইটিতে সাপ্তাহিক সভা ছিল বাধ্যতামূলক। উপস্থিতি রেকর্ড করা হতো। প্রতি সপ্তাহে প্রতি সদস্যের নিকট থেকে সাপ্তাহিক আমানত সংগ্রহ করা হতো।
(৩) গ্রাম সোসাইটির মেম্বারদের মধ্য থেকে একজন ম্যানেজার এবং অপর একজন কৃষককে আদর্শ কৃষক নির্বাচিত করা হতো।
(৪) ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষক প্রতি সপ্তাহে থানা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ক্লাশে প্রশিক্ষণ নিত। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত থানা সমবায় এসোসিয়েশন।
(৫) প্রতি সপ্তাহে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য ও বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভাগের অফিসারগণ ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষকদেরকে শিক্ষা দান করতেন।
(৬) মাঝে মাঝে প্রশিক্ষক হিসেবে জাপানী কৃষকগণ থাকতেন। তাঁরা একটি প্রদর্শনী খামারে কৃষি কাজ করত।
(৭) থানা সমবায় এসোসিয়েশন সমবায় ব্যাংক হিসেবেও কাজ করত। প্রয়োজনের সময় এটি ঋণ দিত এবং আদায় করত। গ্রাম সমিতির উন্মুক্ত সভায় সদস্যদের নামে ঋণ মঞ্জুর করা হত। এটি ছিল গ্রামে গ্রাম সমিতিগুলোর বাধ্যতামূলক সভা এবং ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষকদের সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ কনফারেন্স কুমিল্লা পদ্ধতিকে জড়তা ও পঁচে মরার কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখত; সদস্যদেরকে গতিশীল সামাজিক শক্তিতে পরিণত করত।

কুমিল্লা মডেলের আওতায় সমবায় সংক্রান্ত কমিটি নিম্নলিখিত কাজগুলো করতো–
(১) থানার সবগুলো ইউনিয়নে সমবায় শিক্ষার উপর ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা।
(২) শিক্ষামূলক জিনিসপত্র তেরি করা এবং প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করা।
(৩) ক্যাম্প এবং কনফারেন্স সংগঠন করা।
(৪) সমবায় সমিতিগুলোর পরিচালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং উন্নয়নে সহায়তা করা।
(৫) শক্তিশালী করে ছোট ছোট দল/গ্রুপ তৈরি করা।
(৬) উন্নত যন্ত্রপাতি ও মেশিন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো সরবরাহ করা।
(৭) কারিগরদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অনুষ্ঠান করা।
(৮) গ্রামীণ কারিগরদের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করা।

চিত্র-২৭: ড. আখতার হামিদ খান দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

উল্লেখ্য যে, আখতার হামিদ খান কুমিল্লা জেলার বিশটি থানা ভিজিট করে তাঁর প্রবর্তিত কুমিল্লা সমবায় মডেল কাঠামো দাঁড় করান। এ মডেলের আওতায় চারটি কম্পোনেন্ট/উপাদান ছিল। এগুলো হলো–

(১) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি): প্রতিটি থানায় একটি করে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি করা। এটি ছিল একটি উন্নত ও সম্প্রসারিত গ্রামীণ প্রশাসন প্রোগ্রাম। এটি আন্তঃবিভাগীয় এবং বিভাগ ও স্থানীয় কাউন্সিলরদের মধ্যে সমন্বয়কে অগ্রগামী করে দিতো। তৈরি করত সম্মিলিত সেবা, সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ যা সমগ্র থানার গ্রামগুলোতে সহজে পৌঁছানো যেতো।

(২) পল্লী পূর্ত কর্মসূচি (আর ডব্লিউ পি): প্রতিটি থানায় একটি করে রাস্তা, পানি নিষ্কাশন ও বাঁধ তৈরির কর্মসূচি পরিচালনা করা। এটি পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হতো স্থানীয় কাউন্সিলরদের দ্বারা। এটি যুগপৎভাবে তৈরি করতো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, ভূমিহীনদের জন্য সৃষ্টি করতো কর্মসংস্থান, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনায়ন করতো এবং গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানকে করতো শক্তিশালী।

(৩) থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি): প্রতিটি থানায় একটি করে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি চালু করা। ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাজার হাজার মেম্বারের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে একত্র করে এটি থানা ওয়ার্কশপের সমর্থন নেয়। কারিগরি উপদেশ ও সেবা দ্বারা মাটির উপরের ও তলার পানির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব করে তোলে।

(৪) সমবায় কর্মসূচি (আইআরডিপি): প্রতিটি থানায় দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি চালু করা। প্রত্যেক গ্রামে ৪০ থেকে ৫০ জন ভূমির মালিককে নিয়ে রাইফেসিন পদ্ধতিতে সমবায় গঠিত হয় মিতব্যয়ের সঞ্চয় গঠনের নিমিত্তে। এরা ৪০ থেকে ৬০ একর জমির ব্লক তৈরি করে। মিতব্যয়ী সেচ গ্রহণের সুবিধা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুঁজি ও উন্নত কৃষির ব্যবস্থা করে। এরা সমবায় ব্যাংকিং ও বাজারজাতকরণের স্বনির্ভর বা আত্মসমর্থিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

কুমিল্লা কোতোয়ালি থানায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরীক্ষা কাজের ভিত্তিতে এ চারটি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এর মধ্যে প্রথম দুটি ১৯৬২-৬৩ সালে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবর্তন করা হয়। তৃতীয়টি প্রবর্তন করা হয় ১৯৬৭-৬৮ সালে। চতুর্থ উপাদান সমবায় কর্মসূচি 'ইন্ট্রিগ্রেটেড রুলার ডেভেলেপমেন্ট কর্মসূচি বা সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি নামে ১৯৬৫ সালে কুমিল্লা জেলার সাতটি থানায় এবং ১৯৬৮ সালে বাকি তেরটি থানায় প্রবর্তন করা হয়। একুশতম থানা কোতোয়ালীতে আখতার হামিদ খান ১৯৬০ সাল থেকে তাঁর সামাজিক ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, আখতার হামিদ খান প্রবর্তিত কমিল্লা মডেলের চারটি কম্পোনেন্টই পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ অবয়বে রূপলাভ করেছে। প্রথম কম্পোনেন্ট টিটিডিসি রূপান্তরিত হয়েছে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে; দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট এলজিইডি, তৃতীয় কম্পোনেন্ট বিএডিসি এবং চতুর্থ কম্পোনেন্ট পরিণত হয়েছে বিআরডিবি-তে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সবচেয়ে উচ্চাকঙ্খী এ্যাকশন রিসার্চ প্রকল্প ছিল সমবায় প্রকল্প। এটি ছিল কৃষকদেরকে উৎপাদন ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সংগঠিত করার একটি উপায় বিশেষ। সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে গ্রামের চিত্রে আমুল পরিবর্তন এলো। বড় বড় জোতদাররা যারা আগে অর্থ ধার দেওয়া ও ব্যবসা বাণিজ্য করতো। সমবায় ব্যবস্থা প্রবতনের ফলে খাল খনন ও পানি নিষ্কাশন, সেচ, উচ্চ ফলনশীল বীজ বাজারজাতকরণ, ট্রাক্টর ইত্যাদির সূচনা হলো এবং জোতদাররাও লাভজনক কৃষির দিকে ঝুঁকে পড়লো। সমবায় তখন পরিণত হলো আধুনিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা দানের যন্ত্র হিসেবে। সমবায় পরিণত হলো সম্প্রসারণ, সরবরাহ ও সেবাদানের চালিকা শক্তি হিসেবে। একক ব্যবস্থা থেকে সমবায় জনগণকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে থাকলো। ফলে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হলো সেচকার্য, যন্ত্রপাতি স্থাপন, ফিল্ড চ্যানেল নির্মাণ, পানিবন্টন, খরচ তুলে আনা ইত্যাদি কাজে। কুমিল্লা পদ্ধতির পূর্ত কর্মসূচি সমুন্নত করলো জমিকে আর সমবায় সমুন্নত করে তুললো কৃষিজীবী মানুষগুলোকে আর কৃষিকে।

সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে ড. আখতার হামিদ খান প্রবর্তিত সমবায়ের কুমিল্লা মডেল বা পদ্ধতি তৎকালীন সময়ে একটি বিপ্লবের সূচনা করেছিল যা সমবায় আন্দোলনের একটি নতুন মাত্রা হিসেবে বিবেচিত।

[তথ্য উৎস: উইকিপিডিয়া এবং খান আখতার হোসেন, আখতার হমিদ খান রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), (অনুবাদ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৬; খান আখতার হোসেন, আখতার হমিদ খান রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), (অনুবাদ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), তৃতীয় পুর্নমুদ্রণ, ২০১৬; খান আখতার হোসেন, আখতার হমিদ খান রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), (অনুবাদ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৬]

৯.১০: গোলাম সামদানী কোরায়শী (১৯২৯-১৯৯১)

অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শীর সহকর্মী ও রাজনৈতিক আদর্শের সহযাত্রী ও সহযোদ্ধা ছিলেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, নাসিরাবাদ মহাবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। তাঁর জবানীতে আমরা অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শীর সমবায় চিন্তা ও উদ্যোগের কথা জানতে পারি। একটি স্মৃতিকথনে তিনি আমাদের জানিয়েছেন: অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শীর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সমমনা অন্যান্য অধ্যাপক এবং ময়মনসিংহের আকুয়া এলাকার স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'উজিরাবাদ কৃষি সমবায় সমিতি লি:।' ১৯৭১ সালের মহান যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয়। সদ্য জন্মলাভ করা রাষ্টটিকে নানারকম প্রতিকুল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধীদের ধরা না পড়া, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এর ফলে কৃষি ব্যবস্থা দ্রুত ধসে পড়ে। আবাদ নেই, গবাদিপশু নেই-চারদিকে কেবল নেই আর নেই-অরাজকতা আর নৈরাজ্যে একাকার।

ময়মনসিংহের আকুয়া তখন বদ্ধ গ্রাম। কট্টর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল ময়মনসিংহ শহরে। সাবেক মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল হক সাহেবের (ফজু মামা নামে পরিচিত) প্রভাব ছিল তখনো তীব্র। এলাকার বেশির ভাগ মানুষ জমি

জমা হীন অতি দরিদ্র। চুরি-ডাকাতি আর ধর্ম উন্মাদনায় ব্যস্ত ছিল তারা। এমন কোন কথা বলা বা কোন কাজ করা যেত না যা তাদের গোঁড়ামী অনুভূতিকে আঘাত করে। তাছাড়া তাদের ধর্মানুভূতি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের তেমন কোন তৎপরতা চোখে পড়ত না।

নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দূর্বল অবস্থায় ছিলাম আমরা এহেন প্রতিকুল রাজনৈতিক অবস্থায় কি করে কাজ আরম্ভ করা যায় তাঁর জন্য বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয় নিজেদের মধ্যে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু কৃষিতে সমবায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়ার মহাপরিকল্পনা ঘোষণা করেন। কৃষিতে যান্ত্রিক চাষাবাদের কথা, সবুজ বিপ্লবের কথা, খাদ্যের স্বনির্ভরতার কথা, সমবায়ী যৌথ খামারের কথা বঙ্গবন্ধুর মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সেই সময় আমার সহকর্মী অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী, মুমিনুন্নেছা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বশির উদ্দিন সাহেবসহ আমাদের এক আলোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সমবায়ের মাধ্যমে আকুয়া এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করে যৌথ চাষাবাদ প্রচলন করা হবে। এলাকার কৃষকের জমির পরিমাণ অতিঅল্প এবং এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত যে আধুনিক চাষ পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা অসম্ভব। সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা গেলে আধুনিক চাষ, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, উন্নত বীজ উৎপাদন, কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে। অন্যদিকে এলাকাবাসীর গোঁড়ামী ও অসহযোগিতাশীল মনোভাব কিছুটা হলেও দূর করা সম্ভব হবে বলে উপস্থিত সবাই একমত প্রকাশ করেন। সেই সাথে এলাকবাসীকে উৎসাহিত করতে হবে সমবায়ী সংগঠনের, পরিকল্পনার, সমাজবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হওয়ার। সমবায় হচ্ছে মালিকানার গণতান্ত্রিক রূপ দেয়ার সঠিক পদ্ধতি। কেবল সম্পদের মালিকানা নিয়ে নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। প্রথম সমবায়ী প্রকল্প হিসেবে কৃষিকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন করা হয়। পর্যায়ক্রমে এলাকাবাসীর পছন্দ মাফিক আরও কয়েকটি প্রকল্প ও এখানে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্যোগ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও সমাজচিন্তক অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী, অধ্যাপক বশীর উদ্দিন, স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ছিল কালু ব্যাপারী, খালেক মিয়া ও স্থানীয় বর্গাচাষী জয়নুদ্দিন (জনু মিয়া)। জনু মিয়ার সাথে কৃষকদের উষ্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় কৃষকদের মাঝে প্রচারণার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমি তখন সপরিবারে নওমহলে থাকি। কলেজের চাকরির পর যেটুকু সময় পেতাম তা নিজের পার্টির কাজে ব্যয় করতাম। তাই সমিতি গঠন প্রক্রিয়ায় আমার ভূমিকা ছিল অনেকটা সহযোগীর মতো। আমার মতো সহযোগী হিসেবে ছিলেন আমার সহকর্মী অধ্যাপক যতীন সরকার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েল প্রায় ২৫জন অধ্যাপক। সকলের নাম আমার মনে নাই। যে কয়েকজনের নাম মনে পড়ে তাদের মধ্যে সমবায় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া, অধ্যাপক ড. মোস্তফা হামিদ সাহেব প্রমুখ।

আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যতবেশী সম্ভব স্থানীয় কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যম সংগঠিত করব। প্রাথমিকভাবে অধ্যাপক বশীর উদ্দিন আহাম্মেদ সাহেবকে সভাপতি ও অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী সাহেবকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। অন্যান্য সকল দায়িত্ব দেওয়া হয় জনু মিয়াকে। সমিতির বেশির ভাগ সদস্য ছিল বর্গাচাষী। মাত্র তিন চারজন কৃষকের নিজের জমি ছিল। বর্তমানে যে টিভি সেন্টার তৎকালীন সময়ে এর নাম ছিল ওয়্যারলেছ স্টেশন। সেখানে সরকারী অনেক পতিত জমি ছিল। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ওয়্যালেছ ষ্টেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। তিন চারজন কৃষকের জমি ও সরকারী পতিত জমি একত্রে প্রায় ৮ একরের মত হয়। চাষাবাদের জন্য ৮ একর জমি নির্বাচন করা হয়। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কৃষকগণ সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত ও সংহত হয়।

কোরায়শী সাহেবকে তখন আকুয়া এলাকার লোকজন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করত। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় আমরা সমবায়ে সংগঠিত হলাম এবং সমিতির নামও ঠিক করা হলো "উজিরাবাদ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ"। সমিতির সভা করা ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তদারকী ও সম্পাদন করতেন গোলাম সামদানী কোরায়শী সাহেব।সংগঠিত হওয়া, জমি অধিগ্রহণ ও তহবিল গঠনের পর এবার আসল পরীক্ষা আবাদ করা। সময়টা কোন মাস ছিল এখন আর মনে নাই। তবে আমন চাষের মৌসম। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহেবদের সহযোগিতায় আমনের উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করা হলো। তৈরি করা হলো বীজ তলা, উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আবাদ করা হলো আমনের। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫জন অধ্যাপক পরামর্শ দিতেন, ছাত্র ইউনিয়ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে চাষ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করলেন, সাথে ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। এক সময় ফসল তোলোর সময় হলো। আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হলো ফসল সংগ্রহের কাজ।

কিন্তু ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক। কৃষি বিজ্ঞানের বাঘা বাঘা অধ্যাপক, অর্থনীতির অধ্যাপক ও অভিজ্ঞ কৃষক থাকার পরও ১২০০ টাকা খরচ করে আয় হয় মাত্র ৫০০ টাকা। আমাদের মনে প্রশ্ন ঘুরতে থাকে অধ্যাপক, কৃষি বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার থাকার পরও সমিতি অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হলো কেন ? জবাব পেয়েছি অনেক পরে। নেতস্থানীয় ব্যক্তিদের কৃষিতে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, কৃষকের ছেলে হওয়ার সত্ত্বেও কৃষি থেকে দূরে থাকায় কৃষিকে ভূলে গিয়েছিলাম আমরা। পোড় খাওয়া কৃষক আমাদের পরামর্শ দেয় নাই। কারণ তাদের ধারণা ছিল সামদানী স্যার ও অন্যান্য মাষ্টাররা কৃষিকে কৃষকের চেয়ে ভাল বোঝে। পরবর্তীতে আর উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়নি, নিজেদের প্রেশাগত ব্যস্ততা, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে। তাঁর কিছুদিন পরেই বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করেন। আমাদের অনেকেই বাকশালে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর ঘটে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জার-সবচেয়ে গ্লানির বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের অনেকেই রাজনৈতিক মামলার কারণে জেলে বন্দী হতে হয়।

উজিরাবাদ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ-এর আর্থিক ক্ষতি হলেও বৃহত্তর পরিসরে লাভবান হয়েছে এলাকাবাসী। কুসংস্কার আর ধর্মীয় গোড়ামী কিছুটা হলেও কমেছে। চোর-ডাকাতের এলাকা হিসেবে যে বদনাম ছিল তা অনেকটা মুছে গেছে। তাঁর বদলে সমবায় খামারের সুনামটা জুটেছে। এলাকাবাসীর মনে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠেছে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পেরেছে লোকজন।

পরিবর্তিত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সামাজিক ন্যায় বিচার ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশে সমবায়ের কোন বিকল্প নেই। দৃষ্টি ভঙ্গিতে এই পরিবর্তন আনতে পারলেই জীবনমানের দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে। সাধারণের ও 'নয়া ব্যবস্থা আমাদের' এই উপলব্ধিতে সামাজিক সমবায়ীর সংগঠনে সংহত হতে হবে। সামাজিক নানা সম্পর্ক, নানান সংগঠনের মিলনে জালের মত এক ব্যবস্থা, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে পরস্পরযুক্ত সব প্রগতিমুখী পরিবর্তনের প্রবল শক্তি হয়ে উঠতে পারে সমবায়। কিন্তু বর্তমান সমবায় ব্যবস্থায় বেশ কিছু বড় ধরনের দূর্বলতা চোখে পড়ে। এসবের মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বহীন বা ভূতুরে সমবায়। এরা বিভিন্নভাবে সাধারণকে প্রভাবিত করে আমানত সংগ্রহ করে। বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে। তাছাড়া কর্তাব্যক্তিরা নিজেরাই বিপুল পরিমাণ অর্থ নেন বেতন/ভাতা হিসেবে। ফলে কাজ ও আয়ের অসম বন্টন হয়। যা সমবায়ের আদর্শের সাথে সাংগরষিক।

সমবায় আমাদের স্বপ্ন দেখায় একটি নয়া আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার। একই সামাজিক বুননে মিলে থাকা এবং উৎপাদনমুলক কাজে কৃষক শ্রমিক নিজেদের সংগঠিত করার। আশা করি রাষ্ট্র ও এব্যাপারে অসহযোগিতা করবে না। উজিরাবাদ কৃষি সমবায় সমিতি যদিও নিবন্ধিত সমবায় সমিতি ছিল না; কিন্তু এটি ময়মনসিংহ তথা বাংলাদেশে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে তাঁদেরকে একটি শক্তিশালী উৎপাদনের বাহন হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল। [কৃতজ্ঞতা স্বীকার: অধ্যক্ষ মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, নাসিরাবাদ মহাবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।]

৯.১১ : উপসংহার

প্রাতঃস্মরণীয় সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারীগণ আমাদের সমবায় আন্দোলনের পথিকৃত তাঁরা তাঁদের জীবন দর্শনে সমবায় আন্দোলনকে বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এ কর্মযজ্ঞকে সমবায় আন্দোলনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারি।

দশম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর সমবায় উত্তরাধিকার

* সামছুদ্দিন আহমদ

১০.০১: প্রাচীন ভারতের সমবায় সংঘ

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা এতদ্অঞ্চলে সমবায় চর্চার ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন। মগধ ও মৌর্যযুগে জমির সেচ ব্যবস্থার দ্রত উন্নতি ঘটে। বহু আকর সুত্রে বিশেষভাবে সেচের উদ্দেশ্যে খাল ও জলাধারের উলেখ আছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে জলাধার নির্মাণের পাশাপশি গ্রামীণ সমাজ গুলো যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কৃষকরাও এ সকল খাল ও জলাধার নির্মাণ করতো। সৌরাষ্ট্রে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর উৎকীর্ণ শীলালিপিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালের ও সম্রাট অশোকের শাসনামলে সেচ ব্যবস্থার অংশ হিসেব বহুবিধ খাল খনন ও বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করা হতো। খাল থেকে মাঠে জল সরবরাহের ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য রাজকর্মচারী নিয়োগের উলেখ পাওয়া যায়। দাক্ষিণত্যের কিছু কিছু অঞ্চল থেকে আবিস্কৃত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় হতে দ্বিতীয় শতাব্দীর সময়কার উৎকীর্ণ বৌদ্ধ শীলালিপি থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মগথ ও মৌর্য যুগের কৃষি ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছটা পরিচয় পাওয়া যায়।

"কারুশিল্প ওই সময়ে অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, বিশেষ করে ধাতুশিল্প ও মনিকাররা কাজ। বানারসী, মথুরা ও উজ্জয়িনীর তাঁতীশিল্পীদের বোনা সুক্ষ সুতী বস্ত্র তখন রপ্তানী হতো পাশ্চত্যে- বারিগাজা হয়ে। সে-সময় গান্ধার বিখ্যাত ছিল পশমি কাপড়ের জন্য।" কৈটিল্য অর্থ শ্বাস্ত্রের বর্ণনায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সমবায় চর্চার উল্লেখ রয়েছে। ----"কারুশিল্পীদের নিজস্ব সমবায় সংঘ থাকত, সেগুলোকে বলা হত 'শ্রেণি'। এই শ্রেণী গুলি কিছু পরিমান স্বাধীন ছিল, তাদের নিজস্ব বিধি-বিধানও লিপিবদ্ধ থাকত।

যে কারু শিল্পীরা বিশেষ সংঘের সদস্য হতেন, সেই সংঘের নির্দিষ্ট বিধান মেনে চলতে হোত তাঁদের। দরকার পড়লে সংঘ সদসদ্দের সমর্থনে দাঁড়াত। রাষ্ট্রের তরফ থেকে চেষ্টা চলাত এই সমস্ত সমবায়-সংঘের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার। সংঘগুলোকে বলা হতো রাষ্ট্রের কাছে তাঁদের নাম তালিকাভূক্ত করার এবং শাসন-কর্তৃপক্ষকে আগে না-জানিয়ে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে সংঘের কর্মস্থল স্থানান্তরণের নিষিদ্ধ ছিল।"[৩৭]

মৌর্য শাসনামলে[৩৮] শহরের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরা সবাই সমবায় সংঘ বা শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত ছিল। সে সকল সমবায় সংঘগুলো নগর জীবনের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যোৎপাদনে জনগণকে আগ্রহী করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যে কোন শিল্পের কারিগররই সমবায় সংঘ গঠন করতে পারতো। এগুলো আকারে বড় ছিল, ফলে সকলেরই সুবিধা হতো। ব্যক্তিগত উদ্যোগে গিল্ড বা সমবায় সংঘের সহিত পেশাগত প্রতিযোগিতায় ঠিকে থাকা কঠিন ছিল বিধায়

৩৭ : ভারতবর্ষের ইতিহাস :গ্রিগোরি বোন্গার্দ ও লেভিন: প্রগতি প্রকাশন,মস্কো, পৃষ্ঠা:১১৪-১১৬

৩৮ ইতিহাস খ্যত তিন মৌর্য সম্রাট ৯০ বছর শাসন করে ছিলেন; তাঁরা হলেন -চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রীঃপূঃ ৩১৭-২৯৩), বিন্দসার (খ্রীঃপূঃ ২৯৩-২৬৮) ও অশোক (খ্রীঃপূঃ২৬৮-২৩২)। মৌর্য রাজত্বের পতনের পর শুঙ্গ রাজ বংশ (খ্রীঃপূঃ ১৮০-৬৮) রাজত্ব করে।

প্রায় সকল কারিগরই সমবায় সংঘগুলোতে যোগ দিয়েছিল। তাছাড়া সংঘে যোগ দেয়ার ফলে সামজিক মর্যাদা ও নিরাপক্তা বেড়ে যেতো। অনেকগুলো নৌকার সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী গঙ্গার বিভিন্ন বন্দরে পাঠানো হতো। বাণিজ্যের বিস্তারের সাথে সাথে বড় বড় সংঘের উদ্ভব হয়। সংঘগুলোর কাজের নান রকম নিয়মকানুন ছিল। ক্রেতা ও কারিগরের সুবিধানুযায়ী এবং সামগ্রীর মান অনুসারে মূল্য স্থির করে দেয়া হতো। বিচার সভার মাধ্যমে সমবায় সংঘের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সংঘের প্রচলিত প্রথারও গুরুত্ব ছিল আইনের মতোই। সদস্যদের পারিবারিক জীবনেও সংঘের হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কোন মাহিলা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হতে চাইলে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ ছাড়াও সংঘের অনুমতি নিতে হতো।

সম্রাট অশোকের শাসনামলে শহরের সমবায় সংঘগুলো প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং সমবায় সংঘের কর্তা ব্যাক্তিগণ শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলো নিয়ন্ত্রণ করতো। সমবায় সংঘগুলোর বেশ বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে ছিল। সেখানে কাজ করার ফলে নিজেদের বাড়তি খরচা বেচে যেতো এবং কারিগরদের কাজের বেশ সুবিধা হতো। একক কোন উদ্যোগ সমবায় সংঘের সহিত প্রতিয়োগিতা করে টিকে থাকতে পারতো না।

এক এক অঞ্চলে এক এক পেশা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল। বর্ণ প্রথা মতে এক এক বর্ণ বা উপবর্ণের লোকরা পরুষানুক্রমে একই শিল্প চর্চা করে যেতো। পিতার পেশা গ্রহণ ছাড়া পুত্রের কোন উপায়ান্ত ছিল না। ফলে সমবায় সংঘগুলো দৃঢ়তর ভাবে গঠিত হতে পারতো এবং কখনো সদস্যের অভাব হতো না। কিন্তু, যখন কোন কোন উপশ্রেণি তাদের পেশার পরিবর্তন করতে শুরু করল তখনই সংঘের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে শুরু হতে থাকলো। শ্রেণি ছাড়াও কারিগরগণের অন্য ধরণের সমবায় সংঘও ছিল। বিভিন্ন শিল্পের কারিগররা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেও সংঘ গঠন করতো। সংঘের সদস্যদের দক্ষতা পরদর্শী অনুসারে তাদেরকে সংঘ কর্ম বন্টন করার প্রথা পালু ছিল। কোন স্থাপত্য, মন্দির বা বাড়ী তৈরীর কাজে সংঘের স্থপতি যন্ত্রবিদ বা রাজমিস্ত্রি কে তার কজের পেশা ও দক্ষতা অনুসারে তাকে উপযুক্ত কাজের ভার দেয় হতে।

খনন কার্যে বিভিন্ন সমবায় সংঘের নাম নাম খোদাই করা বেশ কিছু শীলমোহর পাওয়া যায়। উৎসবের সময় সমবায় সংঘগলো নিজস্ব চিহ্ন ও পতাকা নিয়ে শোভা যাত্রায় বেরোত। সে চিহ্নগুলো সংঘগুলোর নিজস্ব পরিচিতি বহন করতো। সংঘগলো বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাকে প্রচুর অর্থদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। শস্য ব্যবসায়ীদের একটি সমবায় সংঘ বৌদ্ধদের জন্য একটি সুন্দর পাথর খোদাই করা গুহা তৈরী করে দিয়েছিল।

সে যুগে দান ও সাহায্যে মন্দিরের খরচ নির্বাহ হত। রাজকীয় দান ছিল গ্রাম রা কৃষি জমি, ব্যবসায়ী ও সমবায় সংঘ মন্দিরের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করে রাখত। সেগুলো শিল্প কর্ম, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য, যাহাই হতো সবই বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হতো। ধনী ব্যবসায়ী সমবায় সংঘের বা রাজকীয় অনুদানের সাহায্যে এ সব শিল্প কর্ম হতো। বৌদ্ধ স্তুপ বা গুহা মন্দির গুলোর মধ্যে এখনো এসব ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া

যায়। নাসিকের গুহায় পাওয়া শকরাজার আদেশ সম্বলিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, তন্তুবায়দের একটি সংঘ একটি বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ দান করেছিল। উক্ত অর্থ লগ্নি করে প্রাপ্ত সুদ হতে মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ হতো। শিলালিপি উৎকীর্ণ তথ্যে অংশ হতে উহার একটি প্রামাণ্য হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

"৪২ সমৎসরে বৈশাখ মাসে রাজা দিনিকের পুত্র ও ক্ষহরত ক্ষত্রপ রাজা নহপানের জামাতা রাজা উশভদত্ত সংঘকে এই গুহা দান করেছেন। এছাড়া তিনি তিন হাজার কাহাপন দান করেছেন। যেকোন সম্প্রদায় বা অঞ্চলের সংঘ সদস্য গুহায় থাকার সময় পোশাক ও অন্যান্য খরচের জন্য এই অর্থ ব্যবহৃত হবে। গোবধূন যে সব শ্রেণী আছে, এই দানের অর্থ সেখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে। একটি তন্তুবায় সমবায় সংঘে বিনিয়োগ করা হয়েছে ২ হাজার কাহাপন। এ থেকে এ শত কাহাপন প্রতি এ প্রতিক (মাসে) হিসেবে সুদ আসবে। বিনিয়োগ করা অর্থ আর ফেরত দিতে হবে না। কেবল সুদ পাওয়া যাবে। বাকি ১ হাজার কাহাপন আর একটি তন্তুবায় সমবায় সংঘে বিনিযোঘ করা হয়েছে। এখনকার সুদ শতকরা ৩/৪ প্রতিক (মাসিক)। এই ২ হাজান কাহাপনের শতকরা ১ প্রতিক হার হবে পোষাকের জন্য। আবার গুহায় যে ২০ জন ভিক্ষু বসবাস করবেন তাঁরা পোশাকের মূল্য হিসেবে ১২ কাহাপন পাবেন। আর যে ১ হাজার কাহাপন বার্ষিক শতকরা জ্জ প্রতিক হারে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে গৌণ ব্যয় নির্বাহ করা হবে। কাপুর জেলায় চিষ্কলপন্দ্র গ্রামকে ৮ হাজার নারকেল গাছের মূল্য দেওয়া হয়েছে। এই সব দান প্রথানুযায়ী নগরসভা ও নথিশালায় ঘোষণা ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে ...।"[৩৯]

নাসিকের উক্ত শিলালিপি হতে সংঘগুলো সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। প্রথমতঃ সমবায় সংঘের অত্যাধিক রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যিও জন্য সংঘগুলো সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভশীল ছিল না। বরং ব্যবসায়ীদের সংঘগুলো একই স্বচ্ছল ছিল যে তারা একটা গোটা গ্রাম কিনে মন্দিরকে দান করে দেয়ার মতন আর্থিক সামর্থ ছিল। তৎকালীন সময়ে সমবায় সংঘগুলোর দানে দক্ষিণ ভারতে বহু মন্দির নির্মিত হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়।

নগর জীবনে সংঘের কর্তারা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হওয়া সত্বেও তাঁরা কখনো রাজনেতিক কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেনি। রাজনীতিকে কেবলই রাজার অধিকার মনে করা হতো। এর সম্ভাব্য করাণ হয়তো সমবায় সংঘের সহিত রাজার অর্থনৈতিক সম্পর্ক জড়িত ছিল। রাজ পরিবারের সদস্যরা সংঘগুলিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অর্থলগ্নি করতো বিধায় সেগুলোর উন্নতির প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল। সমবায় সংঘ ও রাজার পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট ছিল। এছাড়াও বেশকিছু অন্তর্নিহিত কারণও ছিল। রাজার উদার সাহায্যের ফলে সংঘ নেতাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা লালিত হওয়ার এবং ক্ষমতা বিস্তারের মনোভাবের কখনো উদয় হয়নি। এছাড়াও অন্যকোন সংঘের সাহায্য ছাড়া এককভাবে কোন সংঘের পক্ষে ক্ষমতা অধিকার করা অসম্ভব ছিল। অপরদিকে সংঘগুলো জোটভুক্ত হওয়ার সুযোগ একেবারেই অসম্ভব ছিল।

৩৯ সোনা, রূপো বা তামার মুদ্রা। সাধারণত ৫৭.৮ গ্রেন ওজনের রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হতো।

কারণ বিভিন্ন সংঘের সদস্যগণ বিভিন্ন বর্ণের লোক ছিল । বর্ণ প্রথা অনুসারে এক বর্ণেও লোকের সাথে অন্য বর্ণে লোকের মেলামেশা এমনকি একত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ ছিল ।

শিলালিপিতে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে সংঘগুলো ব্যাংক ও ট্রাষ্ট্রির কাজ করত । তবে বেশকিছু ব্যবসায়ীও এ কাজ করতো । তাদেরকে শ্রেষ্ঠী বলা হতো । এদেরই বংশধরারা এখন উত্তর ভারতে শেঠ ও দক্ষিণ ভারতে চেট্টি বা চেট্টিয়ার [৪১] নামে পরিচিত । কোন ব্যাংক ব্যবস্থা না থাকলেও তেজারতি প্রথা চালু ছিল । ধার নিলে সাধারণত বার্ষিক শতকরা ১৫ ভাগ হরে সুদ দিতে হতো । কিন্তু সমুদ্র বাণিজ্য কিংবা কোন অনিশ্চিত ব্যবসায়ে শতকরা ৬০ ভাগ সুদ দিতে হতো । ধার গ্রহীতার সামাজিক বর্ণ অনুসারে সুদের হার স্থির করা হতো । অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের লোকেরা কম সুদ দিত এবং নিম্ন বর্ণের লোকেরা চড়া সুদ দিতে হতো ।

ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগুলো ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে টিকে ছিল । ভারতের দাক্ষিণাত্যের[৪২] রাজ্যেগুলোর ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমবায় সংঘগুলো ভূমিকা রেখেছে । সে যুগে গ্রামগুলো আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ছিল । গ্রামের কারিগররা প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করত । তখন হাতি, ঘোড়া, সুগন্ধি দ্রব্য দামী পাথর, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ের প্রচুর ব্যবসা বাণিজ্য হতো । বিখ্যাত পর্যাটক মর্কো পোলোর বর্ণনা হতে জানা যায় তখন ভারতে প্রচুর ঘোড়া আমদানী হতো । আরব বণিকরা ঘোড়া বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতো । ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমবায় সংঘ গঠন করতো এবং তারা খুবই শক্তিশালী ছিল । ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগুলো পুরো বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো । তম্মধ্যে 'মণিগ্রাম'[৪৩] ও 'বলনজিয়ার' সুপরিচিত ছিল । উপমহাদেশের যে কোন প্রান্তে এদের অবাধ গতি ছিল । 'নানাদেশী'[৪৪] সমবায় সংঘের দক্ষিণ ভারত ও সুমাত্রা উভয় স্থানে তাদের বহুবিধ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বিদ্যমান ছিল । স্থানীয় অধিবাসীদের সমবায় সংঘগুলোকে 'নগনম' নামে অভিহতি করা হতো । অধিকাংশ শহরে বড় সংঘগুলোকে একত্রীভূত হয়ে সভা করতে দেখা যেতো ।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে বেশ পরিচিত ছিল । ঐ অঞ্চলের সাহিত্যে বন্দর পোতাশ্রয়, বাতিঘর ,শুল্ক বিভাগ ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায় । সমুদ্র উপকুলবর্তী রাজ্যগুলোতে বণিকদের সমবায় সংঘ বেশী ক্ষমতাশালী ছিল । কারণ বাণিজ্যের সাফল্যের উপর রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করতো । অনেক সংঘই চোল রাজাদের পরাক্রমের উপর নির্ভর করে বিদেশে বাণিজ্য করত । তৎকালীন সময়ের বাণিজ্যিক লেনদেনের বিশদ কোন দলিল পাওয়া না গেলেও দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যবসায়ীদের

৪০ ভারত বর্ষের ইতিহাস - রোমিলা থাপর : ওরিয়েন্ট লংম্যন লিঃ , কলিকাতা, পৃষ্ঠা -৮১

৪১ ব্যবসায়ী

৪২ ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

৪৩ বণিকদের সমবায় সংঘ

৪৪ একটি ক্ষমতাশালী বণিক সমবায় সংঘ

সমবায় সংঘের কেন্দ্র থাকার ফলে নিয়মিতভাবে প্রমিসারি নোট প্রচলিত ছিল । বিনিময় বাণিজ্যে ওজন ও মানের ব্যাপক পার্থক্য থাকার ফলে সোনা বা স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহার বেড়ে গিয়েছিল । পশ্চিমা ভারত ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র । গুপ্ত যুগের শেষভাগে ঐ অঞ্চলের একটি বড় সমবায় সংঘের কারিগররা তাদেও পেশা পরির্বতনের ফলে সে অঞ্চলে রেশম উৎপাদন কমে যায় । এ থেকেই তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের ভূমিকা সহজেই অনুমান করা যায় । অবশ্য তুলনামূলকভাবে খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমবায় সংঘগুলোর যেরূপ প্রসার ঘটেছে মৌর্য যুগে সেরূপ ঘটেনি ।

উক্ত বর্ণনার আধুনিক সমবায়ের সহিত মিল খুঁজে পাওয়া যায় । যেমন: সমবায় সমিতিগুলোর নিজস্ব লিখিত বিধি-বিধান থাকা বর্তমান সময়ের উপ-আইনের, রাষ্ট্রের কাছে সমবায় সংঘের নাম তালিকাভূক্ত করণ সমবায় সমিতির নিবন্ধনের সহিত হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় । এছাড়া "দরকার পড়লে সংঘ সদসদ্দের সমর্থনে দাঁড়ানো" কে বর্তান সময়ের সমবায় মূল্যবোধ ও নীতিমালা অনুযায়ী সদস্যদের সামষ্টিক স্বার্থ রক্ষার আঙ্গীকারের সহিত মিল খুঁজে পাওয়া যায় । এতদ্অঞ্চলের অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থায় বহু শতাব্দী আগে থেকেই সমবায় চর্চার অস্তিত্ব বিরলভাবে বিদ্যমান ছিল ।

*মোঃ সামছুদ্দিন আহমদ: প্রাক্তন পরিদর্ষক সমবায় অধিদপ্তর

১০.০২: সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ (উপমহাদেশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ)

ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা (Self Sufficient Village System) যেখানে এক একটি গ্রাম ছিল উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ । গ্রামের বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আসতো । গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে তাদের উৎপাদন-বণ্টনসহ সব সমস্যার সমাধান করতো । এটা মিলিত প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত । প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করার কথা জানা যায় । বৌদ্ধ গ্রন্থে চারটি সমবায় সঙ্ঘের উল্লেখ আছে; কাঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায় সঙ্ঘ । মৌর্যদের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠার পর উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ । মৌর্য আমলে সমবায় সঙ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকা- আরো শক্তিশালী হয় । এই সব সমবায় সঙ্ঘ অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি কিছু বিচার নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতো । গ্রামের উন্নতির জন্য সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল । গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো ।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতজনিত কারণে শ্রমিক শ্রেণির লোকজন জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৪৪ সালে The Rochdale Society of Equitable Pioneers গঠিত হয় তাঁতীদের উদ্যোগে । রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮);, চার্লস ফুরিয়ের (১৭২২-১৮৩৭), লুই ব্লাংক (১৮১১-১৮৮২),উইলিয়াম কিং (১৭৮৬- ১৮৬৫),

ফ্রেডারিখ উইলহেম রাইফিজেন (১৮১১-১৮৮৮) প্রমুখ ইউরোপে সমবায় চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে একে একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলেন। উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, গুরুসদয় দত্ত, আখতার হামিদ খান সমবায় চিন্তক ও প্রসারক হিসেবে কাজ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ১৯০৪ সালে।

বাংলাদেশে সমবায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি আন্দোলন। হঠাৎ করে একদিনে এ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। এর রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ১৮৭৫ সালে দক্ষিণ ভারতে সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে এক ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থেই কৃষকদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। জার্মানীর রাইফিজেন পদ্ধতির ন্যায় সমবায়ের মাধ্যমে উপমহাদেশের কৃষকদের সমস্যা সমাধান করা যাবে বলে ইংরেজ সরকার বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস থেকে ১৯০৪ সালে জন্ম নেয় সমবায়। তখন থেকে শুরু করে অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে এ আন্দোলন আজ এক নতুন শক্তিতে, নবরূপে বিকশিত হচ্ছে। সমবায় আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার একটি সংক্ষেপিত তথ্য বছরওয়ারি নীচে দেওয়া হলো:

সারণি-৫২: উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের তথ্য

সাল/বৎসর	বিবরণ
১৮৬১	সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য প্রফল্ল চন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৬৪	সমবায় চিন্তক কবি কামিনী রায়ের জন্ম।
১৮৭৩	সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৭৫-৭৬	দাক্ষিণাত্যে কৃষক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন এবং ডেকান এগ্রিকালচারাল রিলিফ অ্যাক্ট জারী।
১৮৮২	কৃষকদের নিকট কৃষি ঋণ দাদনের জন্য স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ (Sir William Wedderburn) কর্তৃক বোম্বে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ। জন্মগহণ করেন।
১৮৮২	সমবায় চিন্তক গুরুসদয় দত্ত
১৮৮৩	দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক 'ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন' (Land Improvements)জারী।
১৮৮৪-৯১	কৃষকদের টাকাঋণ প্রদানের জন্য ' কৃষকদের ঋণ আইন' (Agriculturists Loan Acts)জারী হয়।
১৮৯২	আইসিএস অফিসার স্যার ফ্রেডারিক নিকলসনকে ইউরোপে সমবায় বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের প্রেরণ।
১৮৯৫-৯৯	স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন সমবায় বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন।
১৮৯৮	সমবায় চিন্তক আবুল মনসুর আহমদ জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৯৯	সমবায় সঙ্গীত রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন।
১৯০০	জনাব এইচ.ডুপারনিকস (H. Dupernix) 'জনসাধারণের ব্যাংক' (People's Bank for Nothern India) নামক পুস্তকে গ্রামীণ সমবায় সমিতি ও গ্রামীণ ব্যাংক গঠনের সুপারিশ।
১৯০১	ভারতের দুর্ভিক্ষ কমিশন (Indian Famine Commission of 1901) ইউরোপের মিউচুয়াল ক্রেডিট এসোসিয়েশনের ন্যায় কৃষি ব্যাংক স্থাপনের সুপারিশ করে। লর্ড কার্জন কর্তৃক স্যার এডওয়ার্ড ল (Sir Edward Law) এর নেতৃত্বে সমবায় উন্নয়নের জন্য কমিটি গঠন।
১৯০৪	বেঙ্গল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট-১৯০৪ (Bengal Credit Co-operative Societies Act-1904) জারী করা হয়।
১৯০৫	নাটোরের পতিসরে বিশ্কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।
১৯০৯	আইনগত বিধান না থাকা সত্ত্বেও মেদিনীপুর ও খুলনার রাড়ুলীতে 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ইউনিয়ন' গঠিত হয়।
	আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কর্তৃক খুলনার রাড়ুলিতে রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯১১	১৯০৪ সালের আইনে ত্রুটিসমূহ থাকায় উক্ত আইনের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন আইন জারীর সিদ্ধান্ত হয়।
১৯১২	The Co-operative Societies Act,1912 (Act II of 1912)] নামীয় নতুন সমবায় আইন জারী করা হয়। পাবনা, গাইবান্ধা ও মেদিনীপুরে মিক্সড টাইপ কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপন করা হয়।

	The Co-operative Societies Act,1912 (Act II of 1912) এর আওতায় তৎকালীন সরকার The Co-operative Societies Rules,1912 জারী করেন।
১৯১৪	সমবায় আন্দোলনের আর্থিক দিক পরীক্ষার জন্য স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান (Sir Edward Maclagan) এর নেতৃত্বে ম্যাগলাগান (Imperial Committee on Co-operative in India) কমিটি গঠন।
	সমবায় চিন্তক ড. আখতার হামিদ খান জন্মগ্রহণ করেন।
১৯১৫	'ভারতের জন্য সমবায় বাইবেল' নামে পরিচিত ম্যাকলাগান কমিটির প্রতিবেদন দাখিল।
১৯১৭	কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহকারী সমবায় সমিতি এবং নওগাঁও গাঁজা উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়।
১৯১৮	বেঙ্গল প্রাদেশিক সমবায় ফেডারেশন এবং বেঙ্গল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯১৯	সমবায় প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ একটি বিষয়ে পরিণত করা হয়।
১৯২০	**জাতির পিতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।।**
১৯২২	বেঙ্গল প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯২৪	বাজারজাতকরণ ও পাইকারী বিক্রয় সমবায় সমিতি এবং বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি গঠিত হয়।
১৯২৬	পাট বিক্রয় সমবায় সমিতিগুলোর সমন্বয়ে 'বেঙ্গল পাইকারী বিক্রয় সমবায় সমিতি লি:' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত হয়।
১৯২৯	সমবায় সমিতির ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয়ের লক্ষ্যে গঠিত লর্ড লিনলিংগথ গাও কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।
	সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী গোলাম সামদানী কোরায়শী জন্মগ্রহণ করেন।
১৯২৯-৩০	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।
১৯৩৪-৩৫	বাংলায় ৫ টি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ময়মনসিংহ সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হয়। বেঙ্গল কৃষি ঋণ আইন (Bengal Agricultural Debtors Act of 1935) জারীর ফলে সমবায় সমিতির ঋণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
১৯৩৬	কলিকাতার দমদমে বেঙ্গল সমবায় প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তন (Bengal Co-operative Training Institute) স্থাপন।
১৯৩৭	ধানীখোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লি: স্থাপিত।
১৯৩৯	Bengal Money Lender Act-1939 জারী।
	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত©ক সমবায় সঙ্গীত রচিত হয়।
১৯৪০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ পরিস্থিতির উত্তরণে জন্য এবং সমবায় আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চারের জন্য Bengal Co-operative Society Act-1940' জারী।
	বরিশারের চাখারে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কত©ক চাখার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৪২	The Bengal Co-operative Society Act-1940 জারীর প্রেক্ষিতে The Bengal Co-operative Society Rules-1942 জারী করা হয়।
১৯৪৩	পঞ্চাশের মনন্তরের জন্য দুর্ভিক্ষজনিত কারণে সমবায় আন্দোলন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
১৯৪৪	রংপুরে 'ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি' এবং কিশোরগঞ্জে ' ইউনিয়ন বহুমখী সমবায় সমিতি' গঠন করা হয়।
১৯৪৭	ভারত বিভক্ত হলে বাংলাও দুইভাগে বিভক্ত হয়। ফলে সমবায় আন্দোলনও প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পূর্ব বাংলায় ২৬,৬৬৪ টি সমবায় সমিতিই ধ্বংস হয়।
১৯৪৮	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: গঠিত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: নামে পরিচিত।
১৯৪৯	নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পূর্ব পাকিস্তান সমবায় পাটকল (East Pakistan Co-operative Jute Mills) স্থাপিত হয়।
১৯৫০	আখতার হামিদ খান কর্তৃক কুমিল্লায় মোহাজের সমবায় কারখানা স্থাপন করা হয়।
১৯৫১	পূর্ব পাকিস্তান কটন স্পিনিং মিলস স্থাপন করা হয়।
	সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি: (মূল নাম: দি ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস লি:) নিবন্ধিত হয়।
১৯৫২	গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে ভি-এআইডি (Village Agriculture and Industrial Development-V-AID) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। লর্ড বয়েড ওর (Lord Boyd Orr) নেতৃত্বে Pakistan Agricultural Enquiry Committee এর সুপারিশে ইউসিএমপিএস গঠনের সুপারিশ।
১৯৫২-৫৩	East Pakistan Provincial Co-operative Jute Marketing Society Limited স্থাপিত হয়।
১৯৫২-৫৫	সরকারের অনুপ্রেরণায় ৩৯৪৯ টি ইউসিএমপিএস এবং ১৩৫টি সিসিএমপিএস গঠিত হয়।
১৯৫৫	আইএলও এর এশিয়ান ফিল্ড মিশনের সদস্যদ্বয় ড: এ.এইচ. বুলেনডকস (Dr. A.H. Bullendoux) ও আর কে হারপার (Mr. R. K. Horper) কর্তৃক সমবায় কার্যক্রমের উপর জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদন পেশ করেন।
	১২ অক্টোবর তারিখে আবুল মনসুর আহমদ ধানীখোলা মিলন সমাজ কো-অপারেটিভ শিল্প সংঘ লি: এর সদস্য পদ গ্রহণ করেন।

১৯৫৭	ড: এ.এইচ. বুলেনডকস ও আর কে হারপার কর্তৃক দাখিলকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার এগিয়ে আসে ।
১৯৫৮	'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' 'পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: এর মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদান শুরু করে । সমবায় আন্দোলনের মুখপাত্র মাসিক সমবায় প্রকাশিত হয় ।
১৯৫৯	২৭/০৫/১৯৫৯ তারিখে পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বর্তমান বার্ড) স্থাপিত হয় ।
১৯৬০	জানুয়ারী মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় শিল্প উন্নয়ন সমিতি লি: (East Pakistan Provincial Co-operative Industrial Development Society Limited) স্থাপিত হয় । জনাব আখতার হামিদ খান কর্তৃক 'কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতি' পরীক্ষামুলকভাবে চালু করা হয় । তিনি Introduction of Mechanised Farming on Co-operative Basis শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লায় সমবায় প্রবর্তন করেন । মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: গঠিত হয় । কুমিল্লার অভয় আশ্রমে ' কোতোয়ালী থানা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন (কেটিসিসি) লি:' স্থাপন এর আওতায় 'কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতি' চালু হয় । ০১/০৭/১৯৬০ তারিখে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সমবায় কলেজ' স্থাপন করা হয় । **ময়মনসিংহঃ** ময়মনসিংহ সদর উত্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ স্থাপিত ।
১৯৬১	০২/০১/১৯৬১ তারিখে 'পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতি লি:' (East Pakistan Provincial Co-operative Marketing Society Limited) স্থাপিত হয় । ১৬/০৬/১৯৬১ তারিখে' পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ইউনিয়ন লি: স্থাপিত হয় ।
১৯৬২	১৭/০২/১৯৬২ তারিখে প্রথমবারের মত সমবায় নীতি ঘোষণা করা হয় । পূর্ব পাকিস্তান সমবায় বীমা সমিতি লি: (East Pakistan Insurance Co-operative Society Limited) গঠন করা হয় । জুলাই মাসে কুমিল্লার কোর্টবাড়ির একাডেমী প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান সমবায় কলেজ স্থানান্তর করা হয় । ০৩/০৬/১৯৬২ তারিখে সমবায়ীগণ চিত্তরঞ্জন কটন মিলের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে ।
১৯৬৩	কুমিল্লার কেটিসিসি কে আদর্শ ধরে দেশের তিনটি স্থানে (নাটোর, গাইবান্ধা ও গৌরীপুর) কুমিল্লা মডেল পদ্ধতি চালুর জন্য ' কুমিল্লা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়ন অতিরিক্ত তিনটি পরীক্ষামুলক প্রদর্শন কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।
১৯৬৪	চার বিভাগের চারটি স্থানে (মুক্তাগাছা, ফেনী, নওগাঁ ও আমলায়) সমবায় আঞ্চলিক শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয় । **ময়মনসিংহ ঃ** ময়মনসিংহ জেলা সমবায় ইউনিয়ন লি: স্থাপিত ।
১৯৬৫	ঢাকার অদুরে পলাশে ' ইস্টার্ণ কো-অপারেটিভ জুট মিল লি:' স্থাপন করা হয় । খুলনা, ফরিদপুর, মৌলবীবাজার ও রংপুরে আরও চারটি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয় ।
১৯৬৬	০১/০২/১৯৬৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ইক্ষুচাষীদের ফেডারেশন (The East Pakistan Sugarcane Growers Federation) স্থাপিত হয়) গঠন করা হয় ।
১৯৬৮	সমবায় অধিদপ্তর কর্তক গ্রামভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যে 'থানা সেচ কর্মসূচি (Thana Irrigation Programme-TIP) গ্রহণ করা হয় । এই কর্মসূচি অনুযায়ী টিআইপি সমবায় সমিতি গঠন করা হয় ।
১৯৬৯	কুমিল্লা শিল্প সমবায় সমিতি (Comiilla Industrial Co-operative Society) গঠন করা হয় ।
১৯৭০	দ্রুত ধান উৎপাদন কর্মসূচির (Accelarated Rice Production Programme) আওতায় পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাম ভিত্তিক কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা হয় । কৃষি বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme-IRDP) প্রণয়ন করা হয় এবং কর্মসূচিটি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত হয় ।
১৯৭১	মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে । বহু বীর মুক্তিযোদ্ধা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে এ বছর সমবায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা যায় ।
১৯৭২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংসদে পাসকৃত পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে অর্থনীতির দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।
১৯৭৩	বাংলাদেশ সমবায় আন্দোলনের মুখপাত্র হয় 'বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন' ।
১৯৭৪	বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয় ।
১৯৭৫	সিডা ও আইএলও এর যৌথ উদ্যোগে এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আইআরডিপির উপর পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হয় ।
১৯৭৬	বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক লি: কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পুনর্গঠনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তাব দেয় । আইআরপিডি এর মাধ্যমে উন্নয়নমুলক সমবায় প্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটে ।

১৯৭৭	যুব সমাজকে সমবায়ের মাধ্যম সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব সমবায় গঠন করে দেশের হাট-বাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদির ইজারা সমবায়কে প্রদান করা হয় ।
১৯৮২	সরকারি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইআরপিডি কে বিআরডিবি নামে স্বায়ত্বশায়িত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় ।
১৯৮৪	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ/১৯৮৪ অনুমোদিত হয় । [The Co-operative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance No 1 of 1985)]
১৯৮৫	সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ বাংলাদেশ গেজেটে জারী করা হয় ।
১৯৮৭	সমবায় সমিতি নিয়মাবলী/১৯৮৭ ২০/০১/১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ গেজেটে জারী করা হয় । [Co-operative Societies Rules, 1987]
১৯৮৮	বাংলাদেশ সরকার ও প্রধান সহাহায্যকারী সংস্থা যথা-ইউএনডিপি, ডানিডা, সিডা এবং বিশ্ব ব্যাংকের সমন্বয়ে পরিচালিত' বাংলাদেশে সমবায়ের উপর গবেষণা' রিপোর্ট প্রকাশিত ।
১৯৮৯	বাংলাদেশ সমবায় নীতিমালা, ১৯৮৯ জারী করা হয় ।
১৯৯২	সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধি সংশোধন করার জন্য নিবন্ধক কমিটি গঠন করেন ।
১৯৯৩	প্রস্তাবিত খসড়া আইন ও বিধি সমবায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।
১৯৯৪	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি অআইন ও বিধির খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন ।
১৯৯৫	বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিক্রমে ইউএনডিপি ও আইএলও এর সহযোগিতায় টিএসএস মিশন-১ ' বাংলাদেশে সমবায় উন্নয়নের জন্য কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা' শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন দাখিল করেন ।
১৯৯৬	ঢাকার রোকেয়া সরণিতে সারাদেশের সমবায়ীদের মহাদেশ অনুষ্ঠিত হয় ।
২০০০	নতুন প্রজন্মের বহুমুখী/মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ।
২০০১	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ সংসদে অনুমোদন লাভ করে ও জারী হয় ।
২০০২	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর সংশোধনী জারী করা হয় ।
২০০৪	সমবায় শতবর্ষ জাকজমক সহকারে পালিত হয় । সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয় ।
২০০৫-১১	সারা দেশে বহুমুখী সমবায় সমিতি রমরমা উত্থান ঘটে । সমবায় সমিতির শাখা কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটে ।
২০১২	সমবায়ের সুনামী হিসেবে খ্যাত ডেসটিনি/ম্যাক্সিম/আইডেল... কেলেংকারি ঘটে । উৎপাদনমুখী কর্মকাং- পরিচালনার জন্য সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয় । জাতীয় সমবায় নীতি প্রণয়ন করা হয় ।
২০১৩	সমবায় সমিতির শাখা অফিস বন্ধ করাসহ অন্যান্য পরিবর্তন এনে সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারি করা হয় ।
২০১৪	ট্রান্সপ্যারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক 'সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা:সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক রিপোর্ট পেশ ।
২০১৫	সমবায় আন্দোলনের নেতিবাচক প্রভাব উত্তরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ।
২০১৬	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক ' Post Training Impact Study of the IGA Training Courses of the Female Participants Conducted by Bangladesh Co-operative Academy and Other Co-operative Zonal Training Institutions.' শিরোনামে গবেষণা সম্পাদন ।
২০১৭	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক ' Recent Debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measures.' শিরোনামে গবেষণা সম্পাদন ।
২০১৮	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক ' Recent Debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measures.' শিরোনামে গবেষণা সম্পাদন ।
২০১৯	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক 'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শিরোনামে গবেষণা সম্পাদন ।
২০২০	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক ' নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
২০২১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা সম্পাদিত হয় ।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার : (১) Development of Cooperatives in Indo-Bangladesh: A chronology of events (1875-1985), S A Safdar, Dhaka, April 1985; (২) বাংলাদেশে সমবায়ের ক্রমবিকাশ (১৮৭৫-১৯৯৫): জনাব সৈয়দ এরশাদ আলী: স্বজন, ২২ আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০: ২ নভেম্বর, ১৯৯৬ এবং (৩) ময়মনসিংহের সমবায় ইতিবৃত্ত (হরিদাস ঠাকুর সম্পাদিত) এর তথ্য অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত]

১০.০৩: সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালা এবং সমবায় নীতির ক্রমবিকাশ

১০.০৩.০১: উপমহাদেশে সমবায় আইনের ধারাবাহিকতা:

১৯০৪ সালের সমবায় আইন:

[The Co-operative Credit Societies Act,1940(Act IX of 1904)]

১৯০৪ সালে তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড কার্জন 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস্ এ্যাক্ট , ১৯০৪' [The Co-operative Credit Societies Act,1940 (IX of 1904)] জারী করেন। উক্ত আইনের আওতায় উপমহাদেশের সর্বত্র অসীম দায় বিশিষ্ট কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু উক্ত আইনে কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতি গঠনের কোন বিধান ছিল না। এতে সসীম দায় বিশিষ্ট এবং নন-ক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন করারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে অচিরেই উক্ত আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৯১২ সালের সমবায় আইন:

[The Co-operative Societies Act,1912(Act II of 1912)]

'The Co-operative Credit Societies Act,1904(Act IX of 1904Õ-এর অসুবিধা/সীমাবদ্ধতাসমূহ দূরীকরণের নিমিত্তে তদানীন্তন ভারত সরকার পুনরায় নতুন করে 'The Co-operative Societies Act,1912(Act II of 1912' জারী করেন। উক্ত আইনে ক্রেডিট ও নন-ক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন এবং সসীম দায়বিশিষ্ট সকল প্রকার সমিতি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া এতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শীর্ষ সমিতি বা ব্যাংক গঠন করার বিধান ও সন্নিবেশিত করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র কৃষিক্ষেত্র ও অকৃষিক্ষেত্র সসীম ও অসীম দায় বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

১৯১২ সালে সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয়বস্তুতে পরিণত করা হয়। কিন্তু তখনও ১৯১২ সালে জারীকৃত আইনই প্রদেশে প্রচলিত থাকে।

১৯৪০ সালের সমবায় আইন:

[The Bengal Co-operative Society Act-1940(Bengal Act XXI of 1940)]

১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯১২ সালের আইনের ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করে The Bengal Co-operative Society Act-1940(Bengal Act XXI of 1940) নামে সমবায় আইন পাশ হয়। এটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ও পরে বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট-১৯৪০ নামে প্রচলিত থাকে। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত উক্ত আইন দেশে বলবৎ থাকে। ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশ জারীর আগ পর্যন্ত

আইনটি East Bengal Act III of 1949, East Bengal Act V of 1950, East Pakistan Ordinace L of 1958, East Pakistan Ordinace XXXVIII of 1960, East Pakistan Ordinace XIII of 1962 East Pakistan Ordinace XVIIII of 1964 নামে সংশোধিত হয়।

The Bengal Co-operative Society Act-1940(Bengal Act XXI of 1940) ১৯৪২ সালের ২ জুলাই কার্যকর হয়। ক্যালকাটা গেজেটে প্রক্ষাপন নং- ১০৪১ সি.এস, তারিখ-২৯ জুন, ১৯৪২ মোতাবেক এটি ২ জুলাই ১৯৪২ তারিখে প্রকাশিত হয়। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং: ১৬৩৬)।

১৯৮৪ সালের সমবায় অধ্যাদেশ:

[The Co-operative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance No 1 of 1985)]

বাংলাদেশের জনগণ তথা সমবায়ীরা বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের সমবায় আইনকে যুগোপযোগী ও আরও গতিশীল করার জন্য দাবী উত্থাপন করে। সমবায়ী তথা জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দেশে প্রচলিত ১৯৪০ সালের সমবায় আইন বাতিল করত: সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ [The Co-operative Societies Ordinance,1984 (Ordinance No 1 of 1985)] জারী করেন। এটি ১৯৮৫ সালের ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশিত হয়। পরে নবগঠিত জাতীয় সংসদেও তা পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়।

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১৩):

বাংলাদেশ সমবায় খাতের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে UNDP ও অন্যান্য দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ১৯৮৬-৮৮ সময় কালে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। মোট ১২টি বিষয়ের উপর সুপারিশ উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে স্বত:স্ফুর্তভাবে সংগঠিত সমবায় সংগঠনসমুহের স্বাধীন বিকাশের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ কে সহজতর এবং অধিকতর উন্নয়নমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১৯৯৫ সালে ৩ সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে সহায়তা করার জন্য সরকার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী মহাপরিচালককে আহবায়ক করে একটি উপ-কমিটি গঠন করে। এ ছাড়া সমবায় সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৮৯ সালের সমীক্ষার রিপোর্টে উল্লেখিত সুপারিশ সমুহের ভিত্তিতে অনুসরণীয় ব্যবস্থার অংশ হিসাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় UNDP-ILO এর সহযোগিতায় TSS-1 মিশন কর্তৃক বাংলাদেশে সমবায় খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশসহ একটি রিপোর্ট অনুমোদন করে। মোট ৬টি বিষয়ে Action Plan প্রণয়ন করা হয়।

TSS-১ মিশনের সুপারিশসমূহের আলোকে সংসদীয় বিশেষ কমিটি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে নতুন সমবায় সমিতি আইনের খসড়া তৈরী করা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের কারণে বিষয়টি স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করে সমবায় আইনকে সহজীকরণ,সংক্ষিপ্তকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যালোচনা শেষে নতুন আঙ্গিকে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (২০০১ সালের ৪৭ নং আইন) জারী করা হয়।

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ জারীর পর ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদকাল, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, নিবন্ধক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা কমিটি ভাঙ্গা ও দোষী সদস্যদের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে আপীল করার সুযোগ না থাকায়, সমবায় সমিতিতে সরকারী সহায়তা দান এবং সাধারণ সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ সরকারী কর্মকর্তাকে সমিতিতে প্রেষণে নিয়োগের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় সরকার সমবায়ীদের সঙ্গে আলোচনা পূর্বক সমবায় সমিতি আইন ২০০১ সংশোধন করে ১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে সমবায় সমিতি সংশোধন আইন ২০০২ (২০০২ সালের ২৯ নং আইন) জারী করেন।

সমবায় সমিতি আইনকে অধিকতর যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সর্বশেষ ২০১৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ নামে সর্বশেষ সংশোধন করা হয়। (২০১৩ সনের ১ নং আইন)।
বর্তমানে প্রচলিত সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১৩) এ ১৩ টি অধ্যায় ও ৯০ টি ধারা রয়েছে।

১০.০৩.০২: সমবায় সমিতি বিধিমালার ধারাবাহিকতা

১৯১২ সালের সমবায় নিয়মাবলী:
[The Co-operative Societies Rules,1912]

The Co-operative Societies Act,1912 (Act II of 1912) এর আওতায় তৎকালীন সরকার The Co-operative Societies Rules,1912 জারী করেন।

সমবায় নিয়মাবলী-১৯৪২:

[Co-operative Societies Rules, 1942]

১৯৪০ সালে বঙ্গীয় সমবায় আইন জারী হওয়ার পর সকল প্রকার সমবায় সমিতি উক্ত আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু উক্ত আইন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে এর দ্বারা সব সময় সকল প্রকার সমিতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ায় উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ ধারার কার্য প্রণালী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪২ সালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক Co-operative Societies Rules,1942 প্রণয়ন করা হয়। The Bengal Co-operative Society Act-1940 (Bengal Act XXI of 1940) এর ১৪০ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নিয়মাবলী/বিধিমালা জারী করা হয়। উক্ত রুলস বা নিয়মাবলী সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আংশিকভাবে সংশোধিত হয়। সংশোধিত বিধিসমূহ সরকারী গেজেটে

প্রকাশের পরই কার্যকর হয়। ১৯৪২ সালে রচিত সমবায় নিয়মাবলী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরে বাংলাদেশে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

সমবায় নিয়মাবলী-১৯৮৭

[Co-operative Societies Rules, 1987]

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন [The Bengal Co-operative Society Act-1940(Bengal Act XXI of 1940)] বাতিল করে সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ [The Co-operative Societies Ordinance ১৯৮৪ (Ordinance No 1 of 1985)] জারী হওয়ার পর জনগণ নতুন সমবায় নিয়মাবলী জারী হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। অবশেষে ১৯৮৭ সালের ২০শে জানুয়ারি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সমবায় নিয়মাবলী ১৯৪২ [The Bengal Co-operative Societies Rules-1942] বাতিল করে নতুন সমবায় নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয় যা সমবায় সমিতি নিয়মাবলী ১৯৮৭ [Co-operative Societies Rules, 1987] নামে অভিহিত হয়। উক্ত নিয়মাবলীতে ১৯৪২ সালের নিয়মাবলীর অনেক নিয়ম বা বিধির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করা হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক বিধিমালা ইহাতে সংযোজন করা হয়।

সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪

২০০১ সালে সমবায় সমিতি আইন নতুন করে প্রণীত হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণ তথা সমবায়ীদের স্বার্থে সমবায়কে আরো যুগোপযোগী ও গতিশীল করার জন্য সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২) এর সাথে সংগতি ও সামঞ্জস্য রেখে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এ ১৩ টি অধ্যায় ও ১৬৫ টি বিধি এবং ২১ টি ফরম রয়েছে।

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (২০০২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৮৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ বিধিমালা জারী করা হয়।

এটি ২০০৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়। ২০২০ সালে ১ ডিসেম্বর এ বিধিমালা কিছু সংশোধনী অনা হয়।

১০.০৩.০৩: জাতীয় সমবায় নীতির ধারাবাহিকতা

[National Cooperative Policy]

বৃটিশ ভারতে সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর আলোকে সমবায় সমিতি পরিচালিত হতো। এ সময়ে কোন নীতিমালা বা নীতি প্রণীত হয়নি। পাকিস্তান আমলে ১৭/০২/১৯৬২ তারিখে প্রথমবারের মত সমবায় নীতি ঘোষণা করা হয়। এ নীতিতে অর্থনীতির সকল সেক্টরে সমবায় সংগঠনসমূহকে সকল প্রকার সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়। বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো জাতীয় সমবায় নীতিমাল প্রণয়ন করেন ১৯৮৯ সালে। সর্বশেষ সমবায় নীতি প্রণীত হয়েছে ২০১২ সালে।

১০.০৪: পবিত্র সংবিধান এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো-নীতি ও পরিকল্পনা দলিলসমূহে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি

সমবায়ের রয়েছে একটি ঐতিহাসিক পথ ও পদযাত্রা। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত পবিত্র সংবিধান থেকে শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্মদর্শন সকল ক্ষেত্রেই সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। সমবায় সেবকদের জ্ঞাতার্থে আমরা এসব ঐতিহাসিক স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করতে পারি:

১০.০৪.০১: পবিত্র সংবিধানে সমবায়ের ঐতিহাসিক উপস্থিতি

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে:

> ১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:
> (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জরগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;
> (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং
> (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

১০.০৪.০২: জাতির পিতার সমবায় দর্শন

> আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।
> ৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বাণী

১০.০৪.০৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকার

> সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্ঠায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।
> -শেখ হাসিনা,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা)।'

১০.০৪.০৪: ঐতিহাসিক ২১ দফায় সমবায়ের অবস্থান

২১ দফার ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মুসলীম লীগের প্রভাবশালী নেতা মোল্লা ওয়াহিদুজ্জানকে ১৩ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হন এবং তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।[৪৫] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্টের "২১-দফা"র ৪ নং দফায় রয়েছে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি। আমরা এখানে ২১ দফা উল্লেখ করছি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে উপলব্ধি করতে।

নীতি : কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।
৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।
৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির। শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।
৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।
৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।
৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা। প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

৪৫ মামুন মুনতাসির,বঙ্গবন্ধু কোষ, সম্পাদনা,বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ২০১২; পৃষ্ঠা নং-৩৩০।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি টাকা বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত , বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল–বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র

বাহিনীতে পরিণত করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয় বাড়াইবে আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

(সূত্র : যুক্তফ্রন্টের প্রচার দফতর, জানুয়ারি ১৯৫৪। ৫৬, সিমপসন রোড, ঢাকা।")[৪৬]

১০.০৪.০৪: কার্যবিধিমালায় সমবায় বিভাগের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পবিত্র সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কার্যবিধিমালা প্রস্তুত করেছে।

৫৫। (৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

Ministry	[31]. Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives.
Division	Rural Developemnt and Co-operatives Division.
Allocation of Buisness (Revised upto 2017)	
1	Rural Development Policy.
2	Co-operative Law, Rules & Policy.
3	Implementation of PovertyReduction Programmes in rural areas assigned to this Division.
4	Promote entrepreneurship development through micro-credit, agricu;tural credit, small and cottage industries on co-operative basis, co-operative banking, co-operative insurance, co-operative farming, co-operative marketing. milk c-operatives and other co-operative enterprises.
5	Human resources development for co-operative members. Education. Training and Reserach on Rural Development & Co-operatives.
6	Innovation of new models forrurla development through action research.
7	Development and empowerment of womwn through co-operative societies in formal and informal group as assigned to this division.
8	Administration of the officers of BCS (Co-operative) cadre.
9	Administration and control of subordinate offices, bodies, organzation and institute under this division, such as Department of Co-operatives, BRDB, BARD, RDA etc.
10	Co-ordination of all matters related to Rural Development & Co-operatives.
11	Organize national, international seminar, workshop, conference and dialogue,etc. related to Rural Development and Co-operatives.
12	National Co-operative awards, Rural Development awards.
	Celebaration of National and International Co-operative day.
14	Liasion with International Organizations including CIRDAP, NEDAC, AARDO, ICA,etc.
15	All laws on subjects allocated to this division.
16	Inquiries and statistics on any of the subjects allocated to this division.
17	Fees in respect of the subjects allocated to this division except fees taken in court.

৪৬ খান ড. এ এইচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা, একাত্তর প্রকাশনী, পরিমার্জিত একাত্তর প্রথম প্রকাশ-আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা নং- ১১-১৩

১০.০৪.০৫: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের লক্ষ্য, মিশন ও ভিশন

লক্ষ্য	(১) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে এ যাবৎ অর্জিত সাফল্যকে ধারণ করে চাহিদার নিরিখে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে সময়োপযোগী নতুন নতুন কৌশলের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা ; (২) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা; (৩) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশীয়, আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা; (৫) সময়ের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সমবায় পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করা; (৬) সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা; (৭) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা ।
ভিশন	আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত গ্রামীণ বাংলাদেশ
মিশন	সমবায়ভিত্তিক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম/কর্মসূচি পরিচালনা এবং পল্লী উন্নয়নে ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ।

১০.০৪.০৬: সমবায় অধিদপ্তরের লক্ষ্য, মিশন ও ভিশন

ভিশন	টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন ।
মিশন	সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা ।

১০.০৪.০৭: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় সেক্টর

১০.০৪.০৭.০১: প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় সেক্টর

বাংলাদেশেরর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রামীণ আয়ের সুষম বিতরণের কৌশলস্বরূপ সমবায়কে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন:

The co-operative institution will assist by organizing landless labourers and involving them in decision making. Such organized labour-force will facilitate implementation of Rural Works Programme schemes and help the workers to systematically migrate towards new jobs seasonally. Rural industries will be located in a dispersed manner. This will be done specially in regions outside the intensive agricultural areas, perhaps somewhat more than would be justifies in terms of costs and benefits. Many of the rural industries will be co-operative based do as to ensure benefits to a large number of rural families.

উক্ত পরিকল্পনায় কো-অপারেটিভ ডেইরি কমপ্লেক্স-এর কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। সার বিতরণের ক্ষেত্রে বিএডিসি এর পাশাপাশি সমবায় সমিতির উল্লেখ রযেছে। আবার গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ঋণদান ব্যাংকের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সমবায়ের কার্যকারিতা ও সফলতার উপকরণকে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে-:

The effectiveness and success of the co-operative development programme will basically depend on a number of supportive government policies and action. First the government and the party in power

shall have to mobilize the whole political machinery and the mass media of communication in favour of the movement. Second, the distribution of all modern inputs should be treated preferentially in this regard.

Similarly in procurement and marketing the co-operatives should be given perference. Third, the co-operative laws/acts should be modified and the regulatory functions (audit, registration, etc) should be strengthened and made more effective in a positive sense so that acts and regulations help in the healthy growth of co-operatives. Fourth land reform programmes should be closely related to development of co-operative organization. The programme of distribution of land to landless cultivators should be promoted. On the other hand, the co-operative organizations should be encouraged and given responsibilities of implementating land reform and related programmes. Thus such programmes as reclamation and productive use of derelict tanks, improvement of hats and bazars, etc., can be implemented throught co-operatives.

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় খাত (১৯৭৩-১৯৭৮)

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) সমবায় সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত/মন্তব্য করা হয়:

(১) ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ৬২টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, ৪১০৭টি ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং ২৫,০০০টি কৃষি সমবায় সমিতির পক্ষে দেশের মোট কৃষি ঋণ চাহিদার সামান্য অংশই পুরণ করা সম্ভব ।

(২) আইআরডিপি-এর কার্যক্রম মোটামুটিভাবে সন্তোষজনকভাবে নতুন নতুন এলাকায় বিস্তৃতি ঘটছে এবং বর্তমান এলাকায় এর কার্যক্রম সুসংহত হচ্ছে। গ্রামীণ সমবায় সমিতিগুলো ক্ষুদ্র চাষী, বর্গাচাষী ও ভূমিহীনদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। কারণ, অধিকাংশ স্থানে স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমবায় সমিতিগুলো নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। টিসিসিএ গুলো আত্মনির্ভরশীল নয় এবং সেগুলো সদস্যদের দ্বারাও পরিচালিত হয় না ।

(৩) সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হয়। কাজেই সত্যিকার অর্থে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্যদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না ।

(৪) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে দেশের ২৫০টি থানার আইআরডিপি-এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে এবং ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদেরকের সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে ।

(৫) মহাজন ও ব্যবসায়ীদেরকে এসব সমবায় সমিতির সদস্য করা যাবে না।

(৬) সমবায় সংগঠনগুলোকে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য উন্নয়নমুলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে দায়িত্বও নিতে হবে।

(৭) আইআরডিপি কর্তৃক কৃষি সমবায় সমিতি এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অন্যান্য সমবায় সমিতি যথা-তাঁতী, জেলে, অটো রিক্সাচালক, ইক্ষু উৎপাদনকারী, দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইত্যাদি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৮) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-এর কার্যপরিধি বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষামুলক এলাকাও বাড়াতে হবে।

(৯) সমবায় কলেজ এবং আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন পুনর্গঠন করে শক্তিশালী করতে হবে

১০.০৪.০৭.০২: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় সেকটর

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন" বিষয়ক বিষয়াবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে ৭.৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদসমূহে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তি ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ০৬ (ছয়)টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।এগুলো হলো:

সারণি-৫৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল

কৌশল -১	Rural Employment Generation and Poverty Reduction	পল্লী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।
কৌশল -২	Alleviate Rural Poverty and Strengthening Rural Economy	পল্লী দারিদ্র্য দূর করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ।
কৌশল -৩	Agriculture Value Chain development through Cooperatives.	সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি মূল্যসংযোজন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
কৌশল -৪	Institutional Development and Capacity Building.	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
কৌশল -৫	Strengthening of Cooperative Movement.	সমবায় আন্দোলনের জোরদারকরণ।
কৌশল -৬	Improving Service Delivery System through Information and Communication Technology (ICT).	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন।

ছক-৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল

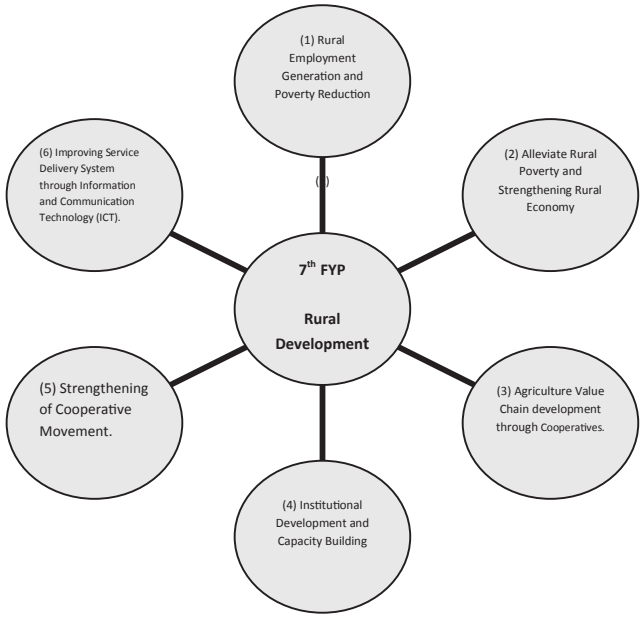

১০.০৪.০৭.০৩: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় সেক্টর

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৪.২ অনুচ্ছেদে [7.4.2 Rural Development and Cooperatives Division (RDCD)] পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তি ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ৫টি উদ্দেশ্য পাই। এগুলো হলো:

(1) Facilitate rural growth and diversify economy for the promotion of employment and income generation;

(2) Reduce rural poverty focusing on the vulnerable rural population;

(3) Ensure balanced development across districts, with a particular focus on the poor region;

(4) Promote cooperative activities in production and financial resource pooling; and

(5) Ensure linkage among farmers, non-farm employees and markets for marketing products.

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল নিম্নরূপে উপস্থাপিত হয়েছে:

সারণি-৫৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল

কৌশল -১	livelihood development	Expansion of Milk Cooperatives in Milk fade Upazila; Implementation of My Village-My Town - Establishment of Bangabandhu Model Village; Creation of Alternative livelihood for the people of Haor region; Livelihood development of Ethnic people of plain land through cooperatives; Cooperative based Rural Employment Creation through Skill Development of Youth & Women;
কৌশল -২	sustainable agriculture	Cooperative product marketing & value chain development; Introducing modern technology in agricultural cooperatives to increase food production and ensure fair price for small farmers; Expansion of dairy cooperatives in 61 districts; Establishment of cooperative based agricultural growth centres; Engaging women in dairy production and to fulfil nutrition demand of women, children and adolescents girls through expansion of dairy cooperatives.
কৌশল -৩	food security	
কৌশল -৪	governance improvement	Capacity building of cooperatives financial institutions including Bangladesh Cooperatives Bank for ensuring financial discipline
কৌশল -৫	institutional development	Modernization & physical infrastructure development of Bangladesh Cooperative Academy and training institutes

১০.০৫: সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়সমূহ (জরীপ/ মূল্যায়ন/ কমিটি/কমিশনের ইতিবৃত্ত)

১০.০৫.০১: পৃথিবীর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতি গঠন

আয়ারল্যান্ডে দুর্ভিক্ষের ফলে তখন ইংল্যান্ডের সর্বত্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়েজনীয় দ্রব্য দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। এ সংকটের মুখোমুখি হয়ে ইংল্যান্ডের রচডেলের আটাশ জন তাঁতী পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গিকার নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়। আটাশ জনের ২৮ পাউন্ড পুঁজি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৮৪৪ সালের ১৪ আগাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় দুনিয়ার প্রথম সফল সমবায় সমিতি। ''রচডেলের অগ্রণী সমতাবাদীদের সমবায় সমিতি'' নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রচডেলের অগ্রণী সমতাবাদীদের সমবায় সমিতি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে। সেগুলো হলো–

- অবাধ সদস্যপদ
- গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
- শেয়ারের উপর সীমিত হারে লভ্যাংশ প্রদান
- পৃষ্ঠপোষকতা লভ্যাংশ প্রদান
- নগদ মূল্যে বিক্রয়
- খাঁটি ও নির্ভেজাল দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করা
- ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা
- সমবায় শিক্ষার প্রসার

এ নীতিগুলো তাদেরকে সফলতার শীর্ষে পৌছায়। রচডেলের সমবায়ীদের অনুসৃত নীতিমালাগুলোর অনুশীলনকে আই.সি.এ, কর্মসুচী হিসেবে গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী এ নীতিমালাগুলো আজও অপরিবর্তিত ভাবে পালিত হচ্ছে।

১০.০৫.০২: জার্মানীতে সমবায় সমিতি গঠন

১৮৪৬-৪৭ সালে জার্মেনীতে দুর্ভিক্ষ হানা দেয়। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ঋণের দায়ে জার্মানীর কৃষকগণের সমস্ত জমি মহাজনের হাতে বন্ধক পড়ে। তখন ডাঃ ফ্রেডারিক রাইফিজেন নামক এক সমাজ সংস্কারক কৃষকদেরকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস পান। তিনি কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে ১৮৪৮ সালে সে দেশের কৃষকদের নিয়ে তিনি গ্রামীণ ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে থাকেন। জার্মানীর ওয়ারবুশে হের এফ ডব্লিউ রাইফিজেন পরিচালিত সমবায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল:

- অসীম দায়সম্পন্ন সমবায় সমিতি গঠন
- সীমিত ও সংরক্ষিত কার্যকরী এলাকা
- সদস্যদের মধ্যে সীমিত ঋণদান
- ব্যাক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণদান
- স্বেচ্ছাসেবী কার্যকরী পরিষদ এবং
- উদ্বৃত্তের একটি অংশ সংরক্ষিত তহবিলের জন্য বরাদ্দ।

১০.০৫.০৩: আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা গঠন

ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর সমবায় সমিতি গঠনের কিছুদিনের মধ্যে ফ্রান্সের প্রফেসর চালর্স ফুরিয়ার এর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু কৃষি উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গড়ে উঠে। ইতালিতে লুইগী-লুজাটির নেতৃত্বে ঋণদান সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা পায়। সেখানেও প্রাথমিকভাবে ঋণদান সমবায় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। এমনিভাবে নরওয়ে, সুইডেনসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে সমবায় কার্যক্রম শুরু হয়। অনুরূপভাবে সমবায় আন্দোলন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইতিমধ্যে সমবায় চিন্তার বিশ্বব্যাপী প্রসার পেতে থাকে। ১৮৯৫ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় সম্মেলনে সমবায় মতাদর্শের একটি আন্তর্জাতিক সংসদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ১৮৯৫ সালে "আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা" (International Co-operative Alliance) জন্ম নেয়। লন্ডনে উহার প্রথম সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে-এর দপ্তর জেনেভায় স্থানান্তরিত হয়।

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (আই,সি, এ)কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত আটটি সমবায় নীতিমালা হলো–

- আবাধ সদস্যপদ
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা
- পৃষ্ঠপোষকতামুলক লভ্যাংশ বন্ঠন
- মুলধনের উপর সীমিত লাভ্যাংশ প্রদান
- ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা

- নগদ মূল্যে বিক্রয়
- বাজার মুল্যে বিক্রয়
- ক্রমাগতভাবে সমবায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা

১০.০৫.০৪: উপমহাদেশে সমবায় চর্চার সূত্রপাত

১৮৫৭ সালে সিপহী বিদ্রোহ, ১৮৬০ সালের পাঞ্জাবে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন যার ফলশ্রুতিতে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকান্ড, ১৮৬২ সালে নীল বিদ্রোহ উপনেবেশিক ইংরেজ শাসক গোষ্ঠিকে ভাবিয়ে তোলে। এমনি এক চরম অর্থনৈতিক দুর্বিপাকে ১৮৭৫ সালে দক্ষিণাত্যে খাতক ও মহাজনের মধ্যে বিরোধ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয়। ইংরেজ সরকার অসন্তোষের কারণ হিসেবে গ্রামীণ কৃষকদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থাকে চিহ্নিত করেন এবং তৎকালীন প্রদেশিক সরকারগুলো কৃষকদের সমস্যাগুলো দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা খুঁজতে থাকে। সে লক্ষ্যে তখন পর পর বেশ কয়েকটি আইন পাশ হয়। সমকালীন কিছু কিছু ঘটনা, এবং তৎপরিপ্রেক্ষিত এ উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমবায় চর্চা আরম্ভ করার জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে প্রলুব্ধ করে।

- দাঙ্গার ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলা জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দক্ষিণাত্যে কৃষি আইন-১৮৭৬ (Daccan Agricultural Act-1876) পাশ হয়। উইলিয়াম ওয়েডোরবার্ণ তৎকালীন বোম্বে সরকারকে কৃষকদের ঋণ সুবিধার জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপনের সুপারিশ করেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি।
- দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ভুমি উন্নয়ন আইন পাশ হয়। কিন্তু যথারীতি জামানত প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকৃতভাবে যে সকল কৃষকদের জন্য ঋণের প্রয়োজন ছিল তারা ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।
- কৃষক ঋণ আইন '১৮৮৪ (Agriculturist's Loan Act-1884)-এর আওতায় যৌথ জামানতে টাকাবী (Takabi Loan) বিতরণ করা হয়। কিন্তু ঋণ খেলাপী হওয়ার ভয়ে অবস্থাপন্ন কৃষকগণ ভূমিহীন কিংবা প্রান্তিক কৃষকদের সাথে যৌথ জামানতে ঋণ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে তাতেও সফলতা আসেনি। কৃষকের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি।
- ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় সরকার পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক চালু করে। তৎকালীন বৃটিশ সরকার প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণ নিস্পত্তি আইন ইত্যাদি বেশ কিছু হিতকর আইন পাশ করে কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তনে চেষ্টা চালান। কিন্তু তাতে তেমন একটা সফলতা আসেনি।

১০.০৫.০৫: স্যার ফেড্রিক নিকলসন এর সমবায় পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

ইংল্যান্ডের রচডেলের অগ্রণীদের সাম্যবাদী সমবায় সমিতি বেশ প্রসার পেতে শুরু করলে। তৎকালীন মাদ্রাজ সরকারও কৃষকদের দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে ভাবতে থাকেন। তিনি কৃষকদের সমস্যা নিরসনে সমবায় ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। সমবায় কার্যক্রমের অনুরূপ কর্মকান্ড যাতে আরম্ভ করা যায় কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন নামক একজন আই.সি.এস, অফিসারকে জার্মানীর

ওয়ারবুশে হের এফ ডব্লিউ রাইফিজেন পরিচালিত সমবায় সমিতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর পড়াশুনার জন্য ইউরোপে প্রেরণ করে। স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন জার্মানীর রাইফিজেনের গ্রামীণ ব্যাংকিং ধরণের সমবায় সমিতির দ্বারা প্রভাবিত হন।

স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন তাঁর প্রতিবেদনে ভারত উপমহাদেশে জার্মানীর হের এফ ডব্লিউ রাইফিজেন পরিচালিত সমবায়ের অনুকরণে সমবায় সমিতি গঠনের সুপারিশ রাখেন। তিনি রাইফিজেনের মতো একজন সমাজ নেতাকে খুঁজে বের করার পরামর্শ রাখেন। হের এফ ডব্লিউ রাইফিজেন পরিচালিত সমবায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল–

- অসীম দায় সম্পন্ন সমবায় সমিতি গঠন,
- সীমিত ও সংরক্ষিত কার্যকরী এলাকা ,
- সদস্যদের মধ্যে সীমিত ঋণদান,
- ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণদান,
- অবৈতনিক ব্যক্তিদের দ্বারা সমিতির ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা/স্বেচ্ছাসেবী কার্যকরী পরিষদ এবং
- উদ্বৃত্তের একটি অংশ সংরক্ষিত তহবিলের জন্য বরাদ্দ।

১০.০৫.০৬: নিকলসন, ডুপারনিক্স ও ম্যাকলাগ্যান-এর প্রতিবেদন এবং এডওয়ার্ড ল কমিশনের আলোকে সমবায় আইন ১৯০৪ প্রণয়ন

এ সময়ে মহারাষ্ট্র সরকার ইউরোপে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন আই,সি,এস, অফিসার মিঃ ডুপারনিক্স কে কি ধরণের সমবায় ব্যবস্থা চালু করা যায় তা অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন। স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন, মিঃ ডুপারনিক্স এবং পাঞ্জাবের আই,সি,এস,অফিসার মিঃ ম্যাকলাগ্যান এর মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জেলা পর্যায়ের অন্যান্য অফিসারগণের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। সমবায়ের জন্য কোন আইন প্রবর্তিত না থাকায় পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য কিছু কিছু প্রদেশে ভারতীয় কোম্পানী আইন-১৮৮২ এর অধীনে সমবায় সমিতিগুলো নিবন্ধিত হতে থাকে। তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলিকাতায় ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সভায় স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন ও মিঃ ডুপারনিক্স এর সুপারিশ অনুয়ায়ী রাইফিজেন অনুকরণে সমবায় সমিতি গঠন কার্যকর হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়। ১৯০১ সালের Famaine Commission ইউরোপের মিউচ্যুয়াল ক্রেডিট এসোশিয়েশন অনুরূপ কৃষি ব্যাংক স্থাপনের জোড়ালো সুপারিশ রাখা হয়।

তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন উপলব্ধি করলেন, বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা একক ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টায় সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ কার্যকর এবং অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়। তিনি ১৯০১ সালে স্যার এডওয়ার্ড ল'-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন ও মিঃ ডুপারনিক্স তাতে সদস্য থাকেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী সমিতিগুলোকে পর্যাবেক্ষণ করে কী ধরনের সমবায় আইন তৈরি করা যায় কমিশনকে সে ব্যাপারে সুপারিশ রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়।

উক্ত কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডের ইংলিশ ফেন্ডলি সোসাইটি এ্যাক্ট এর আনুকরণে ১৯০৪ সালের সমবায় আইন (The Cooperative Societies Act-X of 1904) প্রণীত হয়। মূলতঃ এ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে সরকারি উদ্যোগেই সমবায় এ উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে থাকে। ১৯০৪ সালের সমবায় আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট সমূহ ছিল:

- একই এলাকায় বসবাসকারী নূন্যতম ১০ জনকে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করা যাবে।
- সমিতিগুলো গ্রামীণ ও শহুরে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। গ্রামীণ সমিতি গুলো অসীম দায়ভুক্ত এবং শহুরে সমিতি তাদের ইচছা অনুযায়ী সসীম কিংবা অসীম দায়ভুক্ত হতে পারবে।
- প্রত্যেক সমিতির জন্য কার্যকরী এলাকা নির্দিষ্ট থাকবে।
- কেবলমাত্র সদস্যগণের মধ্যে ব্যাক্তিগত জামানতের বিপবীতে ঋণ বিতরণ করা যাবে।
- সমিতির বার্ষিক অডিট হবে বাধ্যতামুলক।
- শেয়ারভিক্তিক সীমিত লভ্যাংশ বিতরণ করা যাবে।
- সমবায় সমিতিগুলো ষ্ট্যাম্প ডিউটি, নিবন্ধন ফি, আয়কর হতে রেয়াত সুবিধা পাবে।
- সমবায় সমিতির কাজকর্ম তদারকীর জন্য একজন নিবন্ধক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। তিনি সমবায় আন্দোলনের বন্ধু, পরামর্শক, পথ প্রদর্শক এবং অভিভাবক (Friend, Philosoper and Guide)-এর ভূমিকা পালন করবেন।

১৯০৪ সালের সমবায় আইন (The Cooperative Societies Act-X of 1904) এর ভূমিকায় এ আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে:

(১) কৃষক, কারিগর ও স্বল্প আয়ের জনগণকে সঞ্চয় আমানতে উদ্বুদ্ধ করা;
(২) তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং
(৩) তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভাব সৃষ্টি করা।

১৯০৪ সালের সমবায় আইন (The Cooperative Societies Act-X of 1904) উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনকে স্থায়ী আন্দোলনে পরিণত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

১০.০৫.০৭: ১৯১২ সালের সমবায় আইন ও সমবায় সমিতি গঠন

১৯০৪ সালের সমবায় আইনের সীমাবদ্ধতা গুলো দুরীকরণের লক্ষ্যে সরকার সামগ্রিক কর্মকা-কে পরিবীক্ষণ করেন। সরকারী কোন সিদ্ধান্ত কিংবা নীতিমালা ছাড়া ১৯০৯ সালে মেদিনীপুর জেলায় প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উহার দেখাদেখি খুলনা ও ঢাকায় অনুরূপ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সংগঠিত হয়। এ তিনটি

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের জন্য তৎকালীন সমবায় আইনের কোন সমর্থন না থাকলেও সেগুলো আন্দোলনের অগ্রনী ভূমিকা রাখতে থাকে। তিনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ইউনিয়নের মধ্যে মেদীনিপুর ও খুলনা কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন কেবল মাত্র প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিয়ে সংগঠিত হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও ব্যাক্তি সদস্য নিয়ে সংগঠিত হয়। এ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলো সফলভাবে নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়। ১৯০৪ সালের সমবায় আইনের সীমাবদ্ধতাগুলো দূরীভূত করে সমবায় আন্দোলনেকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯০৪ সালের সমবায় আইন বাতিল করে ১৯১২ সালের সমবায় আইন পাশ করেন। ১৯১২ সালের সমবায় আইনের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল:

- ১৯০৪ সালের আইনের ত্রুটি দূর করা।
- সকল প্রকার সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা। যথা- ক্রেডিট, নন-ক্রেডিট, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও শীর্ষ সমবায় সমিতি।
- সদস্যগণের দায়কে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় ; যেমন সসীম দায়ভুক্ত ও অসীম দায়ভুক্ত। গ্রামীণ সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অসীম দায়ভুক্ত সমবায় সমিতি গঠন বাধ্যতামুলক হলেও শহুরে সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক ছিল।
- সমবায় সমিতি তদারকীতে যাতে প্রাদেশিক সরকারগুলোকে আরো অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় সে লক্ষ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা । সে লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রদেশে সমবায় নিবন্ধক নিয়োগদান আরম্ভ করা হয়।
- সদস্যগণের মধ্যে উদ্ভুত বিবাদ সমূহ সমবায় আইনের আওতায় নিস্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়।
- সমিতি বার্ষিক নীট লাভের ন্যূণপক্ষে ২৫% সংরক্ষিত তহবিলে বরাদ্ধ করা বাধ্যতামূলক করা হয়।
- বাধ্যতামূলকভাবে লাভের একাংশ শিক্ষা ও দাতব্য খাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্ধ রাখা হয়। এবং
- সমবায় সমিতির শেয়ারকে সকল প্রকার দায় থেকে বিমুক্ত রাখা হয়।

মেদেনীপুর, খুলনা ও ঢাকার কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়নের অনুকরণে ১৯১২ সালের প্রথম দিকে পাবনা, গাইবান্ধা, মেদিনীপুরে আরো বেশ কয়েকটি মিশ্র সমবায় সমিতি গড়ে উঠে।

১০.০৫.০৮: ম্যাকলাগ্যান কমিটি গঠন ও সুপারিশ প্রদান

১৯১৪ সালের দিকে তৎকালনি সরকার অনুভব করলেন সমবায় আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে না। তখন স্যার ম্যাকলাগ্যান এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন যা Imperial Committee on Co-operative in India নামে খ্যাত। ম্যাকলাগ্যান কমিটি ১৯১৫ সালে যে রিপোর্ট প্রদান করেন। ম্যাকল্যান কমিশনের মতে:

We regret to say that the conclusion had been forced upon that in the majority cases primary society in India fall sot co-operative ideal, spesking generally even allowing for backwardness of the of the population, there has been found lack of true co-operation.

ম্যাকলাগ্যান কমিশন সমবায় কার্যক্রম সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন। যা এ উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের জন্য এখনো অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসু। ম্যাকলাগ্যান কমিটি মূল্যবান সুপারিশগুলো সমবায় আন্দোলনের প্রায় শতবর্ষ পরেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের অপেক্ষা রাখে। তাই ম্যাকলাগ্যন কমিশন রিপোর্ট এখনো 'উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের বাইবেল' হিসেবে সমাদৃত।

কমিশন তীব্র ভাবে অনুভব করেন ভারতে সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সমবায় আদর্শ বৈশিষ্ট্য গড়ে না উঠায় সমিতিগুলোর ভিত অত্যন্ত দুর্বল ছিল। এ দেশের সমবায় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ম্যাকলাগ্যান কমিশন নিম্মোক্ত সুস্পষ্ঠ সুপারিশ রাখেন:

> That the members of the societies should be given adeqate education to enable them to function effectively as resposible members of a co-operative society; and the provincal bank should be established to co-ordinate and control the activities of central co-operative at sub-division and district level.

ম্যাকলাগ্যন কমিশনের মূল্যায়ন ও সুপারিশ সমূহ ছিল–

- কেবল মাত্র সঠিক ভাবে সুসংগঠিত হওয়ার পরই সমিতিকে নিবন্ধীকরণ করা যাবে , এবং সমিতির সদস্য নিবার্চনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- কেবলমাত্র সদস্যদেরকেই ঋণ প্রদান করতে হবে। সদস্যদেরকে যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে উহার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং ঋণ আদায়ের উপর সর্বাধিক গুরূত্ব দেয়া।
- সমিতির সদস্যদেরকে সমবায় নীতি ও আর্দশ সম্পর্কে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রাদান করতে হবে।
- গ্রামই হবে সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা। এ ক্ষেত্রে একটি গ্রামে একটি সমবায় সমিতি গঠন করাই শ্রেয় বলে সুপারিশ রাখা হয়। অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামে একটি সমবায় সমিতি থাকবে। অন্য কথায় একটি গ্রামে হবে একটি সমিতি এবং একটি সমিতি মানেই একটি গ্রাম।
- সমবায় সমিতির পরিসর এমন হবে যাতে সহজে উহার ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাণ্ডের তদারকি যায়।
- প্রতিটি সমবায় সমিতির দায়বদ্ধতা অসীম হবে।

- কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করার লক্ষ্যে 'প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক' স্থাপন করতে হবে।
- সদস্যদের সঞ্চয় আদায়ের গুরুত্ব আরোপ করতে হবে; তবে তা যেন বাধ্যতামূলক না হয়। সদস্যদেরকে সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন করে তুলতে হবে।
- ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
- সকল সমবায় সমিতিতে বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করা।
- সমবায়কে প্রদেশিক সরকারের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ রাখা হয়।

১০.০৫.০৯: রাজকীয় কৃষি কমিশন (The Royal Commision on Agriculture) -এর প্রতিবেদন

তৎকালীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন এলাকায় সমবায় সমিতির প্রসার ঘটলেও ঋণ তেমন কোন সফলতা অর্জন করতে পরেনি। লর্ড লিনলিংগথ গাও (Lord Linlingth Gow)-র নেতৃত্বে ১৯২৮ সালের রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার-এর রিপোর্টেও বিষয়টি ফুটে উঠে। উক্ত কমিশন রিপোর্টে তৎকালীন সমবাযয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বক্তব্য ছিল নিম্মরূপ–

For these disquieting conditions there are several causes, of which lack of training and understanding of co-operative principle is the most important. The democratic principle is not so potent a force in checking abuses, as is some times supposed. Members take insufficient interest in the working of their society; they exercise little restraint over their president and committee, and hesitate to evict from office an incompetent or dishonest neighbour. The officeholder, on their side, dislikes incurring the unpopularity attendant on stringent action against recalcitrants and the recovery by legal process of overdue debts. The calculated inertness of the two parties all too frequently lead to stagnation and dissolution., (Report on Royal Commision on Agriculture in India,1928 page: 473-474)

রাজকীয় কৃষি কমিশন (The Royal Commision on Agriculture) এর মতে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিপুর্ণ ভাবে গড়ে উঠার ফলে সমবায় সমিতি সমুহ সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়নি। সমবায় কর্মকাণ্ড মুলতঃ ঋণ বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এক দিকে যেমনি মোট ঋণ চাহিদার ৫% মিটাতে সমর্থ হয়নি অপরদিকে এর সমবায় আন্দোলন ব্যাপক প্রচার পেলেও জনগোষ্ঠিকে তেমন একটা সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়নি। এক সমীক্ষায় দেখা যায় মধ্য প্রদেশে ২.৩% , আসাম প্রদেশে ২.৯%, বিহার ও উড়িষ্যায় ৩.১%, উত্তর প্রদেশে ১.৮%, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশে ৮% থেকে ১০% পরিবারকে সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সমবায়ের এ ব্যর্থতার সুযোগে সুদখোর মহাজনদের শোষণ অব্যাহত থাকে। এতদ্সত্বেও সরকারী কোন প্রকার ঋণ কিংবা অনুদান বা সাহায্য ছাড়াই বেশ কিছু সমবায় সমিতি নিজস্ব মূলধন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

১০.০৫.১০: ইউসিএমপিএস গঠন

গ্রামীণ ঋণদান সমবায় সমিতি কৃষকের কেবলমাত্র ঋণ সুবিধা দেয়ার জন্য সংগঠিত হওয়ায় সদস্য অন্যান্য চাহিদা যেমন- কৃষি উপকরণের সরবরাহ, কৃষি পণ্যের পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সমবায় সমিতির আওতার বাইরে থেকে যায়। ফলে একজন কৃষক সমবায় সমিতিতে যোগদানের ফলে যে টুকুন সুযোগ সুবিধা পেয়ে ছিল কৃষি উৎপাদনের অন্যান্য সমগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিকুলতার সম্মুখীন হওয়ার তার সুফল থেকে বঞ্চিত হন।

তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত Agriculture Credit Department Bulletin এর নিম্নরূপ মন্তব্য থেকে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনের প্রযোজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমবায় সমিতির কর্মকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়- "must not merely be a source of credit but must help in the business of marketing of crops and purchse of necessities ;like active prat in agriculture and industrial development, influence and improve social and religious custom. It should make special efforts to develop corporate life and to be helpful and useful in every direction. Every avenue of waste should be checked and methord increasing production should be developed."

এ সকল বিষয় সমূহকে সক্রিয় বিবেচনায় এনে গ্রাম পর্যায়ের একক উদ্দেশ্যে নিয়ে গঠিত প্রাথমিক ঋণদান সমবায় সমিতির স্থলে সসীম দায়ভুক্ত ইউনিয়ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেভিট সোসাইটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইউনিয়ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেভিট সোসাইটি গঠনের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে সকল বিষয় সমুহ বিবেচনায় আনা হয়েছিল তা হলো–

- গ্রাম পর্যায়ের সমবায় সমিতি ক্ষদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত হওয়ার ফলে অর্থিনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব কমই খুঁজে পাওয়া যেতো। ইউনিয়ন ভিত্তিক সমবায় সমিতি সংগঠনের ফলে সমিতির কার্য এলাকা বিস্তৃর্ণ হওয়ার ফলে সমিতি পরিচালনার জন্য যোগ্যতর নেতৃত্ব খুঁজে পেতে সুবিধা হবে না।
- ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত ভারতের নিবন্ধকগণের সম্মেলনে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ইউনিট থেকে অপেক্ষাকৃত বড় ইউনিটসমূহ অর্থনৈতিক ভাবে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা বেশি বলে ধারণা পোষণ করা হয়েছিল। এ ধারণাটি তৎকালীন সমবায় কর্মকর্তাগণ এবং সমবায় নেতৃবৃন্দ নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। ইউনিয়ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

- সসীম দায়ভুক্ত সমবায় সমিতিতে সদস্যদের দায়ভার প্রদত্ত শেয়ারের সম-পরিমাণ হওয়ার ফলে অবস্থাপন্ন ব্যাক্তিদের সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্তিতে ভীতি দূরীভূত হয়। ফলে সমবায় সমিতি কেবল মাত্র সমাজের দূর্বল শ্রেণির সংগঠন না হয়ে অবস্থাপন্ন শ্রেণির লোকজন সমবায় সমিতিতে সদস্য ভুক্ত হতে থাকেন।

১০.০৫.১১: সমবায়ের উপর আইএলও ফিল্ড মিশনের পর্যালোচনা এবং মিশনের রিপোর্ট (১৯৫৫)

১৯৫৫ সালে আইএলও এর এশিয়ান ফিল্ড মিশনের সদস্যদ্বয় ডঃ এ. এইচ. বুলেনডকস (Dr. A. H. Bullendoux) ও আর কে হারপার (Mr. R. K. Horper) কর্তৃক সমবায় কার্যক্রমের উপর জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তুলে ধরা হয়:

(১) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোসহ অন্যান্য শীর্ষ সমবায় সমিতি ক্রমান্বয়ে দেউলিয়া হতে থাকে। অথচ সমিতিগুলোর এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

(২) সমবায় কাঠামো যথা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও শীর্ষ সমবায় ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয় এবং এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দ্রুত জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা যায়।

(৩) ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি দ্রুত গঠন করা হয়। অথচ অতীত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে এসব সমবায় সমিতি গঠন করা এবং প্রবেশনারী পিরিয়ডের পরে সমিতির বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটানো দরকার ছিল। কিন্তু বস্তুত: তা করা হয়নি।

(৪) সমবায় সমিতির সদস্য এবং যে সব কর্মকর্তার উপর সমবায় গঠনের দায়িত্ব ছিল, তাদের সমবায়ের উপর জ্ঞান ছিল না। অধিকন্তু তাদের সমবায় নীতি ও আদর্শেও প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল না।

(৫) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। আবার এ সাহায্য প্রায়শঃ দেরীতে ও অনিয়মিতভাবে প্রদান করা হতো।

(৬) সেকেলে ও অকেজো সমবায় শিক্ষা প্রদান করা হতো। এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমবায়ের প্রকৃত চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত ছিল না।

(৭) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজের চেয়ে মাঠ পর্যায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৮) এ দেশের সকল প্রকার সমবায়ের মধ্যে পাট সমবায়ের সম্ভাবনাই প্রচুর বিধায় এ ধরনের সমিতিকে বেশি উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সাহায্য দেয়া দরকার।

১০.০৫.১২: কুমিল্লা মডেল

২৭/০৫/১৯৫৯ তারিখে পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বর্তমান বার্ড) স্থাপিত হয়। বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আখতার হামিদ খান কর্তৃক 'কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতি' পরীক্ষা, মুলকভাবে চালু করা হয়। Introduction of Mechanised Farming on Co-operative Basis শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লায় সমবায় প্রবর্তন করা হয়। কুমিল্লা মডেল সমবায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

(১) গ্রাম পর্যায়ে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার মত প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা।

(২) গ্রাম পর্যায়ের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে থানা পর্যায়ে টিসিসিএ গঠন করা। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় কুমিল্লা পদ্ধতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৩) সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান, ম্যানেজার, আদর্শ কৃষক ও টেকনিশিয়ানদেরকে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে (টিটিডিসি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(৪) টিটিডিসি থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি চালু করা।

(৫) থানা কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত এর ওয়ার্কশপ স্থাপন করা।

(৬) টিটিডিসি এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

(৭) তদারকী ঋণ পদ্ধতি চালু করা।

(৮) সাপ্তাহিক সভায় সঞ্চয় আমানত ও অংশগত মুলধনের টাকা আদায় করে সমিতির মুলধন গঠন করা।

(৯) বিশেষ মহিলা কর্মসূচির দ্বারা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১০) জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, যুব উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক উন্নয়নমুলক কাজ করা।

(১১) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করা।

১০.০৫.১৩: আইআরডিপি এর কার্যক্রমের উপর মূল্যায়ন জরীপ: ১৯৭৪-১৯৭৫

১৯৭৪-৭৫ সালে সিডা (CIDA) I AvBGjI (ILO)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আইআরডিপি-এর কার্যক্রমের উপর পৃথক পৃথক মূল্যায়ন জরীপ পরিচালনা করা হয়। উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে আইআরডিপি-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, যদিও অন্যান্য কৃষি সমবায় সমিতির চেয়ে আইআরডিপি সমবায় সমিতি উৎপাদনমুখী, তবুও এ সংস্থায় নিম্নোক্ত ত্রুটি বিদ্যমান:

(১) আইআরডিপি সমবায় সমিতিগুলো সাংগঠনিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিল।

(২) সরকারি আমলাতন্ত্রের প্রভাবে আইআরডিপি-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে আমলাতান্ত্রিকতা ছিল।

(৩) সমিতির ব্যবস্থাপনায় সমাজের ধনিক শ্রেণির আধিপত্য ছিল অপ্রতুল ও দায়সারাগোছের।

১০.০৫.১৪: বিশ্বব্যাংক, সিডা ও ইউএনডিপি-ড্যানিডার গবেষণা প্রতিবেদন-১৯৮৯

বাংলাদেশ সরকার ও প্রধান সাহায্যকারী সংস্থা, যথা-ইউএনডিপি, ড্যানিডা, সিডা এবং বিশ্ব ব্যাংক উপলব্দি করে যে, সমবায় খাতে বিরাজমান সমস্যার কারণে অধিকাংশ সমবায় সমিতি সদস্যদেরকে সুযোগ সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকার উক্ত সাহায্যকারী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় ১৯৮৬ সালে 'বাংলাদেশ সমবায়ের উপর গবেষণা' পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গবেষণা কার্যক্রম ১৯৮৮ সালে সমাপ্তির পর ষ্টাডি রিপোর্ট ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে সমবায়ের সমস্যা হিসেবে নিম্নোক্ত কারণগুলি চিহ্নিত হয়:

(১) সমবায় আইন ও বিধির ত্রুটি

(২) সমবায় সমিতির সাংগঠনিক কাঠামোর ত্রুটি

(৩) সমবায়ের সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব

(৪) সমবায় সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণের অভাব

এই প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হচ্ছে :

(১) সমবায় খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অঙ্গীকারসহ জাতীয় সমবায় নীতিমালা জারী করা।

(২) সমবায়ের উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে সমবায় আইন ও বিধির সংশোধন করা।

(৩) সমবায়কে একটি মাত্র আন্দোলন হিসেবে গণ্য করে (বর্তমান ২টি পৃথক পদ্ধাতির মত নয়) উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৪) সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের উপর রেগুলেটরি দায়িত্ব এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপর গ্রামীণ সমবায়ের উন্নয়নমুলক দায়িত্ব প্রদান করা এবং অগ্রামীণ সমবায়ের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদানের জন্য একটি পৃথক সংস্থাকে বিকশিত করা।

(৫) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৬) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমবায় ও এনজিও এর মধ্যে পারস্পরিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০.০৫.১৫: সমবায় নীতিমালা-১৯৮৯

সমবায় খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার সমবায় নীতিমালা, ১৯৮৯ জারী করে। এই নীতিমালার প্রারম্ভে নীতিমালার উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নের কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। সমবায় নীতিমালা সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

(১) সমবায় সমিতিসমূহের স্তর বিন্যাস।

(২) সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।

(৩) সমবায় সমিতি গঠনের আইন অনুশাসন বিষয়ক ব্যবস্থা।

(৪) সমবায় সমিতিসমূহের স্বাধিকার এবং আত্ম ব্যবস্থাপনা।
(৫) সমবায় সমিতিসমূহের আয়, ব্যয়, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা।
(৬) দারিদ্র বিমোচনসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকা এবং তদুদ্দেশ্যে ঋণসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং
(৭) সমবায় আন্দোলন সুসংহত করার উদ্দেশ্যে সমবায় খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক গবেষণা কার্য পরিচালনা, পরিধারণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সার্বিক পর্যালোচনা করা।

১০.০৫.১৬: টিএসএস মিশন-১ এর জরিপ প্রতিবেদন ও সমবায় আইন ২০০১ জারী

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংগঠিত সমবায় সংগঠনসমূহের স্বাধীন বিকাশের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সমবায় অধ্যাদেশ ১৯৮৪ সহজতর এবং অধিকতর উন্নয়নমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ কবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১৯৯৫ সালে ৩ সদস্যস্য বিশিষ্ট সংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালককে আহবায়ক করে একটি উপ-কমিটি গঠন করে। এ ছাড়া সমবায় সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৮৯ সালের সমীক্ষার রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশসমুহের ভিত্তিতে অনুসরণীয় ব্যবস্থার অংশ হিসাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় UNDP-ILO-এর সহযোগীতায় TSS-1 মিশন কর্তৃক 'বাংলাদেশে সমবায় উন্নয়নের জন্য কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা' শীর্ষক জরীপে বাংলাদেশে সমবায় খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশসহ প্রদত্ত একটি রিপোর্ট অনুমোদন করে। মোট ৬টি বিষয়ে Action Plan প্রণয়ন করা হয়। TSS-1 মিশনের সুপারিশসমূহের আলোকে সংসদীয় বিশেষ কমিটি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে নতুন সমবায় সমিতি আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের কারণে বিষয়টি স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করে সমবায় আইনকে সহজীকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যালোচনা শেষে নতুন আঙ্গিকে (২০০১সালের ৪৭ নং আইন) জারী করা হয়।

TSS-1 মিশন এর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ হচ্ছে:

(১) সমবায় অধিদপ্তরের জনবলকে উন্নয়নমুলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের সুবিধার্থে বিআরডিবি সমিতির অডিটের দায়িত্ব উক্ত সংস্থাকে প্রদান করা।
(২) সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এর নেতৃত্বে একটি পৃথক সেল গঠন করা।
(৩) বর্তমান সমবায় কাঠামোর পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতিকে একত্র করে অর্থনৈতিকভাবে ফলপ্রসু গ্রামীণ বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা।

(৪) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে সেগুলোকে সত্যিকার অর্থে একটি সমবায় ব্যাংক হিসেবে অন্যান্য সিডিউল ব্যাংকের মত কাজ করার সুযোগ প্রদান করা, যাতে সমবায় খাতে একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।
(৫) বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নকে সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। এই সংস্থার উপর সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা। এ সংস্থা সমবায় অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষকদের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রমাণ করবে।
(৬) কতিপয় বেসরকারি সংস্থা (NGO) ও অন্যান্য সংস্থাকে সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ নেয়া। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমবায় সমিতি সংগঠিত হওয়ার পর দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির দায়িত্ব উক্ত সংস্থার উপর অর্পণ করা।

১০.০৫.১৭: সমবায় সমিতি আইন এর সংশোধন: ২০০২ ও ২০১৩

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও আবহের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর অধিকতর সংশোধন করে সমবায় সমিতি আইন ২০০২ ও ২০১৩ জারী করা হয়। এ সব সংশোধনীতে শাখা খোলা, আমানত গ্রহণ এবং আরও কিছু বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

১০.০৫.১৮: টিআইবি জরিপ প্রতিবেদন-২০১৪

১৫ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক 'সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে সমবায় সেক্টরে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা ভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশনসহ সমবায় সেক্টরের ইতিবাচক নানান বিষয়ের আলোকে সমবায় সেক্টরের সম্ভাবনাকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর জন্য সুপারিশও প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সমবায় সমিতির অবদান ১.৮৮ শতাংশ। এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য ছিল সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সুশাসনগত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ছিল:

- সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধি পর্যালোচনা করা;
- সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা এবং
- সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা।

সমিতির ধরন, স্তর, তদারকি সংস্থা ও ভেগোলিক বিন্যাস এই চারটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে ৬টি বিভাগের ৮টি জেলার ১১টি উপজেলার মোট ৩৭টি সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী,

প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আটটি সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সমবায় খাত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, বার্ষিক প্রতিবেদন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের মে মাস থেকে শুরু করে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। টিআইবি রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হচ্ছে:

সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত

১. 'সমবায় নীতিমালা' হালনাগাদ করে যুগোপযোগী 'সমবায় নীতিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

২. 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'সমবায় সমিতি বিধিমালায়' সংশোধন আনতে হবে। সমবায় সমিতি বিধিমালায় সমিতি কর্তৃক সদস্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে এবং বিধিমালা অনুসরণে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. সমিতির সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষায় সমবায় আইন, উপ-আইন ও বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সমবায় সমিতিসমূহকে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পুনঃনিবন্ধনের ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. সমবায় আইনের আলোকে সমবায় সমিতির ধরণ অনুযায়ী উপ-আইন প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতির ধরণ অনুসারে উপ-আইন প্রণয়নে নির্দিষ্ট টেমপ্লেট/গাইডলাইন থাকতে পারে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমবায় সমিতি পরিদর্শন, নিরীক্ষা, তদন্ত ও পরিচর্যার সময় সমিতির উপ-আইন অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সমিতির কাছে সরকারি ঋণ থাকলে এবং সদস্যদের মধ্যে মূলধন বা সম্পদ বণ্টনজনিত জটিলতা থাকলে তা নিরসনে প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে পাঁচ বছর বা তার অধিক সময় ধরে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর সমিতি অবসায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

নীতিনির্ধারণী সংক্রান্ত

৬. রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমবায় সেক্টরের জন্য বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে সচল করতে হবে।

৭. অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় রেখে মাঠ পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের পদমর্যাদায় সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত

৮. সমিতিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে কার্যকরতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদানের পূর্বে মাঠ পর্যায়ে সমিতির যোগ্যতা যাচাইপূর্বক প্রাক-নিবন্ধন নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পাদনের পাশাপাশি নিবন্ধন প্রদানের সমবায়ের উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মনীতির ব্যাপারে সমিতির সদস্যদের ধারণা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১০. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমিতির সংখ্যা অনুপাতে জনবল পদায়নে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে।

১১. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমিতিগুলোকে নিয়মিত তদারকি, পরিদর্শন ও পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সমবায় সমিতি পরিদর্শক কর্তৃক সমবায় সমিতির দৈনন্দিন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও লেনদেন, সদস্যদের ঋণ প্রদান ও আদায়, সঞ্চয় আমানত আদায় ইত্যাদি পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে যার বিস্তৃতি হবে উপজেলা পর্যন্ত। সমবায় কর্মকর্তা এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরীক্ষার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমবায়ীদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৪. সমিতিগুলোর মধ্যে উৎসাহ, আন্তঃসংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে সমিতির সভাপতি/ সম্পাদকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ/ সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। প্রতি বছর সমবায় অধিদপ্তর বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের আয়োজন করতে পারে।

১৫. সমবায় অধিদপ্তরের গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সমবায় খাত নিয়ে কার্যকর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সহায়তা বাড়াতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যানবাহন ও লজিস্টিকস সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সমবায় অধিদপ্তরকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. সমিতির দৈনন্দিন লেনদেনের ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষার সুবিধার্থে একক সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৮. সমবায় সমিতির নিবন্ধন অনলাইন ভিত্তিক করাসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে ডিজিটালাইজড করতে হবে।

১৯. সমবায় অধিদপ্তরে একটি 'এথিকস কমিটি' গঠন করতে হবে যার দায়িত্ব হবে সমবায় খাতের কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই কমিটি -

* সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করবে;
* সমবায় খাতের সুশাসনের জন্য গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত

২০. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব সমিতি ইতোমধ্যে গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন' প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

২১. সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক সমবায় সমিতি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেকোন ধরণের নিয়মবহির্ভূত সুবিধা/উপঢৌকন গ্রহণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র সমন্বয়

২২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কাজকে সহজতর ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একক দর্শন ও দিক-নির্দেশনা ঠিক করতে হবে।

১০.০৫.১৯: সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ কে যুগোপযোগী করতে ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর কতিপয় সংশোধনী আনা হয়। এতে আমানত সুরক্ষা তহবিল সৃজনসহ ছয়টি নতুন ক্যাটাগরি সমবায় সমিতি গঠনের ধারা সংযোজন করা হয়। এগুলো হলো: (ক) উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি; (২) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি; (৩) পেশাজীবী সমবায় সমিতি; (৪) ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতি; (৫) প্রক্রিয়াজাতকরণ সমবায় সমিতি এবং (৬) পর্যটনশিল্প সমবায় সমিতি। এ সংশোধনীতে মোট ১৭টি বিধিতে সংযোজন-বিয়োজন করা হয়।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: (১) বাংলাদেশে সমবায়ের ক্রমবিকাশ (১৮৭৫-১৯৯৫): জনাব সৈয়দ এরশাদ আলী: স্বজন, ২২ আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেপ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০: ২ নভেম্বর, ১৯৯৬; (২) সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় : টিআইবি গবেষণা প্রতিবেদন-২০১৪ এবং (৩) জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ লিখিত বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের পটভূমি ও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রবন্ধ এর তথ্য অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত।]

একাদশ অধ্যায়

সমবায় সংগীতের সুলুকসন্ধান

১১.০১: প্রারম্ভিকা:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারী ছিলেন। তিনি সমবায়কে তাঁর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' নির্মাণের হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় সমবায় ছিল অগ্রগণ্য অবস্থানে। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সমবায়ের দর্শন ও দ্যোতনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছিলেন: 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।'

বঙ্গবন্ধুর এই সমবায় দর্শন উৎসারিত হয়েছে এ ভূখণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় সমবায় চিন্তক ও প্রয়োগকারীদের কর্মযজ্ঞ থেকে। আমরা সমবায় দর্শনের অনুপম আদর্শের কথা আমাদের কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনিতে/সংগীতেও পাই। আমরা এতদিন সমবায় সংগীত বলতে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'ওরে ভয়ে ভীত, ওরে নিপীড়িত শিখে যা আয় রে আয়...' কেই জানতাম। গবেষণাকালে নতুন করে বাউল সম্রাট শাহ করিম রচিত একটি এবং মরমকবি সমবায় কর্মকর্তা তুষ্টচরণ বাগচী রচিত আর একটি সমবায় সংগীতের সন্ধান পাওয়া গেছে। শাহ আবদুল করিম রচিত সমবায় সংগীতটি হলো: 'দেশ এবং মানুষের যদি চাও উন্নতি/গ্রামে গ্রামে গড়ো সমবায় সমিতি।' আর তুষ্টচরণ বাগচীর সমবায় সংগীত হলো: 'সমবায় সমবায়!! জনম সমবায়, ভাইরে মরণ সমবায় ॥'

১১.০২: কাজী নজরুল ইসলামের সমবায় সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম 'ওরে ভয়ে ভীত, ওরে নিপীড়িত শিখে যা আয় রে আয়...' সমবায় সংগীতের রচয়িতা। অগ্রন্থিত এই গানটি মন্মথ রায়-সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকার ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সমবায় আন্দোলনের সমর্থনে রচিত হয়। তখন ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলনের সময়। ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষের জনগণ স্বাধীনতার জন্য মরিয়া সংগ্রামে রত। এমতাবস্থায়, নজরুল পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝামাঝি পন্থায় অবস্থানকারী 'সমবায় আন্দোলন'কে বুকে ধারণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তিনি সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাই সমবায় সংগীত কালোত্তীর্ণ হয়ে আজ সমবায়ীদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয় রে, আয়।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায় সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!

মিলিত হয়নি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায় ।

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়, রে আয় ।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায় সমবায়!'
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কিরে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িবো নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায় ।

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়, রে আয় ।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায় সমবায়!'
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হই নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে ।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি- । রবে না জগতে প্রবলের অন্যায় ।

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে আয় ।
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায় সমবায়!'

[সূত্র: কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০২]
[সূত্র: নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, সম্পাদনা রশিদুন নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, ২০১৩]

১১.০৩: শাহ আবদুল করিমের সমবায় সংগীতের সন্ধান লাভ

শাহ আবদুল করিম বাউল গানের অগ্রগণ্য সাধকদের একজন। অসম্ভব জনপ্রিয় ও তত্ত্ববহুল বাউলগানের পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন অজস্র গণসংগীত, যা সর্বহারার দুঃখ জয়ের মন্ত্র' বলে সারস্বতসমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। গবেষণাকালে খুঁজে পাওয়া গেছে এই মহান বাউলসাধক শাহ আবদুল করিমের সমবায় সংগীত। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মৌলভীবাজারে ০৬ মার্চ ২০২১ তারিখে 'বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: সমবায়ের মাধ্যমে অনাবদী কৃষিজমি চাষ' শীর্ষক কর্মশালায় এসে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নওগাঁর অধ্যক্ষ মোঃ সেলিমুল আলম শাহিনের সৌজন্যে শাহ আবদুল করিমের সমবায় বিষয়ক সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আরও ভূমিকা রেখেছেন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার সমবায় অফিসার মাসুদ আহমেদ ও দিরাই উপজেলার সমবায় অফিসার রাজমণি সিংহ।

শাহ আবদুল করিম রচিত সমবায় সংগীতটিও বাংলার মানুষের শোষণ ও বঞ্চনামুক্তির জন্য সমবেত চেতনার ধারক ও বাহক। তিনি জাতির পিতার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও কর্মযজ্ঞকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি 'সমবায়' সাথি করার জন্য লিখেছিলেন 'সমবায় সংগীত'। শাহ আবদুল করিম সমবায়কে ধারণ করে লিখছেন অমর এই চেতনাদীপ্ত সংগীতটি:

দেশ এবং মানুষের যদি চাও উন্নতি
গ্রামে গ্রামে গড়ো সমবায় সমিতি
বিভেদ ভুলে যাও একে অন্যের হয়ে সাথি
এক হয়ে দাঁড়াও দেশের সম্পদ বাড়াও
সমবেত কণ্ঠেতে গাও সমবায়গীতি ।।

মৌমাছির দলে মৌচক্র তৈয়ার করে
অতি কৌশলে তারা একযোগে মিলে
মধুর সন্ধান ফুলে ফুলে করে দিবারাতি ।।

একতার কী বল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যখন
আসে নতুন জল তখন পিপীলিকার দল
একযোগে ভাসে সকল নিয়ে প্রেমপ্রীতি ।।

ওরে দিনমজুরের দল মিলেমিশে চেষ্টা করো
হইবে মঙ্গল তোদের একতাই সম্বল
গ্রহণ করো হয়ে সরল সমবায় পদ্ধতি ।।

আবদুল করিম কয় কোন পথে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল
খুঁজে নিতে হয় নইলে যায় না কালের ভয়
অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্বালাও জ্ঞানের বাতি ।।

[সূত্র: শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র, সংকলন ও সম্পাদন শুভেন্দু ইমাম, বইপত্র, সিলেট, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা নং: ২০৭-২০৮]

উল্লেখ্য যে, শাহ আবদুল করিম রচিত ভাটির চিঠি গ্রন্থের তিনটি অংশ। এগুলো হলো: (১) ভাটির চিঠি, (২) বিলাতের স্মৃতি এবং (৩) দেশের গান মানুষের গান। দেশের গান মানুষের গান অংশে মোট ৮৫টি গান রয়েছে। এর মধ্যে ৭৪ নং গানটি 'সমবায়' নিয়ে লেখা।

শাহ আবদুল করিম বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভক্ত অনুরাগী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তিনি লিখেছেন বেশ কয়েকটি গান। মুজিবভক্ত বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আবেগ ভরে লিখেছেন: 'এনে দিলেন স্বাধীনতা. তাইতো বলে জাতির পিতা, সাক্ষী বিশ্বের জনতা, এই কথা যে মিথ্যে নয়।'

১১.৪: সমবায় কর্মকর্তা মরমিকবি তুষ্টচরণ বাগচীর সমবায় সংগীত

তুষ্টচরণ বাগচী একজন মরমিকবি। বাংলাদেশের মরমিকবিতার ধারায় তুষ্টচরণ (১৯৪৫-২০০৯) এক অনালোচিত নাম। ছোটবেলা থেকে লেখালেখির অভ্যাস থাকলেও প্রকাশের জন্য উদগ্রীব ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ১০ বছর পরে তাঁর ৭টি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে ধারণা করা যায় যে, এগুলো যথাসময়ে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের মরমিয়া গানের ধারায় নতুন সুর সংযুক্ত হতে পারতো।

তুষ্টচরণ বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার সদর থানায় দত্তকেন্দুয়া ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পর্বতচন্দ্র বাগচী এবং মাতার নাম সরলা দেবী। তিনি ১৯৬৪ সালে কালকিনি থানার শশিকর উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, মাদারীপুর নাজিমউদ্দিন কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক ও ১৯৬৮ সালে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে রাজৈর থানার কদমবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। এরপর ১৯৬৮ সালে নিজগ্রামে বাহাদুরপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতায় ভূমিকা রাখেন এবং প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৯ সালে তুষ্টচরণ বাগচী সমবায় বিভাগে সহকারী পরিদর্শক হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি পূর্বপাকিস্তান সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা জেলা সমবায় কার্যালয়; মাদারীপুর জেলার রাজৈর, শিবচর ও কালকিনি থানায়; গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও সদর থানা, ফরিদপুর জেলার মধুখালী ও সদর থানা, নেত্রকোণায় জেলার পূর্বধলা থানা, শরীয়তপুর জেলার পালং ও গোসাইরহাট থানা-সহ বিভিন্ন থানায় সমবায় পরিদর্শক ও পরে সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে শরীয়তপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে অবসরে যান।[৪৭] চাকরি-জীবনে তিনি সমবায়কে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের মনের সৃজনশীল ভাবনায় সমবায়কে উপজীব্য করে অনেক গান ও কবিতা রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর তাঁর পুত্র বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. তপন বাগচী তুষ্টচরণের পুরোনো খাতায় সমবায় বিষয়ক একটি সংগীত আবিস্কার করেন।

তুষ্টচরণ বাগচীর এ সমবায় সংগীতটি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির রেকর্ড অনুসারে ১৯৮১ সালে রচিত। শরীয়তপুর মহকুমার (অধুনা জেলা) গোসাইরহাট থানায় 'গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রশিক্ষণ নিমিত্ত'-এ সংগীতটি রচিত বলে জানা যায়। ১ জুন, ১২ জুন ও ১৬ জুন ১৯৮১ তারিখে এ গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এবং তুষ্টচরণ বাগচী এ সময়েই সমবায় সংগীতটি রচনা করেন। তুষ্টচরণ বাগচীর পুত্র ড. তপন বাগচী আমাদেরকে তাঁর পিতার নিজ হাতে লেখা সমবায় সংগীতটির ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছেন ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের সমবায় বিষয়ক সংগীতের পাশাপাশি মরমিকবি তুষ্টচরণ বাগচীর সংগীতটিকেও আমাদের গবেষণার একটি অন্যতম প্রাপ্তি বলে আমরা মনে করি।

৪৭ মরমিকবি তুষ্টচরণ বাগচীর পুত্র ড. তপন বাগচীর প্রদত্ত তথ্য, ১৮ জুলাই ২০২১, ঢাকা।

এই গানে কবি সমবায়কে জীবন-মরণের অবলম্বন অর্থাৎ একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেছেন। হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন নিয়েই সময় যদি তুমি-আমি-সে মিলিত হয়ে 'আমরা'-তে উপনীত হই। বহুত্বের একাত্ম হওয়ার ধারণাই তিনি প্রকাশ করেছেন। দুঃখী মানুষকে হাসি ফোটাতে তিনি সুদখোর কিংবা কালোবাজারী মহাজনদের বিনাশ কামনা করেছেন। অত্যাচারীর শাসন-শোষণ থেকে রেহাই পেতে তিনি গণতন্ত্রের বিজয় কামনা করেছেন। কবি সকলকে নির্ভীক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি 'মরণ-দেবতা'কেও ভয় না পেয়ে শক্তির ঘর বাধতে সমবায়ের পতাকায় সমবেত হতে ডাক দিয়েছেন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবায় গড়ে তুলতে পারলে শোষণ-বঞ্চনার অবসান হবে, এই ঘোষণাই দিয়েছেন এই গানে। একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তার এই সৃজনশীল আয়োজন হয়তো নীতিনির্ধারণী মহলে পৌঁছয় নি, কিংবা তিনি পৌঁছানোর চেষ্টাও করেননি। তিনি তাঁর স্বহস্ত লিখিত এই 'সমবায়-সংগীত' ৪০ বছর পরেও যে প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, এখানেই কবির দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

সমবায়-সংগীত
-মরমিকবি তুষ্টচরণ বাগচী

সমবায় সমবায়!!
জনম সমবায়, ভাইরে মরণ সমবায় ॥
হাসি-কান্না সমবায়ে-
বিরহ মিলন হয়।
তুমি আমি সে, আমরা যদি হয়॥

দুঃখী মানুষের মুখের হাসি
মানবেরে তাই ভালবাসি।
মহাজনেরে করব ক্ষয়॥

অত্যাচারীর শোষণ-ভাষণ
কুশাসনের হয় অবসান
গণতন্ত্রের জয়॥

ভয় কিরে তোর মরণ-দেবতায়-
শক্তির ঘর বাধবি যদি আয়।
সমবেত পতাকায়॥

মহিলা গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রশিক্ষণ নিমিত্ত রচিত। গোসাইরহাট।
(প্রশিক্ষণকাল: ১ জুন, ১২ জুন ও ১৪ জুন ১৯৮১)

চিত্র-২৮: মরমিকবি তুষ্টচরণ বাগচীর নিজ হাতে লেখা সমবায় সংগীতের ফটোগ্রাফ

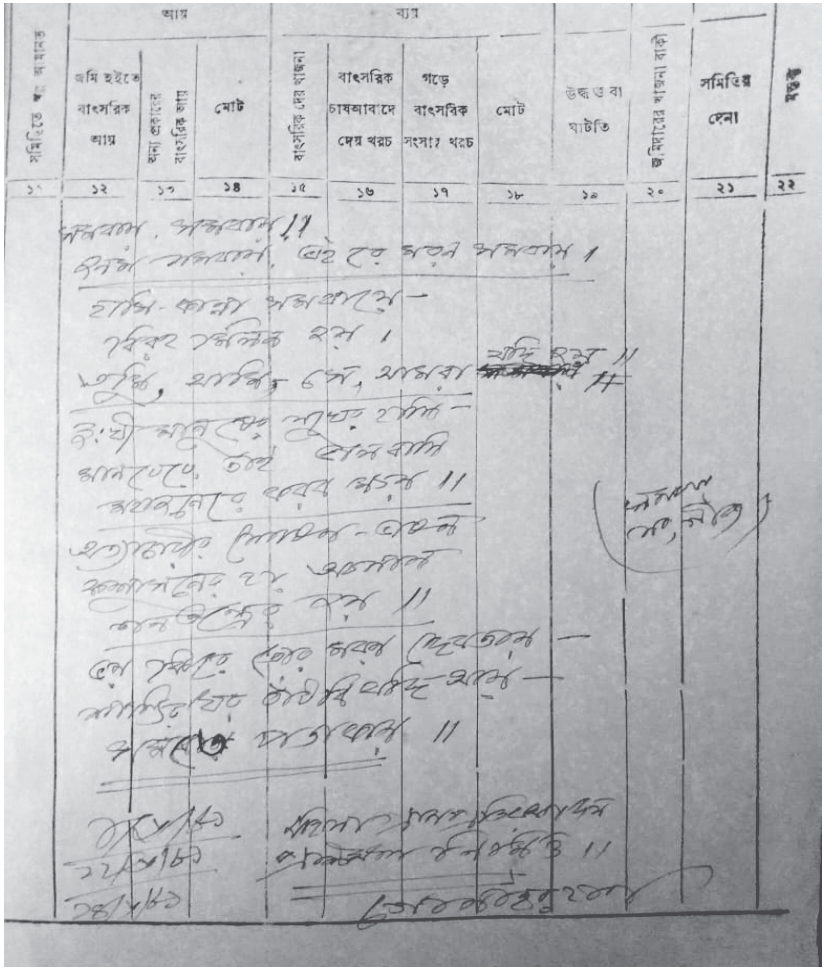

১১.০৫: উপসংহার

মুজিববর্ষে সমবায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নতুনভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গবেষণা কর্মের মাধ্যমে সমবায়সম্পৃক্ত অনেক অজানা তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। জাতির পিতার সমবায় সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া গেছে তাঁর দর্শন ও কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশরা করি মুজিববর্ষের সমবায় দ্যোতনা ও চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে সমবায় আন্দোলন বিকশিত ও গতিশীল হবে। জাতীয় কবি কাজী নজরুলের সমবায় সঙ্গীত, বাউলকবি শাহ আবদুল করিম এবং মরমিকবি তুষ্টচরণ বাগচীর সমবায় সঙ্গীত আমাদের নতুনভাবে পথের দিশা দেখাবে। দৃঢ়ভাবে তাই বলা যেতেই পারে: মুজিববর্ষের প্রত্যয়-এগিয়ে যাবে সমবায়!! জয়তু সমবায়!!

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক ভাষণ ও বাণী

১২.০১: প্রারম্ভিকা

একটি ভাষণ একটি জাতির ভবিষ্যতই বদলে দিতে পারে। হয়ে উঠতে পারে আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক। একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষণ বা বক্তৃতার কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন কারণে এসব ভাষণের কোনো কোনোটি আবার ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নেয়। এসব ভাষণ হয় আলোকবর্তিকার মতো, যা ক্রান্তিকালে মানুষকে দেখায় মুক্তির পথ-হয় একটি জাতি জনগোষ্ঠীর মুক্তির কালজয়ী সৃষ্টি-এক মহাকাব্য-বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। গণতন্ত্র, উচ্চ মানবিকতা, ত্যাগ ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, জাতিভেদ-বৈষম্য ও জাতি নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতার মুক্তিসংগ্রামে এসব ভাষণ অনুপ্রেরণা জোগায় যুগে যুগে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এমনই একটি কালজয়ী ইতিহাসসঞ্চারী অনবদ্য এক বৈশ্বিক দলিল ও সম্পদ।

বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রণোদনাময়ী ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বব্যাপী মানবজাতির মূল্যবান ও ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি এখন বিশ্বের সম্পদ। এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের নয়, বিশ্বের ৭০০ কোটিরও বেশি মানুষের সম্পদ। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো 'বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য' (World Documentary Heritage) হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাষণটি স্থান পেয়েছে Memory of the world international Register এ। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ৩০ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. তারিখ সোমবারে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে এ স্বীকৃতির কথা জানান। উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক গুরুত্ব আছে এমন ডকুমেন্টগুলোকে 'মেমোরি অব দি ওয়াল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিষ্টার' তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। ডকুমেন্টগুলোকে সংরক্ষণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজনের জন্য জানার ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য। তালিকায় স্থান দেবার আগে এর গুরুত্ব বিষয়ে ইউনেস্কোকে সন্তুষ্ট হতে হয়। কোনো ডকুমেন্ট ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দি ওয়াল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিষ্টার' এ অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না সে বিষয়টি নির্ধারণ করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি (International Advisory Committee-IAC)। এ কমিটি Memory of the World-MOW প্রকল্পের আওতায় দলিলের মনোনয়ন নির্বাচন করে । ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর, ২০১৭ পরামর্শক কমিটির বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে 'মেমোরি অব দি ওয়াল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিষ্টার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। বর্তমানে ওই তালিকায় সব মহাদেশের ৪২৭টি ডকুমেন্ট রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯২ সাল থেকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যসম্পদের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইউনেস্কার মহাসচিব ইরিনা বাকোভার ভাষায়,'আমি গভীর ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দালিলিক ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য এ কর্মসূচি পালিত হওয়া উচিত, যাতে করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, সংলাপ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শান্তির চেতনা মনে লালন করতে পারে'। সারা বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্মীয় উন্মাদনা, লুণ্ঠন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে দেশে দেশে বিশ্ব ঐতিহ্য ও সম্পদ বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আবার সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে যথাযথভাবে এসব সম্পদ সংরক্ষণও করা যাচ্ছে না। এসব কারণে তা বিনষ্ট বা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। এসব কারণ বিবেচনায় ইউনেস্কোর এ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরে আলোচনা আমাদেরকে জাতির পিতার বাগ্মীতার কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমরা গবেষণাকালে তথ্যানুসন্ধান করে জাতির পিতার সমবায় বিষয়ক বেশ কয়েকটি ভাষণের সন্ধান পেয়েছি বিখ্যাত ভাষণসমূহের মাঝে। পেয়েছি কয়েকটি মুল্যবান বাণী। এসব ভাষণ ও বাণী জাতির পিতার সমবায় দর্শনকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

১২.০২: বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক ভাষণ ও বাণী

১২.০২.০১ : সাধারণ নির্বাচন প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর রেডিও-টিভি ভাষণ (২৮ অক্টোবর ১৯৭০):

দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তানে কর্তৃক আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বক্তা ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্য বাংলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্য ইংরেজিতে রেকর্ডিং করা হয় এ ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশনের এ ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা। এ ভাষণে তিনি বলেন: ক্ষুদ্রায়তান ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুষ্টি হয়।[৪৮]

১২.০২.০২: শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে সমবায়:

১৯৭১ সালের উত্তাল সময়ে বঙ্গবন্ধু শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্য দেন। এ বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু সমবায়ের কথা উল্লেখ করেন এভাবে:

৪৮ খান, ড. এ এইচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (প্রথম খন্ড), একাত্তর প্রকাশনী, ৩৮/ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা নং ২১৭।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প:

আমাদের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার উৎসাহ ও সাহায্য যোগাবে এবং নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করবে। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁতীরা ন্যায্যমূল্যে সুতা, প্রচুর পরিমাণে ঋণ ও বাজারের যাবতীয় সুবিধা পাবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার পরিপূরক হওয়ার মতো করে এইসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-কারখানাকে উন্নত করা হবে। সমবায়ের মাধ্যমে এইসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-কারখানাকে যতদূর সম্ভব উন্নতি করা হবে।

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে চাল ও আটার কল, তেল কারখানা, চিনির কল এবং অনুরূপ কৃষিজ পণ্যশিল্প যতদূর সম্ভব বেশি করে স্থাপন করা ও চালানো হবে। যাতে গ্রামাঞ্চলে দূরপ্রান্তসহ দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ্রামঞ্চলের সাধারণ মানুষ যাতে শিল্পায়নের সুযোগ-সুবিধার শরীক হতে পারবে এবং শহরগুলোর উপর থেকে মানুষের ভিড় ও চাপ কমে যায় সেটাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।[৪৯]

বহুমুখী কৃষি সমবায়

কৃষি বিপ্লবের আরো একটি পূর্বশর্ত হলো, কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। জমি খণ্ড বিখণ্ড ও উপ-বিভক্তির ফলে যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা গেলেই এটা সম্ভব হবে। ভূমির একত্রিকরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। তবে সমবায়ের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন চাষীর প্লটগুলোকে গ্রুপ করে তার যৌথ ব্যবহারের ব্যবস্থা দ্বারা আশু সমাধান করা যাবে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠায় বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য প্রতটি থানায় একটা করে মূল উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই রকম সমবায় প্রতিষ্টানের মাধ্যমে কৃষি সেক্টর বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিয়ে সরকার এইসব সমবায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। সেচ, পানি নিষ্কাষণ, বাঁধ, গভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প, উন্নত ধরণের বীজ, সার, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ঔষধ, ঋণ, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান প্রভৃতির আকারে এই সাহায্যে দেওয়া হবে।[৫০]

১২.০২.০৩: জাতীয়করণ উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সমবায়

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতার বেতার ও টেলিভিশনে জাতীয়করণ সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। এ ভাষণে তিনি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষকের উন্নতির বিষয়ে উল্লেখ করেন:

ছোট ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।[৫১]

৪৯ খান, ড. এ এইচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (দ্বিতীয় খন্ড), একাত্তর প্রকাশনী, ৩৮/ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা নং ৫৭-৫৮।

৫০ প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা নং: ৫৯

৫১ প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা নং-১৯০

১২.০২.০৪: মহান শ্রমিক দিবসের (মে দিবস) বক্তব্যে সমবায়:

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত হয়না। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বন্টন ও সরবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১ মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি তাই বলেন

> আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদনকে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোল কোটি টাকার টেষ্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষীদের দশ কোটি টাকার তাকাবি ঋণ, এক লক্ষ নব্বই হাজার টন সার, দু'লাখ মণ বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।[৫২]
>
> ...আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতিমধ্যেই বেসরকারী ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল সকলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারী ব্যক্তিদের বন্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।[৫৩]

১২.০২.০৫: বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বাণী

১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু একটি বাণী দেন। তাঁর এ বাণীটি সমবায় তাঁর সমবায় দর্শনকে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করে। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বাণী বক্তব্য হলো:

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ,

৫২ খান, ড. এ এইচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (দ্বিতীয় খণ্ড), একাত্তর প্রকাশনী, ৩৮/ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা নং ২৩৯।

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং:২৪১-২৪২

গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে, গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে নায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক-গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভূঁয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা- দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়- মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দূর্নীতির পূনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পরিবত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে,আমরা পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নুতন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।

বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দূর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দূর্নীতির পাহাড় তৈরী হয়েছে। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দূর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে দূর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে,

বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গতে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে । তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা। (সংগৃহীত)

১২.০২.০৬: সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় সমবায়
বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দূর্নীতির কথা জানতেন-দূর্নীতিবাজদের কথা জানতেন-সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। ২৬ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচিতে সমবায়কে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এ জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন:

'আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

---সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণে ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই--যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি। আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাবো। তা নয় পাঁচ বছরের প্ল্যান- এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ-এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ- যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভ-এর সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে,

টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে। আপনাদের জমির ফসল আপনি নেবেন। অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।[৫৪]

আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না।...আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।[৫৫]

...আমি এ কথা জানতে চাই, আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, একটা কথা। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম, এই যে আমি কো-অপারেটিভ করব, থানা কাউন্সিল করব, সাব-ডিভিশনাল কাউন্সিল হবে, আর আমি যে আপনাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ ফসল চেয়েছি জমিতে যে ফসল হয় তার ডবল...।"(সংগৃহীত)

১২.০২.০৭: বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ কমিটিতে বঙ্গবন্ধুর উদ্বোধনী ভাষণ
বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা। গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তার ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তদৃষ্টি আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাই। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি সমবায়ের দর্শন ও কর্মসূচি বিষয়ে জোরালো বক্তব্য দেন। আমরা সমবায় সংশ্লিষ্ট উক্ত বক্তব্য তুলে ধরছি:

আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভ-এ আসতে চাচ্ছি। দিস ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড বৃটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেওয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিসট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।[৫৬]

৫৪ খান, ড. এ এইচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (চতুর্থ খ-), একাত্তর প্রকাশনী, ৩৮/ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, আগষ্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা নং ১৮৬-১৮৭।
৫৫ প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা নং ১৮৯
৫৬ প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা নং ১৯৯-২০০

...সেই জন্য আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেশনে এ গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করবার মানুষ নই। আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি, এদের সাথে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না। আমি এডভেঞ্চারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের-নাজের জেনে কাজ করি। চুপি চুপি আস্তে আস্তে মুভ করি সবকিছু নিয়ে। সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি ৬০টা ৭৫টা ১০০টা কো-অপারেটিভ করবো। এই কো-অপারেটিভে যদি দরকার হয়, সেন্ট্রাল কমিটির এক-একজন মেম্বার এক-একটা চার্জে থাকবেন। লেট আস স্টার্ট আওয়ার সেলভস। ১১৫ জন সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার আছে। এর মধ্যে ১০০ কি ৭০ জনকে এক-একটা কো-অপারেটিভের চার্জ দিয়ে দেব সুপারভাইজিং অফিসার করে। লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স ইউ আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মাল্টিপারপাস সোসাইটি, দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে।

...বদমায়েশ একদল লোক, জমি সব শেখ সাহেব নিয়ে যাবে বলে তারা প্রপাগান্ডা করে। জমি নেবো না। তোমরা চেষ্টা করবে, একসাথে ফসল উৎপাদন করবে, তোমার শেয়ার তুমি নেবে। তবু এগেনিস্ট প্রপাগান্ডা করে। জমি নেবো না, জমি থাকবে। কিন্তু জমির একটা লিমিট আছে তোমাদের রাখার। আইন হয়েছে, ১০০ বিঘার বেশি রাখতে পারবে না। সেটা আমরা ফলো করবার চেষ্টা করবো এবং আস্তে আস্তে যদি ফ্লাড বন্ধ করতে পারি, সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, ফার্টিলাইজার দিতে পারি, নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করবো, আরো কত দূর কি করতে পারি। কেননা, আমার দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন আমি যদি সুনামগঞ্জের জমি যেখানে তিনবার বছরে বন্যা হয়, এক বছর ফসল হয়- নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, চিটাগাং হিলট্রাক্টের জমিতে, আর অন্যসব জমি এক পর্যায়ে দেখতে চাই তাহলে অসুবিধা হবে। আমার স্টাডির প্রয়োজন আছে। কোন জায়গায় কত পরিমাণ ফসল হতে পারে।

আজকে কো-অপারেটিভ যদি আমরা করতে পারি, সেখানে যদি ফার্টিলাইজার দিতে পারি, রেশন কার্ড দিতে পারি। তাহলে চুরিটা কম হবে। সেখানে যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা দিতে পারি। চুরিটা কম হবে। একটা সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারি। চিৎকার করে, গালাগালি করে কাজ হবে না।[৫৭]

১২.০২.০৮: বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সমবায়

১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি তাঁর সমবায় দর্শনের আলোকে গঠিত কো-অপারেটিভের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন:

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং: ২০১-২০২

কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। এর জন্য ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য আমার একটা টার্গেট রয়েছে। আপনারা ৬১ জন গভর্নর যখন চার্জ নিয়ে যাবেন, দুই তিন মাসের মধ্যে জায়গা ঠিক করে, একটা ভিলেইজ ঠিক করে সব ব্যবস্থা করবেন। আমি এখন প্রোগ্রাম করছি। আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে এক একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ।

প্রথমে এরিয়া ভাগ করে নেবেন। এমন জায়গায় নেবেন, যেখানে আমি ইমিডিয়েটলি পাওয়ার দিতে পারি। ঐ কো-অপারেটিভগুলোকে আমি পাওয়ার দেবো। ধরুন, যদি রাজশাহীতে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে, যেখানে পাওয়ার নিতে পারি। যদি নাটোরে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে যেন সেখানে পাওয়ার নিতে পারি। এভাবে একটা দুটো, তিনটে গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ। এতে কোনো কিন্তু-টিন্তু নাই।

তারপর সিস্টেম যা হবে, সবাইকে তা বলে দিতে হবে। এটাকে সাকসেসফুল করতে হবে। এটাকে পুরাপুরি সাকসেসফুল করতে হবে-এটা স্পেশাল কো-অপারেটিভ নামে পুরাপুরি করতে হবে। তারপর আমার সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বারদের সুপারভিশনে একটা কো-অপারেটিভ করবো। তারা সেখানে সুপারভাইজ করবেন। একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাল্লাহ তারপর আর কোনো অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভ এ মানুষ দেখে যে এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও, আমাদের করে দাও, আমাদের করে দাও।

আর আমাদের আইডিয়া হলো, একটা ট্রেনিং কোর্স, ট্রেনিং সেন্টার করুন। শেখে- বই পড়ে ট্রেনিং হয় না। হলেও খুব কম হয়। কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে আর কেউ বই পড়ে শেখে। আর সবচেয়ে যে বেশি শেখে- সে করে শেখে। আপনারা করে শিখবেন। কাজ করে দেখিয়ে দিন, কিভাবে কাজ করতে হয়। বই পড়ে আমাদের একটা ফ্যাশন হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার করুন। কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার করে সেখানে সবাইকে নিয়ে যান। এক মাস এখানে ট্রেনিং হবে। সেখানে পেনশন খাইয়ে কি হবে? কি করবেন সেখানে? লেকচার? পাট গাছে ধান হয় না, ধান গাছে পাট হয় না। বাংলাদেশের মানুষ এটা ভালোই বোঝে। তামাকে বৃষ্টি পড়লে তামাক নষ্ট হয়, তাও বোঝে। রবিশস্য কেমন করে হয় তাও বোঝে। আমরা অনেক লোক এখানে আছি। আমাদের কোনো জনগণ ধান-আম-পাট বেচে, মরিচ-পেঁয়াজ বেচে লেখাপড়া শেখিনি- এই যাদের গভর্নর করেছি, তাদের মধ্যে কে ধান-পাট বেচে, মরিচ পেঁয়াজ বেচে লেখাপড়া শেখেননি। আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নাই। খালে ডুবে গোসল করেছি আমরা। নদী সাঁতরে পাড় হয়েছি। কত কি গ্রামে করেছি! কি জানেন না।

তবে, হ্যাঁ, একটা সিস্টেম শিখাবার জন্য কোর্স আমরা দিচ্ছি। এইজন্য যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিখতে হবে আপনাদের কাগজে কলমে। কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেইজন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।[৫৭]

১২.০২.০৯: প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর মুখবন্ধে সমবায়:

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রামীণ আয়ের সুষম বিতরণের কৌশলস্বরূপ সমবায়কে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন:

> The co-operative institution will assist by organizing landless labourers and involving them in decision making. Such organized labour-force will facilitate implementation of Rural Works Programme schemes and help the workers to systematically migrate towards new jobs seasonally. Rural industries will be located in a dispersed manner. This will be done specially in regions outside the intensive agricultural areas, perhaps somewhat more than would be justifies in terms of costs and benefits. Many of the rural industries will be co-operative based do as to ensure benefits to a large number of rural families.

উক্ত পরিকল্পনায় কো-অপারেটিভ ডেইরি কমপ্লেক্স- এর কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। সার বিতরণের ক্ষেত্রে বিএডিসি এর পাশাপাশি সমবায় সমিতির উল্লেখ রয়েছে। আবার গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ঋণদান ব্যাংকের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সমবায়ের কার্যকারিতা ও সফলতার উপকরণকে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে-

> The effectiveness and success of the co-operative development programme will basically depend on a number of supportive government policies and action. First the government and the party in power shall have to mobilize the whole political machinery and the mass media of communication in favour of the movement. Second, the distribution of all modern inputs should be treated preferentially in this regard. Similarly in procurement and marketing the co-operatives should be given perference.

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং: ২২৩-২২৪

> Third, the co-operative laws/acts should be modified and the regulatory functions (audit, registration, etc) should be strengthened and made more effective in a positive sense so that acts and regulations help in the healthy growth of co-operatives. Fourth land reform programmes should be closely related to development of co-operative organization. The programme of distribution of land to landless cultivators should be promoted. On the other hand, the cooperative organizations should be encouraged and given responsibilities of implementating land reform and related programmes. Thus such programmes as reclamation and productive use of derelict tanks, improvement of hats and bazars, etc., can be implemented throught co-operatives.

১২.০২.১০: সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য বঙ্গবন্ধুর আহবান

সমবায় ভিত্তিতে চাষ করুন: যশোরে জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু। দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পহেলা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাধিক পরিমাণ জমি চাষের অধীনে আনার জন্য সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকাজ করা ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আজ কৃষকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। দুই দিন ব্যাপী খুলনা সফরের পরে আজ ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে যশোর বিমানবন্দরে উপস্থিত সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, সমস্ত সম্পদ এখন জনগণের। জাতীয়করণসহ বৈপবিক পদক্ষেপের মাধ্যমে শোষণের মূল উৎপাটিত হয়েছে। কৃষকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন যে তারা যেন সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। তিনি বলেন পাকিস্তানী বর্বর কিছু রেখে যায়নি এবং কর ও খাজনা মওকুফ করার কারণে সরকারের আয় কমে গেছে। সুতরাং সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে তারা যেন অবিলম্বে তাদের কাজ শুরু করে দেয়। [সূত্র: দৈনিক বাংলার বাণী :২ এপ্রিল ১৯৭২]

১২.০৩: উপসংহার:

বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তে, সেই আদিকাল থেকে, সম্রাট-রাজা, ধর্মবেত্তা, রাষ্ট্র ও সমরনায়কদের প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ভাষণের কথা আমাদের জানা আছে, যা যুগে যুগে সেই জনপদের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সামনে এগোনোর পথ দেখিয়েছে। সেই সব কালজয়ী ভাষণ সভ্যতা বিনির্মাণে সহায়ক হয়েছে, মানুষকে অগ্রসরতার দিকে ধাবিত করেছে। এমন কিছু ভাষণও আছে যা কোনো কোনো জনপথ, ভুখণ্ডের বন্দিত্ব এবং পরাধীনতা ঘুচিয়েছে, মানুষের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে,স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করেছে। এর কারণ এই যে ঐতিহাসিক সেসব সম্মোহনী ভাষণের শক্তি মানুষকে আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বিজয় ছিনিয়ে আনতে এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে শক্তিমান করে তুলেছিল। বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক ভাষণও আমাদেরকে পথ দেখাবে সমবায় আন্দোলকে নতুন মাত্রা দিতে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার অবস্থান

১৩.০১: প্রারম্ভিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু বঙ্গবন্ধুর কন্যাই নন, তিনি জাতির পিতার উন্নয়ন ভাবনার সার্থক রূপকার বস্তুত এই কর্মদ্যোতনার শক্তি তিনি পেয়েছেন তাঁর পিতার কাছ থেকেই। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে তাইতো তিনি বলেন, "... মনে হল যেন পিতার আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছি। আমার যে এখনও দেশের মানুষের জন্য–সেই মানুষ, যারা আমার পিতার ভাষায় বাংলার 'দুঃখী মানুষ',– সেই দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজ বাকি, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজ বাকি, সেই বার্তাই যেন আমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন। যখন খাতাগুলোর পাতা উল্টাছিলাম আর হাতের লেখাগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আব্বা আমাকে যেন বলছেন, ভয় নেই মা, আমি আছি, তুই এগিয়ে যা, সাহস রাখ। আমার মনে হচ্ছিল, আল্লাহ্‌র থেকে ঐশ্বরিক অভয় বাণী এসে পৌছাল আমার কাছে। এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মাঝে যেন আলোর দিশা পেলাম।"[৫৮] বঙ্গবন্ধুকন্যার এই আলোর দিশা প্রাপ্তির ফসলই আজকের বাংলাদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রগতির বাংলাদেশের নতুন বাস্তবতা আজ তাঁরই হাত ধরে দৃশ্যমান তাইতো বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' যে নিছক কোনো স্বপ্ন নয় তাও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করেছেন তাঁর প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ভাবনা এবং পিতার মতই মানুষকে ভালোবাসার যথার্থ প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর পিতার নির্দেশিত পথেই তিনি শুধু এগিয়েছেন তা-ই নয় দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করে জাতির পিতার সমবায় ভাবনার একজন আদর্শিক পরিকল্পক ও বাস্তবায়নকারীও বটে। সে জন্যইতো বঙ্গবন্ধুকন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারেন:

> আমরা আশাবাদী জাতি। মুক্তিযুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে এখন প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আমরা কারো কাছে ভিক্ষা চাইনে। আমরা সহযোগিতা চাই।[৫৯]

১৩.০২: জাতির পিতার সমবায় দর্শনের আলোকে শেখ হাসিনার সমবায় ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে উপলব্ধি করতে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সমবায় ভাবনাকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

৫৮ রহমান শেখ মুজিবুর, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২
৫৯ মিয়া মো. তোফাজ্জল হোসেন, শেখ হাসিনা নির্বাচিত উক্তি, সম্পাদনা, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০২৯, পৃষ্ঠা নং-১৩৭

১। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকারকে আমাদের পাথেয় হিসেবে পাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- আমি আশা করি সমবায়ের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটি জাতির পিতারই একটি আকাঙ্খা ছিল। তিনি বহুমুখি গ্রাম সমবায় করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তাঁকে হত্যা করার পর সেটি আর করা হয়নি। আমরা তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বহুমুখি কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছি।*

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ নভেম্বর,২০১৮ খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছেন-সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।[৬০]

৩। যৌথ উদ্যোগের নামই সমবায়। সমবায় একটি শক্তি, সমবায় একটি আন্দোলন। সমবায় আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে: একাধিক ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলিত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন সংগঠন তৈরি করা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সমবায়ের উপর জোর দেন। যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে দেশে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়।[৬১]

৪। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনককে সপরিবারে হত্যার পর অনেক প্রতিষ্ঠানের মত সমবায় আন্দোলনও ভেঙ্গে পড়ে। আমরা ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সমবায়ের উপর গুরুত্ব দেই। খাস জমি ছিন্নমূল ভুমিহীনদের স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া এবং ব্যারাক হাউজের মাধ্যমে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য ১৯৯৭ সালে "আশ্রয়ণ" প্রকল্প গ্রহণ করি। সে সময় প্রায় ৫০ হাজার পরিবারকে আমরা পুনর্বাসন করেছিলাম। আমরা এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প পুনরায় চালু করেছি। ২০১৪ সালের মধ্যে ৫০ হাজার ছিন্নমূল পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। একইভাবে পল্লী এলাকার সম্পদ ও সম্ভাবনা ব্যবহার করে একটি আত্মনির্ভরশীল, উৎপাদনমুখী দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা বিগত মেয়াদে সমবায়ভিত্তিক 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্প শুরু করেছিলাম। পল্লী এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য নেওয়া এ প্রকল্পটিও জোট সরকার বন্ধ করে দেয়। আমরা আবার 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছি। গতবার দায়িত্ব পালনকালে আমরা ৮টি বস্ত্র ও সূতাকলের মালিকানা শ্রমিক-কর্মচারিদের মধ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে হস্তান্তর করেছিলাম। এবার আমরা চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিলটিকে সমবায়ের ভিত্তিতে মালিকানা হস্তান্তর করেছি।[৬২]

৬০ সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা।
৬১ ০৬ নভেম্বর, ২০১০,৩৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।
৬২ ০৬ নভেম্বর, ২০১০, ৩৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।

৫। সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি সমবায় সমিতি, জেলে সমবায় সমিতি, তাঁতী সমবায় সমিতি ও বিত্তহীন সমিতিগুলোকে হতে হবে সত্যিকার অর্থে কৃষক, জেলে, তাঁতী ও বিত্তহীনদের প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রকৃত সমবায়ীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৬৩]

৬। আগামী ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হবে। এ সময়ের মধ্যে আমরা জাতিকে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের আমরা এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, যেখানে থাকবে না ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার অভিশাপ। প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার। নারীরা ভোগ করবে সমান অধিকার। প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও দূষণমুক্ত পরিবেশ। তাই আসুন আমরা জাতির জনকের প্রত্যাশা পূরণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন একটি সমবায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলি, যেখানে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক হিসেবে কাজ করব। জাতীয় উন্নয়নে নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব এবং ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেব। এটি সম্ভব হলে স্বল্পতম সময়ে বিশ্ব দরবারে আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে পারব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পূর্বেই আমরা প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে পারব।[৬৪]

৭। আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি। আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য, শান্তিময় বাংলাদেশ গড়তে চাই। যেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান থাকবে না। সন্ত্রাস থাকবে না। আসুন সকলে মিলে দেশের জন্য কাজ করি। একটি সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তুলি। গড়ে তুলি ক্ষুধা, নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৬৫]

৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুখাদ্যের ওপর বিদেশী নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে নিজে উদ্যোগী হয়ে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি 'মিল্কভিটা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি আজও দুগ্ধ সেক্টরে দেশের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।[৬৬]

৯। দেশের আবাদযোগ্য এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদী না থাকে। সমবায়ের মাধ্যমে তা উৎপাদনশীল হবে। এলাকাভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পসহ নানাবিধ কৃষিজাত শিল্প গড়ে উঠবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।[৬৭]

৬৩ ০৬ নভেম্বর, ২০১০, ৩৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।
৬৪ ০৬ নভেম্বর, ২০১০, ৩৯ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।
৬৫ ১৯ নভেম্বর, ২০১১, ৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।
৬৬ ১৯ নভেম্বর, ২০১১, ৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।
৬৭ ১৯ নভেম্বর, ২০১১, ৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।

১০। আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। কৃষিজমির অপচয় বন্ধের জন্য গ্রামাঞ্চলেও বহুতলবিশিষ্ট ক্লাস্টার ভিলেজ গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি গ্রামে অথবা পাশ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম মিলে এ ধরণের অবকাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। যেখানে স্কুল, বাজার, মসজিদ, মন্দির সবকিছু থাকবে। পরিকল্পিতভাবে এভাবে অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে কৃষি জমির অপচায় রোধ হবে। পাশাপাশি আবাদি জমির পরিমাণ বাড়বে। এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সমবায় পদ্ধতি। কারণ সমবায় মানুষকে সংগঠিত করতে পারে, সবার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। সমবায়ীরা যেকোন সমস্যা সকলে মিলে সমাধান করতে সক্ষম।[৬৮]

১১। সমবায়নির্ভর বাজার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি ন্যায্যমূল্যে ভেজালমুক্ত মানসম্পন্ন পণ্য ভোক্তাদের হাতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি-ব্যবসায়ীদের মত শুধুমাত্র মুনাফামুখী না হওয়ায় উৎপাদনকারী এবং ভোক্তা উভয়েই লাভবান হবেন। পৃথিবীর অনেক দেশই এ ধরনের সমবায় বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে Fair Trade নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছে।[৬৯]

১২। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা সমবায় আন্দোলনকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে চাই।[৭০]

১৩। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। একাজে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দিয়েছিলেন।[৭১]

১৪। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন:'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' জাতির পিতার নির্দেশ অনুযায়ী সারাদেশে সমবায়ভিত্তিক নানা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এবং গভীর নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। পাশাপাশি জেলে, তাঁতী ইত্যাদি পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতির স্বপ্নকে হত্যা করা হয়।[৭২]

৬৮ ১ নভেম্বর, ২০১৪, ৪৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।
৬৯ প্রাগুক্ত
৭০ প্রাগুক্ত
৭১ প্রাগুক্ত
৭২ প্রাগুক্ত

১৫। সমবায় একটি দর্শন। সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কৌশল। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি শান্তির সমাজ গড়ে তোলা যায়।[৭৩]

১৬। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ, দেশ পূনর্গঠনকালেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণ বিতরণ- সকল ক্ষেত্রে সমবায় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে সমবায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[৭৪]

১৭। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। তিনি সমতা ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। আর সমবায় বৈষম্য-হ্রাস এবং সমতাভিত্তিক সমাজের কথাই বলে। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল,সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠবে। সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ এসব শিল্পের মালিক হবে। জাতির পিতার দর্শনকে ধারণ করেই সরকার প্রতিটি গ্রামে সমবায়ভিত্তিক মৎস্য খামারসহ গবাদী পশুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, সামাজিক বনায়ন, সমিতির মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন, তাঁত ও সেলাই, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প, মৃৎ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিত বেকার ও কর্মক্ষম যুব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পোল্ট্রি, কম্পিউটার, গবাদী পশু পালন, ক্যাটারিং, ড্রাইভিং, ফুল সাজানো, দর্জির কাজ, ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্ট ইত্যাদি কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর সরকারী-বেসরকারী পুঁজির সহায়তায় সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।[৭৫]

১৮। আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-জাতির পিতা সমবায়ীদের মাধ্যমে দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তিনি সমবায়ীদের কাছে অনেক সম্পদ হস্তান্তর করেছিলেন। আজ সময় এসেছে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে এই মহান নেতার আস্থার প্রতি সম্মান জানানোর। দেশে টেকসই সমবায় গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে দক্ষ প্রশাসন, সৎ সমবায়ী নেতৃত্ব, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সমিতি ব্যবস্থাপনা এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সমবায়ীদের সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।[৭৬]

৭৩ ৫ নভেম্বর, ২০১৬, ৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।
৭৪ প্রাগুক্ত
৭৫ প্রাগুক্ত
৭৬ প্রাগুক্ত

১৯। সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী সমবায় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন,' বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারব।[৭৭]

২০। সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তারা যেন সৎভাবে কাজ করে, সেই বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। ইনশাল্লাহ,তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।[৭৮]

২১। দেশের বিদ্যমান সমবায় আইনকে যুগোপযোগীকরণ ও সমবায় ব্যাংককে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,' সমবায় ব্যাংক যেটা রয়েছে, সেটা একসময় মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কাজেই এ ব্যাংক আইনও সময়োপযোগী করে এবং এটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে।[৭৯]

২২। আমরা প্রতিটি গ্রামে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় সমবায়ের মাধ্যমে ২ লাখ ৯৮ হাজার ২৪৯টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১০৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ঋণসহায়তা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করা হয়েছে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় ৮৭ হাজার ২২৩টি গ্রামে ১ লাখ ৫ হাজার ৭২৩টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে। যার উপরকারভোগী পরিবার ৪৭ লাখেরও বেশি। একই সঙ্গে গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ভুক্ত সদস্যদের লাগসই প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে।[৮০]

২৩। 'ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত থাকেননা, জাতির পিতার বক্তব্যের এ উদ্ধৃতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,'জাতির পিতা আমাদের স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। কাজেই এদেশের মানুষ আর কোনো দিন কারো কাছে হাত পেতে চলবে না, মাথা উঁচু করে চলবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবে, সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।' বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন,'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কৌশল ছিল সমবায়।'[৮১]

৭৭ ০২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ উদযাপন ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা। দৈনিক প্রথম আলো: ০৩ নভেম্বর ২০১৯।
৭৮ ০২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ উদযাপন ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা। দৈনিক কালের কণ্ঠ: ০৩ নভেম্বর ২০১৯।
৭৯ দৈনিক প্রথম আলো: ০৩ নভেম্বর ২০১৯।
৮০ প্রাগুক্ত
৮১ দৈনিক কালের কণ্ঠ: ০৩ নভেম্বর ২০১৯।

২৪। 'জাতির পিতা এ দেশে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষিঋণসহ সব ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কাজ করেন, উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'জাতির পিতাই সংবিধানের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দিয়ে যান। তিনি (বঙ্গবন্ধু) নিরন্ন মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দিতে কৃষি সমবায় সমিতি, পুষ্টির চাহিদা পূরণে গঠন করেছিলেন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, দরিদ্র তাঁতীদের নিয়ে তাঁতী সমবায় সমিতি এবং দেশের অন্যতম সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।' *

২৫। ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের উল্লেখ্যযোগ্য সমবায় লক্ষ্য:

(১) আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন সমবায় ব্যবস্থাপনা: বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথ্য পযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই একেবারে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন সমবায় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন আমরা করতে পারবো। সমবায় অধিদপ্তর কার্যালয় থেকে উপজেলা পর্যন্ত সকল কার্যালয়কে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে এবং অনলাইন কেনা বেচার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অনলাইন সমবায় উৎপাদিত পণ্যে বাজারজাতকরণে এ বিষয়টা আমি উদ্বোধন করে দিয়ে এসেছি।

(২) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: এর পুনর্গঠন: সমবায় ব্যাংক আইনটাও মুখ থুবড়ে পড়েছিল এই ব্যাংক আইনটাও সময়োপযোগী করে এটাকে আরও ভালভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে করা যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) বিদ্যমান আইনের সংস্কার: বিদ্যমান যে সমবায় আইন ইহাকে যুগোপযোগী করতে হবে।

(৪) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সমবায়: জাতি পিতা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চত করার জন্য কৃষি সমবায় সমিতি, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, তাঁতী সমবায় সমিতি, শিল্প সমবায় সমতি গঠনের পদক্ষপে নিয়েছিলেন। জাতির পিতা বলতেন আমাদের যে ভূমি যা যথাযথভাবে চাষ করতে হবে, কারণ আমাদের পরিবারগুলো যখন ভাগ হয়ে যায় তখন জমির মালিকানা ভাগ হয়ে যায়। আর জমির এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত হওয়ার ফলে জমির মাঝখানরে আইলগুলো যদি আমরা এক জায়গায় একত্রে করি তাহলে যে কোন জেলার সমান যেমন ফরদিপুর জেলার মতো একটা বিশাল অংশ পেতে পারি যা অনাবাদী থেকে থাক। এ অনাবাদী থেকে যাওয়া থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি সমবায় ব্যবস্থা বেছে নিতে চেয়েছিলেনে।

সমবায়রে মাধ্যমে অনাবাদী জমি কাজে লাগিয়ে চাষযোগ্য জমি সৃষ্টি করতে পারলে দেশটা এগিয়ে যাবে।

(৫) গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা: গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং গ্রামের মানুষের নিজ গ্রামে বসে রোজগার যাতে বৃদ্ধি পায় অর্থনৈতিকভাবে যাতে স্বাবলম্বী হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, আমাদের লক্ষ্য একটি মানুষও গৃহ হারা থাকবে না এবং সেই লক্ষ্য নিয়েই জাতির পিতা আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প নিয়েছিলেন। আমরা সেখানে যারা হতদরিদ্র তাদের আশ্রয়ন প্রকল্প নিয়েছি এবং যারা ঐ আশ্রয়নের মালিক হবে তারাও সমবায় করে এবং মালিকানা ভোগ করবে যাতে করে কেউ অহেতুক তার জমি, বাড়ী বিক্রি করতে না পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সমবায়ের ভিত্তিতে যেন যৌথভাবে তারা তাদের নিজ নিজ পেশায় সেই পেশায় কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা নিয়েছি।

(৬) সমবায় ভিত্তিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা: সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যটা আমি যথাযথভাবে বাজারজাত করতে না পারি তাহলে পণ্য উৎপাদনে মানুষ আগ্রহ হারাবে। সেই বাজারজাত করতে গেলে অল্প পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে সেটা বাজারে নিয়ে যাওয়া যথেষ্ঠ কষ্টকর। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে যদি বিপণন ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি প্রত্যেকটি পরিবার লাভবান হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন সমবায় গঠন করে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। যা দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখছে।

(৭) সমবায় ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজকরণ ব্যবস্থা সৃষ্টি: সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রয়িাজাত করার দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি কাজেই যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলোতে এ সমস্ত পণ্য উৎপাদন করছে সেগুলোকে আমরা আমাদের শিল্প কল কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে যেন ব্যবহার করতে পারি বা সেটাকে প্রক্রিয়াজাত করতে পারি তার সঙ্গে যদি যোগসূত্র করে দিতে পারি তাহলে আমাদের কোন গ্রামই আর অবহেলিত থাকবে না।

(৮) অনগ্রসর সম্প্রদায়/জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সমবায় ব্যবস্থা: আমাদের দেশে যারা অনগ্রসর সম্প্রদায় তাদেরকেও সমবায়ভিত্তিতে উৎপাদনে পাহাড় অঞ্চল বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অথবা আমাদের চরাঞ্চল, হাওড়, বাওড় এসব অঞ্চলের মানুষেরাও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভিত্তিতে তাদের উৎপাদনমুখী করা পণ্য বাজারজাত করা এবং আর্থিকভাবে তারা স্বচ্ছল হয় ব্যবস্থা করাটাও আমাদের লক্ষ্য।[৮১]

৮১ ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালার মূল প্রবন্ধ, হরিদাস ঠাকুর, ১৫ জুন ২০২০।

১৩.০৩: উপসংহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় দর্শনের আলোকে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় হৃদয়ে ধারণ করেন সমবায় চেতনা ও আদর্শ। এই চেতনা ও আদর্শের সমবায়কে তিনি বাংলাদেশ বিনির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চান। এর আলোকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় দিবসের বক্তব্য থেকে 'সমবায় আন্দোলন'কে উন্নয়নের হাতিয়ার করার কর্মপ্রয়াস নিতে পারি। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন: সমবায় একটি দর্শন। সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কৌশল। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি শান্তির সমাজ গড়ে তোলা যায়। (৫ নভেম্বর, ২০১৬, ৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ)।

সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). এই সদস্যবান্ধব প্রতিষ্ঠান গ্রামের জনগণের উন্নয়নের জন্য। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকারকেও আমাদের আলোকবর্তিকা করতে পারি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:আমি আশা করি সমবায়ের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটি জাতির পিতারই একটি আকাঙ্খা ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ আন্তরিক আশাবাদ আমাদের আশাবাদী করতে পারে সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে প্রসারিত করার কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করতে।

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং: ২২৩-২২৪

চতুর্দশ অধ্যায়

গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালা

১৪.০১: কর্মশালার পটভূমি

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম। এ গবেষণায় জাতির পিতার সমবায় দর্শন-এর স্বরূপসন্ধান এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কী কী এবং এসব প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়–সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষকদল কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এই খসড়া রিপোর্টের প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশকে অধিকতর প্রায়োগিক, ফলপ্রসূ এবং কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন অংশীজনের মতামত গ্রহণ একটি প্রচলিত মানদণ্ড। এ উদ্দেশ্যে গবেষণার খসড়া রিপোর্টের ওপর একটি কর্মশালা বিগত ০৫/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় সম্মানিত রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লার পরিচালক জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য, জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের, জনাব মো: কামরুল হাসান এবং যুগ্মপরিচালক জনাব ড. শেখ মাসুদুর রহমান। অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারবৃন্দ এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ।

কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে পাঁচটি দলে বিভক্ত করা হয়। পাঁচটি দলের নামকরণ করা হয় জাতির পিতার জীবনের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি সাল অনুযায়ী। (১৯২০/১৯৪৯/১৯৬৬/১৯৭২/১৯৭৫)।

রিসোর্স পারসনবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে কর্মশালাকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলেন।

১৪.০২: কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ, অভিমত ও সুপারিশ

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমান গবেষণাটি একটি সময় ও চাহিদা উপযোগী গবেষণা এবং এর মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ও রিসোর্স প্যানেলের অভিমত নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) দলের নাম : ১৯২০

বিষয় : বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তার জনউন্নয়ন দিকসমূহ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে গবেষণার সূচনাপর্বে লিটারেচার রিভিউ অধ্যায়কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকতে পারে:

১. উপমহাদেশের সমবায়ের আবির্ভাব উপনিবেশিক আমলে
২. সমবায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ,মধুসূদন দত্ত ও অন্যান্য
৩. পাকিস্তান আমল: বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা, অভ্যন্তরীণ সরকারের কাছে উত্থাপিত দাবি-দাওয়া ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সমবায় প্রসঙ্গ :
৬. দফা যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ইত্যাদি
৪. যুক্তফ্রন্ট সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা
৫. ১৯৪৭-১৯৭১ সময় গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায়কে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য বিবৃতি
৬. বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ, সংবিধানে সমবায় কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি, সময়ের মধ্যে নীতিসমূহের প্রতিফলন
৭. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন (বিশেষ গ্রাম-সমবায় প্রকল্প রূপরেখা)
৮. স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক বক্তব্য বিবৃতি: গ্রাম সমবায়কে গ্রামের বহুমুখী উন্নয়ন কেন্দ্রের হাতিয়ার
৯. ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে সমবায়কে কেন্দ্র করে গৃহীত কার্যক্রম
১০. বাকশাল দর্শনের সমবায়ের রূপরেখা
১১. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমবায় অধিদপ্তর ও আইআরজিসি কার্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রতিফলন
১২. বঙ্গবন্ধুর ভূমি সংস্কার কার্যক্রম, বহুমূখী গ্রাম-সমবায় মাধ্যমে যে যৌথ চাষাবাদ ও বন্টনের দিকনির্দেশনা ।

(খ) দলের নাম-১৯৬৬

বিষয়: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বাস্তবতা ও করণীয় ।

সুপারিশসমূহ:

১. বঙ্গবন্ধুর গ্রাম সমবায় সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা
২. গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য সমূহ ইউসিএনপিএস সার্বিক গ্রাম সমিতির মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং করে বাজারজাতকরণ
৩. নতুন প্রজন্মকে সমবায় এর আদর্শ ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান
৪. বঙ্গবন্ধুর দর্শন কে সামনে রেখে সমবায় আইন কে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করা
৫. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ
৬. সমবায় সমিতির পুরো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্ত করা

(গ) দলের নাম ১৯৭২

বিষয়: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিকতা

বাস্তবতা:

১. বঙ্গবন্ধুর গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত অর্থাৎ তার মন থেকে দূরে সরে গেছে

করণীয়:

১. সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সমবায় অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় করতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর গ্রাম-সমবায় গঠনের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
২.সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে টিন কার্যক্রমের বাধ্যবাধকতা এবং অডিট ফি ও সিডিএফ ধার্য করেন ধার্যকরণ
৩. বিশেষ শ্রেণীর সমবায় সমিতি সমিতির ক্ষেত্রে পরিবহন মালিক কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতি ব্যবসায়ী সমিতির সার্টিফিকেট নেওয়া যেতে পারে এবং উক্ত সমিতিতে অডিট ফি ও সিডিএফ ধার্য করা যেতে পারে
৪. কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত সমবায় সমিতি কে সহায়তা (যেমন প্রণোদনা দেয়া) ।
৫. কৃষি কাজের সাথে নিয়োগ দেয়া সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এককভাবে উৎপাদন বিতরণ না করা, সমবায়ের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।
৬. খুদে সমবায়ীদের সিডিএফ ধারণা পুনরুজ্জীবন; সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন ধারণা ;সমবায় কে গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু; গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়নে সম্পদের ন্যায্য হিসাব প্রদান কৃষিকে রক্ষা করা ।

দলের নাম: ১৯৭৫

বিষয়: ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার উপযোগিতা

বঙ্গবন্ধুর ভাবনা:

১. ৬৫০০০ গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন
২. বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা/করণীয়
৩. গ্রামীণ কৃষকদের নিয়ে সমবায় সমিতি করা এইখানেই কৃষি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করা
৪. বঙ্গবন্ধুর মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠা যাদের জমি আছে কিন্তু কৃষি কাজে সম্পৃক্ত নয় তাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করো সমবায় ভিত্তিতে আইল বিহীন চাষাবাদের ব্যবস্থা করা ।
৫. স্কুল কলেজ পর্যায়ে সমবায়ী মনোভাব, সঞ্চয়ী মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা

৬. সেবা সহজিকরণ করা
৭. কার্যকর পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন
৮. যুগের সাথে তাল মিলিয়ে টেকনোলজির প্রয়োগ করা এবং টেকনোলজি প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

করণীয় বিষয়ে মতামত ও সুপারিশসমূহ:

১. বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও সমবায়ীদের কাজের লিঙ্ক এর দরকার
২. বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে রেয়ার ডকুমেন্টস গুলো সংরক্ষন করতে হবে
৩. লাঙ্গল যার জমি তার জল যার জ্বালা তার
৪.পুঁজিবাদী সমাজ গ্রন্থন ব্যবস্থা ভূমি ব্যবস্থাপনা ভূমি সংস্কার এর বিষযটি আসতে হবে
৫. গ্রাম সংস্কৃতিতে সমবায় একটি হাতিয়ার রস
৬. বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে সমবায় ব্যবস্থাপনা
৭. বঙ্গবন্ধুর মডেলিং যুগের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করা যায়
৮. সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির এরমধ্যে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও কাজের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হচ্ছে তা আনা যেতে পারে
৯. বঙ্গবন্ধুর মূল কথা গুলো লিটারেচার আকারে ধারাবাহিকভাবে থাকবে
১০. দেশপ্রেমের কনসেপ্ট আনা যায় এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষের লোগো প্রচ্ছদে করা যায় ।

১৪.০৩: উপসংহার

গ্রন্থের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ এ অধ্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের সরাসরি মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। কর্মশালায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও দর্শন বিষয়ে সদস্যবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত এ গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

১৫.০১: প্রারম্ভিকা

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও এর প্রায়োগিকতা খুঁজে বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার জন্য প্রস্তুত জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরে উত্তদাতাদের প্রদত্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে একটি উপসংহারে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বহুমাত্রিক উপাদান ও এর প্রায়োগিক ব্যাপ্তি নিয়েও আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে।

১৫.০২: জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরদাতা ও অংশীজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং মূল্যায়ন

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে গবেষক দল কর্তৃক চারটি জরীপ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এসব প্রশ্নমালা তৈরি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বিভিন্ন আঙ্গিক ও দ্যোতনাকে মানদণ্ডের নিরিখে বিবেচনা করা হয়েছিল। এসব মানদণ্ডকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল:

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন' চিহ্নিতকরনের মানদণ্ড/নির্ণায়ক

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ক্রাইটেরিয়া/মানদণ্ডের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হবে:

১। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা উৎসারণ।
২। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের স্বরূপ।
৩। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কাঠামো।
৪। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিকতা।

→ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বিকাশ

৫। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তবতা।
৬। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার প্রয়োগ ক্ষেত্র/কর্মসূচি।
৭। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা।
৮। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের পরিধি।

→ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রয়োগ

৯। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির অর্থনৈতিক প্রভাব ও অর্জন।
১০। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির সামাজিক প্রভাব ও অর্জন ।
১১। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির সাংস্কৃতিক প্রভাব ও অর্জন ।

→ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব ও অর্জন

১২। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভাব ও অর্জন ।

১৩। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা।
১৪। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা।
১৫। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা।
১৬। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রাসঙ্গিকতা।
১৭। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আদর্শিক ও নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

গবেষণা কার্যক্রমে চার ধরনের উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এঁরা হলেন-(১) ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সদস্য; (২) বঙ্গবন্ধুর সমকালীন সময়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ। (৩) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ/কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ; (৪) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে দেশের অভিজ্ঞ চিন্তক/গবেষক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ।

তথ্য সংগ্রহকারীবৃন্দ কর্তৃক প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করার পরে চারটি প্রশ্নমালার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ সব বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শণের প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য, মতামত ও সুপারিশমালা পেয়েছি:

(১) গবেষণায় ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সমবায় সমিতির সদস্যদের তথ্য নেয়া হয়েছে। কারণ, এসব সদস্য বঙ্গবন্ধুর সমবায় কার্যক্রমকে খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন। উত্তরদাতার পেশাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৫%) ব্যবসায় নিয়োজিত এরপর ১৯% ভাগ করে উত্তরদাতার পেশা হলো চাকুরি এবং কৃষি। এ ছাড়া ১১% ভাগ উত্তরদাতা মৎস্যজীবী এবং অবসরপ্রাপ্ত (৪%), আইনজীবী (৩%) তাঁতী (১%) এবং পেশার তথ্য পাওয়া যায়নি এমন রয়েছে ৮% ভাগ। অর্থাৎ, উত্তরদাতাগণ একটি বৈচিত্র্যময় পেশায় নিয়োজিত বলে প্রতীয়মান হয়।

(২) উত্তরদাতাগণ বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত সমবায় সমিতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমানেও বিভিন্ন ধরনের সমবায়ের সাথে নিজেদের যুক্ত করে রেখেছেন। নিচের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার সমিতি (৬৭%) হলো অন্যান্য শ্রেণির তথা আরবান কো-অপারেটিভ, মৎস্যজীবী, কৃষি সমিতি ইত্যাদি। এ ছাড়া উত্তরদাতার সম্পৃক্তি হিসেবে বহুমূখী সমবায় সমিতি হলো ২৯% ভাগ, সঞ্চয় ঋণদান সমিতি ৩% ভাগ এবং মহিলা সমবায় সমিতি ১% ভাগ। অর্থাৎ, সমবায় সমিতির ধরনে বৈচিত্র্যময়তা পরিলক্ষিত হয়।

(৩) গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত উত্তরদাতাদের সমবায় সমিতিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় সাড়ে ৫৭ হাজার। এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে এক লক্ষ সাড়ে ৪০ হাজারের মতো দাঁড়িয়েছে। তবে সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বঙ্গবন্ধুও নারীদেরকে সমবায়ে সম্পৃক্ত করেছেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলোতে গড়ে নারীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ জন এবং যা বর্তমান সময়ে প্রায় সাড়ে চারগুণ বেড়ে ১৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

পুরুষ সদস্যের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। সমবায় আন্দোলনের যে বিষয়টি পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়, তা হলো যে গতি বঙ্গবন্ধু সমবায়ে দিয়েছিলেন তা অন্তত সদস্য সংখ্যা বিচারে বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে, সমবায়ের মাধ্যমে নারীরা যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তা নিচের সারণির তথ্য-উপাত্ত থেকে সুস্পষ্ট। এ ছাড়া এটিও বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রচেষ্টাও যথেষ্ট ছিলো বলে ধরে নেয়া যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সমিতি প্রতি প্রায় ২৭০ জন নারী-পুরুষ সদস্য থাকা কিন্তু এতোটা সহজ সাধ্য ছিলো না যার কৃতিত্ব অবশ্যই সে সময়ের বঙ্গবন্ধুর সরকারকে দিতে হবে। কারণ, বঙ্গবন্ধুই সমবায় মালিকানাকে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সরকার সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে আন্তরিক ছিলেন।

(৪) এদেশে সমবায়ের প্রচলন বৃটিশ শাসনামল থেকে। কিন্তু সমবায়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এর পথচলা মসৃণ ছিলো না। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে নতুন রূপদান করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক। তাই তিনি সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রয়োগ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মূলধন উৎসাহব্যঞ্জক ছিলো বলে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতিগুলোর মোট মূলধন, শেয়ার, সঞ্চয় যা ছিলো তা প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমানের কয়েকগুণ পর্যন্ত বেড়েছে যা খুবই স্বাভাবিক। তবে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রতিটি সমিতির গড় শেয়ার মূলধন ছিলো প্রায় সাড়ে ৭০ হাজার টাকা এবং সদস্য প্রতি গড় শেয়ার মূলধন দুই শত তেষট্টি টাকা মাত্র। এটি কিন্তু মোটেই কম পরিমাণ বলা যাবে না। একটি সমিতির সঞ্চিত অর্থ দিয়ে অনেক বড় প্রকল্প ঐ সময় পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো। এর সাথে কিন্তু সঞ্চয় মূলধনও ছিলো তাও যথেষ্ট বলে মনে হয়। যা বর্তমানে বহুগুণ বেড়েছে। অর্থাৎ, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতিগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বেশ ছিলো বলে ধরে নেয়া যায়। মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠেছিলো এবং মানুষ সমবায়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো বলে প্রতীয়মান বিশেষ করে শেয়ার, সঞ্চয় সহ অন্যান্য মূলধনের পরিমাণের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

(৫) গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত সমবায় সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা ৮৫% ভাগ সমিতি সক্রিয় রয়েছে। এ ছাড়া ১৪% ভাগ নিষ্ক্রিয় এবং ১% ভাগ অবসায়নে ন্যস্ত। অর্থাৎ, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত গঠিত সমিতিগুলোর বেশির ভাগ এখনো ভালোভাবে টিকে রয়েছে। এগুলোর আদল পরিবর্তন হয়েছে বা কর্মসূচিতে বৈচিত্র্যতা এসেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমবায় কর্মসূচি এসব সমিতির মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে।

(৬) গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে গঠিত যেসব সমিতি বর্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে এর পেছনে নানা কারণ বিদ্যমান। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা

যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৪%) সমিতির অধিকাংশ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছে বলে সমিতি সক্রিয় থাকেনি এবং উদ্যোক্তার অভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেন ৩১% ভাগ উত্তরদাতা। এ ছাড়া সরকারিভাবে আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা বা অনুদান না পাওয়া (১৬%), আর্থিক সংকট (১৬%), সদস্যদের অনাগ্রহতা (১৩%), সরকার থেকে ন্যায্যমূল্যে তাঁতের উপকরণ না পাওয়া (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব কারণ সমাধানযোগ্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ, সমবায় অধিদপ্তরের এখানে ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে।

(৭) বর্তমানে সমবায় সমিতি যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতিগুলো প্রায় একই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে বলে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে বলে গবেষণায় দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৩%) ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া শেয়ার-সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন (২০%), ব্যবসা কার্যক্রম চালু রাখা (০৯%), কৃষি ও তাঁত উপকরণ বিতরণ (০৮%), সরকারি জলমহল ইজারা নিয়ে মৎস্য চাষের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (০৭%), সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করা/ কৃষি পণ্য উৎপাদন করা (০৭%), পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন সাধন (০৬%), সমিতির মাধ্যমে তাঁত পণ্য বিক্রয় (০৬%), নদীতে মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ (০৬%) ইত্যাদি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

(৮) সমিতির বর্তমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে অতীতের সাথে খুব বেশি পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে সমবায় সমিতির যে রীতি সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩২%) ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ ছাড়া শেয়ার সঞ্চয় আদায় (১৭%), পুকুর/ জলমহল ইজারার মাধ্যমে মাছচাষ ও বিক্রয় (১২%), সমিতির পুঁজি দিয়ে জমি ক্রয় ও মার্কেট/ভবন তৈরি ও ভাড়া দেয়া (১২%), ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখা (১০%), বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা (০৬%) এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা (০৫%) কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়ে গঠিত যেসব সমিতি নিষ্ক্রিয় রয়েছে এদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নেই বলে উত্তরদাতাগণ (৩১%) উল্লেখ করেন। যে সব কার্যক্রম বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে বঙ্গবন্ধুর সময়ের সমিতির কার্যক্রমে খুব বেশি তফাৎ নেই। শুধুমাত্র পুঁজি দিয়ে জমি ক্রয় বা মার্কেট বা ভবন তৈরি ও ভাড়া দেয়ার কার্যক্রমটি একটু ব্যতিক্রম মনে হয়। এটি সে সময়ের সমিতিতে ছিলো না।

(৯) গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলো বঙ্গবন্ধুর সময়কার। এসব সমিতি যখন গঠিত হয়েছিলো তখন ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিলো তা গবেষণায় জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নানাবিধ উদ্দেশ্য উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেছেন। তথ্যমতে থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪২%) সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমিতি গঠন করেছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি উল্লেখ করেন ১৭% ভাগ উত্তরদাতা যেখানে ১৬% এবং ১৩% উত্তরদাতা যথাক্রমে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করা ও মূলধন গঠন এবং কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নকে সমিতি গঠনের শুরুর দিকের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেন। এ ছাড়া সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ঋণ কার্যক্রম (১১%), গরীব জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন (১০%), বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (০৮%), একতাবদ্ধ হয়ে নদীতে মাছ আহরণ ও জলমহল ইজারা নিয়ে মাছ চাষ (০৮%), মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন (০৭%), ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়ন (০৭%), সমবায়ের মাধ্যমে একতাবদ্ধকরণ (০৭%) এবং মহাজনী প্রভাব থেকে সদস্যদের মুক্তকরণ (০৬%) উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শুরুতে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যগুলোর সাথে বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন যেন দেশের সকল ক্ষেত্রের বা সকল পেশার মানুষের উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমে হয়। প্রাপ্ত উদ্দেশ্যগুলোর মূল কথাও ঠিক বঙ্গবন্ধুর সমবায় উন্নয়ন দর্শনের সাথে মিলে যায়।

(১০) সমিতি গঠনের প্রথম দিকের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্পর্কে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৮৮%) ভাগ মনে করেন যে শুরুর দিকের উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হয়েছিল। মাত্র ১২% ভাগ মনে করেন যে উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। মাত্রাগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোটামুটি/ আংশিক পূরণ হয়েছে বলেছে ৩৩% ভাগ উত্তরদাতা এবং ৫৫% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হয়েছে।

(১১) সমবায় সমিতি গঠনের ফলে প্রথম দিকে এলাকায় কিছু কিছু প্রভাব পড়েছিলো বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। তথ্য হতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৬%) মনে করেন সমিতি গঠনের ফলে প্রথম দিকে কৃষিতে উৎপাদন বাড়তে শুরু হয়েছিল এবং ২৩% ভাগ উত্তরদাতা দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী তথা তাঁতী, কৃষক, জেলে ইত্যাদির আর্থ-সামাজিক উন্নতি তরান্বিত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া জনগণের সঞ্চয়ী মনোভাবের সৃষ্টি ও পুঁজি গঠন এবং সমিতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি এর বিষয়ে উল্লেখ করেন যথাক্রমে ১২% এবং ১০% ভাগ উত্তরদাতা। ০৮% ভাগ করে উত্তরদাতা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত এবং একতাবদ্ধ ও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ত্বরান্বিত হয়েছিল বলে মনে করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হওয়া (০৭%), গণসচেতনতা বৃদ্ধি (০৫%) এবং সরকারি বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি (০৫%) এর মতো প্রভাব পড়েছিলো বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।

(১২) একথা ঠিক যে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পর যে সমবায় আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন তা অনেকক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। বঙ্গবন্ধু যেভাবে সমবায়কে দেখতেন তার যদি সফল প্রয়োগ ঘটতো তবে নানা ইতিবাচক ফল দেশের জন্য বয়ে আনতো তা গবেষণায় উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে বলা যায়।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৯%) মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে বাংলাদেশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেত/ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হতো। এ ছাড়া ২৮% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন আর্থ-সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন হতো যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তি (২১%), পূর্বেই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি (১৫%), দেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া (১৪%), সম্পদের সুষম বণ্টন হতো (০৯%), ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস (০৯%), দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব (০৯%) এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (০৭%) ইত্যাদি ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যেতো বলে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, এদেশের জনমানুষকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর যে উপলব্ধি, চিন্তা বা ভালোবাসা ছিলো তা এখানে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ফলে তাঁর সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন চিন্তার সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল সবই এদেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে ব্যাপৃত। বিষয়টি এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

(১৩) বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন সমবায় খাতে স্বল্পতম সময়ে বেশ আলোড়োন তুলেছিলো। এ খাতের তিনি বেশ কিছু নতুন ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ করেছিলেন যেমন- বহুমুখী বা প্রত্যেকটি গ্রামে সমবায় ইত্যাদি। ফলে সমিতি এবং এর সদস্যদের বেশ কিছু অর্জনও হয়েছিলো যা গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (২৩%) মনে করেন সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল যেখানে ১৯% এবং ১৭% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যথাক্রমে সমিতির মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি এবং সমবায়ীদের আয় বৃদ্ধি হয়েছিল। এ ছাড়া ১২% ভাগ করে উত্তরদাতা সমিতি/ সদ্যদের অর্জন হিসেবে সমবায়ীদের সহজে বহু ধরনের অনুদান/ উপকরণ প্রাপ্তি, সমিতির সদস্যদের অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিকে উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি সদস্যগণের সমৃদ্ধি লাভ (০৭%), পুঁজি গঠন হয়েছিল (০৭%) এবং সমবায়ীদের একতাবদ্ধতা/ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি (০৬%) ইত্যাদি অর্জনের বিষয়েও উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, একটি সফল সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে পুঁজি গঠন, ঋণের সুবিধা, বিভিন্ন উপকরণ বা অনুদান প্রাপ্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে তা দাঁড়িয়ে যায় যা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দিতে পেরেছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। যার ফলে সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছিলো যা বঙ্গবন্ধুর একান্ত বাসনা ছিলো বলে তাঁর সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্য বা আলোচনায় উঠে এসেছে।

(১৫) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বা ভাবনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতায় একেবারে যথার্থ ফলাফল উঠে এসেছে গবেষণায়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৮৪%) বলেছেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমান সময়ে পুরোপরি প্রাসঙ্গিক। অনেক উত্তরদাতা আবার বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করেও বলেছেন। যেমন: ০৭% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক যেখানে ০৬% এবং ০৫% করে উত্তরদাতা বলেন, দেশের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ছিল দূরদর্শী ও বর্তমান প্রজন্মের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং উন্নয়নের স্রোতধারা আরো বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও ভাবনা প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে এখনো সমবায়ীগণ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যা বর্তমানে ভেবে দেখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

(১৬) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমানে প্রয়োগ করা যায় এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৪%) একে প্রাসঙ্গিক বলে মতামত প্রদান করেন। কিন্তু কীভাবে বর্তমানে তা প্রয়োগ করা যায় তার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণায় নানা তথ্য উঠে এসেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৯%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বর্তমান প্রয়োগ সকল শ্রেণির জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি ও পুঁজি গঠনের মধ্য দিয়ে হতে পারে যেখানে ২২% এবং ১৪% উত্তরদাতা বলেন, কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে প্রয়োগ করা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োগ সম্ভাবনার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণ (১৩%), সহজ শর্তে ও কমসুদে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ (১২%), সমবায়ের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ (১১%), গ্রাম সমিতিগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে (১১%), ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে (১১%) এবং সরকারি অনুদান ও সহায়তা বিতরণ (০৭%) ইত্যাদি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, এটি সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে সমস্যা রয়েছে যার ফলে সমবায় আন্দোলন যতটুকু অবদান রাখার কথা ঠিক ততটুকু রাখতে পাচ্ছে না। তাই উত্তরদাতাগণ মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন যদি উল্লিখিত ক্ষেত্রে সফল প্রয়োগ করা যায় তাতে বিদ্যমান সমস্যাবলি দূর হবে যাতে সমবায় আন্দোলন আরো বেগবান হবে বলে ধরে নেয়া যায়।

(১৭) বাংলাদেশে সমবায় খাত নিয়ে সকল ভাবনার সরকারি দায়িত্ব সমবায় অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্বও অধিদপ্তরের উপরই বর্তায়। তাই তাঁর সমবায় দর্শনকে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় করণীয়ের বিষয়ে গবেষণায় উঠে আসে। গবেষণায় প্রাপ্ত প্রথম প্রশ্নের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩০%) মনে করেন, কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের বিদ্যমান মানোন্নয়ন বা পরিবর্তন করার বিষয়ে উত্তরদাতাগণ ইঙ্গিত করেন। এ বিষয়টি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সর্বোপরি সমবায় অধিদপ্তর ভেবে দেখতে পারে। এ ছাড়া ২৭% এবং ২১% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, গ্রাম সমবায়ের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সমিতিসমূহকে আর্থিক তথা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি অন্যান্য করণীয় হলো মাঠ পর্যায়ে সমবায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করা (১৯%), গ্রামীণ জনগণকে সমবায়ের সুফল সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সমিতি এবং পুঁজি গঠন (১৭%), সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করা (১০%), সমবায়ের আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতন করা (০৯%) এবং সহজ শর্তে ও কম সুদে ঋণ বিতরণ (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বর্তমানে বাস্তবায়ন করতে গেলে সমবায় অধিদপ্তর গবেষণায় প্রাপ্ত করণীয় সম্পর্কে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে পারে।

অপর প্রশ্নের জবাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা যথাক্রমে ২৬% এবং ২৫% মনে করেন ওএঅ ভিত্তিক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ এবং ওএঅ ভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প/পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনীয় । এ ছাড়া অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে রয়েছে উৎপাদনমুখী সমবায় গঠন (০৯%), সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান (০৮%), সমিতিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ (০৮%), তদারকি বাড়ানো (০৮%), প্রকৃত পেশাজীবী (মৎস্য, তাঁতী, ব্যবসায়ী) ও অবহেলিতদের (হিজরা, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি) নিয়ে সমিতি গঠন (০৭%), সমবায়ের সুফল জনগণকে জানানো (০৬%), কম/বিনাসুদে ঋণের ব্যবস্থাকরণ (০৬%), সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (০৬%), স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ তথা নিয়মিত অডিট (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

(১৮) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে নানা সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে । এসব প্রতিবন্ধকতা কিন্তু দূর করা সম্ভব । এতে প্রয়োজন হলো সদিচ্ছা এবং ইতিবাচক মানসিকতা । প্রথম প্রশ্নের উত্তরে গবেষণায় যেসব প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৩%) মনে করেন পর্যাপ্ত পুঁজি/মূলধনের অভাব যেখানে ১৬% এবং ১৫% উত্তরদাতা রাজনৈতিক প্রভাব ও মতবিরোধ এবং সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব তথা দুর্বল নেতৃত্বকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেন । এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তার অভাব (১৩%), সমবায় আইনের জটিলতা বা অজ্ঞতা (১৩%), সঠিক নেতৃত্বের অভাব (১০%), কর্মমুখী প্রশিক্ষণের অভাব (১০%), সমবায়ের প্রতি মানুষের অনীহা ও আস্থাহীনতা (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । অবশ্য ১৬% ভাগ উত্তরদাতা কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন না । অর্থাৎ, এসব প্রতিবন্ধকতা নিরসনে ভাবার সময় এসেছে । কারণ, এগুলো নিরসনযোগ্য, তবে শুধু প্রয়োজন অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের উপলব্ধি এবং সদিচ্ছা । এসব ভাবা উচিত বলে মনে হয় ।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সময়ে বিদ্যমান কিছু সমস্যার বিষয় গবেষণায় উঠে আসে । সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২১%) মনে করেন অনেক NGO এর আর্বিভাবের ফলে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগে সমস্যা হয়েছে যেখানে ১৪% এবং ১১% ভাগ করে উত্তরদাতা যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন, ক্ষমতার অপব্যবহার, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, দালালদের দৌরাত্ম্য কে ঐ সময়ের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন । এ ছাড়া উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব (০৯%), দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়া (০৭%), জনবল সংকট (০৭%), সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব (০৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা হয় । অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর পরের সরকারগুলো বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করেছে । তাঁর দর্শন মেনে ভিন্নভাবে সমবায়ের পরিচালনার চেষ্টার ফলে কিছু কিছু উপজাত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিলো ।

(১৯) গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য উত্তরদাতাগণ আরো অনেক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেন । এসব মতামত আবার অনেকটা সুপারিশমূলক ।

এগুলো ভেবে দেখা যেতে পারে । সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২০%) মনে করেন আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেখানে ১৩% এবং ১২% ভাগ উত্তরদাতা সরকারি বিভিন্ন উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন । এ ছাড়া অন্যান্য মতামতের মধ্যে রয়েছে ঋণ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ (১১%), উন্নয়ণমূলক প্রকল্প/ শিল্প স্থাপন (০৯%), বঙ্গবন্ধুর আদর্শে প্রতিটি সমিতিকে গঠন করতে হবে (০৮%), সক্রিয় সমিতিগুলোকে নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ প্রদান (০৮%), উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যের বাজারজাতকরণের সু-ব্যবস্থাকরণ (০৭%), বেদখল জমি উদ্ধারে আইনগত সহায়তা প্রদান (০৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

(২০) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন । তিনি সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের নতুন ধারার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন । এ সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন । গবেষণায় সমবায়কে এ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর পেছনে বিদ্যমান কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহনের পেছনে ১৩টি কারণ নিহিত ছিল । গবেষণা তথ্য থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪২%) মনে করেন বঙ্গবন্ধু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চেয়েছেন বলেই সমবায়কে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন । এ ছাড়া তিনি ধনী ও গরীবের মধ্যে সমতা বজায় রাখা তথা সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থাকরণ (২৪%), সমবায়ের মাধ্যমে অধিকার নিশ্চিতকরণ (১১%) এবং শোষণমুক্ত দেশ গঠন (১১%) এর জন্যও সমবায়কে বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করেছিলেন । উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ (৯%), তহবিল গঠনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি (৯%), গ্রাম/ কৃষকদের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ (৮%), তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা (৮%), ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে গঠন (৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । অর্থাৎ, উত্তরদাতাগণ কর্তৃক চিহ্নিত ১৩ কারণ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু দেশের সার্বিক উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমে করতে চেয়েছেন যেখানে, শোষণ-নিপীড়ণ, বৈষম্য হ্রাস, তৃণমূলের গণতন্ত্রায়ন, দরিদ্রতা হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমবায় কাজ করে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন ।

(২১) গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পর্কে উত্তরদাতার ধারণা বিস্তৃত ও গভীর । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে উত্তরদাতাগণ ১৬টি ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন । এসব ধারণা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকেই বিধৃত করে । উত্তরদাতাগণ মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের অন্তর্নিহিত মানেই হলো সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (২২%), নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি (১৫%), নতুন নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি (১৩%), ঐক্য গঠন (১৩%), বেকারত্ব দূরীকরণ (১৩%), গ্রামভিত্তিক সমবায়ের উন্নয়ন (১১%), সমবায়ের মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (১১%) উৎপাদন বৃদ্ধি (১১%), স্বাবলম্বিতা/প্রকৃত সোনার বাংলা গঠন (১০%) এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের উপায় (১০%) । এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানেই হলো স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানো

(০৯%), সমমনা মনোভাব সৃষ্টি (০৯%), তৃণমূল/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (০৭%) ইত্যাদি অন্যতম। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে একটি সামগ্রিক এপ্রোচ (Holistic Approach) হিসেবেই উত্তরদাতাগণ মনে করেন যেখানে সমাজের কোনো অংশ বাদ যায়নি। প্রকৃত অর্থে বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তর সমবায় প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব বলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে উঠে আসে।

(২২) বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ ছিলো দেশের উন্নয়নের সাথে একেবারে পরিপূরক অর্থাৎ সমবায় মানেই তিনি মনে করতেন দেশের সার্বিক উন্নয়ন। তিনি যেসব সমবায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটি দেশের উন্নয়নকে কোন কোন ক্ষেত্রে হয় উন্নয়নের নব সূচনা করেছে নতুবা বিদ্যমান উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগকে দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরকতাকে গবেষণায় নানাভাবে উঠে এসেছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (১৭%) এ পরিপূরতাকে দেখেছেন জনশক্তিকে জন সম্পদে পরিণত করা হিসেবে, ১৬% ভাগ উত্তরদাতা ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা/আদায় করা, ১৫% ভাগ উত্তরদাতা সম্পদের সুষম ব্যবহার/সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ১২% ভাগ উত্তরদাতা সাধারণ জনগণের উন্নত জীবন যাপনের প্রত্যাশা হিসেবে। এ ছাড়া সম্মিলিতভাবে কাজ করা (১০%), সম্মিলিতভাবে পুঁজি গঠন (০৯%), কৃষিতে উন্নয়ন/ বিপ্লব ঘটানো (০৮%), সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষতকরণ (০৭%), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (০৭%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা (০৭%) এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার (০৬%) ইত্যাদিকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগকে দেশের উন্নয়নের সাথে পরিপূরক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

(২৩) বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল গঠন করেছিলেন যার মাধ্যমে একটি শোষণহীন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও শোষিতের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাকরণের কথা তিনি বারবার বলেছেন। তিনি এটিকে দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাকশালের একটি বড় উপাদান হিসেবে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় গঠনের উদ্যোগ নিয়ে কাজও শুরু করেছিলেন। তাঁর এ উদ্যোগের পেছনে কাজ করেছিলো ঐ সময়ে সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, খাদ্য ঘাটতি, বিশ্ব রাজনীতি, জাসদের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' আন্দোলন, স্বাধীনতা বিরোধীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি। এর অনেক কিছুর সমাধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু বাকশালের মধ্যে সমবায়কে একটি হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন যার কিছু সুফল আসতে আরম্ভ করেছিল। গবেষণায় প্রাপ্ত মতামত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

গবেষণায় উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত হতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পৃক্ততাকে যুগোপযোগী উদ্যোগ ছিলো বলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (১৭%) মনে করেন। দেশ গঠনে ভূমিকা রেখেছিল সমবায় এমনটি মনে করেন ১৪% ভাগ উত্তরদাতা। দুর্নীতি হ্রাস হয়েছিল মনে করেন ১৩% ভাগ, দরিদ্রতা কমতে শুরু করেছিল বলে উত্তর দেন ১২% ভাগ উত্তরদাতা।

এ ছাড়া কেন্দ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রসার ঘটেছিল (১১%), নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছিল (১০%), কৃষির উন্নয়ন শুরু হয়েছিল (০৯%), সমবায়ই ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান (০৯%), শোষণমুক্ত দেশ/ সমাজ গড়ার হাতিয়ার ছিল (০৯%), ধনী-গরীবের সম-অধিকার আনয়নের হাতিয়ার ছিল হয়েছিল (০৮%), সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন (০৮%), সকল জনগণকে একত্রিত করে দেশের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন (০৭%), সমবায়কে বিকশিত করেছিল (০৬%) এবং সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার প্রত্যাশা ছিল (০৫%) বলে গবেষণায় প্রাপ্ত মতামতে উঠে এসেছে। অর্থাৎ, উত্তরদাতাগণ মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেয়া তথা বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য ছিলো দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এখানে কোনো ধরনের ধোঁয়াশা বা অস্পষ্টতা ছিলো না। এ সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তথা বাকশালের মধ্যে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলো প্রতীয়মান হয়।

(২৪) এদেশে সমবায় আন্দোলন নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে সমবায়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং কাজও শুরু করেছিলেন তা তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। সমবায়কে অনেকটা অবহেলিত করে রাখা হয়েছিল। কীভাবে এ আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করা হয় বা বাধার ফলে কী ফলাফল হয় বা কেন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল ইত্যাদি সংক্রান্ত ১৭টি মতামত গবেষণায় পাওয়া যায় যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৬%) মনে করেন বঙ্গবন্ধুর আকস্মিক হত্যাকান্ডের ফলে তাঁর সমবায় আন্দোলন পরবর্তীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ ছাড়া সংগঠিত প্রতিষ্ঠনগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারাকে বাধা হিসেবে মনে করেন ১৭% ভাগ, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও অরাজকতা বৃদ্ধিকে মনে করেন যথাক্রমে ১৫% ও ১৪% ভাগ উত্তরদাতা। সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বাধা দেয়া হয়েছে মনে করেন ১৩% ভাগ; ঘুষ, দুর্নীতির প্রসার হওয়া, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং পুঁজিবাদের দৌরাত্মকে সমবায় আন্দোলনকে বাধা দেয়ার ফল হিসেবে মনে করেন যথাক্রমে ১২%, ১১% এবং ১০% ভাগ উত্তরদাতা। এ ছাড়া সমিতির প্রতি আস্থা অর্জিত না হওয়া (০৮%), স্বজনপ্রীতির প্রসার (০৭%), স্বজনপ্রীতির প্রসার (০৭%) এবং অবিশ্বাস বেড়ে যাওয়া (০৭%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য হিসেবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এটি প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর সমবায় আন্দোলনকে যে বাধা দেয়া হয় তার ধরন ও বিস্তার ছিলো নানামাত্রার যা নিচের সারণি থেকে স্পষ্ট হয়।

(২৫) গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনার সাথে উত্তরদাতার মতামতের অনেক সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু সমবায় দর্শনের মূল চেতনা হলো দেশের সার্বিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সর্বস্তরে সমবায়ের প্রবর্তন। তাইতো তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়ী মালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি এমন সমবায় চেয়েছেন যার মাধ্যমে দেশে

উৎপাদন বাড়বে, কৃষকের জমি কৃষকের কাছেই থাকে, মুনাফার ন্যায্য প্রাপ্তি ঘটবে, বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং সর্বপরি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৯%) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনাকে আর্থ-সামাজিক তথা গ্রাম/দেশের উন্নয়ন উন্নয়ন হিসেবে বিবৃত করেন। এ ছাড়া সম্পদের বণ্টন নিশ্চিত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং সকল স্তরের জনগণকে একত্রিত করাকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা হিসেবে মনে করেন যথাক্রমে ১৩%, ১১% এবং ১০% উত্তরদাতা। এর পাশাপাশি উত্তরদাতাগণ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা হিসেবে দক্ষ জন সম্পদ তৈরি করা (১০%), খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা (০৯%), অর্থনৈতিক মুক্তি (০৮%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি (০৭%), পুঁজিবাদ বিলুপ্ত করে সাম্যবাদের সৃষ্টি (০৬%), সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে সমবায় (০৬%), বেকারত্ব দূর করা (০৬%) এবং দরিদ্রতা দূর করা (০৬%) ইত্যাদিকে উল্লেখযোগ্যভাবে মনে করেন। অর্থাৎ, গবেষণায় ফলাফলে সঠিকভাবেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা সম্পর্কে উত্তরদাতার ধারণাগুলো উঠে এসেছে। এতে বোঝা যায়, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি প্রাচীন ও পরীক্ষিত মাধ্যমে হিসেবে সমবায় যথেষ্ট কার্যকর তা বঙ্গবন্ধু আমলে নিয়ে প্রয়োগের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

১৫.০৩: সমবায় চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ

(১) সমবায়ীদের চেতনা বৃদ্ধি করে তাদের সমবায় দর্শন সম্পর্কে বোঝাতে হবে।
(২) দুর্বিনীত কতিপয় ব্যক্তির দীর্ঘ হস্ত এবং প্রসারিত দুর্নীতির বলয় দমন করা জরুরী। দুর্নীতি উৎপাটন দ্বারা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নেওয়া সম্ভব।
(৩) সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে এবং দেশের উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমবায় সংগঠনসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ, সমবায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সমবায় সংগঠন পরিচালনা
(৪) সমবায়ভিত্তিক বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন কৃষকদের যথাযথ মূল্যে উৎপাদিত পন্য বিক্রয়ে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। গ্রামীন পরিবারে আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।
(৫) আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করা, তাদেরকে একটা ভরসার পরিবেশ দেওয়া এবং মনিটরিং করা যেন সমবায়ের মধ্যে কোন টাউট লোকজন ঢুকে না পরে এবং সমবায়ীদের যদি আর্থিক সহায়তা লাগে সে বিষয়ে ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করা।
(৬) সাধারণ সমবায়ীদের সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করা;
(৭) সমবায়ীদের ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস দেওয়া;
(৮) সমবায়ীদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া;
(৯) সমবায়ীদের সুরক্ষা দেওয়া;
(১০) উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেওয়া এবং রপ্তানী বাজার ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

(১১) সমবায় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আন্তরিক ও নিস্বার্থভাবে সহায়তা প্রদান।
(১২) সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড সব সময় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
(১৩) দপ্তর প্রধানকে সমবায় ক্যাডার হতে নিয়োগ দিতে হবে।
(১৪) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সকল কাজ দ্রুততর করতে হবে।
(১৫) পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের উপযোগী করে আইনম বিধি ও নীতিমালা সংশোধন করা।
(১৬) প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর সমবায় আন্দোলনের আগ্রগতি ও অবনতি জাতীয় সেমিনারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা এবং
(১৭) সময় উপযোগী কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫.০৪: কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ

গবেষণার জন্য প্রস্তুতকৃত জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ সম্বলিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালা থেকে সফল সমবায় সমিতির প্রভাবক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেছে বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে। এসব মতামত ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. বঙ্গবন্ধুর গ্রাম সমবায় সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
২. গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য সমূহ ইউসিএনপিএস, সার্বিক গ্রাম সমিতির মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং করে বাজারজাতকরণ।
৩. নতুন প্রজন্মকে সমবায় এর আদর্শ ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
৪. বঙ্গবন্ধুর দর্শন কে সামনে রেখে সমবায় আইনকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করা।
৫. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬. সমবায় সমিতির পুরো কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্ত করা।
৭. বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা ও সমবায়ীদের কাজের লিঙ্ককরণ।
৮. বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে রেয়ার ডকুমেন্টস গুলো সংরক্ষন করতে হবে।
৯. বঙ্গবন্ধুর সমবায়কে মডেলিং করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করা।
১০. সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সমবায় অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় করতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর গ্রাম-সমবায় গঠনের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫.০৫: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফল

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ, অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক কর্মশালার প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে আমরা নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে পারি-

(১) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
(২) সমবায় অধিদপ্তরের 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' প্রকল্পকে বাস্তবে রূপদান করত: অধিক সংখ্যক গ্রামে এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) সমবায় অধিদপ্তরের পরিকল্পনা শাখাকে অধিকতর প্রায়োগিক ও ফলাফল কেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে হবে যাতে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের গতিপথ নির্ধারণকারী কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায় ।
(৪) বঙ্গবন্ধু সমবায় দর্শনকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণকরত: যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে ।
(৫) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে স্মার্ট প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ।
(৬) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমবায়ীদের মধ্যে আন্ত:সংযোগ আরও নিবিড় ও কার্যকর করা প্রয়োজন ।
(৭) বাংলাদেশের তথা সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা দলিলে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকলেও সমবায় অধিদপ্তর/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সে নীতি ও পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি । এ বন্ধ্যাত্ব কাটানোর উদ্যোগ নিতে হবে ।
(৮) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

১৫.০৬: বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান গ্যাপ

বাংলাদেশের সমবায়ের সফলতার অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের সুনির্দিষ্ট যোগাযোগহীনতা বা সম্পর্ক গ্যাপ । 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও চিন্তার বিষয়ে সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তর সম্যকভাবে জানে না বা জানার চেষ্টা করে না । গতানুগতিকভাবে তারা সমবায়কে পরিচালনা করে থাকেন । অথচ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ছির গভীরভাবে আত্মস্থ করে সমবায় পরিচালনা করা । এর ব্যত্যয় ঘটায় সমিতি পরিচালনায় হোঁচট খায় তারা ।

অপর দিকে সমবায় বিভাগে কর্মরত-কর্মচারীবৃন্দও সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যতটা উৎসাহী ও তৎপর থাকেন, নিবন্ধন পরবর্তী সমিতি পরিচর্যায় তারা তত উৎসাহী হন না । ফলে সমবায়ীদের সাথে সে ধরনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না । এখানে একটি সুনির্দিষ্ট গ্যাপ থাকে । অথচ সমবায় সমিতি হচ্ছে ধারাবাহিক কর্মচর্চার একটি প্লাটফরম । বাংলাদেশের সমিতির সফলতার প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে , যেসব উপজেলায়/জেলায় সমিতি কর্তৃপক্ষের সাথে সমিতি সংগঠক/সমবায় অফিসারদের পারস্পরিক নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় রয়েছে, সে সব সমিতি অবশ্যই সফলতার মুখ দেখেছে। এই আন্তঃসংযোগই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তার কর্মসূচি দ্বারা ।

সার্বিক বিচারে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এ সম্পর্কে জ্ঞান ও আগ্রহের অভাব । আর তাই সফল সমিতি গড়ে উঠছে না কাঙ্খিতভাবে । সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের সুনির্দিষ্ট যোগাযোগহীনতা বা এই সম্পর্ক গ্যাপের পেছনে কয়েকটি কারণ আছে বলে মনে করা যায় । এগুলো হলো:

(১) মানসিক জড়তা/বাধা ।
(২) বঙ্গবন্ধু চর্চার অভাব ।
(৩) যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধকরণের অভাব ।
(৪) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ।
(৫) যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার অভাব ।
(৬) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ও সুপারভিশনের অভাব ।

১৫.০৭: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

বর্তমান গবেষণা কর্ম থেকে কয়েকটি শিক্ষা আমরা পেতে পারি । এগুলো হলো-
(১) সমবায় অধিদপ্তরে বেশি বেশি করে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন চর্চা হওয়া দরকার ।
(২) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে বেশি বেশি সংখ্যক জনবান্ধব প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার ।
(৩) সমবায় অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিযুক্ত ডকুমেন্ট/তথ্য নিয়ে একটি আর্কাইভ করা যেতে পারে ।
(৪) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকতর সমবায়বান্ধব হওয়া প্রয়োজন ।
(৫) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার ।

১৫.০৮: ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । তারপরও ভবিষ্যতে এ ধরনের গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি তথা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে প্রথমবারের মতো গবেষণা হয়েছে । সময় স্বল্পতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে গবেষণাটি ক্ষুদ্র অবয়বের । বৃহত্তর অবয়ব ও সময় সমর্থন নিয়ে সারা দেশের আরও অধিক স্যাম্পল সাইজ নিয়ে গবেষণা করলে আমরা সফল সমিতির বহুমাত্রিক অবস্থান পেতে পারি ।

সমবায় কর্মকাণ্ডের সফলতা অভীপ্সার ক্ষেত্রে এ গবেষণাটি নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে । এ গবেষণাকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে আরও গবেষণা পরিচালিত হলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে-
(১) বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের অধিকতর সম্পৃক্তকরণ ।
(২) সমবায় সফলতার ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগের সময় উপযোগী কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা ।
(৩) সমবায়ের মাধ্যমে নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ।
(৪) সমবায় বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সমবায়ের গতিশীলতার প্রকৃতি ও প্রায়োগিকতা চিহ্নিতকরণ ।
(৫) সমবায়ের আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতার সুনির্দিষ্ট দায়ভার চিহ্নিকরণ ।
(৬) উন্নয়ন অভিযাত্রার বৃহত্তর ক্যানভাসে সমবায়ের অবস্থান নির্ধারণ ।
(৭) সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় আন্দোলন বিকাশে করণীয় নির্ধারণ ।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভবষ্যতে বেশি বেশি টুলস প্রয়োগ করে আরো অধিকতর গুণগত মানসম্মত তথ্য পাওয়া যেতে পারে । উপরোক্ত বিষয়সমূহ ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে ।

১৫.০৯: গবেষণার সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশমালা

'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' গবেষণার সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে আরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে সমবায় সফলতার জন্য বিবেচনা করতে পারি-

(১) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে কার্যকর করার জন্য প্রায়োগিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) সমবায় বিভাগকে সমবায়বান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব হয়ে সমবায় সফলতার পথ অনুসন্ধান করতে হবে।

(৩) সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ দূর করতে প্রোঅ্যাকটিভ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(৪) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায়কে বিস্তৃত করতে হবে।

(৫) সমবায় বিভাগকে নিয়ন্ত্রক নয়, বরং সমবায় সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৬) বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে সমবায়কে প্রকৃত সমবায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

(৭) করোনাকালের অভিজ্ঞতার আলোকে সমবায়কে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের গণ্ডিতে না রেখে বহুমুখি উৎপাদন কর্মকাণ্ড ও উচ্চমূল্য সংযোজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

(৮) সমবায়ের সকল সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সমবায় সফতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে।

(৯) বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন ও সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(১০) বঙ্গবন্ধু সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্ততার ঐতিহাসিক দলিলাদি/ডকুমেন্ট/ছবি নিয়ে সমবায় অধিদপ্তরে **'বঙ্গবন্ধু সমবায় আর্কাইভ'** করা যেতে পারে।

১৫.১০: উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে উন্নয়নের দর্শন কারণ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের অধিকাংশ নিয়ামকের বাস্তবায়য়নে সমবায় একটি পরীক্ষিত হাতিয়ার হতে পারে। সমবায় অধিদপ্তরের গতিশীলতা ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এটাই এখন যুগের দাবী (Time Driven), চাহিদার দাবী (Demand Driven)ও কর্মআবহের দাবী (Situation Driven)। এ দাবি পূরণ করে সমবায় কার্যক্রমকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের নিরিখে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যতে পারে:

(১) সমবায় অধিদপ্তরে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে।

(২) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের অবদান ও অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হবে।

(৩) সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে আমাদের কর্মস্পৃহা ও দক্ষতা প্রমাণের প্লাটফর্ম সৃজিত হবে।

(৪) সমবায় আন্দোলনে একটি সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখি ধারা সৃজিত হবে যা সমবায় আন্দোলনের ভাবমূর্তি বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে।

(৫) সরকারের উন্নয়ন পাইপলাইনের সাথে সমবায় অধিদপ্তর সম্পৃক্ত হবে।

(৬) সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের প্রতি সরকার, জনগণ ও সমবায়ীদের আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি পারে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, লেজসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, ২০১১৬।

রহমান শেখ মুজিবুর,অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ,২০১২।

রহমান শেখ মুজিবুর,কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭।

রহমান শেখ মুজিবুর,আমার দেখা নয়াচীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

হাসিনা শেখ এবং মওদুদ বেবী (সম্পাদনা), ১৫ আগস্ট ১৯৭৫, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকা, ৯ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫।

মিয়া মো. তোফাজ্জল হোসেন, শেখ হাসিনা নির্বাচিত উক্তি, সম্পাদনা পাঠক সমাবেশ, ঢাকা-১০০০, ২০১৯।

সরকার মোনায়েম, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি (সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা-১১০০, একুশে বইমেলা ২০১০।

রহমান ড. মিজানুর,বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-সম্পাদনা,নভেল পাবলিকেসন্স, ঢাকা ২৬ মার্চ, ১৯৮৮।

আহমদ মমতাজ উদ্দিন, প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা ২০১০।

রহমান মুহাম্মদ হাবীবুর, চিরঞ্জীব শেখ মুজিব, সাহিত্যমালা, ঢাকা, আগষ্ট-২০১০।

আজাদ মোঃ আবুল কালাম, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জয় প্রকাশন, ঢাকা; ২০০৯।

আহাদ আবীর, বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন, জোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৪।

বাশার সিকদার আবুল, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, সম্পাদিত, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৭।

মাহমুদ আনু, বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ-একটি ইতিহাস, জোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০।

রহমান মিজান, বঙ্গবন্ধু,সম্পাদনা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯।

সরকার মোনয়েম, আওয়ামী লীগ-বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

ড. আবুল বারাকাত, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, প্রকাশনায় সমবায় অধিদপ্তর, ২০০৯ ।

তাহা এম আর এ, স্বাধীনতার মহানায়ক, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা ।

ঠাকুর হরিদাস, যাঁরা আলোক দিলো ঢেলে, চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪ ।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনা, ২০১৯ ।

বিশ্বাস সমীর কুমার, বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০২০

বারাকাত আবুল, বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ (বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছাতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভূত্বের যুগেসমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভঅব্যতা প্রসঙ্গে), মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৫ ।

সালাম আব্দুস, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধু জীবন ও আদর্শ, সংকলন ও সম্পাদনা, শামীম পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫ ।

সরকার মোনায়েম, বাঙালির কণ্ঠ (বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, বিবৃতি ও ঘোষণার সংকলন), সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭ ।

হাবীব হারুন, ইতিহাসের আলোকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০, ২০১৭ ।

খান ড. এ এইচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (১-৪ খণ্ড), একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮ ।

সেতুবন্ধন, জেলা সমবায় কার্যালয় ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রকাশিত সমবায় দিবস স্মরণিকা, ২০১১ ।

ঠাকুর হরিদাস, সমবায়ের বহুমাত্রিকতা (সমবায় বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন); সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ঢাকা, ২০১৯ ।

ঠাকুর হরিদাস, সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ; গতিয়া প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন ঢাকা, ২০১৯ ।

মোহাম্মদ শাহজাহান, সমবায় কর্মী ব্যবস্থাপনা সহায়িকা, কুমিল্লা । পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, Cooperative Societies Rules, 1987

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২

ঠাকুর, হরিদাস, ২০১৪, ময়মনসিংহের সমবায় ইতিবৃত্ত, জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

ঠাকুর, হরিদাস, ২০১৩, সমবায় আন্দোলন প্রেক্ষিত সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১৩) ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪.

হোসেন, মোহাম্মদ এবং রায়, নীহার রঞ্জন,২০১৪, সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা ১২১৩ ।

সমবায় উন্নয়ন ফোরাম ঢাকা লিঃ, Team Work Works-সমবায়ের বিস্ময়: রূপকল্প ২০২১ এর ভাবনা; ঢাকা, বাংলাদেশ ।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী, ২০০৬, ,বিশেষ ক্রোড়পত্র; ঢাকা ।

রহমান আতিউর, শেখ মুজিব, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০০৯

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-০১: গবেষণা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
অফিস আদেশ

নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮- তারিখ: ১৫/০৯/২০২০খ্রি.

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২০-২০২১ খ্রি. অর্থবছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি গবেষণা কমিটি গঠন করা হ'ল।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।	উপদেষ্টা
০২	জনাব হরিদাস ঠাকুর অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষণা পরিচালক
০৩	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন যুগ্ম-নিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।	গবেষক
০৪	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	গবেষক
০৫	জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক
০৬	জনাব খাদিজা তুল কোবরা সহকারী নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।	গবেষক
০৭	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম অধ্যাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক ও সদস্য সচিব

০২। নিবন্ধক মহোদয়ের সঙ্গে আলাপক্রমে এ কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:
(ক) সংশ্লিষ্ট কমিটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(খ) কমিটি আগামী ডিসেম্বর/২০২০খ্রি. এর মধ্যে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন।
(গ) কমিটি বিধি মোতাবেক সকল কার্যসম্পাদন করবেন।
(ঘ) কমিটি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফকে সহায়ক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন।

স্বা/-(হরিদাস ঠাকুর)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্ল।
ফোন ঃ ০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল : bcacomilla@gmail.com

পরিশিষ্ট-০২: সমবায় অধিদপ্তরে গবেষণা দলের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

স্মারক নং: ৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮- তারিখ: ০২/০৯/২০২০খ্রি.

বিষয় : বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার গবেষক/সদস্য হিসেবে সমবায় অধিদপ্তরের ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা) মনোনয়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : (১) সমবায় অধিদপ্তরের আদেশ নং-৭৮-বাজেট; তারিখ- ০৩/০৮/২০২০খ্রি.।
(২) সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং: ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০১৮.১৬/২০১৯ জি-৮৫০(৫)-এ/ও; তারিখ: ১২/০৮/২০২০।
(২) মহোদয়ের সঙ্গে ২৭/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখের টেলিফোনিক আলাপ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ১নং সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে গবেষণা খাতে সর্বসাকুল্যে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং ২ নং সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে মুজিব বর্ষে 'দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এর উপর গবেষণা কর্ম সম্পাদন' করা হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা কর্ম সূচারুরূপে সম্পাদনের নিমিত্তে গবেষণা কমিটিতে সমবায় অধিদপ্তরের ০২ (দুই) জন (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা) প্রতিনিধি/গবেষক অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন।

০২। গবেষণার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য সমবায় অধিদপ্তরর একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা কর্মকর্তাকে সদস্য/গবেষক হিসেবে মনোনয়ন প্রদানের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বা/- (মোঃ ইকবাল হোসেন)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
ফোন ঃ ০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল ঃ bcacomilla@gmail.com

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: উপনিবন্ধক (প্রশাসন)

পরিশিষ্ট-০৩: তথ্য প্রদানের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরিত পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৩৬৫.৯৫- তারিখ ঃ ১৫.০৯.২০২০ খি:

বিষয় : 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণাকর্মের জন্য তথ্য প্রেরণ ।

সূত্র ঃ গবেষণা কমিটির ২১/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখের সভার সিদ্ধান্ত ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মুজিববর্ষ: ২০২০-২০২১ সার্থকভাবে উদযাপনের জন্য সমবায় অধিদপ্তরে গৃহীত কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণা' কর্ম সম্পাদন করা হবে । উক্ত গবেষণা কর্মের জন্য একটি গবেষণা কমিটি গঠন করা হয়েছে । গবেষণা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গবেষণা কর্মের জন্য তাঁর জেলাধীন ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সমবায় সমিতি ও উক্ত সময়ের অভিজ্ঞ সমবায়ীর নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন ।

০২ । উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে তাঁর জেলাধীন সমবায় সমিতি (১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত) এবং অভিজ্ঞ সমবায়ীর তথ্য নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে নিম্ন ই-মেইল ঠিকানাসমূহে সফট কপি (bcacomilla@gmail.com/ srslbs466@gmail.com/gbikash@gmail.com) ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির ঠিকানায় হার্ড কপি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো ।

(ক) সমবায় সমিতির তথ্য

ক্র:নং	সমিতির নাম	সমিতির শ্রেণি/ ক্যাটাগরি	ঠিকানা	রেজি: নং ও তারিখ	বর্তমান অবস্থা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	কার্যকরী মূলধন	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	সমিতির সঙ্গে যোগোযাগের জন্য একজন দায়িত্বশীল সদস্যের নাম ও মোবাইল নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

(খ) সমবায়ীর তথ্য

ক্র:নং	নাম	ঠিকানা	সমবায় সম্পৃক্তি*	মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

* সমিতির সাথে যুক্ত অথবা সমবায় বিষয়ে চিন্তক ও কর্মী । বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে নিবেদিত ।

০৩ । উপরোক্ত তথ্যাদি ছাড়াও তার জেলাধীন কোন সমবায় সমিতিতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিযুক্ত কোন বিষয়/অবদান/পরিদর্শন মন্তব্য থাকলে তার তথ্যও প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

বিষয়টি অতীব জরুরী এবং এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো ।

স্বা/-(হরিদাস ঠাকুর)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
ও গবেষণা পরিচালক

পরিশিষ্ট-০৪: তথ্য সংগ্রহকারীদের মনোনয়ন পত্র

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

আদেশ নং- ৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮(৫ম খন্ড)-৯৩৯ তারিখ-১২/১১/২০২০ খ্রি.

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লায় ২০২০-২০২১ খ্রি. সনের "বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক গবেষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে । গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য/ডাটা সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মীদের তথ্য/ ডাটা সংগ্রহকারী হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হ'ল । উক্ত তথ্য/ডাটা সংগ্রহকারীদের ০১(এক) দিনের প্রশিক্ষণ আগামী ২১/১১/২০২০ খ্রি. তারিখ রোজ শনিবার সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় অত্র একাডেমি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে । উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসারগণের সাথে আলোচনাক্রমে এ মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে ।

ক্রঃনং	তথ্য/ডাটা সংগ্রহকারীর নাম	পদবী	কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
০১.	জনাব অর্পণ দাশগুপ্ত	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ।	০১৮১২৩৮৩১০২
০২.	জনাব সুমন কুমার বিশ্বাস	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ।	০১৮১৫৩৬২৪২২
০৩.	জনাব মংহাইচিং মার্মা	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, বান্দরবান ।	০১৮৫৭৪৪৭৫৫৯
০৪.	জনাব মোঃ মীর হোসেন	প্রভাষক	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ী, কুমিল্লা	০১৮১৬৩১৩৬৭৫
০৫.	জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দাস	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা ।	০১৯১১০৯৩৩২৬
০৬.	জনাব তাসলিমা খাতুন	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয় , গাজীপুর ।	০১৭১০৫২১৫৯৯
০৭.	জনাব খায়রুল কবীর	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, গাজীপুর ।	০১৭১৬৬১৯৪৯৬
০৮.	জনাব মোঃ মাহামুদ হাসান খান	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, নরসিংদী ।	০১৭৫৭৬৫৮০৭৩
০৯.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা ।	০১৭১২১৬৭১৯৮
১০.	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল আলম	সরেজমিনে তদন্তকারী	সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ।	০১৮১৮৭২৭২১৮
১১.	জনাব মোহাম্মদ আমিনুর রহমান	সরেজমিনে তদন্তকারী	সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ।	০১৭১৬৫৯৯৫৫৮
১২.	জনাব মোঃ মোরাদ আলী	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, গোপালগঞ্জ ।	০১৯২৪৪৮৯০৮১
১৩.	জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেট ।	০১৭১৬৩৯২৯৪০
১৪.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।	০১৭১৫৩৩৭৮৬৬
১৫.	জনাব এটিএম রাকিবুল হাসান	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, গাইবান্ধা ।	০১৭২৪৬৩৩৪১১
১৬.	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	সরেজমিনে তদন্তকারী	জেলা সমবায় কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ ।	০১৭১৮০৪৩৭৫১
১৭.	জনাব এ এইচ এম তারিকুল শরিফ	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, রংপুর ।	০১৭১৮১৭৩২৭৩
১৮.	জনাব বেনজীর আহমেদ	সরেজমিনে তদন্তকারী	জেলা সমবায় কার্যালয়, রংপুর ।	০১৭১৭৪৮৭৪৬৭
১৯.	জনাব মোঃ একলাচ উদ্দিন	সহকারী প্রশিক্ষক	জেলা সম বায় কার্যালয়, খুলনা ।	০১৭৩১৮৪২৮৩
২০.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন	সহকারী প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী ।	০১৭১৭০৮৮৭৩০
২১.	জনাব কল্লোল চন্দ্র বসাক	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, পাবনা ।	০১৪০৪৩৫০৬২৯
২২.	জনাব মোঃ ফিরোজ আলম	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, পটুয়াখালী	০১৭৫ ২৭৪১৩৭০

স্বা/-(হরিদাস ঠাকুর)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
ফোনঃ-০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল: bcacomilla@gmail.com

পরিশিষ্ট-০৫: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮(৫ম খন্ড)-৩৯৬ তারিখ-২৫/০৫/২০২১খ্রি.

বিষয় ঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক পরিচালিত ২০২০-২০২১ সনের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৫/০৬/২০২১খ্রি. রোজ শনিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে "বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/সমবায়ীদেরকে মনোনয়ন প্রদান করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	কর্মস্থল/ ঠিকানা
০১.	জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য, পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০২.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের, পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৩.	জনাব মো: কামরুল হাসান, পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৪.	ড.শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৫.	জনাব মোঃ নেওয়াজ শরীফ মজুমদার , জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ।
০৬.	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন, জেলা সমবায় অফিসার (অ:দা:)	জেলা সমবায় কার্যালয়, চাঁদপুর ।
০৭.	জনাব মোঃ আল -আমিন, জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা ।
০৮.	জনাব মোঃ সালমান ইকবাল, জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় কার্যালয়, লক্ষীপুর ।
০৯.	জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী, উপ -সহকারী নিবন্ধক	জেলা সমবায় কার্যা লয়, ফেনী ।
১০.	জনাব মুহম্মদ ওমর ফারুক মজুমদার, গবেষণা সহকারী	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
১১.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সদর, নোয়াখালী ।
১২.	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার	কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী ।
১৩.	জনাব আলমগীর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ।
১৪.	জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, উপজেলা সমবায় অফিসার	আদর্শ সদর, কুমিল্লা ।
১৫.	জনাব শাহনাজ বেগম, উপজেলা সমবায় অফিসার	বুড়িচং, কুমিল্লা ।
১৬.	জনাব মোঃ মীর হোসেন, প্রভাষক	বাংলাদেশ সমবায় একাে ডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
১৭.	জনাব জাহাঙ্গীর আলম, প্রভাষক	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
১৮.	জনাব এডভোকেট নাজমুস সা'দাত, চেয়ারম্যান	কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, কুমিল্লা ।
১৯.	জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, সদস্য	খেতাসার ষষ্ঠগ্রাম সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা ।
২০.	জনাব হাসিনা আক্তার, সভাপতি	কুমিল্লা বিউটি পার্লার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা ।

উল্লেখ্য যে, মনোনীত কর্মকর্তা/সমবায়ীদেরকে উল্লিখিত তারিখে সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় একাডেমির 'শাপলা' সম্মেলন কক্ষে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো ।

স্বাক্ষরিত/=
(অঞ্জন কুমার সরকার)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
ফোন ঃ ০৮১-৭৬০১৭
ইমেইল : bcacomilla@gmail.com

পরিশিষ্ট-০৬: জরীপ পশ্নমালা জরীপ প্রশ্নমালা-০১

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি : ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সদস্য

১.০০: তথ্য প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম :----------

১.০২ পিতা/স্বামীর নাম : ----------

১.০৩ মাতার নাম : ----------

১.০৪ ঠিকানা : গ্রাম----------; পো----------
উপজেলা ----------; জেলা----------

১.০৫ মোবাইল নম্বর (ঐচ্ছিক) :----------

১.০৬ পেশা : ----------

১.০৭ বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা/ অবিবাহিত । (টিক চিহ্ন দিন)

২.০০ সমিতি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য

২.০১ সমিতির নাম :----------

২.০২ সমিতির ক্যাটাগরি : মহিলা সমবায় সমিতি/বহুমুখি সমিতি/ সঞ্চয় ঋণদান/ অন্যান্য (টিক দিন)

২.০৩ সমিতির : নিবন্ধন নং ----------; তারিখ: ----------

২.০৪ সমিতির ঠিকানা : গ্রাম----------; পো----------
উপজেলা ----------; জেলা----------

২.০৫ মোবাইল নম্বর : ----------

২.০৬ সমিতিতে আপনারঅবস্থান : ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সহসভাপতি/সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ/সদস্য;সমিতির সাধারণ সদস্য । (টিক দিন)

৩.০০: সমিতির কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

৩.০১: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা কত ছিল?: --------জন (পুরুষ--------জন; মহিলা------ জন)

৩.০২: বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা কত আছে?: ----------জন (পুরুষ--------জন; মহিলা------ জন)

৩.০৩ ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির মূলধন কত ছিল:----------টাকা । (শেয়ার -------টাকা; সঞ্চয়-------টাকা; অন্যান্য---------- টাকা) ।

৩.০৪ বর্তমানে সমিতির মূলধন কত আছে: ----------টাকা । (শেয়ার -------টাকা; সঞ্চয়--------টাকা; অন্যান্য---------- টাকা) ।

৩.০৫: সমিতির বর্তমান অবস্থা: সক্রিয়/নিষ্ক্রিয়/ অবসায়নে ন্যস্ত/নিবন্ধন বাতিলকৃত । (টিক দিন)

৩.০৬: সমিতির বর্তমান অবস্থার (সক্রিয়তা ব্যতীত) কারণ কী? ----------

৩.০৭: সমিতি সক্রিয় হলে সক্রিয়তার কারণ কী? ----------

৩.০৮: ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম কী ছিল? ----------

৩.০৯: সমিতির বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কী কার্যক্রম করছে? ----------

৪.০০ সমিতির প্রভাব সংক্রান্ত

৪.০১: সমিতিটি কোন উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল? ----------

৪.০২: সমিতির গঠনের উদ্দেশ্য কী পূরণ হয়েছিল?----------

৪.০৩: সমিতি গঠনের ফলে এলাকায় কী কী প্রভাব পড়েছিল?----------

৪.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে কী কী ইতিবাচক ফলাফল আসতো বলে আপনি মনে করেন?

৪.০৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ফলে ওই সময়ে সমিতিতে/ আপনাদের কী ধরনের অর্জন হয়েছিল বলে মনে করেন?

৫.০০ সম্ভাবনা এবং মতামত ও সুপারিশ

৫.০১ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে আপনি কী এখনো প্রাসঙ্গিক মনে করেন । (উল্লেখ করুন)

৫.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৩ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৫ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনার অধিকতর কোন মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন ।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি : বঙ্গবন্ধুর সমকালীন সময়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সমবায় উদ্যোগ সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ ।

১.০০: তথ্য প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম :----------

১.০২ পিতা/স্বামীর নাম : ----------

১.০৩ মাতার নাম : ----------

১.০৪ ঠিকানা : গ্রাম----------; পো----------
উপজেলা ----------; জেলা----------

১.০৫ মোবাইল নম্বর (ঐচ্ছিক) :----------

১.০৬ পেশা : ----------

১.০৭ বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা/ অবিবাহিত । (টিক চিহ্ন দিন)

২.০০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বিষয়ে অভিমত

২.০১: বঙ্গবন্ধু কেন সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে সমবায়কে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন? (উল্লেখ করুন)

২.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনা কী দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগী ছিল? (উল্লেখ করুন)

২.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বলতে আপনি কী বোঝাবেন? (উল্লেখ করুন)

২.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ কীভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিপূরক ছিল? (উল্লেখ করুন)

২.০৫ বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

২.০৬ বঙ্গবন্ধুর গ্রাম উন্নয়নের জন্য সমবায়কে আশ্রয় করার পথ পরবর্তীতে কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা একটু বিস্তারিত বলবেন?

৩.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব সংক্রান্ত সংক্রান্ত

৩.০১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা কী ছিল বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৩.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের উদ্দেশ্য কী পূরণ হয়েছিল? (উল্লেখ করুন)

৩.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদোগের ফলে কী কী প্রভাব পড়েছিল? (উল্লেখ করুন)

৩.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে কী কী ইতিবাচক ফলাফল আসতো বলে আপনি মনে করেন?

৩.০৫: আপনার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের অর্জনগুলো সে সময়ে কী কী হতে পারে?

৪.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা/সম্ভাবনা বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ

৪.০১ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে আপনি কী এখনো প্রাসঙ্গিক মনে করেন । (উল্লেখ করুন)

৪.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৪.০৩ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৪.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৪.০৫ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনার অধিকতর কোন মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন ।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

ঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনঃ প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ/কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সমবায় বিভাগীয় বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ ।

১.০০: তথ্য প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম :----------

১.০২ পদবী ও কর্মস্থল :----------

১.০৩ পিতা/স্বামীর নাম :----------

১.০৪ মাতার নাম :----------

১.০৫ ঠিকানা : গ্রাম----------; পো----------
উপজেলা ----------; জেলা----------

১.০৬ মোবাইল নম্বর (ঐচ্ছিক) :----------

১.০৭ পেশা : ----------

১.০৮ বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা/ অবিবাহিত । (টিক চিহ্ন দিন)

২.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনা ব্যক্তিগত প্রয়োগ সংক্রান্ত

২.০১ বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্তির ধরন : চাকুরিগত/কর্মকা- অংশগ্রহণ/ পড়াশোনা/গবেষণা/অন্যান্য (টিক দিন)

২.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এর প্রয়োগ করেছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

২.০৩ ২.০২ এর উত্তর হ্যাঁ হলে কীভাবে ও কোথায়? (উল্লেখ করুন)

২.০৪ (২.০৩ হ্যাঁ হলে) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ফলে এর ইতিবাচক দিকগুলো বা অর্জনগুলো সম্পর্কে মতামত দিন ।

২.০৫ (২.০৩ হ্যাঁ হলে) বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ওই সময় প্রয়োগ করতে আপনার কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে একটু বিস্তারিত বলুন ।

৩.০০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বিষয়ে অভিমত

৩.০১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বলতে আপনি কী বোঝাবেন? (উল্লেখ করুন)

৩.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনা কী দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগী ছিল? (উল্লেখ করুন)

৩.০৩: বঙ্গবন্ধু কেন সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে সমবায়কে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন? (উল্লেখ করুন)

৩.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ কীভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিপূরক ছিল? (উল্লেখ করুন)

৩.০৫: বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সাথে সমবায়ের সম্পর্ককে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

৪.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব সংক্রান্ত সংক্রান্ত

৪.০১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা কী ছিল বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৪.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের উদ্দেশ্য কী পূরণ হয়েছিল? (উল্লেখ করুন)

৪.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদোগের ফলে কী কী প্রভাব পড়েছিল? (উল্লেখ করুন)

৪.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন যতটুকু প্রয়োগ হয়েছিল ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তার অর্জন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন?

৪.০৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে কী কী ইতিবাচক ফলাফল আসতো বলে আপনি মনে করেন?

৫.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা/সম্ভাবনা বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ

৫.০১ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে আপনি কী এখনো প্রাসঙ্গিক মনে করেন । (উল্লেখ করুন)

৫.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৩ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৫ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনার অধিকতর কোন মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন ।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনঃ প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি : বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে দেশের অভিজ্ঞ চিন্তক/গবেষক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ

১.০০: তথ্য প্রদানকারীর সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম :----------

১.০২ পদবী ও কর্মস্থল :----------

১.০৩ পিতা/স্বামীর নাম :----------

১.০৪ মাতার নাম :----------

১.০৫ ঠিকানা : গ্রাম----------; পো----------
উপজেলা ----------; জেলা----------

১.০৬ মোবাইল নম্বর (ঐচ্ছিক):----------

২.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনা ব্যক্তিগত প্রয়োগ সংক্রান্ত

২.০১ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বিষয়ে সম্পৃক্তির ধরন : চাকুরিগত/কর্মকাে- অংশগ্রহণ/ পড়াশোনা/গবেষণা/অন্যান্য (টিক দিন)

২.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এর প্রয়োগ করেছেন কিনা?:হ্যাঁ/না (টিক দিন)

২.০৩ ২.০২ এর উত্তর হ্যাঁ হলে কীভাবে ও কোথায়? (উল্লেখ করুন)

২.০৪ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন '৭৫ এর পর কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

২.০৫ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের সার্বিক ভাবনার বিষয়গুলো সম্পর্কে মতামত দিন ।

৩.০০: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বিষয়ে অভিমত

৩.০১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বলতে আপনি কী বোঝাবেন? (উল্লেখ করুন)

৩.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনা কী দেশের উন্নয়নের জন্য উপযোগী ছিল? (উল্লেখ করুন)

৩.০৩: বঙ্গবন্ধু কেন সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাহন হিসেবে সমবায়কে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন? (উল্লেখ করুন)

৩.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগ কীভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিপূরক ছিল? (উল্লেখ করুন)

৩.০৫ বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যম হিসেবে সমবায়ের প্রয়োগকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

৪.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রভাব সংক্রান্ত সংক্রান্ত

৪.০১: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের মৌল চেতনা কী ছিল বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৪.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদ্যোগের উদ্দেশ্য কী পূরণ হয়েছিল? (উল্লেখ করুন)

৪.০৩: বঙ্গবন্ধুর সমবায় উদোগের ফলে কী কী প্রভাব পড়েছিল? (উল্লেখ করুন)

৪.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সফল প্রয়োগ হলে কী কী ইতিবাচক ফলাফল আসতো বলে আপনি মনে করেন?

৪.০৫: বঙ্গবন্ধুর সমবায় ওই সময়ের দুর্নীতি হ্রাস, বৈষম্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নে কীভাবে সহায়ক হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

৫.০০ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা/সম্ভাবনা বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ

৫.০১ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে আপনি কী এখনো প্রাসঙ্গিক মনে করেন। (উল্লেখ করুন)

৫.০২ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৩ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৪: বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনি মনে করেন? (উল্লেখ করুন)

৫.০৫ বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন/ভাবনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনার অধিকতর কোন মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৭: গবেষণা তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত সমিতির তালিকা

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে ২০২০-২০২১খ্রি. অর্থবছরের "বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক গবেষণা কর্মের জন্য নির্বাচিত বিভাগ, জেলা ও সমিতির নামের তালিকা:

ক্রঃনং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতির নাম নিবন্ধন নং ও তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ
ঢাকা বিভাগ						
১	ঢাকা	ঢাকা	আদাবর	বায়তুল আমান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৩, তারিখ-১৯/০৮/১৯৯৫খ্রি.।	৬৩০ জন	৬,৫৬,৯০,৩২৩/-
২	ঢাকা	ঢাকা	বনানী	আইসিডিডিআরবি'র কর্মচারীবৃন্দের বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২৩৫, তারিখ-০৫/১০/১৯৭২খ্রি.।	২,৪৯৭ জন	৯৮,৬৩,৮১,৫৯২/-
৩	ঢাকা	ঢাকা	সূত্রাপুর	ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫১৭, তারিখ- ০৫/১০/১৯৭২খ্রি.।	১,৪৫৫ জন	৪,০০,০০,০০০/-
৪	ঢাকা	ঢাকা	দারুস সালাম	দারুস সালাম কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪৭, তারিখ-৩০/০৩/১৯৫১খ্রি.।	২,৪০৫ জন	৩১০,০০,০০,০০০/-
৫	ঢাকা	ঢাকা	শাহআলী	মিরপুর মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০/১৯৬৫,তারিখ-১৭/১০/১৯৬৫খ্রি.।	১৭৩ জন	১,০০,৪২,১০৭/-
৬	ঢাকা	ঢাকা	শাহআলী	মিরপুর মাজার কো-অপারেটিভ মার্কেট সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৪, তারিখ- ০১/১০/১৯৬৭খ্রি.।	১,০৮৯ জন	৭,২৪,০৮,৪৪৭/-
৭	ঢাকা	ঢাকা	আগারগাঁও	আগারগাঁও বাজার বনিক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮৪৯, তারিখ- ১৯/০৭/১৯৭৩খ্রি.।	১,৪৫৫ জন	৪,০০,০০,০০০/-
৮	ঢাকা	ঢাকা	তেজগাঁও	নাখালপাড়া বাজার সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৪৮, তারিখ-০৩/০৩/১৯৭০খ্রি.।	২০৬ জন	২১,০০,০০,০০০/-
৯	ঢাকা	ঢাকা	দোহার	দোহার নবাবগঞ্জ উইভার্স কো-অপারেটিভ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৩৭০, তারিখ-	১৫,০০০ জন	২,০০,০০০/-
১০	ঢাকা	ঢাকা	খিলগাঁও	মালিবাগ বাজার বনিক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৬৯, তারিখ- ১০/০৬/১৯৭০খ্রি.।	৩৮০ জন	৮০,০০০/-

১১	ঢাকা	ঢাকা	তেজগাঁও	দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-৪২/১৯৫৮, তারিখ-১০/০৬/১৯৫৮খ্রি. ।	৪২,৭২২ জন	৮২১,০০,০০,০০০/-
১২	ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর	মিরপুর ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৬৩৭, তারিখ-০২/০৬/১৯৭৩খ্রি. ।	৮৯৯ জন	৪,৭২,৪২,৮০০/-
১৩	ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর	মিতালী হকার্স মার্কেট সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৬৪, তারিখ- ০৪/০৬/১৯৭৪খ্রি. ।	৫২ জন	৪০,০০০/-
১৪	ঢাকা	ঢাকা	মোহাম্মদপুর	মোহাম্মদপুর হাউজিং পিসিকালচার এন্ড ফাসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪০৯, তারিখ- ৩০/০৪/১৯৭৪খ্রি. ।	১,৫১৮ জন	১,২৮,৮৬,৩২৪/-
১৫	ঢাকা	ঢাকা	লালবাগ	থ্রি স্টার কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-সংশোধিত-৬৪(পুরাতন-৫/১৯৬৬), তারিখ-০২/০৮/২০০৬খ্রি. ।	৫৪৩ জন	১০,২৪,৫৬,৮৬৬/-
১৬	ঢাকা	ঢাকা	লালবাগ	দি ঢাকা কো-অপারেটিভ বিষাণ শিল্প সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০২, তারিখ-২১/০৩/১৯৩৯খ্রি. ।	৪৮৫ জন	৪০,০০,০০০/-
১৭	ঢাকা	ঢাকা	কোতয়ালী	দি কঞ্চসেল ওয়ার্ক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-০২, তারিখ-১৬/০১/১৯৫৪খ্রি. ।	৯৬ জন	২,৮৬,৫৫০/-
১৮	ঢাকা	ঢাকা	নিউ মার্কেট	নিউ সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪২০, তারিখ-১৭/০৭/১৯৭৫খ্রি. ।	১৩৩ জন	১,০০,০০,০০০/-
১৯	ঢাকা	ঢাকা	সাভার	কাউন্দিয়া ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৬, তারিখ-২১/০৭/১৯৪৫খ্রি. ।	১৪১ জন	১২,২৮,৮২০/-
২০	ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	মাধবদী ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২৭, তারিখ- ০৩/০২/১৯৫০খ্রি. ।	১৭৬ জন	২১,৭১৬/-
২১	ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	আলগী তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৬, তারিখ-১৪/১০/১৯৪৫খ্রি. ।	৫৯১ জন	১০,৭০,৮৪৪/-
২২	ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	আলগী মনোহরপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৮, তারিখ-২২/০৫/১৯৪৭খ্রি. ।	৬২৪ জন	৭৯,৫৪২/-

২৩	ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	রাইনাদী তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১৩, তারিখ-১৩/০১/১৯৪৫খ্রি. ।	৬০৫ জন	৩২,৯২২/-
২৪	ঢাকা	নরসিংদী	মনোহরদী	একদুয়ারিয়া ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৬, তারিখ- ১৯/০২/১৯৫০খ্রি. ।	১৭২ জন	৮৫,৬০০/-
২৫	ঢাকা	নরসিংদী	মনোহরদী	কচিকাটা ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৯, তারিখ- ২৮/০২/১৯৫০খ্রি. ।	২৬ জন	১,৩৯,৫৩৫/-
২৬	ঢাকা	নরসিংদী	শিবপুর	মজলিশপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬০, তারিখ-২৯/০৮/১৯৬০খ্রি. ।	২৮ জন	৫৯,০৮০/-
২৭	ঢাকা	নরসিংদী	শিবপুর	পুটিয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯২২, তারিখ-০২/০৩/১৯৪৫খ্রি. ।	৫২৬ জন	২৮,৮০১/-
২৮	ঢাকা	নরসিংদী	শিবপুর	মুন্সেফেরচর তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯২০, তারিখ-০২/০৩/১৯৪৭খ্রি. ।	১১৩ জন	২০,৭০৫/-
২৯	ঢাকা	নরসিংদী	শিবপুর	চরপিতাম্বরদিয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭১, তারিখ-২২/০৭/১৯৭৪খ্রি. ।	৬০ জন	১৩,৮৭৬/-
৩০	ঢাকা	নরসিংদী	শিবপুর	ঘাসিরদিয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৮৯, তারিখ-১০/০৭/১৯৭৩খ্রি. ।	৬৮ জন	১৪,৫৭৭/-
৩১	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জসদর	দুর্গাপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৩৩, তারিখ- ৩১/১২/১৯৪৯খ্রি. ।	২১৬ জন	১৮,১৬৭/-
৩২	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জসদর	সুরগ্রাম পূর্বপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৪৮, তারিখ- ০৬/০৭/১৯৮৩খ্রি. ।	২০ জন	৮,১৭৭/-
৩৩	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জসদর	গোবরা ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৪,	২০ জন	০০০/-
৩৬	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুংগীপাড়া	০১নং টুংগীপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭৪৯, তারিখ- ২৩/০১/১৯৭৩খ্রি. ।	৩০ জন	৬,৭০০/-
৩৭	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুংগীপাড়া	পাটগাতী মুন্সীপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১৩৫, তারিখ- ০১/১১/১৯৭১খ্রি. ।	৪১ জন	১২,৯৪৮/-
৩৮	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুংগীপাড়া	বর্নি মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২২, তারিখ-১২/১২/১৯৬৮খ্রি. ।	১৫ জন	৭,৬৩২/-

৩৯	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	১নং চর প্রসন্নদি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০৯৯, তারিখ-০২/১১/১৯৭০খ্রি. ।	০০ জন	০০০/-
৪০	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	২নং উজানী কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩২৮, তারিখ-১৭/১২/১৯৬৮খ্রি. ।	১০ জন	০০০/-
৪১	ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	টঙ্গী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৪৩, তারিখ-০৪/০৯/১৯২৬খ্রি. ।	৩৭টি সমিতি	৩,৩৭,২৪,৩৪৩/-
৪২	ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	ধান গবেষণা কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২২৪, তারিখ-৩০/০৯/১৯৭২খ্রি. ।	৪৯৮ জন	১,৩০,৭১,২৪৫/-
৪৩	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	দুর্বাটি ১নং কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৪০, তারিখ-১৩/১১/১৯৬৮খ্রি. ।	১৫ জন	২,০০০/-
৪৪	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	ব্রাহ্মণগাঁও ১নং কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮২, তারিখ-০২/১০/১৯৬৮খ্রি. ।	২২ জন	১০,২০০/-
৪৫	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	বেরুয়া ১নং কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৬৬, তারিখ-১৪/১১/১৯৬৮খ্রি. ।	১৫ জন	৯,০০০/-
৪৬	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	বক্তারপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২, তারিখ-৩০/১২/১৯৪৮খ্রি. ।	২৫ জন	১৫,০০০/-
৪৭	ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	১নং সাতানীপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৫৬, তারিখ-১৪/১১/১৯৬৮খ্রি. ।	১৮ জন	১৯,০০০/-
৪৮	ঢাকা	গাজীপুর	কাপাসিয়া	কাপাসিয়া ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৬, তারিখ-১০/০৬/১৯৬০খ্রি. ।	৪৫ জন	২০,০০,০০০/-
৫৬	ঢাকা	গাজীপুর	শ্রীপুর	বরমী ইউনিয়ন রিক্সাচালক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২২১, তারিখ-২৭/০৯/১৯৭২খ্রি. ।	১৪৫ জন	৪২,৯৯২/-
৫৭	ঢাকা	গাজীপুর	শ্রীপুর	গাছা ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ-৩১/০১/১৯৪৯খ্রি. ।	৬৮ জন	১৮,০০,০০০/-

চট্টগ্রাম বিভাগ

৫৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-২৬৪(চ), তারিখ-০৫/০৫/১৯১৪খ্রি. ।	১০৩টি সমিতি	১৫,১২,০৩,৬০৬/-
৫৯	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭১/সি, তারিখ-৩১/০৮/১৯৪৯খ্রি. ।	১২৮৭ জন	১৪,৬৬,৭০,০৭৬/-
৬০	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	দি চিটাগাং আর্বাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৫৩/৬, তারিখ-০৯/১২/১৯১৫খ্রি. ।	৫৫৮ জন	৫,১৪,৭৬,২৪১/-
৬১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	সিডিএ এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৭, তারিখ-৩০/০৬/১৯৬৫খ্রি. ।	৪১১ জন	৬২,৭৩,৪৫৫/-
৬২	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২৫, তারিখ-১৪/১১/১৯৬২খ্রি. ।	৮৯৫ জন	২,২৩,৫১,০৬৪/-
৬৩	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	বাংলাদেশ রেলওয়ে সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৪/সি, তারিখ-২২/০৯/১৯৪৮খ্রি. ।	২৫৬২৩ জন	৮২,৩৮,৫২,৮৪০/-
৬৪	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ স্টোরস্ লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫২/সি, তারিখ-০৭/১২/১৯৬০খ্রি. ।	২৭৪ জন	২,১৪,৮২,০২২/-
৬৫	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	ইসলামাবাদ টাউন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭/সি, তারিখ-২৫/০৯/১৯১০খ্রি. ।	১৪০৩ জন	৭,৪৬,৭০,৭৩৪/-
৬৬	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-২১৭/সি, তারিখ-২০/০৮/১৯৬২খ্রি. ।	৬১৬ জন	৮,৮০,৩১,৪৩২/-
৬৭	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	সোনালী যান্ত্রিক মৎস্য শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৩৭০, তারিখ- ১৩/০২/১৯৭৫খ্রি. ।	১৬২ জন	১,৭০,৭৫,৭৮৫/-
৬৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	চট্টগ্রাম সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭৭(চট্ট), তারিখ- ৩০/০৫/১৯৬১খ্রি. ।	৩,১৬২ জন	৯৮,০৯,৫৫০/-

৬৯	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫-চ, তারিখ-০৫/০২/১৯৫৫খ্রি. ।	৩,০৩৭ জন	৯৯,০০,০০,০০০/-
৭০	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	মনোহরখালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৮১(সি), তারিখ- ০৫/১০/১৯২৫খ্রি. ।	১০৬ জন	১,১৪,৮৬,১৩৫/-
৭১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ষ্টাফ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৬২০, তারিখ- ২৭/০৬/১৯৭২খ্রি. ।	১১৭৬ জন	১,০৭,৬৭,১৯৯/-
৭২	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চান্দগাঁও	উসমানিয়া গ্লাস শাই কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৬২৮, তারিখ-২৪/০৩/১৯৭৩খ্রি. ।	১৫৬ জন	৪,৮০,৩১,৪৩২/-
৭৩	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	ডবলমুরিং	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ এমপ্লয়ীজ আর্বাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪৬, তারিখ- ০৯/০৭/১৯৪০খ্রি. ।	১০৮৪ জন	৪৪,০১,৫০,৯৭৬/-
৭৪	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	ডবলমুরিং	দেওয়ানহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৫০৮/২৫৪, তারিখ-১৬/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	৪৭ জন	২৪,২৯,৮৭৪/-
৭৫	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	সীতাকুন্ড ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৬/১, তারিখ- ১৫/০৯/১৯৪৮খ্রি. ।	১২৩ জন	৭১,৬৬,০৪০/-
৭৬	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	রাউজান	রাউজান ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৪(চট্ট), তারিখ- ০১/১০/১৯৪৮খ্রি. ।	২৬ জন	৭,৬৪,০৬৪/-
৭৭	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	রাউজান	দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২(ডি), তারিখ-১০/০৫/১৯১৮খ্রি. ।	১১১৫ জন	১১,০৮,৪৪,৮৫৪/-
৭৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	চিকনদন্ডি ইউনিয়ন অগ্রগতি বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩২৮৯, তারিখ-১৮/০৬/১৯৭২খ্রি. ।	১৪৬ জন	৯৭,৩৩,৭৪৬/-
৭৯	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	শিকলবাহা বিদ্যুৎকেন্দ্র কর্মকর্তা কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩২৩০, তারিখ-২২/১২/১৯৭২খ্রি. ।	১৭৪ জন	৫,৯৩,৪৮৮/-

৮০	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	দি কেলিশহর আর্বাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৭/১, তারিখ-৩১/০১/১৯২৪খ্রি. ।	৬২৫০জন	২৯,০৭,৪৪,৮৩০/-
৮১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	ধলঘাট আর্বাণ সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৭, তারিখ-১৫/০৬/১৯১৮খ্রি. ।	৩০৮১ জন	৬,৯৭,৪২,৪৭৭/-
৮২	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	হাইদগাঁও ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৪, তারিখ- ১৯/০৪/১৯৬৪খ্রি. ।	৪১৪ জন	১,৬৮,৯৪২/-
৮৩	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	শাকপুরা চৌমুহনী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৮৪৫, তারিখ-০১/০৭/১৯৭৪খ্রি. ।	৪১৫ জন	১২,৪৪,১৬৩/-
৮৪	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	উত্তর ভূর্ষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ-১২/১০/১৯২১খ্রি. ।	৩২১৫ জন	৫,০৩,৭৬,৮৯২/-
৮৫	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	ধোরলা কানুনগোপাড়া আর্বাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭২, তারিখ-৩০/০৩/১৯১৯খ্রি. ।	৯২৭ জন	৭৫,৩৫,৭২৮/-
৮৬	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	বধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৬০, তারিখ- ১০/১০/১৯৭২খ্রি. ।	১৬২৯ জন	৬,৬৩,৫২,২৬২/-
৮৭	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	হাওলা আর্বাণ সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪১, তারিখ-২৫/০৮/১৯২৬খ্রি. ।	১২০ জন	৩১,৫৬,০৪৩/-
৮৮	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-০৫, তারিখ-২০/০৬/১৯৬৩খ্রি. ।	১৭৪টি সমিতি	১৭,৬৩,০০,০০০/-
৮৯	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ, নিবন্ধন নং-০৭(চ), তারিখ-	২৪২টি সমিতি	১৫,৩৬,০০,০০০/-
৯৪	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	কালিকাপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪০, তারিখ- ২৯/০৩/১৯৬২খ্রি. ।	৪২৯ জন	৮৮,১৭,০০০/-
৯৫	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	মহদীনগর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৭৪, তারিখ- ২৭/১২/১৯৬৭খ্রি. ।	৯৪ জন	৪৯,৪২,০০০/-
৯৬	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	দৌলতপুর উদীয়মান সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৮,তারিখ-২০/০২/১৯৬৩খ্রি. ।	৩৩১ জন	৬৪,১০,০০০/-

৯৭	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	বামইল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৪, তারিখ- ০৩/০৪/১৯৬৩খ্রি. ।	১০৬৬ জন	৮৯,০২,০০০/-
৯৮	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	কুমিল্লা স্বর্ণশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫৯, তারিখ- ০৯/০৫/১৯৬৮খ্রি. ।	৪০ জন	১২,৩৪,৬৩২/-
৯৯	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	সংরাইশ আদর্শ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫২, তারিখ- ১৩/১২/২০০৭খ্রি. ।	১১৫ জন	১,৯০,৪২৯/-
১০০	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	দুর্গাপুর (উত্তর) ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০৩, তারিখ- ১৩/০৪/১৯৫০খ্রি. ।	৯৫ জন	৫৮,০৩৪/-
১০১	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	কুমিল্লা সমবায় সংস্থা কর্মচারী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪৮০, তারিখ- ০৯/০৭/১৯৭৩খ্রি. ।	২৩ জন	১,৫৪,৮৮৪/-
১০২	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	বাতাবাড়িয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৪, তারিখ- ১৯/১১/১৯৬৩খ্রি. ।	২৪১ জন	৩৫,০৬,০০০/-
১০৩	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	চাঙ্গিনী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৭, তারিখ- ২৮/০৭/১৯৬৩খ্রি. ।	১৩৮ জন	৩৭,৯৭,৫৮৫/-
১০৪	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	তুলাতুলি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩০৪, তারিখ- ২৫/০৬/১৯৭৪খ্রি. ।	২৮২ জন	৩৫,৮৫,০০০/-
১০৫	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	জয়পুর দক্ষিণ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৩, তারিখ- ২০/১২/১৯৭৩খ্রি. ।	৩৬৬ জন	৩৭,৬০,০০০/-
১০৬	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	দক্ষিণ রামপুর কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭, তারিখ- ১৫/০৩/১৯৬০খ্রি. ।	৩৩৫ জন	৪০,২৮,০০০/-
১০৭	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	ঝলম উত্তর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ- ১২/০৪/১৯৫৭খ্রি. ।	৩৬৯ জন	২৯,৪৩,৬০০/-
১০৮	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	ঝলম দক্ষিণ ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৬, তারিখ- ১২/০৭/১৯৬০খ্রি. ।	১৭৪ জন	২৯,০৯,৭৩৬/-
১০৯	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	আড্ডা দক্ষিণ ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২, তারিখ- ০১/০৯/১৯৬০খ্রি. ।	৪৮৩ জন	১,৫৯,৩৫২/-

১১০	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	খোশবাস দক্ষিণ ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২, তারিখ- ০৮/০৭/১৯৬০খ্রি. ।	১২৮ জন	১,৮০,২৪০/-
১১১	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	গালিমপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৭, তারিখ- ১১/১১/১৯৬৫৭খ্রি. ।	১৪৭ জন	৪,০১,৭০৩/-
১১২	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	দেওড়া উত্তর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৬, তারিখ- ১৭/০৭/১৯৪৯খ্রি. ।	৩৫০ জন	১৩,০৫,৯০০/-
১১৩	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	শিলমুড়ী উত্তর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ- ১৭/০৭/১৯৬০খ্রি. ।	৩৭৩ জন	১২,৯৬,৯৬৪/-
১১৪	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বরুড়া	চোত্তাপুকুরিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৩০, তারিখ- ১৮/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	৯২ জন	২০,১২০/-
১১৫	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	চান্দিনা	চান্দিনা পশ্চিম ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১চিপ, তারিখ- ২৩/১০/১৯৪৮খ্রি. ।	৪৭৫ জন	২২,৫২,৮১৫/-
১১৬	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	বুড়িচং	মোকাম ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২০, তারিখ- ২৫/০১/১৯৬০খ্রি. ।	১৮৯ জন	২৫,১৮,১০৫/-
১১৭	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	দাউদকান্দি গৌরীপুর কেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৪৮, তারিখ- ১৬/০৫/১৯২৬খ্রি. ।	৫৭টি সমিতি	৬৫,৬৭,১২৩/-
১১৮	চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	বান্দরবান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-১০(সি) বা/বান, তারিখ-০৬/০৯/১৯৬৭খ্রি. ।	৫৪টি সমিতি	১,০৯,৭৭,১৬২/-
১১৯	চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	বান্দরবান বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৬৪৩(ডি), তারিখ-০৪/০৩/১৯৫৭খ্রি. ।	২৫ জন	৮,৫৩,২০০/-
১২১	চট্টগ্রাম	বান্দরবান	লামা	শিলের তুয়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫৮, তারিখ- ১৮/১১/১৯৬৮খ্রি. ।	২৬ জন	৭৪,৮১০/-
১২২	চট্টগ্রাম	বান্দরবান	লামা	হারগাজা লামার পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৩৭, তারিখ-০৮/১০/১৯৬৯খ্রি. ।	১৯ জন	১,৯০,৯৮৮/-

রাজশাহী বিভাগ

১২৩	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	পাকুতিয়া ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২৯, তারিখ- ০৬/০২/১৯৪৯খ্রি. ।	৭১ জন	৮৮,৭৭৭/-
১২৪	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	বাউসা ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮৫৯, তারিখ- ২৩/০৮/১৯৪৮খ্রি. ।	৪৭ জন	৭,৬০,৩৮৮/-
১২৫	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	বাজুবাঘা ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭৭, তারিখ- ২৪/১১/১৯২০খ্রি. ।	৫১ জন	২১,৭০০/-
১২৬	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	গড়গড়ী ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৯৮৩, তারিখ- ০৫/০২/১৯৪৯খ্রি. ।	৪১ জন	১৬,০৮৬/-
১২৭	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	আড়ানী ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮৪৮, তারিখ- ১৭/০৮/১৯৪৮খ্রি. ।	৫০ জন	১১,০৫৩/-
১২৮	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	আড়ানী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৯৬, তারিখ- ০২/০৫/১৯৭২খ্রি. ।	২৯ জন	৩৪,১০০/-
১২৯	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	আড়ানী হামিদকুড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩০, তারিখ- ০৩/০৫/১৯৭৩খ্রি. ।	৩১ জন	৯,৩৬২/-
১৩০	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	সরেরহাট মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৯৮, তারিখ-০২/০৫/১৯৭২খ্রি. ।	৪৯ জন	৬৩,৮৮৩/-
১৩১	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	রাজশাহী ইক্ষুচাষী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪, তারিখ-০৩/১২/১৯৬৪খ্রি. ।	৪২৫টি সমিতি	৯,৮৫,৩৬৯/-
১৩২	রাজশাহী	রাজশাহী	বাঘা	রাজশাহী কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৬, তারিখ-১১/১১/১৯৭২খ্রি. ।	১৫৯০	৪২,৪৯৪/-
১৩৩	রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর	পাবনা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৫, তারিখ- ২৭/০৮/১৯১২খ্রি. ।	৪৯৫টি সমিতি	৪,৭৮,৪৩৫/-
১৩৪	রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর	দোগাছি ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১, তারিখ- ৩১/০৮/১৯৪৮খ্রি. ।	৩০ জন	৯,৭৭৬/-
১৩৫	রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর	মালঞ্চি ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ- ০৮/০৯/১৯৪৮খ্রি. ।	৮৮ জন	১২,৩০৮/-

১৩৬	রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর	সাদুল্যাপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১, তারিখ- ০৮/১১/১৯৪৮খ্রি. ।	৩৪ জন	২৫,৩৪১/-
১৩৭	রাজশাহী	পাবনা	আটঘরিয়া	দেবত্তর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৬, তারিখ- ১৫/০৯/১৯৪৮খ্রি. ।	৬২ জন	৬৪,০২৬/-
১৩৮	রাজশাহী	পাবনা	আটঘরিয়া	লক্ষীপুর ৯নং কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯৬, তারিখ- ০৯/১১/১৯৬৮খ্রি. ।	২২ জন	৬০,৪০০/-
১৩৯	রাজশাহী	পাবনা	ঈশ্বরদী	মুলাডুলি ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১৩, তারিখ- ০৩/১১/১৯৪৮খ্রি. ।	২৬ জন	১২,৫৯৩/-
১৪০	রাজশাহী	পাবনা	সাঁথিয়া	সাঁথিয়া ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৯, তারিখ- ২১/০৯/১৯৪৮খ্রি. ।	৬২ জন	১৬,১৩২/-
১৪১	রাজশাহী	পাবনা	সাঁথিয়া	নাগডেমরা ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯৫, তারিখ- ১৬/১০/১৯৫৮খ্রি. ।	১০২ জন	১০,৪৫০/-
১৪২	রাজশাহী	পাবনা	চাটমোহর	নলগাড়ী ভুতের খাপাল কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৭১, তারিখ- ০৫/০২/১৯৭২খ্রি. ।	২২ জন	১৬,০১৯/-
১৪৩	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ অরবান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ- ১০/০২/১৯১০খ্রি. ।	৬০ জন	৪,০৫,৬৩৬/-
১৪৪	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	সয়দাবাদ ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৫, তারিখ- ৩১/০৮/১৯৪৮খ্রি. ।	৩৪৮ জন	৮৩,২০০/-
১৪৫	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	বেজগাঁতী তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৩২, তারিখ- ১১/০৮/১৯৭২খ্রি. ।	২২ জন	১০,৩৮৯/-
১৪৬	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	সয়দাবাদ দক্ষিণ পাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-	১৩২ জন	২০,৫৫০/-
১৪৭	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	ছাতিয়ানতলী পূর্ব তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১৮, তারিখ- ০১/০৮/১৯৭২খ্রি. ।	৬৮ জন	৮,৭৪০/-
১৪৮	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ পৌর তাঁত উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৭৯, তারিখ- ১৭/০৭/১৯৭২খ্রি. ।	১০০ জন	৫,০০০/-

১৪৯	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	ফুলবাড়ী তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫১৮, তারিখ- ০১/১০/১৯৭২খ্রি. ।	৫৩ জন	১৫,০৫৭/-
১৫০	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	গাতদহ ধীবর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৪০, তারিখ- ০৬/০৫/১৯৭২খ্রি. ।	৫৬ জন	৭৩,৩৬৭/-
১৫১	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	ফুলজোড় ইছামতি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৩১, তারিখ- ১৩/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	৪৫ জন	১,৬৮,৪০০/-
১৫২	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	ধুবিল ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৪৩, তারিখ- ১৭/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	৩১ জন	৮০,০০০/-
১৫৩	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	ব্রাহ্মগাছা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৫৪, তারিখ- ১৫/০৬/১৯৭২খ্রি. ।	৬৮ জন	১,১০,০০০/-
১৫৪	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	হাটপাংগাসী ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৩৩৮, তারিখ- ১৫/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	১৩৯ জন	৩৫,০০০/-
১৫৫	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	রায়দৌলতপুর জামতৈল ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৬৭, তারিখ- ২৬/০৬/১৯৭২খ্রি. ।	১২০ জন	৩৩,৫৪৮/-
১৫৬	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	ভদ্রঘাট ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৭৫৬, তারিখ- ২২/০৫/১৯৭৩খ্রি. ।	৯২ জন	৩৭,১৮৯/-
১৫৭	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	পূর্ব কাজিপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৮৩, তারিখ- ২৮/১০/১৯৬৭খ্রি. ।	২১০ জন	৩৪,৬৫২/-
১৫৮	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	সলঙ্গা ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮৭, তারিখ- ০৭/১০/১৯৪৮খ্রি. ।	২০ জন	৩,৬৩২/-
১৬৩	খুলনা	খুলনা	দিঘলিয়া	খুলনা কেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ,নিবন্ধন নং- ২/কে, তারিখ- ১৮/০৫/১০৫৫খ্রি. ।	১১৪ জন	৪,০১,৩২,২৩৬/-
১৬৪	খুলনা	খুলনা	দিঘলিয়া	খুলনা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ,নিবন্ধন নং-৮১/কে, তারিখ- ২৩/১২/১৯৪১খ্রি. ।	২,৩৪৮ জন	৪,০৮,০৬,০৯৫/-

বরিশাল বিভাগ

১৬৫	বরিশাল	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মহিপুর সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২ বিডি, তারিখ- ০৯/০২/১৯৬১খ্রি. ।	২৭৯৭ জন	৩৬,০৯,৩৫৮/-
১৬৬	বরিশাল	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	খেপুপাড়া কো-অপারেটিভ সাপ্লাই এন্ড সেল সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৭৪, তারিখ- ১৪/১২/১৯১৬খ্রি. ।	১৯৯৬ জন	১১,২৬,৯৪৪/-
১৬৭	বরিশাল	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালি	লক্ষীমোস্তাজ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২১ পিডি, তারিখ- ০২/০৪/১৯৭৪খ্রি. ।	১৬০ জন	৬০,৫৫,৫৪৯/-
১৬৮	বরিশাল	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালি	বড় বাইশদিয়া ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১ পিডি, তারিখ- ২৩/০৩/১৯৭৩খ্রি. ।	২৬৪ জন	৬,৪৮,৩৫৪/-
১৬৯	বরিশাল	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালি	ছোট বাইশদিয়া ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২০ বিডি, তারিখ- ০২/০৪/১৯৭৪খ্রি. ।	১২০ জন	২৭,১০,৪৪৪/-

সিলেট বিভাগ

১৭০	সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর	সিলেট টাউন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৭১৫, তারিখ- ১৪/০২/১৯০৫খ্রি. ।	১২৬ জন	১,৯১,৬৬,৮৮১/-
১৭১	সিলেট	সিলেট	জকিগঞ্জ	জামালপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- সিল-৮৮১, তারিখ- ১২/০৪/১৯৭২খ্রিঃ ।	২১ জন	১,২৬,০০০/-
১৭২	সিলেট	সিলেট	বিশ্বনাথ	দৌলতপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- সিল ৬৩, তারিখ- ১৩/০৬/১৯৬০খ্রি. ।	২৪ জন	৬২,২০০/-
১৭৩	সিলেট	সিলেট	বিশ্বনাথ	দশঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০৬৮, তারিখ- ১৫/০৯/১৯৭২খ্রি. ।	২২ জন	১৮,৩২,৫০০/-
১৭৪	সিলেট	সিলেট	গোয়াইনঘাট	পাস্তমাঠ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০১২, তারিখ- ০৮/০৫/১৯৭২খ্রি. ।	২৫ জন	৪০,০০০/-

১৭৫	সিলেট	সিলেট	গোয়াইনঘাট	চদিবদি হাওর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৫৯, তারিখ-১২/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	২৪ জন	৫০,০০০/-
১৭৬	সিলেট	সিলেট	গোয়াইনঘাট	মমতাজগঞ্জ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-সিল-৯৯৮, তারিখ-৩০/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	২১ জন	৬৬,৬০০/-
১৭৭	সিলেট	সিলেট	গোয়াইনঘাট	রায়গঞ্জ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-সিল-৬৫২, তারিখ-০৩/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	২১ জন	৮৪,৫৫০/-
১৭৮	সিলেট	সিলেট	ওসমানীনগর	দয়াসির ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৩, তারিখ-২৬/০৭/১৯৬০খ্রি. ।	৩৩ জন	১৬,৫৯৭/-
১৭৯	সিলেট	সিলেট	জৈন্তাপুর	জৈন্তাপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫৪৪, তারিখ-০৫/০২/১৯৭৩খ্রি. ।	৩৯ জন	৫৮,৮৮৯/-

রংপুর বিভাগ

১৮০	রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর	রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪, তারিখ-০১/০৭/১৯১৫খ্রি. ।	৫৫৩টি সমিতি	৫,৩৪,০৮,৯৪৪/-
১৮১	রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর	রংপুর সদর কেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৬, তারিখ-০৯/১০/১৯৬০খ্রি. ।	৫৬টি সমিতি	২৪,৫০০/-
১৮২	রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর	উত্তম ইউসিএমপিএস লিঃ, নিবন্ধন নং-৩১, তারিখ-২২/০৯/১৯৪৯খ্রি. ।	৬৫ জন	৩৮,৬৬১/-
১৮৩	রংপুর	রংপুর	পীরগঞ্জ	কুমেদপুর ইউসিএমপিএস লিঃ, নিবন্ধন নং-৫০, তারিখ-১০/০৪/১৯৪৮খ্রি. ।	২৩ জন	৭,৭৫০/-
১৮৪	রংপুর	রংপুর	পীরগঞ্জ	জয়ন্তিপুর কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৪, তারিখ-১৫/০৮/১৯৭৩খ্রি. ।	২২ জন	২,০০০/-
১৮৫	রংপুর	রংপুর	পীরগঞ্জ	পারুল ইউসিএমপিএস লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৭, তারিখ-২৬/০৬/১৯৪৭খ্রি. ।	২৫ জন	১,০০,০০,০০০/-

১৮৬	রংপুর	রংপুর	পীরগঞ্জ	পাঁচগাছি ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫০, তারিখ-১০/০৪/১৯৪৮খ্রি. ।	৩২ জন	০০০/-
১৮৭	রংপুর	রংপুর	বদরগঞ্জ	শ্যামপুর কেন্দ্রীয় ইক্ষুচাষী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪০, তারিখ-৩১/০৩/১৯৪৮খ্রি. ।	৬০টি সমিতি	১,৬৯,৭৮,৭৭৫/-
১৮৮	রংপুর	রংপুর	বদরগঞ্জ	দামোদপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪০, তারিখ-৩১/০৩/১৯৪৮খ্রি. ।	২১ জন	৭,৪৬,১৮৪/-
১৮৯	রংপুর	রংপুর	বদরগঞ্জ	গোপালপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯৩, তারিখ-১৫/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	৩৪ জন	৫,৫৩,৫৯৯/-
১৯০	রংপুর	রংপুর	বদরগঞ্জ	বৈরামপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৩৩, তারিখ-২৫/০৫/১৯৭৩খ্রি. ।	৪২ জন	৯৮,৩৮৭/-
১৯১	রংপুর	রংপুর	বদরগঞ্জ	গোপালপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৫, তারিখ-২৯/০৩/১৯৪৮খ্রি. ।	২২৪ জন	৬,৭৫,৭৬৬/-
১৯২	রংপুর	রংপুর	বদরগঞ্জ	কুতুবপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৫, তারিখ-১২/০৪/১৯৪৮খ্রি. ।	৩১ জন	৬,৩৯৯/-
১৯৩	রংপুর	রংপুর	গংগাচড়া	বেতগাড়ী ইউসিএমপিএস লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮, তারিখ-২৯/০৩/১৯৪৮খ্রি. ।	৩৭ জন	৩,০৪৫/-
১৯৪	রংপুর	রংপুর	কাউনিয়া	কাউনিয়া বালাগঞ্জ ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৫, তারিখ-০১/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	৫৬ জন	৩,০০,০০০/-
১৯৫	রংপুর	রংপুর	কাউনিয়া	ধুমেরকুঠি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৭, তারিখ-০১/০৪/১৯৭২খ্রি. ।	১২৪ জন	৪৫,০০,০০০/-
১৯৬	রংপুর	রংপুর	কাউনিয়া	টেপামধুপুর ইউসিএমপিএস লিঃ, নিবন্ধন নং-৭১, তারিখ-১০/১০/১৯৪৮খ্রি. ।	৭৪ জন	১,০৫,০০,০০০/-
১৯৭	রংপুর	রংপুর	মিঠাপুকুর	নিশ্চিন্তপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৯৭, তারিখ-২২/১১/১৯৭৪খ্রি. ।	৪৪ জন	২,৫০,০০০/-

১৯৮	রংপুর	রংপুর	মিঠাপুকুর	বাতাসন দুর্গাপুর আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৮৪, তারিখ-১৬/০৯/১৯৭২খ্রি. ।	১০৫ জন	২,০৫,০০,০০০/-
১৯৯	রংপুর	রংপুর	তারাগঞ্জ	আলমপুর ইউসিএমপিএস লিঃ, নিবন্ধন নং-০৪, তারিখ-১৯/১০/১৯৫৬খ্রি. ।	২১১ জন	৮,০০০/-
২০০	রংপুর	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২০৩, তারিখ-২৪/০৪/১৯৪৮খ্রি. ।	১৫০ জন	১২,০০০/-
২০১	রংপুর	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	মহিমাগঞ্জ কেন্দ্রীয় ইক্ষুচাষী ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৯, তারিখ-১৩/১১/১৯৬৯খ্রি. ।	৮৬টি সমিতি	৩৭,৮৪,৪৩৭/-
২০২	রংপুর	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০২, তারিখ-২৬/০১/১৯৬১খ্রি. ।	৭৪ জন	৩০,০০০/-
২০৩	রংপুর	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	তালুক জামিরা এ আর পিপি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১৭, তারিখ-১০/০৩/১৯৭২খ্রি. ।	৩৫ জন	৮,২৯২/-
২০৪	রংপুর	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	উড়িয়া ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২০৭, তারিখ- ০৩/০৩/১৯৪৯খ্রি. ।	২০ জন	২৪,০০০/-

ময়মনসিংহ বিভাগ

২০৫	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-সংশোধিত -০২, তারিখ-১৪/০১/১৯৬৫খ্রি. ।	১১৮৫টি সমিতি	৮,৯২,৫৩৯/-
২০৬	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	দি ময়মনসিংহ কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-০৫, তারিখ-২১/০৬/১৯০৯খ্রি. ।	৬৪ টি সমিতি	১১,৮১,৩১৪/-
২০৭	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ সদর উত্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-১৩ সংশোধিত ২৭, তারিখ-৩১/১২/১৯৬০খ্রি. ।	৩৭টি সমিতি	১,৫৭,৬৮,৪৮৬/-
২০৮	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, নিবন্ধন নং-০১, তারিখ- ১৫/০২/১৯৩৪খ্রি. ।	৪৪০টি সমিতি	৭০,৯৪,৭৯৪/-

২০৯	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৩৬৬, তারিখ-০৫/০১/১৯৭১খ্রি. ।	২১৬ জন	৯০,৮১,৬৬৪/-
২১০	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	কুমারগাতা সমবায় সঞ্চয় ও কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৩, তারিখ-০৭/০৫/১৯৬৫খ্রি. ।	১৩২ জন	১,৫০,০০,০০০/-
২১১	ময়মনসিংহ	জামালপুর	মেলান্দহ	পাঠানপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৭৭১, তারিখ- ১০/০৫/১৯৭২খ্রি. ।	৬৯ জন	১,৩২,০৩১/-
২১২	ময়মনসিংহ	জামালপুর	মেলান্দহ	মেলান্দহ থানা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৩৩, তারিখ-২৩/০৩/১৯৪৫খ্রি. ।	৯৪ জন	১,০৯,৪৫২/-
২১৩	ময়মনসিংহ	জামালপুর	মেলান্দহ	রুকনাই পাড়া কৃষি ২৯ সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৯৬, তারিখ- ১৯/১১/১৯৬৮খ্রি. ।	২০ জন	১১,১৯০/-
২১৪	ময়মনসিংহ	জামালপুর	মেলান্দহ	মামুদপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩২০২, তারিখ-০৩/০২/১৯৭৩খ্রি. ।	১০০ জন	২,৮৭,৪৭০/-
২১৫	ময়মনসিংহ	জামালপুর	মেলান্দহ	পয়লা কৃষি ৭১ সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪১৪, তারিখ-১০/০৭/১৯৬৯খ্রি. ।	২৪ জন	১৬,৬৪৫/-

পরিশিষ্ট-১১: গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত আইএসবিএন সনদ

পরিশিষ্ট-০৮: মুজিববর্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিকে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন নিয়ে গবেষণা করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট প্রদান

বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় অধিদপ্তর
সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.coop.gov.bd

স্মারক নং- ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০১৮.১৬/২০১৯জি- ৮৫০(৫)-৭/৩ তারিখ: ১২/০৮/২০২০খ্রি:

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র: সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৪৭.৬১.০০০০.৪৩.০১৬.১৫(৪র্থ খন্ড)-৭২৮-এ/৩ তারিখ-১২/০৭/২০২০খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের ১৩টি কর্মসূচি এবং নতুনভাবে আরোও ২টি কর্মসূচি বাস্তবায়েনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি কর্মসূচি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

বর্ণিত অবস্থায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা।

মো: কামরুজ্জামান
উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত নিবন্ধক),
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী,
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

অনুলিপি:

০১. জনাব মো: আসাদুজ্জামান, সভাপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২. অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্ম-নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা)
০৩. নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪. অফিস কপি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের কর্ম-পরিকল্পনা:

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০১.	গবেষণা সম্পাদন	দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এর উপর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হবে।	১৭ মার্চ, ২০২০- ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কে কুমিল্লা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুনভাবে নিম্নরূপ কর্যক্রম গ্রহণ করা হ

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
০১.	আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার ল্যাব ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মৌলভীবাজার, নরসিংদী ও ফেনী আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং নওগাঁ, মৌলভীবাজার ও কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে। উক্ত কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সমবায়ীদের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হবে।	আগস্ট, ২০২০ – মার্চ ২০২১	বাংলাদেশ সমবায় এব কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও অ সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভী নরসিংদী, কুষ্টিয়া, নওগাঁ ও ফে
০২.	সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ১২০০ সমবায়ীকে আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিভিন্ন উপকরণ সহায়তা প্রদান।	আগস্ট, ২০২০ – মার্চ ২০২১	বাংলাদেশ সমবায় এক কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আ সমবায় ইনস্টিটিউট।

মো: কামরুজ্জামান
উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-০৯: সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য বঙ্গবন্ধুর আহবান

"সমবায় ভিত্তিতে চাষ করুন: যশোরে জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু। দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"।

পহেলা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাধিক পরিমাণ জমি চাষের অধীনে আনার জন্য সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকাজ করা ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আজ কৃষকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। দুই দিন ব্যাপী খুলনা সফরের পরে আজ ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে যশোর বিমানবন্দরে উপস্থিত সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, সমস্ত সম্পদ এখন জনগণের। জাতীয়করণসহ বৈপবিক পদক্ষেপের মাধ্যমে শোষণের মূল উৎপাটিত হয়েছে। কৃষকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন যে তারা যেন সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। তিনি বলেন পাকিস্তানী বর্বর কিছু রেখে যায়নি এবং কর ও খাজনা মওকুফ করার কারণে সরকারের আয় কমে গেছে। সুতরাং সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে তারা যেন অবিলম্বে তাদের কাজ শুরু করে দেয়। [সূত্র: দৈনিক বাংলার বাণী :২ এপ্রিল ১৯৭২]

চিত্র-২৯: সংবাদপত্রের পাতায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন।

সমবায় ভিত্তিতে চাষ করুন ঃ যশোরে জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু

দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের

collected from: www.songramernotebook.com

দৈনিক বাংলা

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাতিল: পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু

স্থানীয় জনগণের নেতৃত্বে সমবায় আন্দোলনে যোগ দিন

পরিশিষ্ট-১০: 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা' গ্রন্থের ISBN Certificate

Department of Archives and Library
Ministry of Cultural Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh

ISBN Certificate

Name of the Book (English) : Bangabandhur Somobay Dharshon: Arjan Proyog O Prasongikota

Book Name (বাংলা) **:** বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন অর্জন প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা

Name Of the Author (English): Haridas Thakur

Author Name: Md Helal Uddin

Author Name: Md Shafikul Islam

Author Name (বাংলা) **:** হরিদাস ঠাকুর

Name of the Editor: Haridas Thakur

Place of Publication: Dhaka

Year of Publication : ১৬ আষাঢ় ১৪২৮ / 2021-06-30

ISBN Number: 978-984-35-0838-6

978-984-35-0838-6

978-984-35-0838-6

Issued By

03-07-2021

Md. Jamal Uddin
Chief Bibliographer/Deputy Director
Department of Archives and Library
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Phone: 48114331